হেদায়াতুন নাহু

আরবী-বাংলা

হেদায়াতুন নাহু

শায়খ সিরাজ উদ্দীন উসমান আউধী, চিশ্‌তী (র.)

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান যশোরী
আল-আকসা লাইব্রেরী

প্রকাশকাল ঃ ১১ ডিসেম্বর ২০০৩ইং
১৬ শাওয়াল ১৪২৪ হিং

মূল্য ঃ সাদা– ১৬০.০০ টাকা মাত্র
রাফ– ১১০.০০ টাকা মাত্র

বর্ণ বিন্যাস ঃ
সাআ'দাত কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণ ঃ
আল আকাবা প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা।
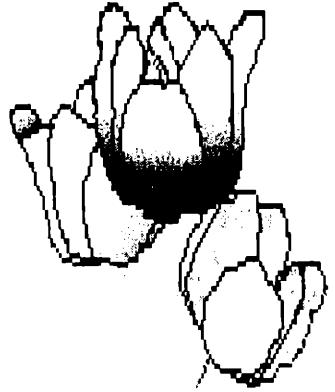
অনুবাদকের কথা

মুসলমানদের হৃদয়ের ভাষা, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ভাষা, প্রিয় নবীর প্রিয় ভাষা এবং আখেরাত ও বেহেশতের ভাষা আরবী। মানুষ জাতির ইহ ও পারলৌকিক মহা সফলতার প্রধান উৎস আল কোরআন, আল হাদীস, আল ফিক্‌হ ও যাত তাফসীর ইত্যাদির বিশাল ভাণ্ডার আরবী ভাষায় রচিত। অতএব বিশ্ব মুসলিম-এর নিকট আরবী ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আর কোন্ ভাষা তার গ্রামার বা ব্যাকরণ ছাড়া সঠিক শুদ্ধরূপে অর্জন করা অসম্ভব। আরবী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়।

কালের পরিক্রমায় যখন ইসলাম ধর্ম আরবের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে, কক্রমান্বয়ে মানুষ ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয় তখন প্রয়োজন দেখা দেয় এর গ্রামার বা ব্যাকরণ শাস্ত্রের। সুতরাং তখন থেকেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভঙ্গিতে এর ব্যাকরণ শাস্ত্র রচিত হতে থাকে। এ ধারায় অষ্টম শতাব্দী রচিত হেদায়াতুন নাহু কিতাবটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা অতি সহজ সরলভাবে নাহু শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এতে স্থান পেয়েছে এবং বাহুল্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছে। এ কারণে শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেই নয় বরং আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে আরবী বিদ্যালয়ে এটি পাঠ্যপুস্তকরূপে যুগ যুগ ধরে পঠিত হয়ে আসছে।

মূল কিতাবটি আরবী ভাষায় রচিত এবং এর শরাহ বা টীকা গ্রন্থগুলো আরবী ও উর্দূ ভাষায় রচিত। তাই বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের সুবিধার লক্ষ্যে এটিকে আরো সহজ-সরলভাবে সুপাঠ্যরূপে উপস্থাপনের জন্য আমরা এটির অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংযোজন করার প্রয়াস পেয়েছি।

আশা করি কিতাবটি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই নয় বরং পাঠ দানকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্যও বিশেষ ফলপ্রসু হবে ইনশাআল্লাহ। কিতাবটিকে প্রচলিত অপরাপর কিতাবগুলোর তুলনায় সার্বিক ক্ষেত্রে সুন্দর ও সুপাঠ্যরূপে পেশ করার নিমিত্তে কছূর করা হয়নি মোটেও।

তবে একটি কথা না বললেই নয় যে– মানুষ ভুলের উর্ধে নয় তাই সর্বাত্মক চেষ্টা করা সত্ত্বে যদি কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় বা কিতাবটিকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে কারো কোন সুপরামর্শ থাকে তাহলে তা অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ তা সাদরে গৃহীত হবে।

মহান আল্লাহ অধমের এ শ্রমকে সার্থক করে এর দ্বারা জ্ঞান পিপাসু ছাত্র/ছাত্রীদেরকে উপকৃত করুন, এ কামনায়–

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান (যশোরী)
১৬ শাওয়াল ১৪২৪
১১ ডিসেম্বর ২০০৩

লেখক পরিচিতি

আরবী ব্যাকরণের অনবদ্য গ্রন্থ হেদায়াতুন নাহু এর মুসান্নিফ (রচয়িতা) র. এর নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন– (ক) দেরায়াতুন নাহু এর রচয়িতার মতে এর লেখক আল্লামা আবু হাইয়ান নাহ্বী (র.) যিনি প্রখ্যাত মুফাসসির ও নাহু শাস্ত্রবিদ ছিলেন। (খ) তা'দাদুল উলূম প্রণেতা এর মতে এর রচয়িতা হলেন– শায়খ সিরাজউদ্দীন উসমান চিশ্‌তী নিজামী ওরফে আখী সিরাজ আউধী (র.)। যিনি সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ বদায়ূনী দেহলভী (র.) কর্তৃক পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের বার্তা বাহক রূপে প্রেরীত হন। উল্লেখ্য যে, এই মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। নিম্নে শায়েখ সিরাজউদ্দীন আউধী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতি প্রদত্ত হল।

নাম ও জন্ম ঃ সিরাজউদ্দীন উসমান, উপাধী নিজামী ও চিশ্‌তী। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ভারতের দিল্লীর উপকণ্ঠে কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা-মাতা ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

জীবন পরিক্রমা ঃ আল্লামা শায়খ সিরাজউদ্দীন উসমান (র.) নিজ এলাকায় থেকে বাল্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর অতি অল্প বয়সেই হযরত নিজামউদ্দীন বদায়ূনী (র.) এর আস্তানায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান তথা ইসমে বাতিনী হাসিলের লক্ষ্যে গমন করেন। তবে ইলমে জাহেরী তথা ইলমে শরীয়তের জ্ঞানার্জনের প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। মীর খোরদ (র.) লিখেন যে, তিনি যখন দিল্লী পৌঁছেন তখন তাঁর একমাত্র সম্বল ছিল কাগজ ও কলম। তিনি দিল্লীতে শায়খ নিজামউদ্দীন (র.)-এর খেদমতে থেকে অতি অল্প সময়ে ইলমে মা'রেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যান এবং শায়খ (র.)-এর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন।

ইলমে জাহেরী অর্জন ঃ শায়খ নিজামউদ্দীন (র.) যখন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মুব্বালিগ প্রেরণের ইচ্ছা করেন তখন বঙ্গ প্রদেশে প্রেরণের জন্য তাঁকে মনোনীত করেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে, তিনি ইলমে জাহেরীতে পূর্ণতা লাভ করেননি তখন তিনি বললেন– "اول درجه درس کار علم ست" (এ কাজের জন্য সর্ব প্রথম ইলমে জাহেরী আবশ্যক) এবং তিনি আরও বললেন– "ইলমহীন ব্যক্তি শয়তানের খেলনা স্বরূপ। শয়তান যেরূপ ইচ্ছা করে তাকে নিয়ে তদ্রূপ খেলতে থাকে"। উক্ত মজলিসে হযরত ফখরুদ্দীন যাররাদী (র.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরজ করলেন– درششماه اورا دانشمند میکنم (নির্দেশ হলে মাত্র ছয় মাসে আমি তাকে ইলমে জাহেরীতে পারদর্শীরূপে গড়ে তুলতে পারি।) সুতরাং তাই হলো। অতি অল্প সময়ে তিনি ইলমে জাহেরীতেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। কথিত আছে যে, তদানিন্তন কালের বিজ্ঞ কোন আলিমও তাঁর সাথে বিতর্ক (মুনাযারা) করতে সাহস করতেন না।

খেলাফত লাভ ঃ ইলমে জাহেরীতে পূর্ণতা লাভের পর সুলতানুল মাশাইখ খাজা নিজামউদ্দীন (র.) তাঁকে খেলাফত প্রদান করে বঙ্গে প্রেরণ করেন।

কর্মজীবন ঃ খেলাফত লাভের পর তিনি বঙ্গ প্রদেশে আগমণ করেন এবং বঙ্গপ্রদেশকে ঈমান ও ইসলামের ঐশী নূর দ্বারা নূরান্বিত করেন। তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আতাউল হক পান্ডবী তাঁর বিদ্যার গভীরতা এবং ইসলামের বিভিন্নমুখী খেদমতের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করে তাঁকে স্বীয় খলিফারূপে মনোনীত করেন।

রচনাবলী ঃ শায়খ সিরাজউদ্দীন (র.) বেশ কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো– হেদায়াতুন নাহু, মীজানুছ ছরফ ও পাঞ্জগঞ্জ।

ইন্তেকাল ঃ ইলমে দ্বীনের বিশিষ্ট এ খাদেম বিভিন্নমুখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য রেখে ৭৫৮ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলায়হি রাজিঊন)

সূচিপাতা

বিষয়	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ،وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

অনুবাদ ॥ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, পরকালের কল্যাণ মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য, পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর প্রতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পটভূমি ঃ উপরোক্ত ইবারতকে কেন্দ্র করে সামনে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যথা– (ক) শুরুতে বিস্মিল্লাহ ও আলহামদু ইত্যাদি উল্লেখের কারণ (খ) প্রতি শব্দের অর্থ, বিস্তারিত ব্যাখ্যা, (গ) বাক্যগুলোর তারকীব।

بِسْمِ اللّٰهِ الخ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الخ উল্লেখের কারণ– মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) (র.) নিম্নোক্ত যে কোন কারণে স্বীয় কিতাবকে بسم الله الخ ও اَلْحَمْدُ لله الخ দ্বারা শুরু করেছেন। যথা–

১. اِقْتِدَاءً بِكِتَابِ اللّٰهِ – মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের অনুকরণে।

২. اِتِّبَاعًا بِالْحَدِيْثِ – রাসূলে করীম (সাঃ) এর হাদীসের উপর আমলের উদ্দেশ্যে। কেননা, তিনি এরশাদ করেছেন– كُلُّ اَمْرٍ ذِيْبَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কাজ আল্লাহর নাম ছাড়া শুরু করলে তা লেজ কাটা তথা বরকতশূন্য হয়ে যায়, (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা) হাম্দ দ্বারা শুরুর ব্যাপারে অপর বর্ণনায় আছে كُلُّ اَمْرٍ ذِيْبَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ وَاَجْذَمُ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ আল্লাহর প্রশংসাবিহীন শুরু করলে তাতে বরকত থাকে না।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শুরু তো বলে যার আগে কিছু নেই, অতএব উভয়টি দ্বারা শুরু করা তো সম্ভব নয়, কারণ তাতে অবশ্যই একটা আগে ও একটা পরে হয়ে যায়?

উত্তর এই যে, শুরু তথা (اِبْتِدَاء) মূলত ৩ প্রকার। حَقِيْقِى ، اِضَافِىْ ও عُرْفِىْ

১. اِبْتِدَاءِ حَقِيقِى (প্রকৃত শুরু) বলা হয় যার আগে অন্য কিছুই নেই।

২. اِبْتِدَاءِ اِضَافِىْ (তুলনামূলক শুরু) যা পরবর্তীর তুলনায় শুরু। তার আগে কিছু থাকা অসম্ভব নয়।

৩. اِبْتِدَاءِ عُرْفِىْ (প্রচলন গত শুরু) অর্থাৎ সচরাচর মানুষ শুরু বলতে যা বুঝে।

- অতএব বিসমিল্লাহ এর হাদীসের ক্ষেত্রে اِبْتِدَاءِ حُقِيقِىْ ধরে ও আলহামদুল্লিাহ-এর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট দু'প্রকারের যে কোন ১ প্রকারের শুরু ধরলে কোন প্রশ্ন থাকে না। আর এটা قياس তথা যুক্তির আলোকেও সঠিক। কারণ আগে নাম, পরিচিতি (ইস্‌ম) উল্লেখ হয়, তারপরে তার প্রশংসা বা গুণাগুন উল্লিখিত হয়।

৪. اِتِّبَاعًا بِالسَّلَفِ তথা সালফে সালেহীন (র.)-এর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে, কেননা সমস্ত বুযর্গানে দ্বীন তাঁদের কিতাবকে এভাবেই শুরু করেছেন।

৫. اِذَابَةٌ لِلشَّيْطَانِ তথা শয়তানের প্রভাব মুক্ত থাকার ও তাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে। কেননা নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন-

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَذُوْبُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَذُوْبُ الرَّصَاصُ فِى النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে শয়তান এর দ্বারা বিগলিত হয়ে যায় যেরূপ শিশা আগুনে বিগলিত হয়ে যায়।"

৬. رَدًّا لِلْكَافِرِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ কাফের, মুশরিক তথা প্রতিমা পূঁজারীদের বিরুদ্ধাচরণ কল্পে। কেননা তারা بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى তথা লাত ও উয্যার নামে শুরু করত।

৭. تَكْثِيْرًا لِلشَّافِعِيْنَ কিয়ামত দিবসে অধিক শাফাআতকারী হওয়ার মানসে। কেননা আল্লাহ বিস্‌মিল্লাহ পাঠকারীর জন্য প্রতিটি অক্ষরের পরিবর্তে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, মহা প্রলয় দিবস পর্যন্ত সে তার জন্য মাগফেরাত কামনা করতে থাকে।

৮. اِتِّبَاعًا لِلْكِتَابِ الْأَوَّلِ সর্ব প্রথম লিখিত বস্তুর অনুকরণার্থে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আছে– আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টির পর তাকে লেখার আদেশ দিলে সর্ব প্রথম বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা লেখা শুরু করে।

بَاءٌ এর অর্থ : قَوْلُهُ بِسْمِ اللّٰهِ ঃ এর মধ্যে ب বর্ণটি ১০ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– ১. اِلْصَاقٌ ২. اِسْتِعَانَةٌ ৩. مُصَاحَبَةٌ ৪. بَدَل ৫. مُقَابَلَةٌ ৬. تَبْعِيْض ৭. قَسَم ৮. تَعْدِيَةٌ ৯. سَبَبِيَّة ও ১০. زِيَادَةٌ

এখানে اِسْتِعَانَةٌ তথা সাহায্য কামনা বা সহায়তা গ্রহণ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে..... ।

بِسْمِ মূলত بِاسْمِ ছিল। অধিক ব্যবহারের দরুন সহজার্থে হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। অপরদিকে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .... অতটা বহুল পঠিত নয়। বিধায় হামযা বহাল রয়েছে।

اسم শব্দের তাহকীক : اسم শব্দটি বিসরিয়্যীন তথা বসরার নাহুবিদদের মতে سُمُوٌّ ছিল। অর্থ উচ্চ, اِسْم যেহেতু فعل ও حرف এর তুলনায় উচ্চমানের একারণে এ নামকরণ করা হয়েছে। سُمُوٌّ এর واو কে قَلْب তথা স্থান পরিবর্তন করে শুরুতে আনা হয়েছে। অথবা خلافِ قِياس বিলোপ করে শুরুতে যেরযুক্ত হামযা আনা হয়েছে। অতঃপর সীনকে সাকিন করা হয়েছে। আর কূফিয়্যীন (কূফার নাহুবিদগণ)-এর মতে اسم শব্দটি وِسْم ছিল। অর্থ আলামত, নিদর্শন। যেহেতু اسم তার مُسَمّٰى (নামকৃত বস্তু) এরজন্য চেনার আলামত হয় একারণে এ নাম রাখা হয়েছে। وِشَاحٌ এর কায়দায় وِسْم এর واو টি হামযা দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে।

اَللّٰهُ শব্দের তাহকীক– قَوْلُهُ اَللّٰهُ ঃ আল্লাহ শব্দটি এমন এক সত্ত্বার জাতিগত নাম যার অস্তিত্ব অবধারিত, সকল মহৎ ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর আধার এবং সকল দোষ-ত্রুটি ও অস্থিতি হতে পবিত্র। আরবীতে

هُوَ عَلَمٌ لِذَاتٍ وَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعُ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَزَّهُ عَنِ النُّقْصَانِ وَالزَّوَالِ .

اَللّٰهُ শব্দটি ইসমে জামিদ, না কি ইসমে মুশতাক এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.), খলীল ও ইবনে কায়সান-এর মতে এটা ইসমে জামিদ। এটা تَغَيُّرَاتِ اِشْتِقَاقِيَّة তথা শাব্দিক আবর্তন-বিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন তাঁর সত্ত্বা এ থেকে মুক্ত।

অনেকে এটাকে ইস্‌মে মুশ্‌তাক বলেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে আবার মতানৈক্য রয়েছে তার মুশ্‌তাক মিনহুর (মূল উৎস) ব্যাপারে। (এ ব্যাপারে আল্লামা কাযী বায়যাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।)

(ক) কাযী বায়যাভী সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে এটা اَلَهَ يَأْلَهُ اِلٰهًا . اِلَهَةً وَاُلُوْهِيَّةً বাবে فَتَحَ হতে অর্থ– উপসনা করা, ইবাদত করা। অতএব এটা মূলত اَلْاِلٰهُ ছিল। শুরুতে আলিফ লাম আসার কারণে শুরুর হামযা পড়ে গেছে এবং লাম অপর লামের মধ্যে ইদগাম হয়েছে। اِلٰهٌ মাসদার মূলত مَأْلُوْهٌ (মাফউল) মা'বূদ– উপাস্য অর্থে।

(খ) কারো মতে اَلِهَ يَأْلَهُ বাবে سَمِعَ হতে অর্থ বিচলিত ও হতবাক হওয়া। কারণ আল্লাহর পরিচয়ের ব্যাপারে মনুষ্য জ্ঞান হতবাক হতে বাধ্য।

(গ) কারো মতে اَلِهَ يَأْلَهُ বাবে سَمِعَ হতে তবে اِلٰى সহ ব্যবহৃত অর্থ হতে উদ্‌গত। অর্থ কারো কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করা। কেননা তাঁর স্মরণে ও আশ্রয়ে সৃষ্টিকুল প্রশান্তিলাভ করে।

(ঘ) কারো মতে أَلِهَ يَأْلَهُ হতে অর্থ কোন বিষয়ে অস্থির হয়ে কারো শরণাপন্ন হওয়া, এবং তার দ্বারা বিপদ নিরসনের আশা রাখা।

(ঙ) কারো মতে وَلَهَ يَوْلَهُ বাবে فَتَحَ হতে অর্থ- পেরেশান হওয়া, হতভম্ব হওয়া।

(চ) কারো মতে وَلَهَ يَوْلِهُ বাবে ضَرَبَ হতে অর্থ আড়াল হওয়া, উঁচু হওয়া হতে উদগত। কেননা আল্লাহ মখলুকের দৃষ্টির আড়ালে এবং চিন্তা-ভাবনার বহু উর্ধ্বে।

قَوْلُهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ঃ رَحْمٰن শব্দটি اسم مُبَالَغَة এর ছীগা رَحْمٰنٌ - نَدْمَانٌ এর ওযনে ও رَحِيْمٌ - نَدِيْمٌ এর ওযনে। رَحِمَ يَرْحَمُ رَحْمَةً হতে উদ্গত। আভিধানিক অর্থ কোমল হৃদয় হওয়া, দয়াদ্র হওয়া। رَحِيْم -এর তুলনায় رَحْمٰنٌ দয়ার আধিক্যতা বেশী বুঝায়। কারণ رحمٰن এর মধ্যে বর্ণের সংখ্যা বেশী, আর কায়েদা আছে যে, كَثْرَةُ الْمَبَانِىْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِىْ অতএব رحمٰن শব্দটি رَحِيم এর তুলনায় عَامٌ বা ব্যাপক। এ কারণে বলা হয় يَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ يَارَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ কেননা দুনিয়ায় আল্লাহর দয়া ব্যাপক, মুসলিম অমুসলিম সবাই তার রহমতে শামিল। কিন্তু পরকালে তার দয়া কেবল মুমিনদের জন্য সীমিত। এ হিসেবেই رحمٰن শব্দটি আগে ও رحيم পরে উল্লিখিত হয়েছে।

- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর إِعْرَاب ঃ শব্দদুটিতে তিন ধরনের إعراب হতে পারে–

১. উভয়টি مَرْفُوْع - مُبْتَدَائِ مَحْذُوْف (উহ্য মুবতাদা) هُوَ এর خبر হিসেবে। অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

২. উভয়টি مَجْرُوْر - اَللّٰه শব্দের সিফত হিসেবে। অর্থাৎ بِسمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩. مَنْصُوْب - اَعْنِىْ উহ্য এর মাফঊল হিসেবে। অর্থাৎ بِسمِ اللّٰهِ اَعْنِى الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الخ এর তারকীব ঃ এর বিভিন্ন রকমের তারকীব হতে পারে। এমনকি শুধু بسم الله الخ এর তারকীবের উপর স্বতন্ত্র পুস্তকও রচিত হয়েছে। নিম্নের প্রসিদ্ধ তারকীবটি উল্লেখ করা হল–

ب হরফে জার, اسم মুযাফ الله শব্দটি মওসূফ. اَلرَّحْمٰنُ প্রথম সিফত ও اَلرَّحِيْمُ দ্বিতীয় সিফত, মওসুফ তার উভয় সিফত মিলে মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে ب হরফে জারের মাজরূর। অতঃপর জার-মাজরূর মিলে مُتَعَلِّق হল اَشْرَعُ উহ্য فعل এর সাথে, اَشْرَعُ ফে'ল তার اَنَا যমীর فاعل ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةُ فِعْلِيَةُ خبريه

চিত্রে তারকীব লক্ষ্য কর
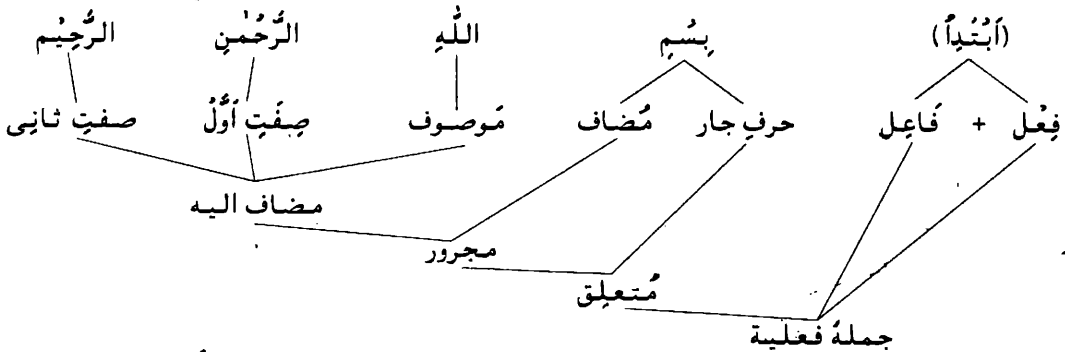
উল্লেখ্য যে, مُتَعَلَّق এর বিবেচনায় সাধারণত ৮ ধরনের তারকীব হতে পারে। কেননা ب এর مُتَعَلَّق হয়ত فعل হবে, নতুবা شبه فعل হবে। এ দু'য়ের যে কোনটি হয়তো عام হবে, নতুবা خاص হবে, এর প্রত্যেকটি হয়তো مُقَدَّم হবে নতুবা مُؤَخَّر হবে।

সহজার্থে চিত্রে লক্ষ কর
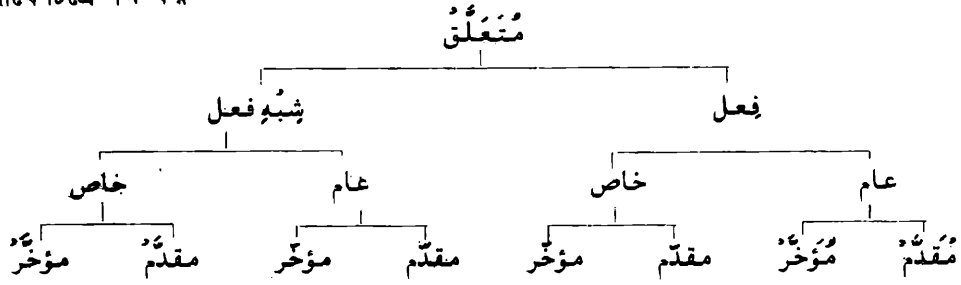
উপরের চিত্র দ্বারা নিম্নোক্ত ৮টি ছুরত বা ধরণ লাভ হল। যথা–

১. مُتَعَلَّقْ টা فِعلِ عَامْ مُقَدَّمْ হবে
২. مُتَعَلَّقْ টা فعِل خاصْ مُقدّمْ হবে
৩. متعلق টা فعل عام مؤخر হবে
৪. متعلق টা فعل خاص مؤخر হবে
৫. متعلق টা شبه فعل عام مقدم হবে
৬. متعلق টা شبه فعل خاص مقدم হবে
৭. متعلق টা شبه فعل عام موخر হবে
৮. متعلق টা شبه فعل خاص موخر হবে

বিঃদ্রঃ তারকীবের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর إعراب প্রসঙ্গে উল্লিখিত অবশিষ্ট দু'ছূরত তথা بِسْمِ الله اَعْنِىْ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ ও اللّٰهِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ সহ মোট ১০ প্রকার ইবারত ও ৩০ ধরনের তারকীব হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, (ক) জার-মাজরূর মিলে সর্বদা فعل বা شبهِ فعل -এর সাথে متعلق হয়, যাতে অন্য শব্দের সাথে তার مُدْخُوْل এর رَبْط বা সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ পায়

(খ) متعلق টা উল্লেখ থাকলে তাকে ظرفِ لَغْو ও উল্লেখ না থাকলে (বা উহ্য থাকলে) তাকে ظرفِ مُسْتَقِرّ বলে। এ হিসেবে بسم الله الخ টা ظرف مستقر হবে।

(গ) متعلق টা اسم নাকি فعل হওয়া উত্তম? এ ব্যাপারে বসরী ও কুফী নাহুবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বসরীদের মতে فعل হওয়া উত্তম। কেননা متعلق টা তার জার মাজরুর (যরফ)-এর মধ্যে আমিল হবে। আর আ-মলের দিক দিয়ে فعل আসল। পক্ষান্তরে কুফীদের মতে اسم হওয়া উত্তম, কারণ উহ্য মানার ক্ষেত্রে مفرد আসল, আর فعل মানলে তার عامل কে মাহযুফ মানতে হয়, আর কায়দা আছে যে- اَلْمُقَدَّرُ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضُّرُوْرَةِ

(ঘ) متعلق টা مُقدّمْ হওয়া ভাল, নাকি مُؤخّرْ হওয়া? এ ব্যাপারে ও নাহুবিদদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। বসরীগণের মতে موخر হওয়া উত্তম। কারণ শুরুতে উহ্য মানলে তখন بِسْمِ اللّٰه দ্বারা শুরু হয় না। বরং উক্ত শব্দ দ্বারাই শুরু বুঝায়। কেননা এটা স্বীকৃত যে, اَلْمَحْذُوْفُ كَالْمَذْكُوْرِ আর অন্যান্যদের মতে এমনটা দোষণীয় নয়।

(ঙ) প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, হাদীসে তো আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করার কথা বলা হয়েছে। আর তা হল اللّٰه শব্দ; اسم নয়? এর উত্তর এই যে, প্রশ্ন অবশ্যই যথার্থ, তবে بالله বললে তা باءِ قَسْمِيه-এর সাথে মিলে যাওয়ার ভয় থাকে, এ কারণে اسم শব্দ যুক্ত হয়েছে। অথবা আল্লাহ শব্দের উপর কোন শব্দ প্রয়োগ করলে তার দ্বারা ও বরকত ও সাহায্য কামনা বুঝায় অথবা- এটা বুঝান উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর যেকোন নাম দ্বারা اِسْتِعَانَتْ বা সাহায্য প্রার্থনা বৈধ- চাই জাতী হোক বা সিফাতী।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ الخ ঃ এখানে আলোচ্য বিষয় হল– ১. الف ولام প্রসঙ্গ, ২. حَمْد এর সংজ্ঞা ثَنَاء ও مَدْح এর সংজ্ঞা ও পারস্পরিক পার্থক্য।

১. اَلْحَمْدُ এর الف ولام প্রথমত ২ প্রকার, (ক) اِسْمِى যা اسم فاعل ও اسم مفعول এর পূর্বে এসে اَلَّذِى اسم مَوْصُول এর অর্থ দেয়া। حَرْفِى টা আবার ২ প্রকার (ক) جِنْسِى (খ) فَرْدِى – দ্বিতীয়টি আবার দু প্রকার-সমস্ত সদস্য (كُلّ اَفْرَادْ) উদ্দেশ্য হবে বা (খ) কিছু সদস্য (بَعْضِ اَفْرَادْ) উদ্দেশ্য হবে। كُلّ اَفْرَادْ উদ্দেশ্য হলে সেটা اِسْتِغْرَاقِى বা جِنْسِى হবে। আর بَعْض اَفْرَادْ উদ্দেশ্য হলে তার অস্তিত্ব (وُجُوْدْ) টা خَارِجِى (চাক্ষুস বিদ্যমান) হবে বা ذِهْنِى (স্মৃতিগতভাবে বিদ্যমানশীল) হবে। প্রথমটি عَهْدِ خَارِجِى আর দ্বিতীয়যটি عَهْدِ ذِهْنِى – সহজার্থে চিত্রে লক্ষ কর–
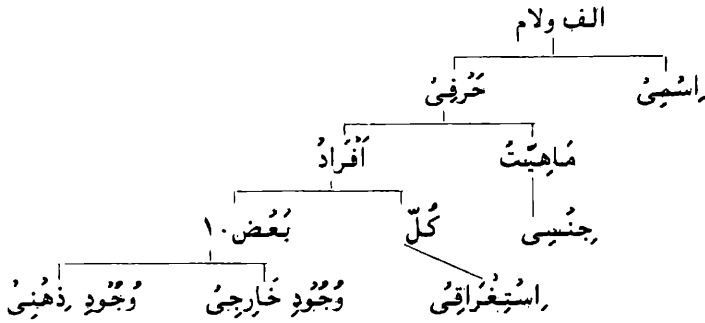
এখানে কোন প্রকারের الف ولام হবে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

(ক) কারো মতে جِنْسِى – অর্থাৎ প্রশংসা বলতে যা বুঝায় তা আল্লাহর নিমিত্তে।

(খ) কারো মতে اِسْتِغْرَاقِى – অর্থ হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

(গ) কারো মতে عَهْدِ خَارِجِى – অর্থ হবে জগতে যত প্রশংসা আছে ও হবে তা আল্লাহর জন্য।

حَمْد উল্লেখের কারণ ঃ حَمْد যেহেতু مَدْح এর তুলনায় عام এ জন্য এটিই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এর মধ্যে مدح ও শামিল আছে।

তদরূপ شُكْر এর পরিবর্তে حَمْد উল্লেখের কারণ এই যে, আল্লাহ বস্তুত এমন সত্ত্বা যিনি এমনিতেই প্রশংসার হকদার, অনুগ্রহের বিনিময় সীমাবদ্ধ নয়। অথচ شكر উল্লেখ করলে কেবল অনুগ্রহের দরুন হকদার হওয়া বুঝা যেত।

حَمْد ، مَدْح ، ثَنَاء و شُكْر এর সংজ্ঞা ও পারস্পরিক পার্থক্য ঃ

حَمْد এর সংজ্ঞা ঃ اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِى نِعْمَةً كَانَ اَوْ غَيْرُهَا

অর্থাৎ হাম্‌দ হল– অর্জিত গুণের দরুন প্রশংসা করা চাই তা কোন অনুগ্রহের বিনিময় হোক বা না। এর প্রায় সমার্থবোধক শব্দ হল مَدح ও ثَنَاء - এ দুটোও প্রশংসা বুঝায়। তবে এতে অর্জিত গুণের শর্ত নেই বরং প্রদত্বগুণের কারণেও হতে পারে। অতএব حَمْد এর তুলনায় এ দু'টি عام বা ব্যাপকতা সম্পন্ন, একারণে বলা যায় مَدَحْتُ اللُّؤْلُؤَ عَلٰى حُسْنِه (মুক্তার সৌন্দর্যের দরুন আমি তার প্রশংসা করেছি) কিন্তু এক্ষেত্রে حَمِدْتُ اللُّؤْلُؤَ বলা ঠিক হবে না। কারণ মুক্তার সৌন্দর্য তার অর্জিত নয়। বরং সৃষ্টিগত বা প্রদত্ত। অপরদিকে প্রশংসামূলক আরো ১টি শব্দ হল شكر - এটাও প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বুঝায়। তবে তা অনুগ্রহের বিনিময়ে হয়। এ হিসেবে এটা حمد এর তুলনায় খাছ বা ব্যাপকতাহীন। কারণ حمد অনুগ্রহের বিনিময়ে হওয়া জরুরী নয়। তবে مَوْرِدْ তথা প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে حمد খাছ ও شكر আম, কারণ حمد যবানী (মৌখিক) প্রশংসা বুঝায়। আর شكر শুধু মুখে প্রশংসা করা বুঝায় না বরং যে কোন অঙ্গের দ্বারা, অনুগ্রহের বিনিময় স্বরূপ কোন কাজ করে দেয়া বা হাদিয়া প্রদান করা ইত্যাদি উপায়েও হতে

পারে। মোট কথা حمد ও شكر এর মাঝে عُمُوْمٌ خُصُوص مِنْ وَجْهٍ এর সম্পর্ক। আর حمد ও مدح এর মাঝে عُموم خُصوص مُطْلَقْ এর সম্পর্ক।

قَوْلُهُ رَبِّ ঃ رَبِّ শব্দটি অধিকাংশের মতে رَبَّ يَرُبُّ رَبًّا বাবে نَصَرَ এর মাসদার, অর্থ-প্রতিপালন করা, অর্থাৎ কোন বস্তুকে শুরু হতে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় আসবাব যোগান দিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌছান। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নজাগে যে, مَصْدَر -এর حَمْل জাতের উপর সহীহ নয়, (সহজ কথায় মাসদারকে সিফত বানান সহীহ নয়)। অথচ এখানে এটা আল্লাহর সিফাত হচ্ছে?

উত্তর ঃ স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণে এ প্রশ্ন যথার্থ, তবে কোন صِفَت এর مُبَالَغَة বা আধিক্য বুঝানোর ক্ষেত্রে এমনটা বৈধ। যেমন বলা হয় زَيْدٌ عَدْلٌ যায়েদ এমনই নিষ্ঠাবান যে, সে নিজেই আপদমস্তক নিষ্ঠতায় আচ্ছাদিত।

(খ) কারো মতে رَبٌّ শব্দটি اسم فاعل মূলত رَابِبٌ ছিল, এক জাতীয় দু'হরফ একত্রে আসায় প্রথমটিকে সাকিন করে অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অতপর إِجْتِمَاعِ سَاكِنَيْنِ (দু সাকিন একত্র) হওয়ার কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়েছে।

(গ) কারো মতে এটি صِفَتِ مُشَبَّهُ এর ছীগা। অর্থাৎ আল্লাহর সদাস্থিত গুণ। এটি مُدَبِّر ، مُرَبِّى ، سَيِّد، مُصَالِح، مُوْجِد ، مَالِكٌ ও مُهْتَمِم অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে বলা হয় - اَلرَّبُّ هُوَ الْخَالِقُ اِبْتِدَاءً وَ الْمُرَبِّى غِذَاءً وَالْغَافِرُ اِنْتِهَاءً

★ উল্লেখ্য যে, ইযাফতবিহীন অবস্থায় এটি কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। তবে ইযাফত সহকারে মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যথা رَبُّ الدَّارِ - رَبُّ الْمَالُ প্রভৃতি।

قَوْلُهُ الْعَالَمِيْنَ ঃ عَالَمٌ এর বহু ঃ عٰلَمِيْن অর্থ مَا يُعْلَمُ بِهٖ (যা দ্বারা (স্রষ্টাকে চেনা যায়) যেমন- خَاتَمٌ অর্থ مَا يُخْتَمُ بِهٖ (যা দ্বারা সিলমোহর করা হয়) যেহেতু মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে এ কারণে প্রতিটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন عالم যেমন কবির ভাষায়-

لِكُلِّ شَيْيءٍ لَهُ شَاهِدٌ + تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِدٌ

بَرگِ درختانِ سبز در نظرِ هُوشْيَار + هرورقے دفتريست معرفتِ كِردگار

★ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ين ও ون দ্বারা কেবল ذَوِي الْعُقُوْل তথা বোধসম্পন্ন প্রাণী (মানুষ, জিন ও ফিরেশতা) এর বহু বচন হয়। অথচ এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না।

উত্তর এই যে, যেহেতু অর্থের ব্যাপকতার দিক দিয়ে ذَوِى الْعُقُوْلِ ও একটি عَالَمٌ- আর ذَوِى الْعقول এর প্রাধান্যের কারণে বাকী মাখলুকাত কে এর تابع বা অনুগামী ধরে নেয়া হয়েছে। সে হিসেবে ون দ্বারা বহুবচন আনা হয়েছে।

<u>ফায়েদা ঃ</u> হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন আসল বা প্রকৃত "আলম" হল- মানুষ, জ্বিন ও ফিরেশতা। আর বাকী সমস্ত কিছু এর تابع হিসেবে এর মধ্যে দাখিল।

<u>إِعْرَابُ رَبٌّ এর</u> ঃ رَبٌّ শব্দে ও اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর ন্যায় তিন প্রকারের এ'রাব হতে পারে। অর্থাৎ

১. رَبٌّ শব্দটি উহ্য هُوَ যমীর মুবতাদা এর খবর হিসেবে مَرْفُوع হবে।

২. অথবা اَعْنِيْ উহ্য فِعل এর মাফউল হিসেবে مَنْصُوب হবে।

৩. অথবা اَللهُ শব্দের সিফত হিসেবে مَجْرُور হবে। এটিই প্রসিদ্ধ।

★ <u>اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن এর তারকীব</u> ঃ اَلْحَمْدُ মুবতাদা لَامْ হরফে জার اَللهُ শব্দটি মওসূফ, رَبِّ মুযাফ ও الْعَالَمِيْن মুযাফ ইলায়হি। মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে সিফত। অতঃপর মওসূফ ও সিফত মিলে مُخْتَصٌّ শিবহে ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক। অতপর مُخْتَصٌّ শিবহে ফে'ল তার যমীর ও নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। অতপর মুবতাদা ও খবর মিল جملهٔ إِسْمِيهٔ خبرية

قوله وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ : এ অংশ উল্লেখের কারণ : ক. আল্লাহর নাম ও তাঁর প্রশংসার পর মুসান্নিফ র. তালিবে ইল্‌মগণের দৃষ্টি তাকওয়া পরহেযগারী বা আমলের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য শুরুতেই এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। কারণ এর উপরই মানুষের সফলতা নির্ভরশীল। খ. অথবা رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলতে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্ মুসলিম অমুসলিম সবার প্রতিপালক। সুতরাং সম্ভবত পরকালের কল্যাণেও সবাই শামিল থাকবে। এ ধারণা দূর করণার্থে উল্লেখ করেছেন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ : اَلْعَاقِبَةُ শব্দটি عَقَبَ يَعْقِبُ বাবে ضَرَبَ হতে اسم فاعل. واحد مؤنث - অর্থ পিছনে আগমন কারীনি। এখানে অর্থ আখেরাত বা পরকাল। পার্থিব জীবনের তুলনায় এটি পরে এ হিসেবে পরকাল অর্থে ব্যবহৃত। এখানে اَلْعَاقِبَةُ এর পূর্বে خَيْرٌ বা حُسْنٌ শব্দ উহ্য আছে। অথবা الف لام টি خَيْرٌ মুযাফ-এর পরিবর্তে এসেছে, যেমন- وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ, অর্থাৎ وَاسْئَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ। অর্থাৎ পরকালের কল্যাণ, কারণ এক্ষেত্রে তা মুত্তাকীদের জন্য প্রযোজ্য, অন্যথায় পরকাল তো মুমিন-কাফির সবার জন্যই।

لِلْمُتَّقِيْنَ - مُتَّقِيْنَ শব্দটি বাবে اِفْتِعَال হতে واحد مذكر - اسم فاعل এর ছীগা। وَقْىٌ মাদ্দা হতে অর্থ পরহেযগার, সংযমী, আল্লাহ ভীরু। শরী'আতে যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাব ও সাজা অনিবার্যকর কার্যাবলী হতে বিরত থাকে তাকে মুত্তাকী বলে। সুফী সাধকদের মতে- যে স্বীয় অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণা আসতে দেয় না এবং দুনিয়াদারদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকে সে হল মুত্তাকী।

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ এর তারকীব : اَلْعَاقِبَةُ বাক্যটি মূলতঃ وَخَيْرُ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِيْنَ ছিল। واو টি اِعْتِرَاضِيَّةٌ, خَيْرٌ মুযাফ, اَلْعَاقِبَةُ মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মুবতাদা, لام হরফে জার ও اَلْمُتَّقِيْنَ মাজরূর মিলে ثَابِتٌ উহ্য شبه فعل এর সাথে مُتَعَلِّقٌ - ثَابِتٌ - شبه فعل তার هُوَ যমীর ফায়েল ও متعلق মিলে خبر অতঃপর مبتداء ও خبر মিলে جملهٔ اسميه مُعْتَرِضَةٌ

قوله وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ : সালাত বা দরূদ উল্লেখের কারণ- মুসান্নিফ (র. আল্লাহর নাম, তাঁর গুণ-গান ও মুমিনের মূল লক্ষের প্রতি দৃষ্টি ইঙ্গিতদানের পর দোজাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবার এবং সাহাবীগণের জন্য রহমত ও করুণা কামনা করেছেন। নিম্নে তার কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হল-

ক. কুরআন হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যতা কল্পে। যথা قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

খ. আল্লাহর আদেশ পালনার্থে। যথা- صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

গ. বিবেকের চাহিদার ভিত্তিতে। কারণ যে নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় মিলেছে, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে অবশ্যই বিবেকের চাহিদা এই যে, আল্লাহর গুণগানের সাথে সাথে তাঁকে ও তাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্মরণ করা উচিত।

ঘ. মহান আল্লাহর সম্মান বহু উর্ধ্বে, এমনকি মনুষ্য জ্ঞান-কল্পনারও উর্ধ্বে। সে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অবশ্যই মাধ্যম গ্রহণ জরুরী। আর তা হল নবী-রাসূল। অতএব দরূদ ও সালাম প্রেরণের মাধ্যমে তাঁকে সদা সন্তুষ্ট রাখাও জরুরী। যাতে হাসরে, মীযানে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং তাঁর শাফাআতের আশা রাখা যায়।

ঙ. মুসলিম লেখক ও গ্রন্থকারদের অনুকরণ। কেননা কোন কোন অমুসলিমরাও আল্লাহর প্রশংসা করে। কিন্তু তাঁরা দরূদ উল্লেখ করেনা।

صَلٰوةٌ এর শাব্দিক ব্যাখ্যা : صَلٰوةٌ মূলত صَلَوَةٌ ছিল, واو متحرك ও তার পূর্বাক্ষর মাফতুহ হওয়ার কারণে واو টি আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে লেখ্য পদ্ধতিতে واو বহাল থাকে। যেমন- زَكٰوةٌ ، حَيٰوةٌ ، مِشْكٰوةٌ ইত্যাদিতে। এর কারণ হল تَفْخِيْم তথা স্পষ্ট উচ্চারণের সময় মূল অক্ষরের প্রতি ইঙ্গিত হওয়া।

صَلٰوةٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা কবির ভাষায়

صَلٰوةٌ را دَرْ لُغَتْ مَعْنِيْ آمد چار + رَحْمَتْ و تَسْبِيْح ودُعَا إسْتِغْفَار

১. رَحْمَتْ আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ হলে। যথা- إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

২. تَسْبِيْح পশু-পাখীর প্রতি সম্বন্ধ হলে। যথা- كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ

৩. دُعَا মুমিনিরে প্রতি সম্বন্ধ হলে। যথা- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ

৪. إِسْتِغْفَارٌ ফেরেশতাদের প্রতি সম্বন্ধ হলে। যথা- إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

৫. عِبَادَتِ مَخْصُوْصَةٌ তথা নামায। যথা- اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

قَوْلُهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ঃ رَسُوْل এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ- رَسُوْل শব্দটি فَعُوْل এর ওযনে اسم جَامِد (مُرْسَل) প্রেরিত অর্থে বহুবচন رُسُلٌ -

নবী ও রাসূলের সংজ্ঞা ও পারস্পরিক পার্থক্য ঃ

هُوَ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ وَ مَعَهُ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য নতুন কিতাব ও নতুন শরী'আত দান করেন তাঁকে রাসূল বলে।

১. অধিকাংশ আলিমের মতে نَبِيٌّ আ'ম ও رَسُوْل খাস, অর্থাৎ সকল রাসূল নবী, কিন্তু সকল নবী রাসূল নন। সুতরাং উভয়ের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْهٍ এর সম্বন্ধ।

২. কিছু সংখ্যক আলিমের মতে উভয়টি مُرَادِف তথা সমার্থ বোধক শব্দ।

৩. কারো কারো মতে رَسُوْل আ'মও نَبِيٌّ খাস। কারণ رسول মানুষও ফিরেশতা উভয়কে শামিল করে কিন্তু نبى এমন নয়।

৪. مُعْتَزِلَة সম্প্রদায়ের মতে نبى ও رسول শব্দদুটি مُتَّحِدٌ بِالذَّاتِ ও مُغَايِرٌ بِالْاِعْتِبَارِ

অর্থাৎ সত্তাগত দিক দিয়ে এক ও ধরণ প্রকৃতির ক্ষেত্রে ভিন্ন।

৫. রাসূলের জন্য ফিরেশতার মাধ্যমে অহী আসা জরুরী, নবীর জন্য জরুরী নয়।

৬. রাসূলের জন্য কাফেরদের নিকট প্রেরিত হওয়া জরুরী, নবীদের ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

★ ফায়েদা ঃ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, (ক) রাসূলের জন্য যেহেতু নতুন কিতাব ও নতুন শরীঅত আবশ্যক, আর রাসূলের সংখ্যা হল ৩১৩ জন, অথচ কিতাবের সংখ্যা হল সর্বমোট ১০৪টি (খ) এভাবে রাসূলের জন্য নতুন শরীঅত জরুরী হলে হযরত ইসমাঈল আঃ কে রাসূল বলা যায় না। কারণ তিনি পিতা ইবরাহীম আ.-এর শরী'আতের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং এর সমাধান কি?

উত্তরঃ মাওয়াকিফ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার এর উত্তর দিয়েছেন যে, একই কিতাব ও শরী'আত বিভিন্ন জনকে দেয়া যেতে পারে বা বিভিন্নবার নাযিল করা যেতে পারে। যেমন সুরায়ে ফাতেহা একবার মক্কায় ও একবার মদীনায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে মূল কিতাব কম সংখ্যক হওয়াতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

قَوْلُهُ مُحَمَّدٍ ঃ বিশ্বে সর্ব প্রথম মহানবী (সা.)-এর জন্য এ নাম রাখা হয়। আর তা স্বপ্নে ইলহামের মাধ্যমে মা আমেনা কর্তৃক প্রাপ্ত। অর্থ অতি প্রশংসিত। তাওরাত ও অন্যান্য গ্রন্থে শেষ নবীর এ নাম উল্লেখ আছে। দুনিয়ায় আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নাম ছিল أَحْمَدُ। অতিশয় প্রশংসাকারী, আল্লামা ইসফেরাইনীর মতে উভয় নামের মধ্যে مُبَالَغَة বিদ্যমান।

مُحَمَّدٌ শব্দের إِعْرَابٌ ঃ ১. رَسُوْلِهِ শব্দের بَدَل বা عَطْفِ بَيَانٌ হিসেবে - مَجْرُور

২. অথবা هُوَ - مُبْتَدَاءِ مَحْذُوف এর খবর হিসেবে - مرفوع

৩. অথবা أَعْنِيْ - فعل مُقدَّر এর مفعول হিসেবে - منصوب

قَوْلُهُ وَآلِهِ ঃ آل এর শাব্দিক ব্যাখ্যা (ক) آل শব্দটি اسمِ جُمَع ১. سِيْبَوَيْهِ ও বসরীগণের মতে মূলত أَهْل ছিল। خِلَافِ قِيَاس এর ه কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ এর تَصْغِيْر আসে أُهَيْلٌ

২. কূফীগণের মতে آل মূলত أَوْلٌ ছিল। তাদের মতে এর تَصْغِيْر আসে أُوَيْلٌ।

آلٌ ও أَهْلٌ এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

১. آل শব্দটি ذَوِى الْعُقُوْل এর জন্য খাস। আর أَهْل শব্দটি আ'ম। যেমন- أَهْلُ اللّٰهِ ও أَهْلُ الْبَيْتِ، آلِ رَسُوْل

২. آل কেবল সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য خَاصّ,আর أَهْل শব্দটি এমন নয়।

৩. آل কেবল ذَوِى الْعُقُوْلُ مُذَكَّر এর জন্য خاص আর أَهْل - مونث এর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

৪. آل এর إِضَافَتْ যমীরের সাথে বিরল। অথচ أَهْل এর ক্ষেত্রে বিরল নয়।

(খ) آل এর ব্যবহারিক অর্থ বা مِصْدَاقْ এর ব্যাপারে ৫টি অভিমত রয়েছে।

১. أَتْبَاعْ তথা অনুসারী এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের অভিমত।

২. কেবল বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব, এটা শাফেয়ীগণের অভিমত।

৩. শুধু বনু হাশিম, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও কিছু মালেকীদের অভিমত।

৪. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মীনী, কন্যা ও জামাতাগণ তথা আহলে বায়ত।

قَوْلُهُ وَأَصْحَابِهِ ঃ أَصْحَابٌ - صُحُبٌ এর বহুবচন, صَاحِبٌ এর বহুবচন নয়। কেননা فَاعِلٌ ওযনের বহুবচন أَفْعَالٌ এর ওযনে ব্যবহৃত হয় না। অর্থ সাথী, সঙ্গী।

সাহাবীর সংজ্ঞা ঃ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ بِالْإِيْمَانِ وَمَاتَ بِالْإِيْمَانِ

যিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে ঈমান অবস্থায় সাক্ষাত করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

آل এর মধ্যে দাখিল থাকা সত্বে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অবদানের কারণে এটি ভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

أَجْمَعِيْنَ এটা أَجْمَعُ এর বহুবচন, অর্থ সমস্ত। এর দ্বারা বিশেষত খারেজী ও রাফেযী সম্প্রদায়ের মতের বিরোধীতা করা হয়েছে। কারণ খারেজীরা হুযূর (সা.)-এর পরিবারের উপর দরূদ পড়ে না। আর রাফেযীরা হযরত আলী, হাসান, ও হুসাইন কে এর মধ্যে শমিল করে না। অতএব أَجْمَعِيْنَ দ্বারা آل ও أَصْحَابْ এর تاكيد আনা হয়েছে।

তারকীব ঃ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

واو টি حرفِ عطف - اَلصَّلٰوةُ মুবতাদা عَلٰى হরফে জার, رَسُوْل মুযাফ ও ؛ যমীর মুযাফ ইলায়হি মিলে مُرَكَّبِ إِضَافِى হয়ে মুবদাল মিনহু, مُحَمَّد বদল, বদল ও মুবদাল মিনহু মিলে মাজরুর।

জার ও মাজরুর মিলে মা'তুফ আলায়হি, واو হরফে আত্‌ফ آل মুযাফ ও ، যমীর মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে মা'তূফ আলায়হি, و হরফে আত্‌ফ أَصْحَاب মুযাফ ، যমীর মুযাফ ইলায়হি, মুযাফ ও মুযাফ ইলায়হি মিলে مُؤَكَّدْ (মুওয়াক্কাদ) أَجْمَعِيْنَ তাকীদ, তাকীদ ও মুওয়াক্কাদ মিলে মা'তুফ, অতঃপর মাতূফ ও উভয় মাতূফ আলায়হি মিলে। مُتَعَلِّقْ হল نَازِلَةٌ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে, نَازِلَةٌ শিবহে ফে'ল তার هى যমীর ফায়েল ও مُتَعَلِّقْ মিলে خبر . مبتدا ও خبر মিলে جملةُ اسميه دُعَائِيَه

অবশ্য এভাবেও বলা যেতে পারে- عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّد জার মাজরূর মিলে نَازِلَة এর সাথে متعلق হয়ে معطوف عليه ও পরবর্তী অংশ ও একইভাবে متعلق হয়ে معطوف অতঃপর معطوف ও معطوف عليه মিলে خبر - مبتدا ও خبر মিলে جُمْلَةُ إِسْمِيه دُعَائِيَهْ

أَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا مُخْتَصَرٌ مَضْبُوطٌ فِي النَّحْوِ جَمَعْتُ فِيْهِ مُهِمَّاتِ النَّحْوِ عَلٰى تَرْتِيْبِ الْكَافِيَةِ مُبَوَّبًا وَمُفَصَّلًا بِعِبَارَةٍ وَاضِحَةٍ مَعَ إِيْرَادِ الْأَمْثِلَةِ فِيْ جَمِيْعِ مَسَائِلِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأَدِلَّةِ وَالْعِلَلِ لِئَلَّا يُشَوِّشَ ذِهْنَ الْمُبْتَدِيْ عَنْ فَهْمِ الْمَسَائِلِ ۔

অনুবাদ ॥ হাম্‌দ সালাতের পর (উল্লেখ্য যে,) এটি নাহুশাস্ত্রে লিখিত সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা। আমি এতে কাফিয়া কিতাবের ক্রমধারা মোতাবেক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করে সুস্পষ্ট ভাষায় নাহু শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীকে সকল মাসআলার উদাহরণসহ সন্নিবেশিত করেছি। তবে দলীল ও কারণসমূহের পিছে পড়েনি যাতে করে তা মূল মাসআলাসমূহ বুঝার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের স্মৃতিকে বিরক্ত করে না তোলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ ঃ أَمَّا এটি শর্তের জন্য আসে। এর ব্যবহারের ২টি নিয়ম আছে। (ক) إِسْتِيْنَافٌ তথা নতুন বাক্য বুঝানোর জন্য। যেমন– কিতাবের শুরুতে যদি তার আগে কোন সংক্ষিপ্ত (مُجْمَلٌ) বাক্য না থাকে। (খ) পূর্বের সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য। এটা মূলত একটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ, আর তাহল–مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ – أَمَّا -এর মূলের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

(ক) ইমাম খলীলের মতে أَمَّا মূলত ঃ مَهْمَا ছিল। ه কে খেলাফে কিয়াস শুরুতে এনে তাকে হামযা দ্বারা পরিববর্তন করা হয়েছে।

(খ) সীবওয়াইহ র. এর মতে এটাই এর আসল রূপ।

(গ) কারো কারো মতে أَمَّا মূলত أَنْ ছিল। শেষে مَائے زَائِدَہْ যুক্ত হয়েছে। অতঃপর নূন কে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে ইদগাম করা হয়েছে এবং أَمَّا عَاطِفَه এর সাথে মিশে যাওয়ার ভয়ে হামযার উপর যবর দেয়া হয়েছে। اما এর মধ্যে শর্তের অর্থ থাকায় তার পরে (জওয়াবে) ف ব্যবহৃত হয়।

بَعْدُ শব্দটি ظـرف زمـان -এর ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা–

১. মুযাফ হবে এবং তার মুযাফ ইলায়হি উল্লেখ থাকবে, এক্ষেত্রে এটা مُعْرَب যেমন– جِئْتُ بَعْدَكَ,

২. মুযাফ হবে তবে মুযাফ ইলায়হি উল্যেখ থাকবে না বরং মনে মনে থাকবে। এ সময় এটা (পেশের) উপর مَبْنِى হবে। যথা– কিতাবে উল্লিখিত أَمَّا بَعْدُ মূলে بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ ছিল।

৩. মুযাফ ইলায়হি বাক্যে বা মনে মনে কোথাও থাকবে না। এসময় এটা مُعْرَبٌ হবে। যথা رُبَّ قَبْلٍ خَيْرٌ مِنْ بَعْدٍ

قَوْلُهُ فَهٰذَا ঃ أَمَّا এর মধ্যে শর্তের অর্থ থাকায় তার পরে ف এসেছে। هٰذَا এটা إِسْمِ إِشَارَةْ তথা ইঙ্গিত বাচক পদ। নিকটস্থ বস্তুর প্রতি ইশারা বুঝায়। যার দিকে ইশারা করা হয় তাকে مشارٌ الـيـه বলে। هٰذَا এর مُشَارٌ إِلَيْه এর ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা আছে। (ক) কিতাব আগে লিখে পরে ভূমিকা লিখলে এর مشار الـيـه হবে مكتوب বা كتاب,(খ) আর কিতাব লেখার আগে ভূমিকা লিখলে এর مُشَارٌ إِلَيْه হবে مَا حَضَرَ فِى الذِّهْنِ তথা মুসান্নিফ (র.) এর জেহনে কিতাব সম্পর্কে যা বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهٗ مُخْتَصَرٌ ঃ সংক্ষিপ্ত, مُقْتَصَرٌ ও সংক্ষিপ্ত বুঝায় তবে পার্থক্য এই যে مُقْتَصَرٌ, (اَلْقَصَرُ কাটা হতে) কেটে বা বাদ দিয়ে সংক্ষেপে করা বুঝায়। আর مُخْتَصَرٌ (اَلْخَصْرُ ভাজ করা হতে) ভাজ করে সংক্ষেপ করা বুঝায়। সুতরাং অল্প কথায় গোটা বিষয়াবলীকে সুবিন্যাস্ত করা তথা عِبَارَتِ قَلِيْلَه وَ مَطَالِبِ كَثِيْرَةٌ বুঝানোর জন্য এটি আনা হয়।

قَوْلُهٗ مَضْبُوْطٌ ঃ مَضْبُوط - اَلضَّبْطُ মাসদার হতে উদ্‌গত অর্থ লিখিত।

قَوْلُهٗ فِى النَّحْوِ ঃ এখানে النحو এর الف لام মুযাফের পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ فى علم النحو

قَوْلُهٗ مُهِمَّاتِ ঃ مُهِمَّاتٌশব্দটি مُهِمَّةٌ এর বহুবচন। هُمٌّ অর্থ উদ্দেশ্য, লক্ষ অথবা هَمٌّ অর্থ চিন্তা হতে গঠিত, অর্থাৎ গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়াদি।

<u>اَمَّا بَعْدُ এর তারকীব</u> ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, এটা মূলত ছিল- مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْئٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَ الصَّلٰوةِ

<u>তারকীব</u> ঃ مَهْمَا হরফে শর্ত, يَكُنْ হল فعل ناقص - مِنْ হল حَرفِ جار زَائِدَه - شَيْئٌ হল اسم - بعد مضاف অতঃপর مضاف اليه মিলে اَلْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ টি মা'তুফ ও মা'তুফ আলায়হি মিলে مضاف - হল شرط - মিলে خبر এবং اسم তার فعلِ ناقص - خبر এর يَكُنْ মিলে ومضاف اليه

فَهٰذَا مُخْتَصَرٌ مَضْبُوْطٌ فِى النَّحْوِ .... عَلٰى تَرْتِيْبِ الْكَافِيَةِ

<u>তারকীব</u> ঃ فَاء টি فَائْ جَزَائِيَة - هٰذَا - اسم اشاره টি مبتدا - مُخْتَصَرٌ হল شبه فعل - هُوَ যমীর فِيْ شبهِ فعل - نائبِ فاعل তার شبهِ فعل মিলে نائبِ فاعل - خبرِ اول - مَضْبُوط হল هُوَشبهِ فعل যমীর নায়েবে ফায়েল হল حرفِ جار আর اَلنَّحْوُ হল مجرور ও جار - مجرور মিলে متعلِّق مَضْبُوط শিবহে ফে'লের সাথে। শিবহে ফে'ল তার هُوَ যমীর ও فاعل মিলে متعلق خبرِ ثانى অতপর মুবতাদা ও উভয় খবর মিলে جملهٔ اسميه خبريه

<u>جَمَعْتُ فِيْهِ مُهِمَّاتِ النَّحْوِ তারকীব</u> ঃ جمعت - فعل - ت যমীর (ذوالحال) فاعل - فِيْ হরফে জার ; যমীর মাজরুর মিলে متعلق হল جَمَعْتُ ফে'লের সাথে مُهِمَّاتُ হল مُضاف আর اَلنَّحْوُ হল مضاف اليه অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে جَمَعْتُ এর فِيْهِ-مفعولِ به জার মাজরুর মিলে جمعتِ ফে'লের সাথে متعلق

عَلٰى تَرْتِيْبِ الْكَافِيَةِ ঃ عَلٰى হরফে জার, تَرْتِيْب মুযাফ اَلْكَافِيَة মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে جَمَعْتُ ফে'লের متعلقِ ثانِى - جَمَعْتُ - فعل তার فاعل - مفعول ও উভয় متعلق মিলে جمله فعليه হয়ে مُخْتَصَرٌ এর خبرِ ثالِث (তৃতীয় খবর)।

مُبَوَّبًا - معطوف عليه - واو টি حرفِ عطف - আর مُفَصَّلًا হল معطوف - معطوف ও معطوف عليه মিলে حال - حال ও ذو الحال মিলে جَمَعْتُ এর ফায়েল। مجرور জার ও মাজরূর মিলে متعلق হল جَمَعْتُ ফে'লের সাথে।

بِعِبَارَةٍ وَاضِحَةٍ - ب হরফে জার, عِبَارَة মওসূফ আর وَاضِحَةٍ সিফত মিলে মাজরূর, জার মাজরুর মিলে وَاضِحَةٍ ফে'লের جَمَعْتُ متعلق ثَالِث । مَعَ اِيْرَادِ الْاَمْثِلَةِ- مَعَ যরফ اِيْرَادِ الْاَمْثِلَةِ তার মুযাফ ইলায়হি মিলে এর সাথে متعلِق হয়ে সিফত عِبَارَة এর - مُتَعلِّق - جَمِيْعِ مَسَائِلِهَا এটা اِيْرَاد মাসদারের مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْاَدِلَّةِ وَ الْعِلَلِ এর মধ্যে لِلْاَدِلَّةِ وَالْعِلَلِ জার মাজরূর تَعَرُّض মাসদারের সাথে متعلق হয়ে غَيْر এর মুযাফ ইলায়হি। অতঃপর মুযাফ-মুযাফ ইলায়হি মিলে মাজরূর হয়ে متعلق হয়েছে جَمَعْتُ ফে'লের সাথে।

لِئَلَّا يُشَوِّش عَنْ فَهْمِ الْمَسَائِلِ অংশটি يُشَوِّشُ ফে'লের সাথে متعلّق এবং لِئَلَّا يُشَوِّش ذِهْنَ الْمُبْتَدِئ الخ অংশটি تَعَرُّض এর عِلَّتْ বা কারণ।

قوله عَلٰى تَرْتِيْب : অর্থাৎ নাহু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব কাফিয়ার ক্রম বিন্যাস অনুযায়ী প্রথমে اسم। অতঃপর فِعل তার পর حرف এর আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ দ্বারা সম্পূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের বিন্যাস উদ্দেশ্য নয়। কারণ ক্ষেত্র বিশেষ এতে কাফিয়া থেকে ভিন্নতা ও আছে। বরং মৌলিক মাসায়েলের আলোচনা উদ্দেশ্য। যেমন অত্র কিতাবে مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ ও تَحْذِيْر এর আগে মুনাদা-এর আলোচনা এসেছে অথচ কাফিয়াতে আলোচিত হয়েছে পরে ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ مُبَوَّبًا وَ مُفَصَّلًا : এ শব্দ দুটিকে اسم فاعل ও اسم مفعول উভয় রকম পড়া যায়। اسم مفعول তথা مُبَوَّبًا وَ مُفَصَّلًا পড়লে فِيْهِ এর যমীর থেকে حَال হবে। আর اسم فاعل (তথা مُبَوِّبًا وَ مُفَصِّلًا) পড়লে جَمَعْتُ এর تُ যমীরের ফায়েল থেকে حَال হবে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে সুবিন্যস্ত অবস্থায়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে- আমি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্তকারী অবস্থায় সন্নিবেশ করেছি। অবশ্য اسم مفعول হিসেবেই বহুল পঠিত।

قَوْلُهٗ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْاَدِلَّةِ وَالْعِلَلِ : تَعَرُّضْ অর্থ পিছনে পড়া, সামনে আসা। اَدِلَّةٌ - دَلِيْل এর বহুঃ পরিভাষায় دَلِيْلُ الشَّيْئِ مَا يُعْرَفُ بِهٖ ذٰلِكَ الشَّيْئُ কোন বিষয়ের ঐ বস্তুকে তার দলিল বলে যা দ্বারা বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। عِلَلْ - عِلَّةٌ এর বহুঃ عِلَّة ও دَلِيْل একই অর্থবোধক তথা مُرَادِفْ শব্দ।

قَوْلُهٗ لِئَلَّا يُشَوِّش ذِهْنَ الْمُبْتَدِئ : يُشَوِّشْ শব্দটি معروف ও مجهول উভয় রকম পড়া যায়, معروف পড়লে هُوَ যমীর মুস্তাতির ফায়েল ও ذِهْن শব্দটি مفعول به হিসেবে منصوب হবে। আর مجهول পড়লে ذهن শব্দটি نائب فاعل হিসেবে مرفوع হবে। অর্থ যাতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যেহন (স্মৃতি) অস্থির না হয়। আর প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে যাতে যেহনকে অস্থির (পেরেশান) না করে।

ذِهْن এর সংজ্ঞা : اَلذِّهْنُ هُوَ قُوَّةٌ مَوْجُوْدَةٌ فِىْ جِنَانِ الْاِنْسَانِ تَنْتَقِشُ فِيْهِ الْمَعْنٰى অর্থাৎ যেহন মানুষের হৃদয়ের ঐ (স্মৃতি) শক্তিকে বলে যাতে অর্থ ও উদ্দেশ্যের চিত্র ধারণ করে।

قَوْلُهٗ بِعِبَارَةٍ وَاضِحَةٍ : عِبَارَة এর শাব্দিক অর্থ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা বা শুধু ব্যাখ্যা করা, প্রকাশ করা। বাক্য বা শব্দ যেহেতু মনের ভাব প্রকাশ করে এ জন্য তাকে عِبَارَة বলে। وَاضِحَة অর্থ স্পষ্ট।

قَوْلُهٗ مَعَ اِيْرَادِ الْاَمْثِلَةِ : মাসদারের اِضَافت হয়েছে মাফউলের প্রতি। اَمْثِلَة - مِثَال এর বহুবচন مثال হল ما يذكر لايضاح القاعدة তথা যা কোন কায়েদা বা নীতির স্পষ্টতা কল্পে উল্যেখ করা হয়।

قَوْلُهٗ فِىْ جَمِيْعِ مَسَائِلِهَا : এটা اِيْراد মাসদারের সাথে متعلّق، مَسَائِل , مَسْئَلَةٌ এর বহুবচন অর্থ জিজ্ঞাসা, উদ্দেশ্যগত বিষয়। هَا যমীর এর مرجع হল مُهِمَّاتِ النَّحْوِ বা, كافية এর কোন একটি হতে পারে।

وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّحْوِ رَجَاءً اَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ الطَّالِبِيْنَ وَ رَتَّبْتُهُ عَلٰى مُقَدِّمَةٍ وَثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ وَخَاتِمَةٍ بِتَوْفِيْقِ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ الْعَلَّامِ -

---

অনুবাদ ॥ আর আমি এর নামকরণ করেছি হেদায়াতুন্নাহু নামে, এ আশান্বিত হয়ে যে, মহান আল্লাহ এর দ্বারা শিক্ষার্থীদেরকে (ইলমে নাহুর) সঠিক নির্দেশনা দান করবেন। আমি এটি সাজিয়েছি (বিন্যাস্ত করেছি) একটি ভূমিকা, তিনটি বিভাগ ও একটি পরিশিষ্টে "মহা মরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী রাজাধিরাজের তাওফীকে (সাহায্যে)"।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله سَمَّيْتُهُ الخ - سَمّٰى - يُسَمِّىْ বাবে تفعيل হতে অর্থ নাম করণ করা, নাম রাখা। এটি مفعول بدو مُتَعَدِّىْ এ কারণে بِهِدَايَةِ النحو এর با টি زَائِدَةٌ ও কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা با সাধারণত هَلْ এর মাধ্যমে إِسْتِفهام বা ماءِ نفى এর خبر অথবা لَيْسَ এর خبر এর পূর্বে আসে। অথচ এখানে এ তিনটির কোনটি নেই।

هِدَايَةِ النَّحْوِ - هِدايَتٌ শব্দটি বাবে ضرب এর মাসদার, অর্থ পথ প্রদর্শন করা, দিক নির্দেশনা দেয়া, গন্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। এটা اَلنَّحْوِ মাফউলে প্রতি ইযাফত হয়েছে। এর ফায়েল ও মাফউল উভয়টি উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত ছিল بِهِدَايَتِهِ الْمُبْتَدِى فِى النَّحْوِ - ہ যমীরটি هِدايَت মাসদারের فاعل আর اَلْمُبْتَدِى হল مفعول

قَوْلُهُ رَجَاءً ঃ এটা মূল ইবারত ছিল لِرَجَائِىْ هِدَايَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى الخ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে নাহু শাস্ত্রের পথ প্রদর্শনের আশায়।

قَوْلُهُ وَ رَتَّبْتُهُ الخ ঃ رَتَّبْتُهُ বাবে تفعيل হতে واحد متكلم মাসদার تَرْتِيْب অর্থ ক্রমবিন্যাস করা, সাজান, প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে রাখা, خَاتِمَة পরিশিষ্ট।

উল্লেখ্য যে, خَاتِمَة টি সম্ভবত কাতেবের ভুলক্রমে কোন কপিতে লিখিত হয়েছে, আর তার অনুকরণে বর্তমান ছাপা হয়েছে। কারণ কিতাবেব শেষে কোন خاتمة বা পরিশিষ্ট নেই।

قَوْلُهُ بِتَوْفِيْقِ الْمَلِكِ الخ ঃ تَوْفِيْق এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজে সহায়তা করা, পরিভাষায় تَوجِيْهُ الْاَسْبَابِ نَحْوَ الْمَطْلُوْبِ الْخَيْرِ কল্যাণকর কাজের সার্বিক উপকরণ যোগান দেয়া, مَلِكٌ বাদশাহ, বহুঃ مُلُوْكٌ - اَلْعَزِيْز পরাক্রমশালী, প্রাধান্য বিস্তারকারী, اَلْعَلَّامُ সর্বজ্ঞানী। اسم مُبالغه -

اَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِى الْمَبَادِى الَّتِىْ يَجِبُ تَقْدِيْمُهَا لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا وَفِيْهَا فُصُوْلٌ ثَلٰثَةٌ ـ

অনুবাদ ॥ ভূমিকাটি ঐ সব প্রাথমিক বিষয়াবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে যার ওপর মূল মাসআলাসমূহ (বুঝা) মওকুফ হওয়ার কারণে তা আগে উল্লেখ করা জরুরী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْمُقَدَّمَةُ : مُقَدِّمَةٌ শব্দটি لَازِم হিসেবে اسم فاعل – مُتَعَدِّى হিসেবে اسم مفعول উভয় রকম হতে পারে।

১. مُقَدِّمَة (اسم فاعل) হলে لَازِم অর্থে ذَاتِ مُقَدِّمَة (অর্থাৎ আগে হওয়ার বস্তু) তথা প্রারম্ভিকা বুঝায়। পরবর্তীতে وَصْفِيَّت এর অর্থ পরিত্যাজ্য হয়ে এটা مُقَدَّمَةُ الْجَيْش তথা সেনাবাহিনীর অগ্রজদলের নাম হয়ে গেছে। যারা রণাঙ্গনের সুবিধা-অসুবিধাজনক দিকসমূহের খোঁজ-খবর নেয়, পরবর্তীতে এর অর্থে আরো ব্যাপকতা এসে প্রত্যেক অগ্রজ বস্তু বুঝায়। যেমন বলা হয়ে থাকে– مُقَدَّمَةُ اللَّيْل - مُقَدَّمَةُ الْعِلْم - مُقَدَّمَةُ الْكِتَاب ইত্যাদি। এ অর্থে এটাকে وَضْعِ ثَالِث বা শব্দের তৃতীয় গঠন বলা যায়।

مُقَدَّمَةُ الْكِتَاب দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সকল বিষয় যা কিতাবে সন্নিবেশিত বিষয়াদির ব্যাপারে ধারণা সৃষ্টি করে, চাই মূল বিষয়াদি বুঝা তার ওপর মওকুফ হোক বা না হোক। আর مُقَدَّمَةُ الْعِلْم দ্বারা শাস্ত্রের পরিচয়মূলক বিবষয়াদি বুঝায়। আর তা হল تَعْرِيف، غَرْض، مَوْضُوْع প্রভৃতি।

قَوْلُهُ الْمَبَادِىْ ঃ مَبَادِىْ ، مَبْدَءٌ এর বহুঃ শুরুর আলোচ্য বিষয়। পরিভাষায় যে আলোচনার উপর মাসায়েলে ইলম বুঝা মওকূফ। এ অর্থে مُقَدِّمة ও مَبَادِى এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। আর তখন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, এতে তো اما اَلْمُقَدَّمَةُ فَفِى الْمَبَادِىْ বাক্যে ظَرْفِيَّةُ الشَّئْ لِنَفْسِه (হুবহু বস্তু তার নিজের জন্য ظرف (পাত্র) হওয়া لازم আসে বা অনিবার্য হয়ে যায়। অর্থাৎ اَمَّا الْمُقَدَّمَةُ فَفِى الْمُقَدَّمَةِ হয়ে যায়। আর একই বস্তু তার নিজের জন্য ظرف হওয়া مُحَال বা অসম্ভব।

এর উত্তর এই যে, উভয়ের মাঝে فَرْقِ اِعْتِبَارِى তথা উদ্দেশ্যের ভিন্নতা ধরতে হবে। যেমন– مقدمة দ্বারা الفاظ مَخْصُوْصَة দ্বারা مَبَادِى ও مَعَانِى مَخْصُوْصَة বা এর বিপরীত অর্থ নিলে তখন উভয়ের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। আর তখন এ প্রশ্ন আসবে না।

قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا মাসআলা মওকুফ থাকাটা عَلٰى وَجْهِ الْبَصِيْرَة তথা পূর্বে ধারণা সৃষ্টির হওয়ার দিক দিয়ে উদ্দেশ্য। অন্যথায় ভূমিকা ছাড়াও মাসআলা বুঝা সম্ভব।

قَوْلُهُ وَفِيْهَا فُصُوْلٌ ثَلٰثَةٌ ঃ فَصْل এর বহুবচন فُصُوْل ، فصل বাবে ضرب এর মাসদার অর্থ কাটা। ভিন্ন দুই বিষয়ের মাঝে প্রভেদকারী রূপে এটি ব্যবহৃত হয়য়। এর اعراب কয়েক রকম হতে পারে, যথা– ১. سكون এর উপর مبنى ২. لام এর যেরের উপর مبنى ৩. যবরের উপর مبنى (اَخَفُّ الْحَرَكَاتِ হিসেবে) ৪. অথবা هٰذَا মুবতাদা মাহযূফের খবর হিসেবে رفع –

فَصْلٌ - اَلنَّحْوُ عِلْمٌ بِاُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ اَوَاخِرِ الْكَلِمِ الثَّلٰثِ مِنْ حَيْثُ الْاِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَةِ تَرْكِيْبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ وَالْغَرْضُ مِنْهُ صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَأِ اللَّفْظِيِّ فِىْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَمَوْضُوْعُهُ اَلْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ -

---

অনুবাদ॥ ১ম পরিচ্ছেদ-সংজ্ঞা ঃ নাহু শাস্ত্র এমন নীতিমালার জ্ঞানকে বলে যা দ্বারা মু'রাব মবনী হওয়ার দিক দিয়ে তিনো প্রকার কালেমার শেষ অবস্থা এবং বাক্যে পরস্পর শব্দ সংযোজনের পদ্ধতি জানা যায়।

উদ্দেশ্য ঃ আরবী ভাষার শাব্দিকভুল -ভ্রান্তি থেকে মন-মস্তিষ্ক (স্মৃতি)কে রক্ষা করা।

আলোচ্য বিষয় ঃ كلمة ও كلام তথা শব্দ ও বাক্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ مُصَنِّفِيْن مُتَقَدِّمِيْن (পূর্বেকার গ্রন্থকারগণ) কিতাব শুরুর আগে مَبَادِئْ عَشْرَهْ বা رُؤُوس ثَمَانِيَةْ নিয়ে আলোচনা করতেন। আর مُتَأَخِّرِيْن - رُؤُس ثَلٰثَة তথা تعريف ، غرض ও موضوع নিয়ে আ-লোচনা করেন, যাতে কিতাব শুরুর আগেই শাস্ত্র সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা জন্মে।

قَوْلُهُ اَلنَّحْوُ - نَحَا يَنْحُوْ نَحْوًا বাবে نصر হতে - অর্থ ইচ্ছা করা, نحو শব্দটি বেশ কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয়, নিম্নে (কবির ভাষায়) তা পেশ করা হল–

بهفت مَعْنَى نَحْوُ دارد جُمله را ازمن بجو + قَصْد و مِقْدار و قَبِيْل و نَوْع و شَرْحُ وشِبْه وسُو

نَحْورا شُشْ معنى ديگر ياد ميدار اے شفيق + مَيْل و إِعْراض و فَصَاحَتْ،اِعْتِماد،صَرْف و طَرِيْق

অর্থাৎ نَحْو শব্দটি মোট ১৩টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ১. ইচ্ছা করা ২. পরিমাণ ৩. গোত্র, ৪. প্রকার বা ধরন– প্রকতি. ৫. ব্যাখ্যা, ৬. উদাহরণ (অনুরূপ) ৭. দিক, ৮. আকৃষ্ট হওয়া ৯. বিমুখ হওয়া বা বিরত থাকা, ১০. বাক্যের স্পষ্টতা, ১১. নির্ভর করা, ১২. ফেরান ও ১৩. রাস্তা। نَحْوٌ এর বহুঃ আসে اَنْحَاءٌ

قَوْلُهُ اُصُوْلٍ ঃ اُصُوْل– اَصْلٌ এর বহুঃ শাব্দিক অর্থ-মূল বা গোড়া, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কয়েক অর্থে আসে। যথা–

১. قَاعِدَةٌ (নীতি) যেমন– كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ هٰذَا اَصْلٌ مِّنْ اُصُوْلِ النَّحْوِ

২. رَاجِح (প্রাধান্য প্রাপ্ত) যেমন– اَلْحَقِيْقَةُ اَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمَجَازِ

৩. اِسْتِصْحَاب حَال (মৌলিক বা স্বাভাবিক অবস্থা)। যেমন– اَصْلُ الْمَاءِ اَلطَّهَارَةُ

৪. دليل (প্রমাণ)। যেমন– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ هٰذَا اَصْلٌ لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ

عِلْمِ نَحْو এর উৎপত্তি ঃ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আগে ভাষার উৎপত্তি হয় পরে প্রয়োজনের তাগিদে তা শুদ্ধ রূপে বলা, পড়া ও লেখার নীতিমালার প্রণয়ন হয়ে থাকে। আরবী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। মহানবী (স্যাঃ)-এর আমল পর্যন্ত আরবী ভাষার কোন গ্রামার-ব্যাকরণ প্রণীত হয়নি। আর আরবদের জন্য এর প্রয়োজন ও তেমন পড়ে না। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদার আমলে যখন বিভিন্ন অনারব রাষ্ট্র বিজিত হতে লাগল, অনারবী মানুষ আরবী ভাষা বিশেষত কুরআন-সুন্নাহর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল একং সাহিত্য জ্ঞান না থাকায় ভুলের শিকার হতে লাগল। তখনই প্রয়োজন অনুভব হল এর জন্য নীতিমালা প্রণয়নের। যেমন একদিনের–

ঘটনা ঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতামলে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়ায়লী এক ব্যক্তিকে কুরআন মজীদের একটি আয়াত ভুল পড়তে শুনলেন আয়াতটি এই যে, اِنَّ اللّٰهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ সে

رَسُوْلَهٗ এর لَامْ যবরের স্থলে যের সহকারে পড়ল। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়ায় নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের ও তাঁর রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্ট (নাউযুবিল্লাহ)। আর যবর সহকারে এর সঠিক অর্থ হল– নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

হযরত আবুল আসওয়াদ লোকটিকে ধমক দিলেন এবং বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। পরে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর দরবারে গিয়ে ঘটনাটি শুনালেন। সাথে সাথে সহীহ শুদ্ধরূপে আরবী ভাষা লেখার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন যে, نَحَوْتُ اَنْ اَضَعَ مِيْزَانًا لِلْعَرَبِ لِيَقُوْمُوْا اَلْسِنَتُهُمْ "আমি আরবীর জন্য একটি মানদণ্ড তৈরী করতে ইচ্ছে করেছি যাতে আরবী ভাষা পরিশুদ্ধতা লাভ করে।" আলী (রা.) তাঁর অভিপ্রায় শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন ও বললেন– اُقْصُدْ نَحْوَكَ তুমি তোমার এরাদা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দাও।

অতঃপর এই বলে তিনি একটি খণ্ড আমাকে দিলেন এবং বললেন– আমি প্রাথমিকভাবে কয়েকটি কথা লিখেছি। আপনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করে এ অভাবটি পূরণের চেষ্টা করবেন আশা রাখি। উক্ত খণ্ডটিতে তিনি লিখেছিলেন–

اَلْكَلَامُ كَلِمَةٌ اِسْمٌ وَ فِعْلٌ وَ حَرْفٌ - فَالْاِسْمُ مَا اَنْبَأَ عَنِ الْمُسَمّٰى وَالْفِعْلُ مَا اُنْبِئَ بِهٖ وَالْحَرْفُ مَا اَفَادَ مَعْنًى -

অতপর আমি عطف، نعت، تعجب، استفهام প্রভৃতি বিষয় লিখে– بَابِ اِنَّ পর্যন্ত পৌঁছে তার খিদমতে পেশ করলাম। তিনি দেখে বললেন– لٰكِنَّ এর আলোচনাও এর সাথে সম্পৃক্ত করুন। তাঁর দিকনির্দেশনা ক্রমে আরো অনেক বিষয় কে সংকলিত করে মোটামুটি একটি শাস্ত্রের রূপ দান করে তাঁকে দেখালাম। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন–

مَا اَحْسَنَ هٰذَا النَّحْوُ الَّذِىْ نَحَوْتَ قَدْ نَحَوْتَ (فَلِذٰلِكَ سُمِّىَ نَحْوًا)

"আমার সংকল্পিত এবং আপনার সংকলিত এ তরীকাটি কতইনা চমৎকার হয়েছে।" তাঁর এ উক্তি থেকেই অত্র শাস্ত্রের নাম করণ হয়েছে عِلْمِ نَحْو–

صِفَتِ كَاشِفَه অথবা عِلم এর এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে شِبه فعلِ مَحذوف - مُتَلَبِّسٌ ‍ঃ بِاُصُوْلٍ الخ عِلم এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে অর্থের দিক দিয়ে তার মাফউল হিসেবে منصوب -

قوله يُعْرَفُ بِهَا ‍ঃ **তারকীব ঃ** এ পূর্ণ বাক্যটি اُصُوْل এর সিফাত اَحْوَال মুযাফ, اَلْكَلِمُ মওসুফ ও اَلثَّلٰث সিফত মিলে اَوَاخِر এর মুযাফ ইলায়হি এবং اَحْوَال মুযাফ তার মুযাফ ইলায়হি মিলে يُعْرَفُ এর নায়েবে ফায়েল, এ কারণে পেশ হয়েছে।

★ **ফায়েদা ঃ** عِلْم সাধারণত كُلِّيَّات তথা মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞানকে বলে, আর مَعْرِفَت বলে جُزْئِيَّات তথা শাখাগত বস্তুর জ্ঞান বা পরিচয়কে। এ কারণে মুসান্নিফ র. اُصُوْل এর ক্ষেত্রে علم এনেছেন। আর اَحْوَال এর বেলায় يُعْرَفُ এনেছেন। কেননা حَالَتْ - جُزْئِى বস্তু হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ مِنْ حَيْثُ الْاِعْرَابِ ‍ঃ এটা جار - مجرور মিলে يُعْرَفُ এর সাথে متعلق হয়ে اَحْوَال এর بَيَانُ -

قَوْلُهٗ وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيْبِ ‍ঃ اَحْوَال এর উপর عطف হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে।

★ **ফায়েদা ঃ** যে কোন সংজ্ঞা পরিপূর্ণ (حَدٌّ تَامٌّ) হওয়ার জন্য جِنْسِ قَرِيْب ও فَصْلِ قَرِيْب এর প্রয়োজন হয় যাতে جَامِع لِلْاَفْرَادْ وَ مَانِع عَنْ دُخُوْلِ الْغَيْرِ (সংক্ষেপে جَامِع مَانِع) হয়। সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত

সংজ্ঞায় তা আছে কিনা লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়– সংজ্ঞায় উল্লিখিত عِلْمٌ بِأُصُوْلٍ হল عِلْمِ نحو এর جِنْس-এর মধ্যে সকল শাস্ত্রীয় নীতি দাখিল রয়েছে। مَنْطِق ، تفسير، حديث ، فِقه -এর দ্বারা فَصْلِ اَوّل এটা يُعْرَفُ الخ ইত্যাদি বের হয়ে গেছে। কারণ এগুলো দ্বারা শব্দের শেষ অবস্থা জানা যায় না।

তবে এর মধ্যে এমন কতিপয় ইল্ম শামিল রয়েছে যার মধ্যে كلمة এর অবস্থা সম্পর্কে আলোচিত হয়। যেমন– عِلْمُ الْمَعَانِى ، عِلْمُ الْبَدِيع ইত্যাদি। اَوَاخِر হল فصلِ ثانى- এ قَيْد দ্বারা এগুলো বের হয়ে গেল। এর পরও এ সংজ্ঞায় عِلْمُ الْقَوَافِى ইত্যাদি শামিল থাকে। কারণ এর মধ্যেও كلمة -এর শেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অতএব مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ হল فصلِ ثالث এর দ্বারা তা খারিজ হয়ে গেল। তবে এখনো عِلْمُ الْهَيْئَةِ ، عِلْمُ الْهِنْدَسَة ও عِلْمُ الْحِسَابِ এর মধ্যে দাখিল থাকে। وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيْبِ الخ হল فصلِ- رابع এ قَيْد দ্বারা এগুলো খারিজ হয়ে সংজ্ঞাটি جامع و مانع হয়ে গেল।

اَلْغَرَضُ. قَوْلُهُ وَ اَلْغَرَضُ مِنْهُ ঃ غرض অর্থ উদ্দেশ্য। যে কারণে কর্তার ক্রিয়া (فاعل এর فعل) প্রকাশ পায়। তারকীবে মুবতাদা।

قَوْلُهُ صِيَانَةُ الذِّهْنِ ঃ صِيَانَة অর্থ রক্ষা করা صَانَ يَصُوْنُ ، صِيَانَة বাবে نصر – ذِهْن স্মৃতি, মেধা عن الْخَطَاءِ اللَّفْظِىُّ শাব্দিক ভুল থেকে, এটা صيانة মাসদারের সাথে মুতাআল্লিক। فِى الْكَلَامِ الْعَرَبِ এটা উহ্য الواقع এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে الخطاء এর ২য় সিফত, ১ম সিফত হল اَللَّفْظِىٌّ – اَلْخَطَاءِ اللَّفْظِىٌّ বলার দ্বারা صَرْفِى – معنوى ইত্যাদি ভুল-ভ্রান্তিকে খারিজ করা উদ্দেশ্য।

قوله وَ مُوْضُوْعُهُ الخ ঃ مَوْضُوْع অর্থ গঠিত, وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا বাবে فتح হতে অর্থ রাখা, স্থাপন করা, গঠন করা, পরিভাষায় যে বস্তুর عَوَارِضِ ذَاتِيَة তথা জাত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে موضوع বলে। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের موضوع হল মানুষের দেহ ইত্যাদি।

★ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, (ক) প্রত্যেক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন হয়। সুতরাং এখানে مُتَعَدِّدْ তথা একাধিক কেন? এর উত্তর এই যে, تَعَدُّدْ মূলত দু'প্রকার لَفْظِى ও مَعْنَوِىْ – كلمه ও كلام শাব্দিক দিক দিয়ে ২টি হলেও অর্থ ও উদ্দেশ্যগতভাবে একই।

(খ) كَلِمَةٌ কে كَلَامٌ এর আগে আনা হল কেন? উত্তর كَلِمَه হল كلام এর جُزْء (অংশ)। আর جُزْء সর্বদা كُلْ (সমষ্টি) এর উপর مُقدَّم (আগে) হয়।

فَصْلٌ - اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ وَهِىَ مُنْحَصِرَةٌ فِىْ ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ اِسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ لِاَنَّهَا اِمَّا اَنْ لَّاتَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ اَوْ تَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ اَوْتَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهٖ وَهُوَالْاِسْمُ ـ

অনুবাদ॥ كَلِمَةٌ এর সংজ্ঞা ঃ কালেমা এমন একটি শব্দ থাকে একক অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে।

كلمة -এর প্রকারভেদ ঃ কালেমা তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যথা– (১) اسم (বিশেষ্য পদ) (২) فعل (ক্রিয়া পদ) ও (৩) حرف (অব্যয় পদ)।

(كلمة তিন প্রকারে সীমাবদ্ধের কারণ।) কেননা كلمة হয়তো নিজে নিজ অর্থ প্রকাশ করবে না। এটা হল حرف - অথবা নিজ প্রথম প্রকাশ করবে আর তা তিন কালের কোন একটির সাথে মিলিত হবে (সম্বন্ধ রাখবে) এটা হল فعل - অথবা নিজ অর্থ প্রকাশ করবে তবে কোন কালের সাথে মিলিত হবে না। এটা হল اسم -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْكَلِمَةُ ঃ كلمة এর শাব্দিক অর্থ কথা, কায়েদা, কাসীদা-কবিতা। পরিভাষায় هُوَ مَا يَنْطِقُ بِهِ الْاِنْسَانُ مُفْرَدًا كَانَ اَوْ مُرَكَّبًا

মানুষের কথা চাই তা مفرد হোক বা مركب -এ সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রসিদ্ধ ইমানী কালেমাসমূহকে বাক্য হওয়া সত্ত্বে কালেমা বলার ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়।

كلمة এর নাম করণের কারণ ঃ كلمة শব্দটি মূলত كلم শব্দমূল হতে উদ্‌গত। অর্থ ক্ষত বা যখম করা। যেহেতু কথা মানুষের হৃদয়কে ক্ষত বা যখম করে এ জন্য এ নাম করণ করা হয়েছে। যেমন– কবির ভাষায়–

جِرَاحَةُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ + وَمَا يَلْتَامُ مَا جَرَحُ اللِّسَانُ

অর্থাৎ বর্শার যখম এক সময় জোড়া লাগে নিশ্চিহ্ন হয়, কিন্তু যবানে যে যখম করে তা কখনো জোড়া লাগে না।

كَلِمَةٌ এর বহুঃ كَلِمٌ - কারো মতে كَلِمٌ শব্দটি اسم جنس

قَوْلُهُ لَفْظٌ ঃ لَفْظٌ এর শাব্দিক অর্থ– لفظ বাবে ضَرَبَ হতে-নিক্ষেপ করা। বলা হয়– اَكَلْتُ التَّمْرَةَ وَ لَفَظْتُ النَّوَاةَ আমি খেজুর খেয়েছি ও তার আঠি ফেলে দিয়েছি। পরিভাষায়– مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ মানুষের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয় তাকে لفظ বলে।

★ প্রশ্ন হতে পারে যে, মানুষের কথা বলার দ্বারা জিন, ফিরেশতা এমনকি আল্লাহর বাণী ইত্যাদি لفظ থেকে খারিজ হয়ে যায়। এর উত্তর কি? এর উত্তর এই যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল– মানুষের মুখে যা উচ্চারিত হওয়া সম্ভব। অতএব এখন কোন প্রশ্ন থাকে না।

★ **তারকীব ঃ** اَلْكَلِمَةُ মুবতাদা, لَفْظٌ শব্দটি মওসূফ وُضِعَ الخ সিফত মিলে খবর, কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, মুবতাদা ও খবরের মাঝে مذكر ও مؤنث ইত্যাদি ক্ষেত্রে تطابق জরুরী অথচ اَلْكَلِمَةُ - مؤنث আর لَفْظٌ হল مذكر - সুতরাং এটা শুদ্ধ হল কিভাবে?

উত্তরঃ خبر টি اسم مشتق হলে যে ক্ষেত্রে تَطَابُقٌ (মিল) জরুরী কিন্তু لفظ শব্দটি اسم مُشْتَقٌ নয়, বিধায় تَطَابُقٌ জরুরী নয়। لَفْظٌ শব্দটি اَلْكَلِمَةُ এর جِنْسٍ قَرِيبٍ এতে لَفْظٍ مَوْضُوعٍ ও مُهْمَلٌ (অর্থবোধক ও অর্থহীন) সব দাখিল রয়েছে।

قَوْلُهُ وُضِعَ ঃ وَضَعَ يَضَعُ বাবে ضَرَبَ হতে-অর্থ রাখা, গঠন করা। পরিভাষায়, এক বস্তুকে অপর বস্তুর জন্য এমনভাবে খাছ করে দেয়া যে, প্রথম বস্তু (مخصوص) দেখলে অপর বস্তু (مخصوص له) এমনিতেই বুঝে আসে। যেমন– زَيْد শব্দটি এক ব্যক্তির খাছ নাম। এটি শুনা মাত্রই ব্যক্তি যায়েদ বুঝে আসে।

قوله لِمَعْنًى ঃ مَعْنًى শব্দটি হয়ত ১. عَنٰى يَعْنِىْ বাবে ضَرَبَ এর مفعول। অর্থ مقصود উদ্দেশ্য, ২. অথবা اسمِ ظرفِ مكان ৩. অথবা مِيمِ مَصْدرِى যুক্ত হয়ে মাসদার। তিনো ছুরতে অর্থ একই। এটা لفظ এর فَصْل - এর দ্বারা مُهْمَلْ শব্দ ও حروفِ هِجَا ইত্যাদি বের হয়ে গেল।

قوله مُفْرَدْ ঃ مفرد একক বা غيرمركب -এ فصل দ্বারা مُرَكَّبَاتْ বের হয়ে গেল।

শব্দের إِعْرَابُ مُفْرَدْ ঃ مفرد শব্দে তিন ধরনের اعراب হতে পারে। যথা– ১. مفرد যের হলে معنى এর সিফত হবে। অর্থ হবে একক অর্থের জন্য গঠিত তথা যে শব্দের جزء অর্থের جزء এর ওপর دلالت করে না। (বা শব্দের অংশ অর্থের অংশ বুঝায় না।) যেমন زيد এর جزء হল ز - ى - د এর কোনটি ব্যক্তি যায়েদের কোন অঙ্গ বুঝায় না।

২. مُفْرَدْ পেশ হলে لَفْظ এর সিফাত হবে। অর্থ হবে– কালেমা ঐ একক শব্দকে বলে।

৩. مُفْرَدًا যবর হলে (ক) হয়তো وضع এর যমীর থেকে حال হবে অথবা معنى এর حال হবে। অর্থাৎ এম-তাবস্থায় যে, উক্ত শব্দটি একক হবে বা অর্থটি একক হবে (আর একক হওয়ার উদ্দেশ্য শব্দ বা অর্থের অংশটি উদ্দেশ্যের অংশ বুঝাবেনা) উল্লেখ্য যে, منصوب হলে رسم خط হিসেবে শেষে আলিফ থাকত কিন্তু আরো ২টি সম্ভাবনার কারণে আলিফ লেখা হয়নি।

قوله وَهِىَ مُنْحَصِرَةٌ الخ ঃ مُنْحَصِرَةٌ বাবে اِنْفِعَال হতে واحد مؤنث - اسم فاعل অর্থ সীমাবদ্ধ, বেষ্টিত, অর্থাৎ কালেমা অর্থগত দিক দিয়ে তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ।

قوله اِسْمٌ و فِعْل وحَرْف ঃ এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিতে তিন ধরনের اعراب হতে পারে।

১. مرفوع হলে مُبْتَداء مَحْذُوف এর খবর হবে। যেমন– اَحَدُهَا اِسْمٌ و ثَانِيْهَا فِعْلٌ و ثَالِثُهَا حَرْفٌ

২. منصوب হলে اَعْنِىْ - مفعول এর فعلِ محذوف হবে অর্থাৎ اَعْنِىْ اِسْمًا و فِعْلًا و حَرْفًا

৩. مجرور হলে اقسام এর بدل হবে। এ ছুরতটিই উত্তম। কারণ এক্ষেত্রে محذوف মানতে হয় না।

★ كَلِمَة এর তিনো প্রকারের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে আগে اسم, তার পর فعل, তারপর حرف এ কারণে এভাবেই উল্লেখিত হয়েছে।

قوله لِاَنَّهَا اِمَّا اَنْ لَّا تَدُلَّ الخ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ র. وجه حصر তথা তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবির দলিল পেশ করেছেন। لِاَنَّهَا الخ - مُنْحَصِرَةٌ এর সাথে متعلق - وجهِ حصر এই যে, كَلِمَة হয় নিজ অর্থ প্রকাশে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে, নতুবা নয়, দ্বিতীয়টি حرف আর স্বয়ং সম্পর্ণ হলে হয়তো তা কোন কালের সাথে সম্বন্ধ রাখবে বা রাখবে না, রাখলে সেটা فعل আর না রাখলে اسم -

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, اَنَّ - حرفِ مُشَبَّه بفعل এটা مبتدا ও خبر এর উপর দাখিল হয়, আর خبر তার مبتدا এর উপর حَمْل (প্রযোজ্য) হয়। সুতরাং এখানে ও তা হওয়া উচিত অথচ দেখা যায় এমনটি হয়নি। কারণ لِاَنَّهَا এর যমীর اَلْكَلِمَة (ذات) এর দিকে ফিরেছে। এটা اَنَّ এর اسم আর اِمَّا اَنْ لَّا تَدُلَّ بتاويل مصدر - (اَنْ আসায় মাসদারে পরিণত হয়ে) اَنَّ এর خبر আর মাসদারের حمل - ذات এ উপর সহীহ নয়।

উত্তর ঃ এখানে اَنَّ এর اسم উহ্য আছে, মূলত لِاَنَّ حَالَهَا اما الخ ছিল, এ সময় مصدر এর حمل - حال এর উপর সহীহ হয়ে যায়। (কেননা حال টা ذات নয় বরং عرض)

قوله عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا তিনো জায়গায় مَعْنًى মওসূফ حَاصِلٌ عَلٰى نَفْسِهَا - شِبه فعل مُقَدَّر এর সাথে متعلق হয়ে সিফত مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا অর্থ হল শব্দের নিজের অর্থ –

فَحَدُّ الْإِسْمِ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ اَعْنِى الْحَالَ وَالْإِسْتِقْبَالَ كَرَجُلٍ وَعِلْمٍ وَعَلَامَتُهُ صِحَّةُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ نَحْوَ زَيْدٌ قَائِمٌ

অনুবাদ ॥ اسم এর সংজ্ঞা ঃ اسم এমন কালেমা কে বলে যা নিজ অর্থ প্রকাশে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। তিন কাল তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের কোন একটির সাথে সম্পর্ক না রেখে। যেমন رجل (পুরুষ) علم (জ্ঞান)। **اسم এর আলামত সমূহ ঃ** ১. কোন শব্দের সম্পর্কে সংবাদ দেয়া শুদ্ধ হওয়া। যথা- زيد قائم (যায়েদ দণ্ডায়মান)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ فَحَدُّ الْإِسْمِ ঃ حد এর অর্থ বিরত রাখা, সীমানা, শরয়ী দন্ড, সংজ্ঞা।

قوله فَحَدُّ الْإِسْمِ الخ ঃ এর فا টি جَزائيه এখানে শর্ত উহ্য রয়েছে। মূলত বাক্যটি ছিল اِذَا بَيَّنَّا دَلِيْلَ الْحَصْرِ فَحَدُّ الْإِسْمِ অর্থাৎ যখন সীমাবদ্ধের প্রমাণ পেশ করা হল এখন اسم এর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হচ্ছে। حد মুযাফ الاسم মুযাফ ইলায়হি মিলে মুবতাদা, আর كلمة খবর, مبتدا মাসদার হলে خبر এর সাথে تَطَابُقْ জরুরী নয়।

كَلِمَةٌ ঃ মওসূফ فِىْ نَفْسِهَا উহ্য كَائِنٌ এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে مَعْنًى এর প্রথম সিফত غَيْرُ مُقْتَرِنٍ হল مَعْنًى এর দ্বিতীয় সিফত। অতঃপর مَعْنًى মওসূফ সিফত মিলে عَلٰى এর মাজরূর হয়ে تدل এর সাথে متعلق অর্থাৎ اسم এমন কালেমাকে বলে যা নিজেই নিজ অর্থ প্রকাশ করে। অন্য কোন শব্দের মুখাপেক্ষী হয় না এবং গঠনগতভাবে তার মধ্যে কোন কাল পাওয়া যায় না।

★ ফায়েদা (ক) সংজ্ঞায় উল্লিখিত كلمة হল جنس -এর মধ্যে اسم - فعل ও حرف তিনোটা দাখিল রয়েছে। مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا - فصل দ্বারা حرف বেরিয়ে গেল, আর غَيْرُ مُقْتَرِنٍ - فصل দ্বারা فعل খারিজ হয়ে গেল।

(খ) কালের সাথে সম্পর্ক না রাখাটা মূল গঠনের সময় ধর্তব্য। বাক্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাল পাওয়া গেলে তা اسم হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যথা زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ - زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًوا غَدًا ইত্যাদি। কেননা ضَارِبٌ ও مَضْرُوْبٌ যদিও সময়ের সাথে মিলিত হচ্ছে কিন্তু তা اَمْسِ و غَدًا এর কারণে মাত্র। এভাবে امس - غدا ইত্যাদির মূল অর্থই হল নির্দিষ্ট সময় বা কাল। মূল অর্থ কালের সাথে সম্বন্ধিত হচ্ছে না। এ কারণে اسم এর সংজ্ঞায় দাখিল থাকবে। এভাবে اَسْمَاءُ اَفْعَالِ যেমন هَلُمَّ - حَيَّهَلْ ইত্যাদির অর্থ কালের সাথে মিলিত হচ্ছে তা মূল وضع তথা গঠনের দিক দিয়ে নয়। এ কারণে اسم এর মধ্যে দাখিল থাকবে।

(গ) প্রশ্ন জাগে যে, تَحْتَ (নীচে), فَوْقَ (উপর) এগুলোর অর্থ مضاف اليه ছাড়া বুঝা যায় না। সুতরাং اسم হল কিভাবে?

উত্তরঃ এসব اسم - وضع (গঠন) এর দিক দিয়ে পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপক। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা অস্পষ্ট থাকে। কিন্তু এটা দোষণীয় নয়।

قَوْلُهُ وَعَلَامَتُهُ ঃ মুবতাদা صِحَّتُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ খবর। আলামত অনেকগুলো হওয়া সত্ত্বে علامت এক বচন আনার কারণ এই যে, এটা اسم جنس আর اسمِ جنس - قَلِيْلُ وَ كَثِيْرُ (কম-বেশী) সব কিছু বুঝায়। علامت অর্থ নিদর্শন, চিহ্ন, صِحَّةُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ অর্থ তার সম্পর্কে খবর দেয়া শুদ্ধ হওয়া বা এর যোগ্যতা রাখা। সুতরাং - عمر زيد ইত্যাদি আপাতত (فِى الْحَالِ) مُخْبَرُ عَنْهُ নাহলে ও বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে مُخْبَرُ عَنْهُ হয়। সুতরাং এগুলো اسم -

وَالْإِضَافَةُ نَحْوُ غُلَامُ زَيْدٍ وَ دُخُولُ لَامِ التَّعْرِيْفِ كَالرَّجُلِ وَالْجَرِّ وَالتَّنْوِيْنِ نَحْوُ بِزَيْدٍ وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ وَالنَّعْتُ وَالتَّصْغِيْرُ وَالنِّدَاءُ فَإِنَّ كُلَّ هٰذِهٖ خَوَاصُّ الْاِسْمِ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ اَنْ يَّكُوْنَ مَحْكُوْمًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهٖ فَاعِلًا اَوْمَفْعُوْلًا اَوْ مُبْتَدَأً وَيُسَمّٰى اِسْمًا لِسُمُوِّهٖ عَلٰى قَسِيْمَيْهِ لَالِكَوْنِهٖ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنٰى ـ

অনুবাদ ॥ ২. مضاف বা সম্বন্ধ পদ হওয়া, যথা– غُلَامُ زَيْدٍ (যায়েদেরে গোলাম) ৩. শব্দের শুরুতে لام تعريف তথা নির্দিষ্ট জ্ঞাপক লাম আসা, যথা– اَلرَّجُلُ (লোকটি)। ৪. কালেমার শেষে جر মিলিত হওয়া। ৫. تَنْوِيْن (তানভীন) হওয়া। যেমন بِزَيْدٍ ৬. দ্বিবচন হওয়া ৭. বহুবচন হওয়া ৮. সিফত হওয়া ৯. তাসগীর হওয়া ১০. শুরুতে حرفِ نِدا আসা। এসব গুলোই হল ইসমের বৈশিষ্ট্য।

إِخْبَارُ عَنْهُ এর অর্থ হল مُحْكُوْم عَلَيه হওয়া (যার ব্যাপারে কোন হুকুম লাগান হয়) সেটা فاعل (কর্তা) বা مفعول (কর্ম) অথবা مُبْتَدا (উদ্দেশ্য) হবার কারণে।

اسم এর নামকরণ ঃ আর اسم কে اسم নাম রাখা হয়েছে তার অপর দুই প্রকারের তুলনায় মর্যাদাবান হবার কারণে, অর্থের জন্য আলামত হবার কারণে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ وَالْإِضَافَةُ ঃ অর্থাৎ حرف جر উহ্য থেকে মুযাফ হওয়া। যেমন غُلَامُ زَيْدٍ মূলত غُلَامٌ لِزَيْدٍ ছিল। আর এটা এ জন্য যে, حرف جر لفظى এর ক্ষেত্রে فعل ও মুযাফ হয়। যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ এর মধ্যে مَرَرْتُ ফে'লটি حرفِ جر এর মাধ্যমে মুযাফ। তবে সাধারণত اضافت বলতে مَعْنَوِىْ টিই বুঝায়। এ কারণে মুসান্নিফ র. এ কয়টি উল্লেখ করেননি।

★ ফায়েদা ঃ (ক) কোন কোন নাহবীদের মতে মুযাফ হওয়াটা اسم এর خَاصَّه বা আলামত, মুযাফ ইলায়হি হওয়া নয়। কেননা فعل মুযাফ ইলায়হি হয়, যেমন يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ এখানে يَنْفَعُ ফে'ল যা جملة فعليه টি মুযাফ ইলায়হি হয়েছে। তবে কারো কারো মতে মুযাফ ইলায়হি হওয়া ও اسم এর আলামত, তাদের মতে আয়াতে يَنْفَعُ টা نَفْعُ মাসদারের অর্থে। অর্থাৎ يَوْمَ نَفْعِ الصَّادِقِيْنَ

(খ) خَلِيل এর মতে لا ও হামযা উভয়টি মিলে حرفِ تعريف

(গ) مُبَرِّد এর মতে হামযাটিই حرفِ تعريف আর همزهٔ تعريف ও همزهٔ اِسْتِفْهَام এর মাঝে প্রভেদের জন্য লাম আনা হয়।

মুসান্নিফ র. এর কাছে প্রথম মতটি পসন্দনীয়।

قَوْلُهُ دُخُوْلُ الْجَرِّ وَ التَّنْوِيْنِ ঃ এখানে دخول (প্রবেশ করা) দ্বারা لُحُوْقٌ (মিলিত হওয়া) উদ্দেশ্য। কারণ جر ও تنوين হয় শেষে, আর دخول বুঝায় শুরুতে আসা।

★ ফায়েদা ঃ (ক) جر ইসমের বৈশিষ্ট্য এ জন্য যে, جر টা حرف جر এর اثر বা প্রভাবে হয়, আর حرف جر শুধু ইসমের পূর্বেই আসে।

(খ) تنوين এ জন্য ইসমের বৈশিষ্ট্য যে, تَنْوِيْن মোট ৫ প্রকার, تنوينِ تَمَكُّنْ .২ تَنْوِيْنِ تُرَنُّمْ .৩ تنوين تَنْكِيْر .৪ تنوينِ عوض ও ৫. تنوينِ مُقَابَلَهْ এগুলোর মধ্যে কেবল تنوينِ تَرَنُّمْ টি فعل এর উপর ও আসে। যেমন– اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلُ وَ الْعِتَابَنْ + وَقُوْلِىْ اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ এর اَصَابَنْ বাকীগুলো যে যে কারণে আসে তা শুধু ইস্মেই পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ : এটা دُخُول এর উপর عَطْف দ্বিবচন ও বহুবচন হওয়া যেহেতু تَعَدُّدْ (বা একাধিক সংখ্যক) বুঝায় - আর এটা اسم এর মধ্যেই পাওয়া যায়।

★ ফায়েদা : فعل এর মধ্যে যে تثنية ও جمع এর ছীগা দেখা যায় তা মূলত فعل এর মধ্যে فاعل এর যমীর হিসেবেই। আর যমীর তো ইস্‌মই। যেমন– ضَرَبَا ও ضَرَبُوا এর মধ্যে ضَرَبَ ফে'ল একটিই আর الف ও واو হল ফায়েলের যমীর, এ হিসেবেই تثنية ও جمع বলা হয়।

قوله وَالنَّعْتُ : نعت (সিফত) হওয়া অর্থাৎ সিফত হওয়া اسم এর আলামত, কিন্তু নাহুবিদদের মতে সিফত নয়। বরং মওসূফ হওয়া اسم এর আলামত। মুসান্নিফ র-এর বর্ণনা মতে প্রশ্ন জাগে যে, فعل ও সিফত হয়। যেমন– جَائَنِي رَجُلٌ يَضْرِبُ এর উত্তর এই যে, এটা মূলত جَائَنِي رَجُلٌ ضَارِبٌ এর অর্থে।

قوله وَالتَّصْغِيرُ : تصغير হওয়া اسم এর আলামত, কারণ تصغير টা قِلَّتْ (স্বল্পতা) وَحِقَارَتْ (অবজ্ঞা) বুঝায়। আর فعل এর অর্থ قِلَّتْ ও حِقَارَتْ এর যোগ্য নয়।

تَصْغِير এর শাব্দিক অর্থ ছোট করা। পরিভাষায়-স্বল্পতা বা অবজ্ঞা বুঝানোর জন্য শব্দের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়। যেমন– رَجُلٌ হতে رُجَيْلٌ (ভেটে পুরুষ)।

قَوْلُهُ وَالنِّدَاءُ : نداء অর্থ আহ্বান করা, ডাকা। পরিভাষায় কারো দৃষ্টি আকর্ষন কল্পে ডাকার স্থলাভিষিক্ত কোন হরফের মাধ্যমে আহবান করা। এটা اسم এর আলামত এ কারণে যে, نداء হল حرف ندا এর اثر বা প্রভাব। আর حرف نداء সব সময় اسم এর পূর্বে আসে, অতএব نداء টা اسم এর বৈশিষ্ট্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ فَإِنَّ كُلَّ هٰذِهِ خَوَاصُّ الْإِسْمِ : এটা একটা উহ্য প্রশ্ন (سوالِ مقدر) এর জওয়াব। প্রশ্ন এই যে, বস্তুর আলামত এটা যা বস্তু থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, অথচ এমন অনেক اسم আছে যার মধ্যে تنوين ، جر، لام تعريف ইত্যাদি আসেনা। যেমন যমীর, ইসমে ইশারা প্রভৃতি।

উত্তরঃ এখানে আলামত দ্বারা خَاصَّة উদ্দেশ্য। আর خَاصَّة বলে مَا يُوجَدُ فِيهِ وَلَايُوجَدُ فِي غَيْرِهِ (কোন বস্তুর خَاصَّة ঐ জিনিস বা বস্তুকে বলে যা তার মধ্যে ছাড়া অন্য কোন জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায় না।) তাই একই জাতীয় জিনিসের একাধিক خَاصَّة বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তাই বলে সবগুলো একটির মধ্যে থাকা জরুরী নয়।

فَإِنَّ كُلَّ هٰذِهِ الخ এর মধ্যে كُلَّ هٰذِهِ মুযাফ মুযাফ ইলায়হি মিলে إِنَّ এর اسم– خَوَاصُّ الْإِسْمِ – হল إِنَّ এর خبر

قَوْلُهُ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ الخ : অন্যান্য আলামতের অর্থ বা উদ্দেশ্য উল্লেখ না করে কেবল এটার অর্থ বলার কারণ হল–১. অন্যান্যগুলোর অর্থ স্পষ্ট কিন্তু এর অর্থ কিছুটা দুরূহ ২. অথবা এর দ্বারা এ সন্দেহ নিরসন উদ্দেশ্য যে, مُخْبَرٌ عَنْهُ (যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়) দ্বারা কেউ ধারণা করতে পারে যে, এটা তাহলে কেবল جمله خبريه এর মধ্যে হবে إِنْشَائِيَه এর মধ্যে নয়, কারণ তার মধ্যে কারো সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয় না। অতএব মুসান্নিফ র. এ ধারণা দূর করে দিলেন যে, এর দ্বারা মাহকুম আলায়হি হওয়া উদ্দেশ্য অর্থাৎ যার উপর কোন বিষয়কে সম্বন্ধ করা হয়, চাই তা মুবতাদা, ফায়েল ইত্যাদি যাই হোক।

قَوْلُهُ أَوْ مَفْعُولًا : এর দ্বারা نَائِبِ فَاعِل বা مَفْعُولِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يُسَمّٰى إِسْمًا الخ : اسم এর মূলধাতুর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে– ১. বছরীগণের মতে إِسْم - سُمُوٌّ (উঁচু হওয়া) শব্দ মূল থেকে গঠিত। إِسْم যেহেতু কালেমার অপর দু প্রকার তথা فعل ও حرف এর তুলনায় স্বনির্ভরতার দিক দিয়ে উঁচু একারণেই এ নাম করণ করা হয়েছে। মূলত এটা سُمُوٌّ ছিল। এর تصغير আসে سُمَيٌّ - سُمُوٌّ এর واو বিলোপ করে তার পরিবর্তে হামযা আনা হয়েছে এবং تَخْفِيف (সহজ) এর লক্ষে সীনকে সাকিন করে হামযাকে বাদ দেয়া হয়েছে। এর বহুঃ أَسْمَاءٌ (মুসান্নিফ র. এ মতকেই গ্রহণ করেছেন) ২. কুফীগণের মতে ছিল وِسْمٌ (আলামত চিহ্ন) إِسْم তার مُسَمّٰى এর অর্থের জন্য আলামত হয় বিধায় এ নাম হয়েছে।

وَحَدُّ الْفِعْلِ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِزَمَانٍ ذَالِكَ الْمَعْنٰى كَضَرَبَ، يَضْرِبُ، اِضْرِبْ ـ وَعَلَامَتُهٗ اَنْ يَّصِحَّ الْاِخْبَارُ بِهٖ لَا عَنْهُ وَدُخُوْلُ قَدْ وَالسِّيْنِ وَسَوْفَ وَالْجَزْمِ وَالتَّصْرِيْفُ اِلَى الْمَاضِيْ وَالْمُضَارِعِ وَكَوْنُهٗ اَمْرًا اَوْ نَهْيًا وَاتِّصَالُ الضَّمَائِرُ الْبَارِزَةُ الْمَرْفُوْعَةُ نَحْوُ ضَرَبْتَ

অনুবাদ ॥ فعل এর সংজ্ঞা ঃ فعل এমন কালেমাকে বলে যা অর্থের কালের সাথে সম্পর্ক রেখে নিজ অর্থ প্রকাশ করে। যথা– ضَرَبَ (সে মারল) يَضْرِبُ সে মারে اِضْرِبْ (মার)।

فعل - এর আলামত (নিদর্শন) ঃ فعل এর আলামত হলো– (১) مَحْكُوْمٌ بِهٖ হওয়া তথা শুরুতে কারো সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া শুদ্ধ হওয়া এবং محكوم عليه না হওয়া তথা তার সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া শুদ্ধ না হওয়া, ২. শুরুতে قَدْ - سِيْنْ বা سَوْف আসা ৩. শেষে جَزْم হওয়া ৪. مُضَارِع ও ماضى এর দিকে রূপান্তর (গরদান) হওয়া ৫. امر বা نهى হওয়া, ৬. ضمير بَارِز مرفوع (কর্তৃকারকের প্রকাশ্য সর্বনাম) যুক্ত হওয়া, যেমন– ضَرَبْتَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهٗ وَحَدُّ الْفِعْلِ الخ ঃ এ সংজ্ঞার মধ্যে كَلِمَةٌ হল جِنْس আর تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا এক فَصْل এর দ্বারা حرف বেরিয়ে গেল এবং دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً আরেক فصل এর দ্বারা اسم বেরিয়ে গেল। অতএব تَعْرِيْف (সংজ্ঞা)টি جَامِعْ مَانِعْ হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً ঃ উল্লেখ্য যে, অর্থটা কালের সাথে সম্পৃক্ত হবার উদ্দেশ্য হল وَضْع তথা গঠনের দিক দিয়ে কোন এক কালের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। অতএব اَفْعَالِ مُقَارَبَة যেমন عَسٰى - كَادَ প্রভৃতি এগুলোতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাল পাওয়া না গেলে মূল গঠনের মধ্যে কাল থাকায় তা فعل এর মধ্যে শামিল।

قَوْلُهٗ وَعَلَامَتُهٗ صِحَّةُ الخ ঃ অর্থাৎ مُخْبَرٌ بِهٖ এর আলামত হল কোন কালেমা مُسْنَد তথা مَحْكُوْمٌ بِهٖ হওয়া শুদ্ধ হওয়া। কারণ فعل হল حدث ও عرض (অস্থায়ী ও নিত্যকার বিষয়)) হয়ে থাকে। আর তা সব সময় মুসনাদ হয়।

★ **ফায়েদা ঃ** اِخْبَارٌ بِهٖ বা مَحْكُوْمٌ بِهٖ দুধরনের হতে পারে।

১. مُخْبَرٌ بِهٖ (مسند) হওয়ার সাথে সাথে مُخْبَرٌ عَنْهُ (مسند اليه) হওয়ার ও সম্ভাবনা রাখে।

২. শুধু مُخْبَرٌ بِهٖ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। প্রথমটি اسم এর আলামত, দ্বিতীয়টি فعل এর আলামত।

قَوْلُهٗ وَ دُخُوْلُ قَدْ الخ ঃ এর عطف হল ان يصح এর উপর, قد কয়েক অর্থের জন্য আসে। ১. قد মাযীকে মুযারের নিকটবর্তী করে দেয় ২.অথবা مضارع এর অর্থে تقليل (কম) বুঝায়। যেমন– قَدْ ضَرَبَ ও قَدْ يَصْدُقُ ৩. অথবা تَحْقِيْق (নিশ্চয়তা) বুঝায় । যেমন– لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ ৪. تَكْثِيْر (আধিক্য) যেমন قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ৫. تَوَقُّع (আশা) যেমন قَدْ يَقْدُمُ الْغَائِبُ আর এ সবগুলো অর্থই فعل এর মধ্যে পাওয়া যায়। আর এ কারণে এগুলো فعل আলামত বিবেচিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالتَّصْرِيْفُ الخ ঃ আলিফ লামটি مضاف এর পরিবর্তে অর্থাৎ تصريف الفعل ছিল। অর্থাৎ কোন কালেমা ماضى ও مضارع এর প্রতি রূপান্তর হওয়া فعل এর আলামত।

قَوْلُهٗ وَ كَوْنُهٗ اَمْرًا اَوْنَهْيًا ঃ কারণ উভয়টি طلب فعل এর জন্য আসে, অতএব فعل এর আলামত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهٗ وَ اِتِّصَالُ الضَّمَائِرِ ঃ অর্থাৎ فاعل বা কর্তা নির্দেশক যমীর মিলিত হওয়া। যেমন– ضَرَبْتُ - ضَرَبْتُمَا ইত্যাদি। এগুলো যেহেতু فاعل বুঝায়, আর فاعل হয় فعل এর মধ্যে। এ কারণে فعل এর আলামত হয়েছে।

وَتَاءُ التَّانِيْثِ السَّاكِنَةِ نَحْوُ ضَرَبَتْ وَنُونَيِ التَّاكِيْدِ فَإِنَّ كُلَّ هٰذِهِ خَوَاصُّ الْفِعْلِ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِبِهِ اَنْ يَّكُوْنَ مَحْكُوْمًا بِهِ وَيُسَمّٰى فِعْلًا بِاسْمِ اَصْلِهِ وَ هُوَ الْمَصْدَرُ لِاَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيْقَةً ـ

অনুবাদ ॥ ৭. শেষে تاءِ تانيث ساكنه যুক্ত হওয়া। যেমন– ضَرَبَتْ ৮. উভয় প্রকারের نونِ تاكيد যুক্ত হওয়া (যেমন– لَيَفْعَلَنَّ - لَيَفْعَلَنْ) এসবগুলো হল فعل আর আলামত। إِخْبَارُبِه এর অর্থ হল শব্দটি مَحْكُوْمٌ بِهِ হওয়া (অর্থাৎ তার দ্বারা হুকুম লাগানোর যোগ্য হওয়া) اَلْإِخْبَارِ بِه -এর অর্থ হল শব্দটি مَحْكُوْم بِه হওয়া।

فعل -**এর নামকরণ ঃ** فعل -এর নামকরণ উহার মূল (উৎপত্তিস্থল) অর্থাৎ মাসদারের নামানুসারে করা হয়েছে, কেননা প্রকৃতপক্ষে মাসদারই فاعل (কর্তা) -এর فعل - (ক্রিয়া)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَتَاءُ التَّانِيْثِ الخ ঃ تاءِ تَانِيثْ টা فاعل এর মুওয়ান্নাছ হওয়া বুঝায়। আর اسم এর মধ্যে যেহেতু تاءِ تانيثِ مُتَحَرِّكَه দাখিল হয়, এ কারণে তার জন্য تاءِ تانيثِ سَاكِنَه এর প্রয়োজন পড়ে না। বিধায় এটি فعل এর আলামত হয়েছে। তথা اسم فاعل ইত্যাদির। صفات ও فعل হয় فاعل

قوله وَ نُونَيُ التَّاكِيْدِ ঃ অর্থাৎ نونِ خفيفه ও نونِ ثقيله যুক্ত হওয়া فعل এর আলামত। উভয়টি যেহেতু فعل এর তাকীদ বুঝায়, অতএব فعل এর আলামত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

قوله وَ يُسَمّٰى فِعْلًا الخ ঃ এ কথার দ্বারা মুসান্নিফ (র.) فعل এর নাম করণের কারণ বর্ণনা করেছেন, যে فعل এর اصل বা মূল হল মাসদার। আর মাসদারের নাম হল فعل -এ কারণে اصل বা মূলের নামে فرع (শাখা) এর নাম রাখা হয়েছে। আর মাসদারের নাম فعل এ কারণে যে, প্রকৃত পক্ষে মাসদার বা বের হওয়ার অর্থটাই فاعل এর فعل -

★ **ফায়েদা ঃ** মাসদার اَصل নাকি ফে'ল اصل এ ব্যাপারে নাহুবিদগণের মতবিরোধ রয়েছে।

১. বসরীগণের মতে মাসদার اصل আর ফে'ল فرع -এটিই মুসান্নিফ র. এর মত।

২. কুফীগণের মতে ফে'ল اصل আর মাসদার তার فرع

বসরীগণের দলিল মাসদার হল স্বনির্ভর কারো থেকে গঠিত হয় না। অথচ فعل মাসদার থেকে গঠিত হয়। অতএব যার থেকে গঠিত হয় সেটিই اصل বা মূল হওয়া স্পষ্ট।

কুফীগণের দলীল ঃ تَعْلِيْل এর দিক দিয়ে দেখা যায় যে, فعل এর মধ্যে تَعْلِيْل হলে মাসদারের মধ্যে تَعْلِيْل হয়, পক্ষান্তরে ফে'লের মধ্যে تَعْلِيْل না হলে মাসদারের মধ্যে (কায়েদা পাওয়া যাওয়া সত্ত্বে) تعليل হয় না, অতএব বুঝা গেল فعل ই اصل, মাসদার নয়।

সমাধান ঃ বসরীগণের দলিল সুস্পষ্ট ও সঠিক, কুফীগণের দাবী যে, فعل এর মধ্যে تعليل হলে মাসদারের মধ্যে تعليل হয় এটা কোন স্বীকৃত নীতি নয়। উপরন্তু গঠন বা জন্মের দিক দিয়ে যার থেকে জন্ম হয় সেটিই আসল হওয়া সর্ব সম্মতও বটে।

وَحَدُّ الْحَرْفِ كَلِمَةٌ لَاتَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا بَلْ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ غَيْرِهَا نَحْوُ مِنْ، فَاِنَّ مَعْنَاهَا اَلْاِبْتِدَاءُ وَهِيَ لَاتَدُلُّ عَلَيْهِ اِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ مَا مِنْهُ الْاِبْتِدَاءُ كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوْفَةِ مَثَلًا تَقُوْلُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَعَلَامَتُهُ اَنْ لَّايَصِحَّ الْاِخْبَارُ عَنْهُ وَلَا بِهٖ وَاَنْ لَّايَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْاَسْمَاءِ وَلَاعَلَامَاتِ الْاَفْعَالِ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ كَالرَّبْطِ بَيْنَ الْاِسْمَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ اَوِ الْفِعْلَيْنِ نَحْوُ اُرِيْدُ اَنْ تَضْرِبَ اَوْ اِسْمٍ وَفِعْلٍ كَضَرَبْتُ بِالْخَشَبَةِ اَوِ الْجُمْلَتَيْنِ نَحْوُ اِنْ جَاءَنِيْ زَيْدٌ اَكْرَمْتُهُ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ الَّتِيْ تَعْرِفُهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُسَمّٰى حَرْفًا لِوُقُوْعِهٖ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا اَيْ طَرَفًا اِذْ لَيْسَ مَقْصُوْدًا بِالذَّاتِ مِثْلَ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ ـ

অনুবাদ ॥ আর حرف এমন কালেমাকে বলে যা তার মধ্যে নিহিত অর্থ প্রকাশ করতে পারে না বরং অন্যের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– مِنْ এর অর্থ হল শুরু। এটা ঐ সময়ই পর্যন্ত বুঝা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত কিসের থেকে শুরু তা উল্লেখ করা না হয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বসরা ও কুফা– তুমি বলবে سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ (আমি বসরা থেকে কূফা পর্যন্ত ভ্রমণ করলাম)

حرف **এর আলামত ঃ** ১. উক্ত কালেমা সম্পর্কে খবর দেয়া বা তার দ্বারা খবর প্রদান করা শুদ্ধ না হওয়া এবং ২. اسم ও فعل এর কোন আলামত তার মধ্যে না থাকা।

হরফের উপকারীতা ঃ আরবী ভাষায় হরফের অনেক উপকারিতা আছে। যেমন– ১. দু ইসমের মাঝে সম্বন্ধ স্থাপন করা। যথা– زَيْدٌ فِي الدَّارِ (যায়েদ ঘরে) ২. দু ফে'লের মাঝে সংযোগ স্থাপন করা। যথা اُرِيْدُ اَنْ تَضْرِبَ زَيْدًا (আমি চাই যে, তুমি যায়েদকে প্রহার কর) অথবা ৩. এক اسم ও এক فعل এর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা। যথা ضَرَبْتُ بِالْخَشَبَةِ (আমি কাঠ দ্বারা মেরেছি) অথবা ৪. দুটি বাক্যের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা। যথা اِنْ جَائَنِيْ زَيْدٌ اَكْرَمْتُهٗ (যদি যায়েদ আমার নিকট আসে তাহলে আমি তাকে সম্মান করব) এগুলো ছাড়াও حرف এর দ্বারা আরো বহু উপকারীতা আছে। ইনশা আল্লাহ তৃতীয় পর্বে তা জানতে পারবে। حرف **এর নাম করণ ঃ** حرف বাক্যের এক প্রান্তে পতিত হবার কারণে হরফ কে হরফ নামে নাম করণ করা হয়েছে। কারণ এটা বাক্যের মূল্য উদ্দেশ্য যেমন مسند ও مسند اليه হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهٗ وَحَدُّ الْحَرْفِ كَلِمَةٌ الخ ঃ حرف এর সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা গেল যে, যে كلمه তার অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর নয় তাকে حرف বলে। এতে প্রশ্ন জাগে যে, اسم اشاره ، مُشَارٌ اِلَيْه এর দিকে مُوْصول، صِلَه এরদিকে। যেমন– فَوْقٌ - تَحْتٌ، مضاف اليه এর দিকে মুখাপেক্ষী। সুতরাং এগুলোকে حرف বলা উচিৎ? এর জবাব এই যে, গঠনগতভাবে এগুলো নিজ নিজ অর্থ প্রকাশে স্বণির্ভর। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদিও অর্থটি আরো স্পষ্ট হবার জন্য অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী তবে তা اسم হবার প্রতিবন্ধক নয়।

قوله وَلِلْحَرْفِ فِيْ كَلَامِ الخ ঃ অর্থাৎ حرف নিজ অর্থ প্রকাশে পরনির্ভর হলেও আরবী ভাষায় এর বহু গুরুত্ব ও উপকারীতা রয়েছে। যেমন– দুই ইসম বা দুটি فعل বা একটি اسم ও একটি فعل এর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন। যেমন زَيْدٌ فِي الدَّارِ (যাদেয় ঘরে) শুধু زَيْدٌ ও دَارٌ হলে বাক্যের অর্থ বুঝা যেত না। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন দুটি বাক্যের মাঝে। যেমন– جَائَنِيْ ও اَكْرَمْتُهٗ এর শুরুতে اِنْ شرطيه এসে একটি বাক্যে পরিণত করল।

قوله وَ غَيْرِ ذٰلِكَ ঃ যেমন حرفِ تَحْضِيض দ্বারা উদ্দেশ্য উৎসাহিত করা, حرفِ نَوَاصِب দ্বারা فعل مضارع কে মাসদারের অর্থে পরিণত করা ইত্যাদি।

قوله وَ يُسَمَّى الْحَرْفُ حَرْفًا ঃ হরফের নাম করণ, حرف এর শাব্দিক অর্থ হল প্রান্ত, কিনারা। حرف যেহেতু বাক্যের মুখ্য অংশ তথা مسند ও مسند اليه কোনটি হতে পারে না। সে হিসেবে যেন তা বাক্যের এক প্রান্তে পড়ে থাকে। শাব্দিক অর্থের সাথে তার অবস্থার এ মিল থাকার দরুন এ নাম রাখা হয়েছে।

فَصْلٌ - اَلْكَلَامُ لَفْظٌ تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْاِسْنَادِ ، وَالْاِسْنَادُ نِسْبَةُ اِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ اِلَى الْأُخْرٰى بِحَيْثُ تُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهَا نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَ قَامَ زَيْدٌ وَيُسَمّٰى جُمْلَةً. فَعُلِمَ اَنَّ الْكَلَامَ لَايَحْصُلُ اِلَّا مِنْ اِسْمَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمّٰى اِسْمِيَّةً اَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَ يُسَمّٰى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً اِذْ لَايُوْجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ مَعًا فِيْ غَيْرِهِمَا وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا **فَاِنْ قِيْلَ** قَدْ نُوْقِضَ بِالنِّدَاءِ قُلْنَا حَرْفُ النِّدَاءِ قَائِمٌ مَقَامَ اَدْعُوْ وَاَطْلُبُ وَهُوَ الْفِعْلُ فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ وَاِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِى الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ -

---

অনুবাদ ॥ বাক্যগঠন পদ্ধতি ঃ সুতরাং (উল্লেখিত ইসনাদের সংজ্ঞা দ্বারা) বুঝা গেল যে, كلام বা বাক্য গঠিত হয় দু'টো اسم দ্বারা, যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ এটাকে جملهٔ اِسْمِيَة (নামবাচক বাক্য) নামকরণ করা হয়। অথবা একটি فعل ও একটি اسم দ্বারা, যেমন– قَامَ زَيْدٌ, এটাকে جملهٔ فعلية (ক্রিয়াবাচক বাক্য) বলা হয়। এ ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে বাক্য গঠিত হয় না। কেননা এ দু'টো পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোথায়ও مسند اليه ও مسند একত্রে পাওয়া যায় না। অথচ বাক্য গঠনের জন্য এ দু'টো বিষয় অপরিহার্য।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, كلام -এর উল্লেখিত সংজ্ঞা نداء যথা– يَازَيْدُ দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়, (কারণ এতে حرف + اسم দ্বারা বাক্য হয়েছে।) তবে উত্তরে আমরা বলব যে, حرفِ نداء টি اَدْعُوْ বা اَطْلُبُ এর স্থলাভিষিক্ত। আর তা فعل (সুতরাং ফে'ল ও ইসম দ্বারাই বাক্যটি গঠিত হয়েছে।) তাই উল্লেখিত সংজ্ঞা খণ্ডিত হয় না। ভূমিকাপর্ব শেষ করে আমরা এখন উল্লেখিত তিনটি পর্ব শুরু করব, আল্লাহই তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ اَلْكَلَامُ لَفْظٌ تَضَمَّنَ الخ ঃ মুসান্নিফ র. كلمة এর পরিচয় ও প্রকারভেদ বর্ণনার পর كلام বা বাক্যের আলোচনা শুরু করেছেন। কারণ كلام বা বাক্যের জন্য আগে كلمه এর পরিচয় জানা আবশ্যক।

كلام এর আভিধানিক অর্থ ঃ অভিধানে كلام বলে مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ تَرْكِيْبٌ اَوْلَا অর্থাৎ যা ব্যক্ত করা হয় চাই পরস্পরে সংযুক্ত হৌক যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ বা না হোক যেমন اِنَّ ও زَيْدًا

كلام এর পারিভাষিক অর্থ ঃ اَلْكَلَامُ لَفْظٌ تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْاِسْنَادِ

সংজ্ঞাটা পূর্ণাঙ্গ (جَامِعٌ وَّ مَانِعٌ) হল যেভাবে ঃ সংজ্ঞায় উল্লিখিত لفظ শব্দটি عام বা جنس এতে مركب مُفْرَدَاتُ গيرِ كَلَامِيَه ও كَلَامِيَه ، مُفْرَد ، مُهْمَلُ সব শামিল রয়েছে। تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ হল প্রথম فصل এর দ্বারা مُهْمَلَات ও غَيْرِ اِسْنَادِ বা مُرَكَّبَاتِ غَيْرِ كَلَامِيَه বেরিয়ে গেছে! অতপর بِالْاِسْنَادِ দ্বিতীয় فصل এর দ্বারা যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ প্রভৃতি বের হয়ে গেছে। এখন অত্র সংজ্ঞায় কেবল مُرَكَّبَاتِ كَلَامِيَه শামিল থাকল চাই তা خبريه হোক বা اِنْشَائِيَه। উল্লেখ্য যে, উভয় كلمه প্রকাশ্য হতে পারে। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ বা একটি প্রকাশ্য ও অপরটি উহ্যও হতে পারে। যেমন اِضْرِبْ এর মধ্যে اَنْتَ যমীর উহ্য রয়েছে।

★ **ফায়েদা ঃ** تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ তথা দু'শব্দ হওয়া كلام এর জন্য আবশ্যিক নয়। বরং নিম্নতম সংখ্যা উদ্দেশ্য। অতএব تثنيه দ্বারা مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (একাধিক) উদ্দেশ্য নিতে হবে। অথবা كَلِمَتَيْنِ এর পরে فَصَاعِدًا উহ্য মানতে হবে, যাতে দুয়ের অধিক দ্বারা গঠিত বাক্যের ব্যাপারে প্রশ্ন না জাগে।

قَوْلُهُ وَالْاِسْنَادُ ঃ اِسْنَاد বাবে اِفْعَال এর মাসদার। অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা, সংযুক্ত করা। পরিভাষায় এক শব্দকে অপর শব্দের সাথে এভাবে সম্বন্ধিত করা যাতে তা শোনার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ অর্থ বুঝে

আসে। এবং উক্ত ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাস্য না থাকে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ আমর কে প্রহার করেছে) এর অর্থ বুঝার ব্যাপারে কোন কিছুর অপেক্ষায় থাকতে হয় না, বাকী কেন কোথায়? ইত্যাদি عارضى (সংশ্লিষ্ট) বিষয়, মূল উদ্দেশ্য এসবের উপর মওকূফ নয়।

★ **ফায়েদা ঃ** (ক) إِسْنَاد এর সংজ্ঞার মধ্যে نِسْبَتُ اِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ হল جنس -আর بِحَيْثُ يُفِيْدُ الخ হল فصل (খ) نِسْبَتِ مُفِيْدَهْ তথা পূর্ণাঙ্গ অর্থ বোধক বাক্যে ৪টি বিষয় থাকা জরুরী। যথা ১. مَحْكُومٌ عَلَيْهِ ২. مَحْكُومٌ بِهِ ৩. نِسْبَتِ حُكْمِيَه ও ৪. حُكْم যেমন- زيد قائم একটি বাক্য। এর মধ্যে زيد হল محكوم عليه আর قائم হল محكوم به এবং যায়েদের প্রতি قيام (দাঁড়ানো)) এর সম্বন্ধ হল نسبتِ حكميه আর رَبْط বা সম্বন্ধ হল حكم -এ চারটি বিষয় একত্রে কেবল تركيبِ إِسْنَادِى তথা جملة এর মধ্যে পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ يَصِحُّ السُّكُوْتُ الخ ঃ এটা فَائِدْهٔ تَامَّهْ (পূর্ণাঙ্গ উপকার) সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ فائده تامّة এর পরিচয় উদ্দেশ্য।

قوله وَالْكَلَامُ لَا يَحْصُلُ ঃ এটা দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটা সম্ভাব্য ধারণা দূর করতে চেয়েছেন, তা এই যে, كلمه যেহেতু তিন প্রকার, এ কারণে ২টির সমন্বয়ে কমপক্ষে ৬টি রূপ হতে পারে, যেমন নিম্নের ছন্দে লক্ষ কর-

اسم و اسم ، فعل و فعل ، حرف و حرف + اسم و فعل، فعل و حرف ، اسم و حرف

মুসান্নিফ (র.) এ ৬ প্রকারের মধ্যে কেবল ২ প্রকারে বাক্য গঠন হওয়ার কথা বলেছেন। যথা- اسم ও اسم - এর সমন্বয় যেমন زَيْدٌ قَائِمٌ -এর নাম جملهٔ اسميه অথবা اسم و فعل এর নাম হল جمله فعليه - বাকীগুলোর দ্বারা বাক্য না হওয়ার কারণ اِذْ لَا يُوْجَدُ الْمُسْنَدُ الخ উপরোক্ত দু'প্রকার ছাড়া একত্রে مسند اليه ও مسند পাওয়া যায় না। অথচ এ দুটি না পাওয়া গেলে বাক্য ও হয় না।

قوله فَاِنْ قِيْلَ قَدْ نُوْقِضَ الخ ঃ অর্থাৎ يَا زَيْدُ এর মধ্যে يا হল حرفِ نِدَا আর زيد একটি اسم মিলে جمله বলা হয়, এখানে তো اسم ও حرف এর সমন্বয়ে جمله হল? মুসান্নিফ র. এর জবাব দিয়েছেন যে, يَا টি যদিও نِدَائِيَه বাহ্যত حرف কিন্তু فعل এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় কেমন যেন এখানে اَدْعُوْ বা اَطْلُبُ ফে'ল আছে। আর فعل ও اسم মিলে বাক্য হচ্ছে।

★ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, তাহলে তো শুধু "يا" টিকেও বাক্য বলা যায়। কারণ اَدْعُوْ এর মধ্যে فعل ও فاعل আছে? উত্তর ঃ হ্যা, অর্থের দিক দিয়ে এর দ্বারা বাক্য পূর্ণ হয়ে যায়। زيد বা منادى হল مفعول এর পর্যায় বা فضله অতিরিক্ত।

التمرين (অনুশীলনী)

১. نحو এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় কি লিখ। এবং সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ হল কিরূপে তা বুঝিয়ে দাও।
২. كلمه কাকে বলে? কালেমা কত প্রকার ও কি কি? وَجْهِ حَصْر সহ লিখ।
৩. اسم এর সংজ্ঞা দাও ও উহার আলামতসমূহ উদাহরণসহ লিখ।
৪. فعل এর সংজ্ঞা ও নাম করণের কারণ এবং আলামতসমূহ লিখ।
৫. حرف এর পরিচয় দাও, উহার উপকারীতা কি বিস্তারিত লিখ।
৬. كلام কাকে বলে? এর অপর নাম কি? كلام হওয়ার জন্য অপরিহার্য বিষয় কি বিস্তারিত লিখ।

اَلْقِسْمُ الْاَوَّلُ فِى الْاِسْمِ

وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيْفُهُ وَهُوَ يَنْقَسِمُ اِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ فَلْنَذْكُرْ اَحْكَامَهُ فِىْ بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، اَلْبَابُ الْاَوَّلُ فِى الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ وَفِيْهِ مُقَدَّمَةٌ وَثَلٰثَةُ مَقَاصِدَ وَخَاتِمَةٌ، اَمَّا الْمُقَدَّمَةُ فَفِيْهَا فُصُوْلٌ -

فَصْلٌ - فِىْ تَعْرِيْفِ الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ وَهُوَ كُلُّ اِسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهٖ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ اَعْنِى الْحَرْفَ وَالْمَاضِىَ نَحْوُ زَيْدٌ فِىْ قَامَ زَيْدٌ، لَا زَيْدٌ وَحْدَهٗ لِعَدَمِ التَّرْكِيْبِ وَلَا هٰؤُلَاءِ فِىْ قَامَ هٰؤُلَاءِ لِوُجُوْدِ الشِّبْهِ وَ يُسَمّٰى مُتَمَكِّنًا -

---

প্রথম অধ্যায় ঃ ইসম প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ইসমের সংজ্ঞা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইসমটি معرب ও مبنى এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা দু'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে এর বিধানসমূহ আলোচনা করব।

প্রথম অধ্যায় اسم معرب প্রসঙ্গে ঃ এতে একটি ভূমিকা, তিনটি মাকসাদ (উদ্দেশ্য) ও একটি উপসংহার রয়েছে। ভূমিকায় কয়েকটি (৪টি) পরিচ্ছেদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ-১ ঃ اسم معرب এর সংজ্ঞা

اسم معرب এর সংজ্ঞা ঃ اسم معرب এমন সব ইসম যা অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয় এবং مبنى اصل তথা- حرف, امرحاضر ও ماضى -এর কোনটির সাথে সাদৃশ্য রাখে না। যেমন- قام زيد -এর মধ্যে زيد শব্দটি মু'রাব তবে শুধু زيد শব্দটি অন্যের সাথে মুয়াক্কাব (যুক্ত) না হওয়ার কারণে মু'রাব নয়। এবং قَامَ هٰؤُلَاءِ -এর মধ্যে هٰؤُلَاءِ শব্দটিও মু'রাব নয়। কারণ তাতে مبنى اصل -এর সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। ইসমে মু'রাবকে اسم مُتَمَكِّنْ ও বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ভূমিকার মধ্যে মুসান্নিফ (র.) বলেছিলেন যে, অত্র কিতাবকে তিনি ৩ টি অধ্যায় বা পর্ব ও একটি পরিশিষ্টে বিন্যস্ত করেছেন, আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত পরিচয়ের পর তিনি এখান থেকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন।

মুসান্নিফ (র.) সর্বাগ্রে اسم এর আলোচনা এনেছেন এজন্য যে, فعل ও حرف এর তুলনায় اسم উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। এবং এর আলোচ্য বিষয়ই বেশী।

قَوْلُهٗ وَ هُوَ يَنْقَسِمُ ঃ اسم হয় معرب হবে না হয় مبنى – কারণ ঃ اسم দু প্রকার – হয় مفرد হবে না হয় مركب - مفرد হলে সেটা مبنى - আর مركب হয়তো مبنى اصل এর সাথে সামঞ্জস্য রাখবে বা রাখবে না সামঞ্জস্য রাখলে সেটা مبنى যেমন اَسْمَاءِ غَيْرِ مُتَمَكِّنَةٌ আর সামঞ্জস্য না রাখলে সেটা معرب যেমন غُلَامُ زَيْدٍ প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, সকল ইসম مفرد যেমন زيد,عمر প্রভৃতি এগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত জযমের ওপর মবনী।

قَوْلُهٗ اَلْاِسْمُ الْمُعْرَبُ ঃ এখানে اسم শব্দের উল্লেখটা اِتِّفَاقِىْ (ঘটনাক্রমে)। এটা উল্লেখ না করলে ও কো অসুবিধা ছিল না, কারণ এ অধ্যায়ে কেবল اسم এরই আলোচনা হবে যেমনটি মুসন্নিফ র. উল্লেখ করেছেন।

ফায়েদা ঃ (ক) مُعْرَبُ বাবে افعال হতে اسم ظرف এর ছীগা। اِعْرَابُ অর্থ হল اِظْهَارُ- সুতরাং مُعْرَبُ অর্থ হবে প্রকাশ স্থল। আমিলের আমল প্রকাশ হওয়ায় বা اعراب এর দ্বারা অর্থ স্পষ্ট হওয়ায় এনাম রাখা হয়েছে। কারণ اِعْرَاب এর দ্বারা فَاعِل হওয়া, مَفْعُوْل হওয়া ইত্যাদি জানা যায়। আর তখন অর্থ বুঝা সহজ হয়ে যায়।

অথবা اعراب টি اِزَالَةُ الْفَسَادِ অর্থ হতে গৃহীত, যেহেতু اعراب দ্বারা এক অর্থ অন্য অর্থের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকা দূর করে। এজন্য এ নাম রাখা হয়েছে। (খ) مبنى বাবে ضَرَبَ হতে اسم مفعول - মাসদার بِنَاءٌ অর্থ স্থিতি, পরিবর্তনহীন। আমিলের প্রভেদে যার শেষ অবস্থা পরিবর্তিত হয় না তাকে مَبْنِى বলে। এটা মূলত مَبْنُوْىٌ ছিল। مَرْمِىٌّ এর কায়দার تَعْلِيل হয়েছে। কবির ভাষায়–

مَبْنِى وه ہے رہتا ہے جو برقرار + مُعْرَبْ وه ہے پھرتا ہے جو بار بار

قَوْلُهُ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ ঃ এটা فصل, আর جنس হল كل اسم -এর দ্বারা যেসব اسم মুরাক্কাব হয় না তা খারিজ হয়ে গেল। যেমন– الف، با، تا أَسْمَائِے مَعْدُوْدَهْ প্রভৃতি।

قَوْلُهُ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ ঃ এটা ২য় فصل -এর দ্বারা যেসব ইসম مَبْنِى اصل এর সাথে মিল রাখে যেমন أَسْمَائِے غَيْرِ مُتَمَكِّنَه এ সংজ্ঞা হতে বের হয়ে সংজ্ঞাটি جَامِع مَانِع তথা পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল।

★ مبنى اصل তিনটি. ১. সমস্ত حرف ২. امر حاضر (এর দ্বারা معروف এর ছীগা উদ্দেশ্য। কারণ غائب - متكلم ও مجهول এর ছীগাগুলো মু'রাব ও ৩. فعل ماضى (اِسْتِمْرَارِى) ছাড়া)

قَوْلُهُ نَحْوُ زَيْدٌ الخ ঃ এখানে نَحْوُ زَيْدٌ এর পূর্বে هُوَ মুবতাদা উহ্য আছে। আর نحو মুযাফ ও পরবর্তী বাক্য جملة হয়ে মুযাফ ইলায়হি হয়ে যবর হবে।

قوله لَا زَيْدٌ وَحْدَهٗ ঃ অর্থাৎ শুধু زيد (মুরাক্কাব না হলে) মবনী। وحده এর دال এর ওপর যবর হবে। কারণ এটি لَا يُعْرَبُ زَيْدٌ مُتَوَحِّدًا এর অর্থে হয়ে তারকীবে حال হবে। মূলত এমন ছিল (اَىْ حَالَ كَوْنِهٖ وَحْدَهٗ)

★ **ফায়েদা** ঃ اسماءِ مُتَمَكِّنَه যথা زيد، عمر প্রভৃতি তারকীব না হওয়াকালে معرب নাকি مبنى এ ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে।

ক. কাফিয়া ও হেদায়াতুন্নাহু এর মুসন্নিফ র. সহ অনেকের মতে মুরাক্কাব হওয়ার আগ পর্যন্ত مبنى ও মুরাক্কাব হলে معرب অর্থাৎ مُعْرَبْ بِالْقُوَّةْ ও مُبْنِىْ بِالْفِعْلِ

খ. আল্লামা যখমশরী এর মতে معرب - তাঁর মতে মুরাক্কাব হওয়ার যোগ্যতা রাখাই معرب হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَلَا هٰؤُلَاءِ ঃ قَامَ هٰؤُلَاءِ এর মধ্যে هٰؤُلَاءِ শব্দটি اسم এবং তা قَامَ ফে'লের সাথে মুরাক্কাব হওয়া সত্ত্বে মবনী। কারণ এটি مبنى اصل حرف এর সাথে মিল (مشابه) রাখে। কেননা হরফ যেমন অর্থ প্রকাশে অন্য শব্দের মুখাপেক্ষী এটিও তদরূপ مُشَارٌ اِلَيْه এর প্রতি মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ وَ يُسَمّٰى مُتَمَكِّنًا ঃ مُتَمَكِّنٌ বাবে تفعيل হতে اسم فاعل এটা لازم ও متعدى তথা জায়গা গ্রহণকারী ও জায়গাদানকারী উভয় অর্থে আসে, এখানে জায়গা দানকারী অর্থে। কেননা اسم معرب তার শেষাক্ষরে আমল করার জন্য আমিলকে সুযোগদান করে। এ কারণে اسم معرب কে اسم مُتَمَكِّنٌ বলে।

আল্লামা সায়্যেদ শরীফ (র.) এর মতে مُتَمَكِّنٌ (বাবে تفعل হতে) عام - منصرف ও غيرِ منصرف উভয়কে শামিল করে। আর مُتَمَكِّنٌ (বাবে تَفْعِيْل হতে) خاص এটা শুধু مُعْرَبْ مُنْصَرِف বুঝায়।

فَصْلٌ ـ وَحُكْمُهُ اَنْ يَّخْتَلِفَ اٰخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اِخْتِلَافًا لَفْظِيًّا نَحْوُ جَائَنِىْ زَيْدٌ وَ رَاَيْتُ زَيْدًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ اَوْ تَقْدِيْرِيًّا نَحْوُ جَائَنِىْ مُوْسٰى وَرَاَيْتُ مُوْسٰى وَ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى وَالْاِعْرَابُ مَا بِهِ يَخْتَلِفُ اٰخِرُ الْمُعْرَبِ كَالضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالْوَاوِ وَالْاَلِفِ وَالْيَاءِ ـ وَاِعْرَابُ الْاِسْمِ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْوَاعٍ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌّ وَالْعَامِلُ مَا بِهِ رَفْعٌ اَوْ نَصْبٌ اَوْجَرٌّ وَمَحَلُّ الْاِعْرَابِ مِنَ الْاِسْمِ وَهُوَ الْحَرْفُ الْاَخِيْرُ مِثَالُ الْكُلِّ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ، فَقَامَ عَامِلٌ وَزَيْدٌ مُعْرَبٌ وَالدَّالُ مَحَلُّ الْاِعْرَابِ ـ وَاعْلَمْ اَنَّهُ لَايُعْرَبُ فِىْ كَلَامِ الْعَرَبِ اِلَّا الْاِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَسَيَجِيْئُ حُكْمُهُ فِى الْقِسْمِ الثَّانِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

পরিচ্ছেদ-২ ঃ اسم معرب এর হুকুম বা বিধান

অনুবাদ ॥ اسم معرب -এর হুকুম বা বিধান ঃ اسم معرب -এর হুকুম এই যে, আমলের পরিবর্তনে তার শেষ বর্ণে স্বরচিহ্নের পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন হয়ত শব্দগতভাবে (প্রকাশ্যভাবে) হবে যথা– جَاءَنِىْ زَيْدٌ (যায়েদ আমার নিকট এসেছে), رَاَيْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে দেখেছি) مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের নিকট দিয়ে গিয়েছি)। অথবা উহ্যভাবে হবে। যথা– جَاءَنِىْ مُوْسٰى (মূসা আমার নিকট এসেছে), رَاَيْتُ مُوْسٰى (আমি মূসাকে দেখেছি), مَرَرْتُ بِمُوْسٰى (আমি মুসার নিকট দিয়ে গিয়েছি)।

যে চিহ্ন দ্বারা اسم معرب এর শেষ বর্ণ বিভিন্নরূপ ধারণ করে, তাকে اعراب বা স্বরচিহ্ন বলে। যেমন– পেশ, যবর, যের, واو - الف - ياء-

اِعْرَاب -এর প্রকারভেদ ঃ ইসমের اعراب বা স্বরচিহ্ন তিন প্রকার। যথা– رفع، نصب، جر-

عَامِل -এর সংজ্ঞা ঃ যার কারণে رفع - نصب ও جر হয় তাকে عامل বলা হয়।

اِعْرَاب -এর স্থান ঃ اسم -এর শেষ বর্ণ হল– اعراب -এর স্থান।

مِثَال বা উদাহরণ ঃ সবগুলোর উদাহরণ যথা– قَامَ زَيْدٌ এখানে قَامَ শব্দটি عَامِلٌ، زَيْدٌ মু'রাব, পেশটি إعراب এবং دال টি مَحَلِّ إعْرَابٌ-

জ্ঞাতব্য ঃ আরবী ভাষায় اسم مُتَمَكِّنْ ও فعل مضارع ব্যতীত অন্য কোন শব্দ معرب হয় না। فعل -এর হুকুম ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُه حُكْمُهُ ঃ حُكْمٌ অর্থ আছর, প্রভাব, প্রতিক্রিয়া। পরিভাষায় اَلْاَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ অর্থাৎ বস্তুর উপর আপতিত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া কে حكم বলে। যেমন– حُكْمُ الصَّلٰوةِ فَرْضٌ নামাযের হুকুম হল ফরয, সুতরাং معرب এর হুকুম অর্থ হলে معرب হওয়ার দিক দিয়ে اسم এর উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা এই যে, তার শেষে (জাতিগত বা গুণগতভাবে) আমিলের বিভিন্নতায় পরিবর্তন হতে থাকে। চাই পরিবর্তনটি প্রকাশ্যভাবে হোক বা উহ্যভাবে।

★ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে حكم আরো কয়েকটি অর্থে আসে, যেমন اِعْتِقَادِيه - نِسبتِ حُكْمِيه - مُحكوم بِه - نِسْبَتِ خَبْرِيهْ تَامّه -

قَوْلُهُ اِخْتِلَافًا لَفْظِيًّا ঃ অর্থাৎ শেষের পরিবর্তনটা প্রকাশ্য ভাবে হবে। যেমন جَائَنِىْ زَيْدٌ ، رَاَيْتُ زَيْدًا ، مَرَرْتُ بِزَيْدٍ লক্ষণীয় যে, زَيْدٌ শব্দটি جَاءَ ফে'লের فاعل হওয়ায় পেশ, رَاَيْتُ এর مفعول হওয়ায় যবর ও ب হরফে

জারের কারণে যের হয়েছে। পক্ষান্তরে إِعْرَابِ تَقْدِيْرِىْ অর্থ হল যা বাহ্যত দেখা যায় না। যেমন مُوْسٰى শব্দের মধ্যে তিনো হালাতে লক্ষণীয়।

★ **ফায়েদা ঃ** মুসান্নিফ (র.) مُعْرَبْ এর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন এটাই جُمْهُوْرْ তথা অধিকাংশ নাহবীগণের পসন্দনীয় মত। পক্ষান্তরে শায়েখ ইবনে হাজেব র. কাফিয়া কিতাবে معرب এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন। اَلْمُعْرَبُ اَلْمُرَكَّبُ الَّذِىْ لَمْ يَشْبَهْ مَبْنِىَّ الْاَصْلِ অর্থাৎ معرب ঐ اسم কে বলে যা مبنى اصل এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। তিনি مَااخْتَلَفَ اٰخِرُهُ الخ কে معرب এর হুকুম রূপে উল্লেখ করেছেন।

قوله اَلْاِعْرَابُ مَابِهِ الخ অর্থাৎ যে চিহ্নের মাধ্যমে معرب এর শেষ অবস্থা পরিবর্তিত হয়। এখানে ما টা আ'ম অর্থাৎ চাই তা হরকত হোক বা হরফ। আর بـه এর ب টি سَبَبِيَّة বা কারণ নির্দেশক, যমীর এর مرجع হল اعراب -

قَوْلُهٗ كَالضَّمَّةِ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, ضَمَّة ـ فَتْحَة ـ كَسْرَة এগুলো ة সহ হলে معرب ও مبنى উভয়ের হরকত বুঝায়। আর ة বিহীন হলে শুধু মবনীর এর হরকত বুঝায়। আর رفع ، نصب ও جر মু'রার এর হরকত বুঝায়।

قَوْلُهٗ وَاِعْرَابُ الْاِسْمِ الخ ঃ اسم معرب এর اعراب তিন প্রকার। যথা رفع ، نصب ও جر - কারণ বাক্যের অর্থ ও প্রকৃতভাবে তিন প্রকার– فَاعِلِيَّتْ ـ مَفْعُوْلِيَّتْ ও اِضَافَتْ এর মধ্যে فاعليّت এর স্থান উপরে হওয়ায় তাকে উত্তম اعراب তথা رفع দেয়া হয়েছে। অতঃপর نصب টি فضله হওয়ায় فضله তথা مفعول কে সেটি দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট থাকে جر এটা مضاف اليه কে দেয়া হয়েছে।

★ **ফায়েদা ঃ** ক. معرب এর اِعْرَاب কে اَنْوَاعْ ও مبنى এর হরকত কে اَلْقَابْ বলে। কারণ رفع - نصب ও جر এর প্রত্যেকটি اَنْوَاعِ مَعَانِىْ তথা বিভিন্ন প্রকার অর্থের কোন একটি বুঝায়। অপরদিকে مبنى এর হরকত এরূপ বুঝায় না বরং নির্দিষ্ট কোন বিষয় বুঝায়। যেমন মাযী আমর ইত্যাদি। এজন্য معرب এর ক্ষেত্রে اَنْوَاع ও مبنى এর ক্ষেত্রে اَلْقَابْ বলে।

قَوْلُهٗ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْوَاعٍ ঃ اَقْسَام বা اَصْنَافْ না বলে اَنْوَاعْ বলার কারণ এই যে, نوع এমন افراد বা একক বস্তুসমূহকে বলে যা مُتَّفِقُ الْحَقَائِقْ (একই حَقِيْقَتْ বা স্বভাব প্রকৃতি গত) আর رفع ـ نصب ও جر এর প্রত্যেকটির অধীনে একই জাতীয় اَفْرَاد আছে। যেমন– رفع এর অধীনে الف – واو ও পেশ نصب এর অধীনে الف, ياء ও যের এর جر এর অধীনে ياء, যের। পক্ষান্তরে اَقْسَامْ বা اَصْنَافْ শব্দ আনলে এমনটি বুঝা যেত না।

★ **ফায়েদা ঃ হরকতসমূহের নাম করণের কারণ ঃ**

১. رفع অর্থ উঁচু হওয়া। পেশ উচ্চারণের সময় ঠোঁট উঁচু হওয়ায় এ নাম রাখা হয়েছে।

২. نصب অর্থ দাঁড়ান, যবর উচ্চারণ কালে ঠোঁট স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকায় এ নাম রাখা হয়েছে।

৩. جر অর্থ টানা। যের উচ্চারণকালে নীচের ঠোঁটে টান পড়ে বিধায় এ নাম রাখা হয়েছে।

এভাবে اَلضَّمُّ মিলিত হওয়া। পেশ উচ্চারণের সময় দু পাশের ঠোঁট মিলে যায় এবং اَلْفَتْحُ অর্থ খোলা, যবরের উচ্চারণের সময় মুখ খুলে যায় এবং اَلْكَسْرُ অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া, যের উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁট ভেঙ্গে নীচের দিকে নেমে যায় এ কারণে হরকতগুলোকে ঐ সব নামে নাম রাখা হয়েছে।

قوله وَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا يُعْرَبُ ঃ কথার শুরুতে اِعْلَمْ (মনে রাখ) আনার দ্বারা শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও কথার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। اِفْهَمْ ـ اِعْرِفْ ইত্যাদি اُمُوْرِ جُزْئِيَّةْ তথা শাখাগত বিষয় সম্পর্কে হয়। আর اِعْلَمْ সাধারণত اُمورِ كُلِّيَّةْ মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত হয়। এখানে اَنَّهٗ لَا يُعْرَبُ দ্বারা كُلِّىْ বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে।

قوله اَنَّهٗ لَا يُعْرَبُ الخ ঃ এর দ্বারা বুঝায় গেল যে, اسم مُتَمَكِّنْ ও مضارع এ দু'প্রকারই কেবল মু'রার এর মধ্যে جمع مُؤَنَّث ও نونِ تَاكِيْد যুক্ত ছীগা গুলো مبنى - مُضَارِع

فَصْلٌ فِي إِعْرَابِ الْإِسْمِ وَهِيَ تِسْعَةُ أَصْنَافٍ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ وَالْجَرِّ بِالْكَسْرَةِ وَ يَخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيْحِ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِهٖ حَرْفُ عِلَّةٍ كَزَيْدٍ

পরিচ্ছেদ-৩ ঃ اسم مُعْرَبٌ এর اعراب -এর প্রকারভেদ

অনুবাদ॥ إِسْمُ مُعْرَبٌ-এর اعراب **-এর প্রকারভেদ ঃ** এ পরিচ্ছেদটি اسم معرب -এর اعراب -এর প্রকারভেদ প্রসঙ্গে। আর তা নয় প্রকার। **প্রথম প্রকার ঃ** رفع (রফা') হবে পেশের মাধ্যমে, نصب (নসব) হবে যবরের মাধ্যমে এবং جر (জর) হবে যেরের মাধ্যমে। এ اعراب তিন প্রকার ইসমের সাথে নির্দিষ্ট। যথা- (ক) مُفْرَدٌ مُنْصَرِفٌ صَحِيْحٌ - নাহুবিদদের পরিভাষায় সহীহ এমন শব্দকে বলে, যার শেষে হরফে ইল্লাত না থাকে। যেমন- زَيْدٌ-

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَصْنَافٌ الخ ঃ اَصْنَاف - صِنْفٌ এর বহুঃ অর্থ প্রকার। উল্লেখ্য যে, صِنْف - نَوْع ও قسم মূলগত বিষয়ে ভিন্ন কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একই অর্থবোধক। (ক) صِنْف সাধারণত বহিরগত বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়, যেমন বাঙালী, পাকিস্তানী প্রভৃতি। সুতরাং نوع এর তুলনায় এটা খাছ (খ) আর نَوْعٌ সৃষ্টিগত শ্রেণীভেদ বুঝায়। যেমন মানুষ, গরু, ছাগল প্রভৃতি, আর (গ) قسم উভয়টির তুলনায় عام যেমন حَيْوَانٌ -

قَوْلُهُ تِسْعَةُ اَصْنَافٍ الخ ঃ اعراب মোট ৯ প্রকার। আর اعراب হওয়ার এর দিক দিয়ে اسم مُتَمَكِّن মোট ১৩ প্রকার। যথা-

قَوْلُهُ اَلْاَوَّلُ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, اعراب প্রথমত দু' প্রকার ক. لَفْظِى (প্রকাশ্য) ও খ. تَقْدِيْرِى (উহ্য)

★ اعراب لَفْظِى আবার দু প্রকার- ক. اِعْرَابُ بِالْحَرَكَتْ ও খ. اِعْرَابُ بِالْحَرْف এগুলোর মধ্যে اِعْرَاب لَفْظِى এবং اِعْرَابُ بِالْحَرَكة হল আসল। এভাবে যে শব্দে তিনো অবস্থায় তিনো প্রকার اعراب হয় সেটা আসল। এ কারণে মুসান্নিফ (র.) সর্ব প্রথম এ প্রকারকে উল্লেখ করেছেন।

★ **ফায়েদা ঃ** اِعْرَاب এর দিক দিয়ে اسم مُتَمَكِّنٌ এর অবস্থা বা হালত ৩টি ১. فَاعِلِيَّتٌ বা رَفْعِى ২. مَفْعُوْلِيَّتٌ বা نَصْبِى ৩. جَرِّى বা اِضَافت -

★ رَفْعِى তথা فَاعِلِيَّتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল فاعل হওয়া, চাই حَقِيْقَةً (প্রকৃত) হৌক বা حُكْمًا (বিধানগত) حقيقة ফায়েল যেমন ضرب زيد এর মধ্যে যায়েদ ফায়েল। আর حُكْمًا ফায়েল হল-

مَفْعُوْلِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ (نائب فاعل) مُبْتَدَا ، خَبَر، اِسْمِ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ، خَبَرِ لَائ نَفِى جِنْس ، اِسْمِ كَانَ وَ اَخَوَاتِهَا -

★ نصب তথা مَفْعُوْلِيَّت অর্থ হল مفعول হওয়া। চাই حَقِيْقَةً হোক বা حُكْمًا - حَقِيْقَةً মাফউল যেমন ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا এর মধ্যে عَمْرًوا - আর حُكْمًا مفعول হল- حَالْ، مُسْتَثْنى، اِسمِ اِنَّ وَ اَخَوَاتِهَا، خَبَرِ كَانَ وَاَخَوَاتِهَا، مَنْصُوْبُ بِلائے نَفِى جِنْس ، خَبَرِ مَا وَلَاالْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ -

★ এভাবে جَرِّىْ অর্থ হল হরফে জার এর আছর চাই তা لَفْظِى হৌক যেমন اَلْمَالُ لِزَيْدٍ বা تَقْدِيْرِىْ যেমন- غُلَامُ لِزَيْدٍ

قَوْلُهُ وَ يَخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الخ ঃ উপরোক্ত তিন হালাতের তিন اِعْرَاب (হরকতের মাধ্যমে) তিন প্রকার اسم এর জন্য খাছ। প্রথম প্রকার হল- مُفْرَدٌ مُنْصَرِف صَحِيْح - مفرد দ্বারা উদ্দেশ্য واحد বা একবচন হওয়া, منصرف দ্বারা উদ্দেশ্য غير منصرف না হওয়া, صحيح দ্বারা উদ্দেশ্য হল শেষে حرفِ عِلَّتْ না থাকা।

★ ফায়েদা ঃ مفرد সাধারণত ৭টি জিনিসের বিপরীতে আসে। যথা - ১. تَثْنِيَه ২. جَمْع ৩. مُضَاف ৪. شِبْهِ مُضَاف ৫. جُمْله ৬. شِبْهِ جُمْله ও ৭. مُطْلَقْ مُرَكَّب

وَبِالْجَارِيْ مَجْرَى الصَّحِيْحِ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ فِي اٰخِرِهٖ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ كَدَلْوٍ وَ ظَبْيٍ وَبِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُنْصَرِفِ كَرِجَالٍ تَقُوْلُ جَائَنِيْ زَيْدٌ وَدَلْوٌ وَظَبْيٌ وَرِجَالٌ وَ رَأَيْتُ زَيْدًا وَ دَلْوًا وَ ظَبْيًا وَرِجَالًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ،اَلثَّانِيْ أَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْكَسْرَةِ وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ تَقُوْلُ هُنَّ مُسْلِمَاتٌ وَرَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ،

অনুবাদ ॥ দ্বিতীয় প্রকার ঃ (খ) جارى مُجْرٰى صَحِيح আর তা এমন ইসমকে বলে, যার শেষে و অথবা ى হয়ে তার পূর্বাক্ষর সাকিন থাকে। যেমন– دَلْوٌ - ظَبْيٌ এবং (গ) جمع مُكَسَّر مُنْصَرِف - যেমন– رِجَالٌ তুমি বলবে (রফার অবস্থায়) جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَ دَلْوٌ وَظَبْيٌ وَرِجَالٌ (নসবের অবস্থায়) رَأَيْتُ زَيْدًا وَدَلْوًا وَظَبْيًا وَ رِجَالًا (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ ـ رفع হবে পেশ দ্বারা এবং نصب ও جر হবে যের দ্বারা। এটা جمع مؤنث سالم -এর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন– তুমি বলবে (রফার অবস্থায়) هُنَّ مُسْلِمَاتٌ – (নসবের অবস্থায়) رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ – (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْجَارِيْ مَجْرَى الصَّحِيْحِ ঃ এর عطف হল بِالْمُفْرَدِ এর উপর। অর্থ قَائِمٌ مُقَامِ صَحِيح বা সহীহ এর স্থলাভিষিক্ত। শেষে হরফে ঈল্লত ও পূর্বাক্ষর সাকিন হলে তা পড়তে সহজ হওয়ায় তাকে সহীহ এর স্থলাভিষিক্ত বলা হয়। সম্পূর্ণ صحيح এর ন্যায় নয়। বিধায় তাকে صحيح বলা হয় না। যেমন دلو বালতি (ظبى) হরিণ।

قَوْلُهُ اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ ঃ جمع مُكَسَّر বলে যে جمع এর মধ্যে واحد এর ওযন ঠিক থাকে না। যেমন رَجُلٌ এর جمع হল رِجَال -

جمع مُكَسَّر বলার দ্বারা جمع سالم বের হয়ে গেল। কারণ এর জন্য ভিন্ন اعراب রয়েছে এবং منصرف বলার দ্বারা جمع مُكَسَّر غير منصرف বের হয়ে গেল। যেমন– ضَوَارِبُ ، صَوَاحِبُ প্রভৃতি। এগুলোর اعراب ভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهُ أَنْ يَّكُوْنَ الرَّفْعُ الخ ঃ কারণ جمع مؤنث سالم টা جمع مذكر سالم এর فرع - আর جمع مذكر سالم এর মধ্যে نصب টা جر এর تابع এ কারণে فرع এর মধ্যেও এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে اصل এর উপরে উঠে না যায়।

قَوْلُهُ اَلسَّالِمُ ঃ প্রসিদ্ধ নাহভী سيبويه رح এর মতে سالِم শব্দটি جمع এর সিফত, المؤنث এর সিফত নয়, কারণ তাঁর মতে مضاف এর معرفه হওয়াটা مضاف اليه এর معرفه এর চেয়ে কমস্তরের নয়, বরং نكره শব্দ কোন معرفه এর দিকে মুযাফ হলে তা মুযাফ ইলায়হি এর স্তরে হয়ে যায়। সুতরাং جمع এর সিফত হওয়ায় কোন অসুবিধে নেই।

অপরদিকে مبرد رح এর মতে اَلسَّالِم শব্দটি جمع এর শব্দের بدل - কারণ তার মতে মুযাফ ইলায়হির তুলনায় মুযাফ এর معرفه হওয়ার স্তর কম মানের হয়। কেননা মুযাফ টা মুযাফ ইলায়হির দ্বারা معرفه হয়। সুতরাং – جمع السالم এর সিফাত হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, سالم বলার দ্বারা جمع مونّث مُكَسَّر যেমন حُمَرَآءُ – حُمُرٌ ইত্যাদি খারিজ করা উদ্দেশ্য।

اَلثَّالِثُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْفَتْحَةِ وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ كَعُمَرَ تَقُوْلُ جَائَنِيْ عُمَرُ وَرَاَيْتُ عُمَرَ وَمَرَرْتُ بِعُمَرَ اَلرَّابِعُ اَنْ يَّكُوْنَ الرَّفْعُ بِالْوَاوِ وَالنَّصْبُ بِالْاَلِفِ وَالْجَرِّ بِالْيَاءِ وَيَخْتَصُّ بِالْاَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً اِلٰى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَ هِيَ اَبُوْكَ وَاَخُوْكَ وَ هَنُوْكَ وَحَمُوْكَ وَفُوْكَ وَ ذُوْمَالٍ تَقُوْلُ جَائَنِيْ اَخُوْكَ وَرَاَيْتُ اَخَاكَ وَمَرَرْتُ بِاَخِيْكَ وَكَذَالِكَ الْبَاقِيْ ، اَلْخَامِسُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِالْاَلِفِ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْيَاءِ الْمَفْتُوْحِ مَا قَبْلَهَا وَيَخْتَصُّ بِالْمُثَنّٰى وَكِلَا مُضَافًا اِلٰى مُضْمَرٍ وَاثْنَانِ وَاثْنَتَانِ تَقُوْلُ جَائَنِيْ الرَّجُلَانِ وَكِلَاهُمَا وَاثْنَانِ وَاثْنَتَانِ وَرَاَيْتُ الرَّجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا وَاثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ وَمَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا وَاثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ،

অনুবাদ॥ তৃতীয় প্রকার ঃ رفع হবে পেশ দ্বারা এবং نصب ও جر হবে যবর দ্বারা। এটা غير منصرف যথা– عمر -এর সাথে নির্দিষ্ট। যেমন– তুমি বলবে (রফার অবস্থায়) جَاءَنِيْ عُمَرُ – (নসবের অবস্থায়) رَاَيْتُ عُمَرَ – (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِعُمَرَ –

চতুর্থ প্রকার ঃ رفع হবে واو দ্বারা, نصب হবে الف দ্বারা এবং جر হবে যের দ্বারা। এটা اَسْمَاءِ سِتَّةُ مُكَبَّرَةٌ -এর সাথে নির্দিষ্ট, যখন তা একবচন হবে এবং ইয়া মুতাকাল্লিম ছাড়া অন্য কোন শব্দের দিকে মুযাফ হবে। ইসম ৬ টি হল– ১. اَخُوْكَ ২. اَبُوْكَ ৩. هَنُوْكَ ৪. حَمُوْكَ ৫. فُوْكَ ৬. ذُوْ مَالٍ (যেমন) তুমি বলবে (রফার অবস্থায়) جَاءَنِيْ اَخُوْكَ – (নসবের অবস্থায়) رَاَيْتُ اَخَاكَ - এবং (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِاَخِيْكَ- অবশিষ্টগুলো এরূপই হবে।

পঞ্চম প্রকার ঃ رفع হবে الف দ্বারা এবং نصب ও جر হবে ياء দ্বারা, যার (ى) পূর্বাক্ষর যবর হবে। এটা مثنى (দ্বিবচন), যমীরের প্রতি সম্বন্ধকৃত كِلَا এবং اِثْنَانِ ও اِثْنَتَانِ-এর জন্য নির্দিষ্ট। তুমি বলবে– (রফার অবস্থায়) جَاءَنِي الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا وَاثْنَانِ وَاثْنَتَانِ (নসবের অবস্থায়) رَاَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَاثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ – (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَاثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ –

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ ঃ অর্থাৎ حالتِ رَفْعِى তে ضَمّه ও حالتِ نَصْبِى اسباب منع صرف বলে যার মধ্যে غير منصرف – خاصْ এর সাথে غير منصرف টি اعراب এ- فتح তে و جَرِّى এর কোন দু'সবাব বা দু'সবাবের قائم مقام এক সবাব পাওয়া যায়।

★ এখানে غير منصرف দ্বারা ঐ সকল اسم উদ্দেশ্য যার মধ্যে منصرف হওয়ার حكم পাওয়া না যায়। কেননা غير منصرف শব্দ যদি মুযাফ বা مُعَرَّفْ بِاللَّامِ হয় তাহলে তাতে যেরের মাধ্যমে মাজরূর ও হয়। যেমন– مررت بِالْاَحْمَرِ ও مَرَرْتُ بِاَحْمَدِكُمْ অথচ মুসান্নিফ (র.) এর মতে সেটি غير منصرف

★ **ফায়েদা ঃ কতিপয় প্রশ্নোত্তর** غير منصرف হল منصرف এর فرع - অতএব একে فَرْعِي اِعرابْ তথা اعراب بالحروف দেয়া হল না কেন?

উত্তরঃ তিন হালাতে তিন اعراب না দিয়ে দুই اعراب দেয়া ও فرع এর নামান্তর।

২. غير منصرف টা منصرف এর فرع হওয়া সত্ত্বে اِعرابْ بِالْحُرُوفْ দেয়া হল না কেন?

উত্তরঃ শেষে حرفِ علت না থাকায় اعرابْ بِالْحَرْكَةِ দেয়া হয়েছে।

৩. غَيرِ مُنصرف এর মধ্যে كَسْرَه কে فَتْحَه এর تابع না করে বিপরীত করা হল না কেন।

উত্তরঃ غَيرِ مُنْصَرِف যেহেতু ফে'লের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য রাখে। যেমন ফে'লের মধ্যে ال - تَنوِين ইত্যাদি হয় না। আর غَيرِ منصرف এর মধ্যে এগুলো আসে না। এ কারণে এর اعراب কাছরা দ্বারা দেয়া হয়নি।

قَوْلُهُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ الخ ঃ মুসান্নিফ র. إِعْرَابْ بِالْحَرَكَةِ থেকে ফারেগ হয়ে إِعْرَابْ بِالْحُرُوْفِ এর আলোচনা শুরু করেছেন। চতুর্থ প্রকারের اعراب ছয়টা اسم এর জন্য খাছ। যথা– اَبٌ ، اَخٌ ، فَمٌ ، حَمٌ ، هَنٌ ও ذُوْمَالٍ

প্রকাশ থাকে যে, অত্র ৬টি ইসমের জন্য উপরোক্ত اعراب হওয়ার জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে। যথা ১. مُكَبَّرَةٌ হওয়া, অর্থাৎ تَصْغِير (ক্ষুদ্রবাচক) এর ওযনে না হওয়া। تَصْغِير এর ওযনগুলো এই فُعَيْلٌ - فُعَيْعِلٌ - فُعَيْعِيْلٌ - فُعَيْلَلٌ ও فُعَيْلَالٌ -

২. موحدة এক বচন হওয়া, কেননা تُثْنِيَه (تَصْغِير হলে তখন ১নং অনুযায়ী اعراب হবে।) এবং جمع এর জন্য ভিন্ন اعراب রয়েছে।

৩. مضاف হওয়া। সুতরাং মুযাফ না হলে তাতে (১নং অনুযায়ী) اعراب بِالْحَرَكَةِ হবে।

৪. يائے متكلم এর দিকে মুযাফ না হওয়া, কারণ তখন (৭নং অনুযায়ী) তিনো হালাতে تَقْدِيرى اعراب হবে। যেমন– جَاءَ اَبِىْ ، رَأَيْتُ اَبِىْ - مَرَرْتُ بِاَبِىْ

উল্লেখ্য যে (ক) কোন اسم متمكن তিন অক্ষরের কমে হয় না। কোথাও তিন অক্ষরের কম দেখা গেলে বুঝতে হবে যে, কোন কারণে বাকী অক্ষর বিলুপ্ত হয়েছে।

(খ) اَبٌ - اَخٌ ، فَمٌ ، حَمٌ ، هَنٌ ও ذُوْمَالٍ এগুলো যথাক্রমে اَبَوٌ، اَخَوٌ، فَوْهٌ ، حَمَوٌ، هَنَوٌ ছিল। فَوْهٌ এর ه বিলোপ করে واو কে خلافِ قِياس - ميم দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য فَوْهٌ ব্যবহৃত হয়, তখন إعراب بِالْحُروف হয়। এর বহুঃ আসে اَفْوَاهٌ - ذُوْ মূলে ছিল ذُوَوٌ - এক واو বিলুপ্ত হয়ে ذو হয়েছে। এটা لازِمُ الْاِضَافَتْ এবং অ اسم جنس এর প্রতি মুযাফ হয়। এ কারণে এর সাথে উদাহরণ স্বরূপ مَالٍ মুযাফ ইলায়হি উল্লেখ করা হয়েছে। ضمير এর দিকে ও মুযাফ হয় তবে তা شَاذٌ – যেমন اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوْهُ

قَوْلُهُ وَكَذَالِكَ الْبَوَاقِىْ ঃ দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে اَخٌ ছাড়া বাকীগুলোর উদাহরণ উল্লেখ করেননি। সেগুলো ও হুবহু اَبُوْكَ এর মত হবে। যেমন

جَائَنِىْ اَخُوْكَ رَاَيْتُ اَخَاكَ مَرَرْتُ بِاَخِيْكَ ، هٰذِهٖ فُوْكَ وَ رَاَيْتُ فَاكَ وَ مَرَرْتُ بِفِيْكَ ، هُوَ ذُوْ مَالٍ، رَاَيْتُ ذَامَالٍ وَ مَرَرْتُ بِذِىْ مَالٍ

قَوْلُهُ الْخَامِسُ اَنْ يَكُوْنَ ঃ اَلْمَفْتُوْحُ مَاقَبْلَهَا এটা الياء এর সিফত। আর مَا قَبْلَهَا - اَلْمَفْتُوْحُ এর نائب فاعل -

قوله وَ يُخْتَصُّ بِالْمُثَنّٰى ঃ অর্থাৎ اعراب টি مُثَنّٰى এর জন্য খাছ– مُثَنّٰى এর সাথে لَاحِقٌ (অন্তর্ভুক্ত) এমন শব্দে ও একই اعراب হবে। যেমন– قَمَرٌ و شَمْس - قَمَرَيْنِ - عُمَرٌ ও اَبُو بَكَرٍ - عُمَرَيْنِ এটা শাব্দিকভাবে مُثَنّٰى অর্থগত ভাবে ভিন্ন।

★ كِلَا মূলত كِلَوٌ ও كِلْتَا মূলত كِلْوَا ছিল- واو কে تَا দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

★ এ দু'টি শব্দ اسم ظاهر এর দিকে مُضَاف হলে উহ্য إِعْرَابْ بِالْحَرَكَةِ হবে। যেমন– جَائَنِىْ كِلَا الرَّجُلَانِ - رَاَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ - مَرَرْتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ এ কারণে মুসান্নিফ র. مُضَافًا اِلٰى مُضْمَرٍ উল্লেখ করেছেন।

★ **ফায়েদা** ঃ مُثَنّٰى তিন প্রকার– ১. مُثَنّٰى حُقِيْقِى বা প্রকৃত দ্বিবচন। যেমন– رَجُلَانِ দু'জন পুরুষ।

২. مُثَنّٰى صُوْرِى বা গঠনগত দ্বিবচন। যেমন اِثْنَتَانِ ও اِثْنَانِ দুই, এগুলোর কোন واحد শব্দ নেই।

৩. مُثَنّٰى مَعْنَوِى বা অর্থগত দ্বিবচন, যেমন كِلَا ও كِلْتَا এ দুটোর ও কোন واحد শব্দ নেই।

এ তিনো প্রকারের একই اعراب হবে।

اَلسَّادِسُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِالْوَاوِ الْمَضْمُوْمِ مَاقَبْلَهَا وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْيَاءِ الْمَكْسُوْرِ مَاقَبْلَهَا وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ نَحْوُ مُسْلِمُوْنَ وَاُولُوْ وَعِشْرُوْنَ مَعَ اَخَوَاتِهَا تَقُوْلُ جَاءَنِيْ مُسْلِمُوْنَ وَعِشْرُوْنَ وَاُولُوْ مَالٍ وَرَاَيْتُ مُسْلِمِيْنَ وَعِشْرِيْنَ وَاُولِيْ مَالٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ وَعِشْرِيْنَ وَاُولِيْ مَالٍ ـ

অনুবাদ ॥ ষষ্ঠ প্রকার ঃ رَفْع হবে واو দ্বারা যার পূর্ববর্ণ পেশ বিশিষ্ট হবে এবং نصب ও جر হবে ياء দ্বারা যার পূর্ববর্ণ যের বিশিষ্ট হবে। এ اِعراب টা جمع مذكرسالم যথা– مُسْلِمُوْنَ এবং اُولُوْ ও عِشْرُوْنَ এবং এ জাতীয় দশমিক শব্দের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন– তুমি বলবে– (রফার অবস্থায়) جَاءَنِيْ مُسْلِمُوْنَ وَ عِشْرُوْنَ وَ اُولُوْ مَالٍ (নসবের অবস্থায়) رَاَيْتُ مُسْلِمِيْنَ وَ عِشْرِيْنَ وَ اُولِيْ مَالٍ – (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ وَ عِشْرِيْنَ وَ اُولِيْ مَالٍ –

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَ يَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ الخ ঃ اَلْمُذَكَّرِ এ দ্বারা جمع مؤنث এবং اَلسَّالِمُ দ্বারা جمع مُكَسَّر বের হয়ে গেল। جمع مذكر سالم দ্বারা وْن এর মাধ্যমে جمع হওয়া উদ্দেশ্য। চাই তার واحد টা مونث হোক না কেন, যেমন قُلُوْنَ - اَرَضُوْنَ - سِنُوْن ইত্যাদি। এগুলোর واحد হল যথাক্রমে قُلَةٌ ও اَرْضَةٌ - سَنَةٌ।

উপরোক্ত اعراب টি جمع مذكر سالم ও তার সংশ্লিষ্ট (مُلْحِقَاتُ) এর জন্য খাছ। যেমন اُولُوْ এটা ذُوْ এর বহুঃ একে جُمع مِنْ غَيْرِ اللَّفْظِ বলে। অর্থাৎ ভিন্ন শব্দ দ্বারা বহুবচন।

★ **ফায়েদা ঃ** جمع ৪ প্রকার। যথা–

১. حَقِيْقِي প্রকৃত বহুবচন। যেমন رِجَالٌ، مُسْلِمُوْنَ

২. جُمْع مَعْنَوِى (অর্থগত বহুবচন) যেমন– اُوْلُوْ

৩. جمع صُوْرِى (গঠনগত বহুবচন) যেমন– عِشْرُوْنَ হতে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত দশমিক সংখ্যা সমূহ।

৪. اسمِ جُمع নামগত বহুঃ যেমন– قَوْمٌ، اُمَّةٌ، طَائِفَةٌ প্রভৃতি।

قَوْلُهُ وَاَخَوَاتُهَا ঃ এখানে اَخَوَاتُ শব্দটি اَمْثَال অর্থে ব্যবহৃত। اَخَوَاتٌ - اُخْتٌ এর বহুঃ অর্থ বোন। কুরআন মজীদে ও এটি مِثْل অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا (যখনই কোন গোষ্ঠী এসেছে তাদের সমগোষ্ঠীকে অভিশাপ করেছে)।

وَاعْلَمْ أَنَّ نُوْنَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُوْرَةٌ أَبَدًا وَنُوْنَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوْحَةٌ أَبَدًا وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ تَقُوْلُ جَاءَنِيْ غُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُوْ مِصْرٍ، اَلسَّابِعُ أَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيْرِ الضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ بِتَقْدِيْرِ الْفَتْحَةِ وَالْجَرُّ بِتَقْدِيْرِ الْكَسْرَةِ وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُوْرِ وَهُوَ مَافِيْ اٰخِرِهٖ اَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ كَعَصًا وَبِالْمُضَافِ اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ غَيْرِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ كَغُلَامِيْ تَقُوْلُ هٰذَا عَصًا وَغُلَامِيْ وَرَأَيْتُ عَصًا وَغُلَامِيْ وَمَرَرْتُ بِعَصًا وَغُلَامِيْ، اَلثَّامِنُ أَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيْرِ الضَّمَّةِ وَالْجَرُّ بِتَقْدِيْرِ الْكَسْرَةِ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ لَفْظًا وَيَخْتَصُّ بِالْمَنْقُوْصِ وَهُوَ مَافِيْ اٰخِرِهٖ يَاءٌ مَاقَبْلَهَا مَكْسُوْرٌ كَالْقَاضِيْ تَقُوْلُ جَاءَنِي الْقَاضِيْ وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَ وَمَرَرْتُ بِالْقَاضِيْ -

---

অনুবাদ ॥ জ্ঞাতব্য ঃ تَثْنِيَة (দ্বিবচন) এর نون সর্বদা যের বিশিষ্ট এবং جمع مذكر سالم (নিয়মিত বহু-বচন) এর نون সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং إضافت -এর সময়ে উভয় نون -ই বিলুপ্ত হয়ে যায়। যথা- তুমি বলবে- جَاءَنِيْ غُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُوْ مِصْرٍ -

সপ্তম প্রকার ঃ رفع হবে উহ্য পেশের সাথে, নসব হবে উহ্য যবরের সাথে এবং জর হবে উহ্য যেরের সাথে। এটা اسم مَقْصُوْر-এর সাথে নির্দিষ্ট। اسم مَقْصُوْرْ হলো যার শেষবর্ণ اَلِف مقصورْ (হ্রস্ব আলিফ) বিশিষ্ট হয়। যেমন- عَصًا - এবং ঐ ইসমের সাথে (নির্দিষ্ট) যা مضاف -এর দিকে يَاءِ مُتَكَلِّمْ হবে, তবে ইসমটি جمع مذكر سالم হবে না। যেমন- غُلَامِيْ - তুমি বলবে- (রফার অবস্থায়) هٰذَا عَصًا وَ غُلَامِيْ (নসবের অবস্থায়) رَأَيْتُ عَصًا وَ غُلَامِيْ - (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِعَصًا وَ غُلَامِيْ -

অষ্টম প্রকার ঃ رفع হবে উহ্য পেশের সাথে, جر হবে উহ্য যেরের সাথে এবং نصب হবে প্রকাশ্য যবরের সাথে। এটা اسم مَنْقُوْص -এর সাথে নির্দিষ্ট। যার শেষ বর্ণ ى এবং পূর্ববর্ণ যের বিশিষ্ট তাকে اسم منقوص বলা হয়। যেমন- اَلْقَاضِيْ - তুমি বলবে (রফার অবস্থায়) جَاءَنِي الْقَاضِيْ - (নসবের অবস্থায়) رَأَيْتُ الْقَاضِيَ - (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِالْقَاضِيْ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ أَنَّ نُوْنَ الخ ঃ অর্থাৎ تثنيه এর نون সব সময় যের যুক্ত হয়। আর جمع مذكر سالم এর নূন সব সময় যবরযুক্ত হয়। جَمْعُ السَّلْمَةِ এর قيد দ্বারা جمع مكسّر এর নূন বের হয়ে গেছে। যেমন- شَيْطَانٌ - شَيَاطِيْنُ এর বহুবচন।

ফায়েদা ঃ কোন কোন আলিম شَيَاطِيْن শব্দের নূনটি جمع مكسّر এর নূন হওয়ার ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন বস্তুত তা যথার্থ নয়। কারণ এ নূনটি جمع এর জন্য নয় বরং মাদ্দার নূন। এর ثُلَاثِيْ مُجَرَّد আসে شَطَنَ يَشْطُنُ এবং شَيْطَانٌ এর বহুঃ আসে شَيَاطِيْن - واحِد এর মধ্যে ও نون রয়েছে। সুতরাং এটি جمع এর نون না হওয়া সুস্পষ্ট।

★ تثنيه ও جمع এর নূনে হরকতের ভিন্নতার কতিপয় কারণ থাকতে পারে। যেমন-

১. تثنيه টা واحد ও جمع এর মাঝামাঝি। আর كسره টা رفع ও نصب এর মাঝামাঝি।

২. কারো মতে تثنيه এর নূন তানভীনের নূনের পরিবর্তে এসেছে। আর সেটি হল সাকিন। সাকিনকে হরকত দিতে হলে কাছরার মাধ্যমে দেয়া হয়- اَلسَّاكِنُ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ

৩. نون تثنيه কে যের না দিলে যবর বা পেশের কোন একটি দিতে হবে। অথচ তাতে অসুবিধা আছে। কেননা যবর দিলে تَوَالِى فَتْحَاتْ বা একাধারে কয়েকটি যবর হয়ে যায়। আলিফ দু'যবরের قائم مقام, এরপর নূনের উপর যবর দিলে একাধারে ৪টি যবর হয়ে যায়, এটা আরবদের নিকট দোষণীয়। আর পেশ দেয়াটাও অপসন্দনীয়। কারণ نون টা همزهٔ اِسْتِفهام এর ন্যায় এক হরফী শব্দ। আর এক হরফী শব্দে পেশ হওয়া ত্রুটি যুক্ত।

★ تثنيه ও جمع এর পার্থক্যের জন্য উভয়ের নূনে হরকতে পার্থক্য করা হয়। পেশ اَثْقَلُ الْحَرَكَاتِ হওয়ার কারণে এ দুয়ের কোনটিকে সেটি দেয়া হয় নি।

قَوْلُهٗ وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ الخ ঃ কেননা এ দুটি নূন তানভীনের পরিবর্তে আসে। আর اضافت কালে তানভীন হয় না। কারণ নূনে চায় বিচ্ছিন্নতা, আর اضافت চায় সংযুক্তি।

★ ফায়েদা ঃ تثنيه ও جمع এর নূনের ব্যাপারে ৪টি মাযহাব রয়েছে। যথা-

১. كِيْسَانُ رح এর মতে উভয়টি مفرد এর تنوين এর পরিবর্তে।

২. زَجَّاجُ رح এর মতে مفرد এর হরকতের পরিবর্তে।

৩. اِبْنِ عَالِى رح এর মতে হরকত ও তানভীন উভয়ের পরিবর্তে।

৪. اِبْنِ مَالِك رح এর মতে কোন কিছুর পরিবর্তে নয় বরং مفرد এর সাথে মিশে যাওয়া থেকে রক্ষা কল্পে।

★ মুসান্নিফ (র.) اعرابِ لَفْظِى এর বর্ণনা থেকে এখান থেকে اِعْرَابِ تَقْدِيْرِى এর বর্ণনা শুরু করেছেন। ৪ ক্ষেত্রে تَقْدِيْرِى এ'রাব হয়। তন্মধ্য হতে দু'জায়গায় এ'রাব প্রকাশ করা অসম্ভব, (ক) الف مقصوره বিশিষ্ট ইসম ও (খ) يَائِى مُتَكَلِّم এর প্রতি মুযাফ ইসম। অপর দু জায়গায় এ'রাব প্রকাশ করা কষ্টকর যথা (ক) اسم منقوص ও (খ) جمع مذكر سالم যা يائى متكلم এর প্রতি মুযাফ।

قَوْلُهٗ بِالْمَقْصُوْرِ ঃ অর্থাৎ শেষে الف مقصورة যুক্ত ইসম। এটা দু প্রকার হতে পারে ১. প্রকাশ্য যথা- اَلْعَصَا আলিম-লাম সহ ২. উহ্য যথা عَصًا (তানভীন সহকারে) এর মধ্যে الف টি تنوين এর নূনের সাথে اِجْتِمَاعِ سَاكِنَيْن হওয়ায় পড়ে গেছে। শেষের আলিফটি رَسْمِ خَط এর (লেখ্যনীতির) আলিফ। মূল আলিফে মাকসুরাটি উহ্য রয়েছে।

★ ফায়েদা ঃ (ক) আলিফের পর হামযা না থাকলে তাকে اَلِفِ مَقْصُوْرَه বলে। যেমন- مُوْسٰى (খ) اسم مَقْصُوْرَهْ এর শেষে আলিফ থাকায় اعرابِ لَفْظِى কষ্টকর হয়। কারণ হরকত দ্বারা اعراب দিলে সেটা হামযা হয়ে যায়। (গ) مقصوره অর্থ বাধা প্রাপ্ত, হরকত বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় এ নাম রাখা হয়েছে। (ঘ) يائى متكلم এর দিকে মুযাফের ওপর যবর পড়া জায়েয। যেমন- مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدَىَّ لِاَقْتُلَكَ এর মধ্যে।

قَوْلُهٗ وَ بِالْمُضَافِ الخ ঃ এর عطف হয়েছে بِالْمَقْصُوْرِ এর উপর। অর্থাৎ উপরোক্ত এ'রাব مُضَافِ اِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّم এর জন্য ও নির্দিষ্ট, তবে শর্ত হল এটা جمع مذكر سالم হতে পারবেনা। কারণ তার জন্য ভিন্ন اعراب রয়েছে।

قوله وَ يَخْتَصُّ بِالْمَنْقُوْصِ ঃ اسم مَنْقُوْص এর ياء টি আসল বা পরিবর্তিত উভয় হতে পারে, যেমন- داعى - قَاضِى শব্দটি -مفرد আর مفرد শব্দে اِعْرَاب بِالْحَرْكَةِ আসল। এ কারণে এতে اِعْرَابُ بِالْحَرْكَةِ হয়েছে। আর رفع ও جر এর হালাতে কঠিন হওয়ায় উহ্য হয়েছে।

اَلتَّاسِعُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيْرِ الْوَاوِ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْيَاءِ لَفْظًا وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ تَقُوْلُ جَائَنِىْ مُسْلِمِىَّ تَقْدِيْرُه مُسْلِمُوْىَ اِجْتَمَعَتِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَالْاُوْلٰى مِنْهُمَا سَاكِنَةٌ فَقُلِّبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَاُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِى الْيَاءِ وَاُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ فَصَارَ مُسْلِمِىَّ وَرَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ -

---

অনুবাদ ॥ নবম প্রকার ঃ رفع হবে উহ্য واو দ্বারা এবং نصب ও جر হবে প্রকাশ্য ياء দ্বারা। এ প্রকার اعراب ঐ جمع مذكرسالم -এর জন্য নির্দিষ্ট যা ياء متكلم -এর প্রতি مضاف হয়। যথা– তুমি বলবে (রফার অবস্থায়) جَاءَنِىْ مُسْلِمِىَّ -শব্দটি মূলে مُسْلِمُوْىَ ছিল। واو ও ياء একত্রিত হয়েছে এবং এর প্রথমটি সাকিন। সুতরাং واو -কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء -কে অপর ياء -এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ياء -এর সম্পর্ক রক্ষার্থে পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে مُسْلِمِىَّ হয়েছে; (নসবের অবস্থায়) رَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ – (জরের অবস্থায়) مَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ -

---

প্রাসঙ্গিক আলাচনা ঃ قَوْلُهٗ مُسْلِمِىَّ ঃ এটি মূলতঃ مُسْلِمُوْنَىَ ছিল, اِضَافَتْ এর কারণে نُوْنْ পড়ে গেছে এখন مُسْلِمُوْىَ হল, وَاو ও يَا একত্রে আসায় واوকে يَا দ্বারা পরিবর্তন করে অপর يَا এর সাথে ইদগাম করা হয়েছে। ফলে مُسْلِمُىَّ হয়েছে। এখন يَا এর সাথে যেরের ঘনিষ্ঠতার দরুন مُسْلِمِىَّ এর পূর্বে যের দেয়া হয়েছে। جر ও نصب এর অবস্থায় يَا টি প্রকাশ্য হবে। কারণ সে সময় এর আসল হবে- مُسْلِمِيْنَ ى - নূন পড়ে গিয়ে এক يَا অপর يَا এর মধ্যে ইদগাম হবে।

★ **ফায়েদা ঃ** ক. جمع مذكرسالم যদি مُعَرَّفْ بِاللَّامْ এর দিকে মুযাফ হয় তাহলে তিনো অবস্থায় تَقْدِيْرِىْ اعراب হবে। যেমন– جَائَنِىْ مُسْلِمُو الْقَوْمِ ، رَاَيْتُ مُسْلِمُو الْقَوْمِ ، مَرَرْتُ بِمُسْلِمُو الْقَوْمِ -এর মধ্যে এ'রাব প্রকাশ করা কঠিন। আর عصا এর মধ্যে অসম্ভব।

التمرين (অনুশীলনী)

১. اسم معرب এর পরিচয় ও তার حكم বিশদভাবে বর্ণনা কর।

২. اسم এর اعراب কত প্রকার। সংক্ষেপে সবগুলোর اعراب বর্ণনা কর।

৩. নিম্নের শব্দগুলোর কোনটা কোন প্রকারের এবং তার اعراب কি হবে লিখ।

مُؤْمِنَاتٌ - عِيْسٰى - مُسْلِمَانِ - قُفْلٌ

৪. اَسْمَائِىْ سِتَّةٌ مُكَبَّرَةٌ বলতে কি বুঝ? এগুলোর اعراب কি এবং এর শর্তাবলী কি কি বিস্তারিত লিখ।

فَصْلٌ - اَلْإِسْمُ الْمُعْرَبُ عَلٰى نَوْعَيْنِ مُنْصَرِفٌ وَهُوَ مَالَيْسَ فِيْهِ سَبَبَانِ اَوْ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ كَزَيْدٍ وَيُسَمَّى الْاِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ وَحُكْمُهُ اَنْ يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلٰثُ مَعَ التَّنْوِيْنِ تَقُوْلُ جَائَنِىْ زَيْدٌ وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَغَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَهُوَ مَافِيْهِ سَبَبَانِ اَوْ وَاحِدٌ مِنْهَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا

পরিচ্ছেদ-৪ : مُنْصَرِفٌ وَ غَيْرِ مُنْصَرِفٌ প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ اِسْمِ مُعْرَبٌ -এর প্রকারভেদ : ইসমে মু'রাব দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার– مُنْصَرِفٌ (মুনসারিফ) : مُنْصَرِفٌ ঐ ইসমকে বলে। যার মধ্যে নয় সবাব (কারণ) এর মধ্যে হতে দু সবাব বা দু সবাবের قَائِمْ مَقَامْ (স্থলাভিষিক্ত) একটি সবাব বিদ্যমান না থাকে। যথা– زَيْدٌ একে اِسْمِ مُتَمَكِّنْ ও বলা হয়।

হুকুম : مُنْصَرِفٌ -এর হুকুম এই যে, এর শেষাক্ষরে তানভীনসহ তিনো প্রকার হরকতই যুক্ত হতে পারে। যেমন– তুমি বলবে جَاءَنِىْ زَيْدٌ ও رَاَيْتُ زَيْدًا এবং مَرَرْتُ بِزَيْدٍ –

দ্বিতীয় প্রকার– غَيْرِ مُنْصَرِفٌ (গায়রে মুনসারিফ) : ঐ ইসমকে বলে যার মধ্যে নয় সবাবের দু সবাব বা দু সবাবের قَائِمْ مَقَامْ (সমপর্যায়ের) এক সবাব বিদ্যমান থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله مُنْصَرِفٌ الخ : مُنْصَرِفٌ শব্দে ৩ ধরনের اِعْرَاب হতে পারে। ১. مُنْصَرِفٌ টি نَوْعَيْنِ থেকে بَدَل হলে مجرور হবে। এটাই উত্তম, কারণ এ সময় কোন শব্দ উহ্য মানতে হয় না।

২. অথবা اَحَدُهُمَا উহ্য মুবতাদার খবর হবে। এ সময় مرفوع হবে।

৩. অথবা اَعْنِىْ উহ্য ফে'লের مفعول হিসেবে منصوب হবে।

★ مُنْصَرِفٌ বাবে اِنْفِعَالْ হতে اسمِ فاعل এর ছীগা, অর্থ ঘূর্ণনকারী। আমিল আসার দরুন তার শেষ অবস্থা পরিবর্তন হয়। কাছরা তানভীন ইত্যাদি সব কিছু কবুল করে। একারণে একে مُنْصَرِفٌ বলে। অপর দিকে غَيْرِ مُنْصَرِفٌ শব্দে এতো ব্যাপক আকারে পরিবর্তন হয় না এ জন্য তাকে غَيْرِ مُنْصَرِفٌ বলে।

قوله وَهُوَ مَالَيْسَ الخ : এখানে سَبَبْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল مَايُوْجِبُ الْحُكْمَ তথা এমন বস্তু যা তার যোগ্য বিধানকে ওয়াজিব করে। سَبَبَانِ হল لَيْسَ এর اسم, আর فِيْهِ হল لَيْسَ এর خَبَرِ مُقَدَّمْ - এটা جُمْلَهُ خَبَرِيَّة হয়ে مَا এর সিফত। অথবা مَائے مَوْصُوْلَه হলে তার صِلَه বা مائے موصوفه হলে তার সিফত এরপর صِفَتْ বা صِلَه মিলে هُوَ মুবতাদার খবর হবে। واحد এর عطف হল سَبَبَانِ এর উপর يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا জুমলা হয়ে وَاحِدٌ এর সিফত, بَيَان - سَبَبَانِ বা وَاحِد এর مِنْ টি بَيَانِيَّهْ –এটা مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ এর

قوله يُسَمَّى الْمُتَمَكِّنْ : مُتَمَكِّنْ বাবে تَفَعُّلْ হতে اسم فاعل অর্থ স্থান গ্রহণকারী যা স্থান গ্রহন করে তা শক্তিশালী হয়ে থাকে। اسم যেহেতু তিনো প্রকার اعراب গ্রহণ করে এ কারণে এটা শক্তিশালী বিধায় এ নাম রাখা হয়েছে।

★ **ফায়েদা** : ১. مُنْصَرِفٌ এর সংজ্ঞা হল عَدَمِىْ (না থাকা)। আর غَيْرِ مُنْصَرِف এর সংজ্ঞা وُجُوْدِىْ (বিদ্যমান থাকা), আর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে وُجُوْدِىْ টা مُقَدَّمْ হয় সে হিসেবে غَيْرِ مُنْصَرِف এর সংজ্ঞা আগে উল্লেখ করা যুক্তি যুক্ত ছিল। তথাপি منصرف এর সংজ্ঞা আগে আনা হয়েছে এ কারণে যে, مُنْصَرِف টা غَيْرِ مُنْصَرِف এর তুলনায় اَصل – কারণ এতে তিনো প্রকার اِعْرَاب হয়। কিন্তু غَيْرِمُنْصَرِف এর মধ্যে তা হয় না।

وَالْأَسْبَابُ التِّسْعَةُ هِيَ الْعَدْلُ وَالْوَصْفُ وَالتَّانِيْثُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعُجْمَةُ وَالْجَمْعُ وَالتَّرْكِيْبُ وَالْأَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ وَ وَزْنُ الْفِعْلِ وَحُكْمُهُ اَنْ لَّايَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِيْنُ وَيَكُوْنُ فِيْ مَوْضَعِ الْجَرِّ مَفْتُوْحًا اَبَدًا تَقُوْلُ جَائَنِيْ اَحْمَدُ وَرَأَيْتُ اَحْمَدَ وَمَرَرْتُ بِاَحْمَدَ ـ

অনুবাদ ॥ সবাব নয়টি হচ্ছে– (১) عَدْل (২) وَصْف (৩) تَانِيْث (৪) مَعْرِفَة (৫) عُجْمَة (৬) جَمْع (৭) تَرْكِيْب (৮) وَزْنِ فِعْل (৯) اَلِفْ وَنُوْن زَائِدَتَانْ

হুকুম ঃ غَيْرِ مُنْصَرِف -এর হুকুম এই যে, এর শেষাক্ষরে যের ও তানভীন যুক্ত হয় না এবং যেরের স্থলে সর্বদা যবর হয়। যেমন– তুমি বলবে جَاءَنِيْ اَحْمَدُ - رَاَيْتُ اَحْمَدَ ও مَرَرْتُ بِاَحْمَدَ - এবং

عَدْل (আদল) হচ্ছে শব্দের মূল রূপ হতে অন্য রূপে রূপান্তরিত হওয়া। এ রূপান্তর প্রকাশ্যভাবেও হতে পারে অথবা অপ্রকাশ্যভাবেও হতে পারে। عَدْل টা وَزْنِ فِعْل -এর সাথে কখনও একত্রিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْاَسْبَابُ التِّسْعَةُ ঃ غير منصرف এর সবাবের সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. কারো মতে ২টি (ক) حِكَايَتْ বা নকল হওয়া, যেমন وزن টা فعل হতে مَنْقُوْلٌ হয়েছে। (খ) تَرْكِيْب -

২. জমহুরের মত ৯টি যা মুসান্নিফ র. উল্লেখ করেছেন।

৩. কারো মতে ১১টি, পূর্বোক্ত ৯টি এবং اِعْتِبَارُ الْوَصْفِيَّةِ الْاَصْلِيَّةِ عِنْدَ زَوَالِ الْعَلَمِيَّةِ যথা اَحْمَرُ ও ১১ اَلِف تَانِيْث চাই তা اَلِف مَقْصُوْرَة হোক বা اَلِف مَمْدُوْدَة।

বস্তুত এ দুটো উক্ত ৯টির মধ্যে দাখিল। প্রথমটি وَصْف এর মধ্যে, আর اَلِف تَانِيْث টি تَانِيْث এর মধ্যে।

৪. কারো কারো মতে ১৩টি। উপরোক্ত ১১টি ও ১২. لُزُوْم تَانِيْث এবং ১৩. تَكْرَار – প্রসিদ্ধ ৯টি سَبَب নিম্নের ছন্দদ্বয়ে গ্রথিত হয়েছে। যথা–

عَدْلٌ وَّوَصْفٌ وَّتَانِيْثٌ وَّمَعْرِفَةٌ * وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبُ

وَالنُّوْنُ زَائِدَتَانِ مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ * وَوَزْنُ الْفِعْلِ وَهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبُ

قوله وَحُكْمُهُ الخ ঃ غَيْرِ مُنْصَرِف কাছরা ও তানভীন গ্রহণ না করার কারণ– যেহেতু غَيْرِمُنْصَرِف টি فعل এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এ কারণে فعل এর ন্যায় এর মধ্যে ও কাছরা ও তানভীন আসে না।

★ غَيْرِ مُنْصَرِف ফে'লের সাথে দু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখে। (ক) فعل নিজ অর্থ প্রকাশে ফায়েল ও কালের প্রতি মুখাপেক্ষী, গায়রে মুনছারিফ ও তদ্রূপ দু'টি সবাবের প্রতি মুখাপেক্ষী, (খ) فعل এর মধ্যে الف لام আসেনা, তদরূপ غير منصرف এর মধ্যেও الف لام আসে না। পক্ষান্তরে منصرف কোন দিক দিয়ে فعل সাথে এর সামঞ্জস্যতা রাখে না বিধায় কাছরা ও তানভীন কবুল করে।

★ **وَحُكْمُهُ اَنْ لَّايَدْخُلَهُ এর তারকীব ঃ** حُكْمُهُ মুবতাদা, اَنْ مُخَفَّفَة مِنَ الْمُثَقَّلَة – اَنْ لَّايَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ - وَالتَّنْوِيْنُ جملة فعليه হয়ে اَنْ مُخَفَّفَة এর খবর, اَنْ এর اِسْم হল ضَمِيرِ شَانْ (মাহযূফ) لَايَدْخُلَهُ এর যমীর তার তাফসীর হওয়ায় বিলুপ্ত হয়েছে।

أَمَّا الْعَدْلُ فَهُوَ تَغَيُّرُ اللَّفْظِ مِنْ صِيْغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ إِلٰى صِيْغَةٍ أُخْرٰى تَحْقِيْقًا أَوْ تَقْدِيْرًا وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ كَعُمَرَ وَ زُفَرَ وَمَعَ الْوَصْفِ كَثُلَاثَ وَمَثْلَثَ وَاُخَرَ وَجُمَعَ -

---

অনুবাদ॥ তবে عَلَمِيَّة বা নামবাচক বিশেষ্যের সাথে একত্রিত হয়। যেমন- عُمَرُ ও زُفَرُ এবং وَصْف -এর সাথেও একত্রিত হয়। যেমন- ثُلَاثُ (তিন তিন), مَثْلَثُ (তিন তিন), اُخَرُ (অপরাপর) ও جُمَعَ (অনেক অনেক)।

প্রাসঙ্গিগ আলোচনা ঃ قوله أَمَّا الْعَدْلُ ঃ মুসান্নিফ (র.) أَسْبَابِ مَنْعِ صَرْف গুলোকে সংক্ষেপে (اِجْمَالًا) বর্ণনা করার পর এখান থেকে শর্তাবলী সহ বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করছেন।

عَدْلُ কে সর্বাগ্রে উল্লেখের কারণ হল এটা শর্তহীনভাবে আমল করে।

★ عدل-এর শাব্দিক অর্থ ঃ عَدْلُ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. مَائِلْ তথা আকৃষ্ট হওয়া, ঝুকে পড়া (صِلَه যদি إِلٰى হলে) যেমন- فُلَانٌ عَدَلَ إِلَيْهِ

২. إِعْرَاضْ মুখ ফিরান (صِلَه টি عَنْ হলে) যথা- فُلَانٌ عَدَلَ عَنْهُ

৩. صَرْف বা ব্যয় করা, (صِلَه টি فِيْ হলে)) যথা- فُلَانٌ عَدَلَ فِيْهِ

৪. بُعْدُ বা দূরে সরে যাওয়া। (صِلَه টি عَنْ হলে) যথা عَدَلَ الْجَمَالُ عَنِ الْبَعِيْرِ

৫. إِنْصَافُ বা সমতা রক্ষা করা, (صِلَه টি بَيْنَ হলে) যথা- عَدَلَ الْأَمِيْرُ بَيْنَ كَذَا وَ كَذَا

عَدْل-এর সংজ্ঞা বা পারিভাষিক অর্থ ঃ কোন শব্দ তার মূল অবস্থা বা রূপ হতে পরিবর্তন হয়ে ভিন্নরূপ গ্রহণ করাকে عَدْلُ বলে, চাই উক্ত পরিবর্তন تَحْقِيْقِي হৌক বা تَقْدِيْرِي - তবে শর্ত হল- ক. মাদ্দাহ স্বস্থানে ও অপরিবর্তিত থাকতে হবে, খ. মূল অর্থে কোন পরিবর্তন না হতে হবে।

উপরোক্ত শর্তের কারণে دَمٌ ,أَبٌ ইত্যাদি এ থেকে বের হয়ে গেছে। কারণ এসবের মধ্যে মাদ্দার সব হরফ বিদ্যমান নেই। এভাবে إِضْرِبْ ইত্যাদি فِعْل ও إِسْمِ مُشْتَقّ সমূহ ও বের হয়ে গেছে। কারণ মূল অর্থে পরিবর্তন হয়ে গেছে। একইভাবে تَثْنِيه ও جَمع শব্দগুলোও বের হয়ে গেছে। তবে قَالَ - بَاعَ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কারণ এগুলোর মাদ্দা ও অর্থ ঠিক রয়েছে। এর উত্তর এই যে, تَغَيُّر বা পরিবর্তন দ্বারা تَغَيُّرِ غَيْرِ قِيَاسِي তথা ছরফী কায়েদা বহির্ভূত হওয়া উদ্দেশ্য। আর এগুলোতে صَرْفِي কায়েদা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছে فَلَا إِشْكَالَ -

তারকীব ঃ تَحْقِيْقًا أَوْ تَقْدِيْرًا এ শব্দ দুটিতে তারকীবের দিক দিয়ে কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা- ১. হয়ত فِعْلِ مَحْذُوف এর مَفْعُولِ مُطْلَق অর্থাৎ حُقِّقَ تَحْقِيْقًا أَوْ قُدِّرَ تَقْدِيْرًا

২. অথবা مضاف محذوف এর مضاف اليه অর্থাৎ تَغَيُّرَ تَحْقِيْقٍ أَوْ تَقْدِيْرٍ ছিল, مضاف কে বিলোপ করে مضاف اليه এর উপর তার إِعْرَاب দেয়া হয়েছে। ৩. অথবা مَصْدَرِ مَحْذُوف এর সিফত অর্থাৎ تَغَيُّرًا مُحَقَّقًا أَوْ مُقَدَّرًا এ সময় মাসদারটি مفعول এর অর্থে হবে।

মুনান্নিফ (র.) এর দ্বারা عَدْل দু প্রকার হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ عَدْل দু প্রকার (ক) عَدْلِ تَحْقِيْقِي ও (খ) عَدْلِ تَقْدِيْرِي

عَدْلِ تَحْقِيْقِي এর সংজ্ঞা ঃ عَدْلِ تَحْقِيْقِي ঐ عدل কে বলে যার মূল রূপ পরিবর্তনের ব্যাপারে غَيْرِ مُنْصَرِف হওয়া ছাড়া ও আরো দলিল বা যুক্তি থাকে। অর্থাৎ তাকে غَيْرِ مُنْصَرِف যদি না বলা হয় তথাপি তার

مَعْدُوْل হওয়ার দলিল থাকে। যেমন– ثُلَاثُ ও مَثْلَثُ উভয়ের অর্থ তিন তিন। যুক্তি বা কিয়াসের চাহিদা এই যে, প্রত্যেকটির অর্থ কেবল তিন হোক। কারণ تَكْرَارِ لَفْظ (শব্দ একাধিক হওয়া)টা تَكْرَارِ مَعْنٰى (অর্থ একাধিক হওয়া) বুঝায়। এখানে শব্দ تَكْرَار (একাধিক) না হওয়া সত্ত্বে অর্থ تَكْرَارُ (একাধিক) হচ্ছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রত্যেকটি মূলত ثَلٰثَةٌ ثَلٰثَةٌ ছিল।

عَدْلِ تَقْدِيْرِي এর সংজ্ঞা ঃ عَدْلِ تَقْدِيْرِي ঐ عَدْل কে বলে যার عَدْل হওয়ার ব্যাপারে غَيْرِ مُنْصَرِف হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া অন্য কোন দলিল পাওয়া যায় না। অপর কথায়– যার مَعْدُوْل عَنْهُ টা যুক্তিযুক্ত নয় বরং কল্পিত। যেমন عُمَرُ - زُفَرُ প্রভৃতি, এগুলো আরবীতে غَيْرِ مُنْصَرِف হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ غَيْرِ مُنْصَرِف হওয়ার জন্য عَلَمِيَّتْ ছাড়া অন্য কোন সবাব এর মধ্যে পাওয়া যায় না। আর এক সবাবে غير منصرف হয়না। এ কারণে ধরে নেয়া হয়েছে যে, এর মধ্যে অপর একটি সবব হল عدل অর্থাৎ মূলত এগুলো অন্যরূপ যেমন عَامِر ও زَافِر হতে পরিবর্তিত হয়েছে।

قوله وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الخ ঃ অর্থাৎ عدل আর وَزْنِ فِعْل কখনো একই শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় না, কেননা عَدْل এর ওযন ৬টি। তন্মধ্য হতে কোনটি فعل এর ওযনের সাথে মিশে না।

★ عَدْل এর ওযন ৬টি হল– ১. فُعَالُ যথা ثُلَاثُ ২. مَفْعَلُ যথা مَثْلَثُ ৩. فُعَلُ যথা عُمَرُ ৪. فَعْلِ যথা– اَمْسِ ৫. فَعَلُ যথা– سَحَرُ ও ৬. فَعَالِ যথা– قَطَامِ । নিম্নের شِعْر দুটিতে ওযনগুলো জমা করা হয়েছে। যেমন–।

اَوْزَانِ عَدْل را بِتَمَامِيْ شَشْ شُمَرْ * مَفْعَلُ فُعَلُ مِثَالُهُمَا مَثْلَثُ وَعُمَر ـ

فُعَالُ است چوں ثُلٰث وفَعْلِ ست هَمْچُوں اَمْسِ * دِيْگر فَعَالِ چوں قَطَام وفَعَل ست چوں سَحَر ـ

قوله ويَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ ঃ অর্থাৎ عَدْل টা عَلَمِيَّتْএর সাথে একত্রিত হয়। যেমন زُفَرُ - عُمَرُ এর মধ্যে عَدْل ও عَلَمِيَّتْ উভয় সবাব একত্রিত হয়েছে।

قوله وَمَعَ الْوَصْف ঃ এর عَطْف হল مَعَ الْعَلَمِيَّةِ এর উপর। অর্থাৎ وَصْف এর সাথে عَلَمِيَّتْ একত্র হতে পারে। যেমন– ثُلٰثُ ও مَثْلَثُ অর্থ তিন তিন, এগুলোর মধ্যে এক সবাব عَدْلِ تَحْقِيْق ও আরেক সবাব হল وَصْف - এভাবে اُحَادُ ও مَوْحَدُ অর্থ এক এক ثُنَاءُ مَثْنٰى অর্থ দুই দুই।

قوله وَاُخَرُ وَجُمَعُ ঃ এটা عَدْلِ تَحْقِيْقِيْ ও وصف একত্রে হওয়ার তৃতীয় উদাহরণ।

اُخَرُ টা فُعَلُ এর ওযনে اُخْرٰى এর বহুবচন। اُخْرٰى হল اٰخَرُ এর مُؤَنَّث, আর

اٰخَرُ হল اَفْعَلُ এর ওযনে اسم تفضيل অর্থ অধিক পিছনে অবস্থানকারী। অবশ্য পরে এটা غَيْر (ভিন্ন) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু اخر اسم تفضيل আর اسم تفضيل এর ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি আছে। ১. মুযাফ হয়ে যেমন– زَيْدٌ اَفْضَلُ الْقَوْمِ ২. مُعَرَّف بِاللَّامْ হয়ে যেমন زَيْدُ الْاَفْضَلُ ৩. مِنْ সহকারে, যেমন زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو অথচ اخر টা এতিন পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় না, অতএব বুঝা গেল যে, এ তিন পদ্ধতির কোন একটি হতে مَعْدُوْل হয়েছে। আর তা কারো মতে اَلْاٰخَرُ হতে, কারো মতে اٰخَرُ مِنْ হতে, তবে مُضَاف হতে مَعْدُوْل হওয়ার কেউ প্রবক্তা নয়। কারণ মুযাফ ইলায়হি উল্লেখ করা যেখানে সম্ভব সেখানেই বিলোপ করা হয়, অথচ এখানে মুযাফ ইলায়হি উল্লেখ করা অসম্ভব।

قوله وَجُمَعُ ঃ এটা عَدْل ও وَصْف একত্রে হওয়ার চতুর্থ উদাহরণ جُمَعُ - جَمْعَاءُ এর বহুঃ আর جَمْعَاءُ হল اَجْمَعُ এর مُؤَنَّث - কায়েদা আছে যে, اَفْعَلُ এর مؤنث যদি فَعْلَاءُ হয় তাহলে তার বহুঃ فُعْلُ এর ওযনে আসে, যেমন اَحْمَرُ এর مؤنثহল حَمْرَاءُ -বহুঃ আসে حُمْرٌ - আর اِسْمِ ذَات হলে তার বহুঃ فَعَالٰى ও فَعْلَاوَات আসে, যেমন صَحْرَاءُ এর বহুঃ আসে صَحَارٰى ও صَحْرَاوَات - সুতরাং جُمَعُটা এসবের কোন একটি ওযনে আসেনি। অতএব বুঝা গেল যে, جُمَعُ শব্দটি جُمْعٌ বা جَمْعَاءُ ও جَمْعَاوَات এর কোন একটি হতে مَعْدُوْل হয়েছে।

أَمَّا الْوَصْفُ فَلَايَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ أَصْلًا وَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُوْنَ وَصْفًا فِيْ أَصْلِ الْوَضْعِ فَأَسْوَدُ وَ أَرْقَمُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَإِنْ صَارَا إِسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ وَ أَرْبَعٌ فِيْ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ مَعَ أَنَّهُ صِفَةٌ وَ وَزْنُ الْفِعْلِ لِعَدَمِ الْأَصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ

অনুবাদ ॥ وَصْف (ওয়াসফ) কখনও عَلَمِيَّةٌ (নামবাচক বিশেষ্য) এর সাথে একত্রিত হয় না। وَصْف টি غَيْرِ مُنْصَرِف -এর সবাব হওয়ার জন্য শর্ত হল শব্দটি মূল গঠনে গুণের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। অতএব أَسْوَدُ ও أَرْقَمُ শব্দদ্বয় غَيْرِ مُنْصَرِف যদিও এ দু'টি সাপের নাম। কেননা শব্দ দু'টো মূল গঠনে وَصْف -এর জন্য নির্ধারিত। আর مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ বাক্যে أَرْبَعٍ শব্দটি وَصْف ও وَزْنِ فِعْل দু'টো সবাব থাকা সত্ত্বেও মূলে وصف না থাকায় মুনসারিফ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْوَصْفُ الخ ঃ وَصْف এর শাব্দিক অর্থ প্রশংসা করা, পরিভাষায় দু অর্থে আসে–

ক. وَصْف এমন تَابِعٌ বা অনুগামী শব্দ যা তার مَتْبُوْع এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– جَائَنِيْ رَجُلٌ عَالِمٌ এখানে عَالِمٌ হল رَجُلٌএর وَصْف বা সিফত।

খ. কোন اِسْم এর এমন অস্পষ্ট বস্তু বুঝান যার মধ্যে কোন প্রকার গুণবাচক অর্থ থাকে। যেমন– أَحْمَرُ লাল, (এটা বস্তুর গুণ তথা রং বুঝাচ্ছে) প্রথম প্রকারের وَصْف টি مَعْرِفه ও نَكِرَه উভয় হতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রকারের وَصْف টি শুধু نَكِرَه হয়। এখানে এই প্রকার وَصْف উদ্দেশ্য, এ কারণে একই শব্দে وَصْف ও عَلَمِيَّتْ একত্রিত হয় না। কেননা– علم হল معرفه আর وصف হল نكره - উভয়ের মাঝে বৈপরিত্ত রয়েছে।

قوله فَاَسْوَدُ الخ ঃ ف টি تَفْسِيْرِيَّهْ অর্থাৎ পূর্বে وَصْف টা عَدْل এর সাথে একত্রিত হওয়ার কথা যখন জানা গেল, সুতরাং এখন তার আনুসঙ্গিক কথা এই যে, শব্দের মূল গঠনে وَصْف এর অর্থ থাকা আবশ্যক। বর্তমান তা থাক বা না থাক। অতএব أَسْوَدُ ও (কাল সাপ) ও أَرْقَمُ (পাখরা সাপ) যদিও পরবর্তীতে দু'ধরনের সাপের নামে পরিণত হয়েছে। আর নামের মধ্যে وَصْفِيَتْ (গুণবাচক) এর অর্থ লক্ষ্য থাকে না। তথাপি তা غَيْرِ مُنْصَرِف এর সবাব হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়, সুতরাং এদুটো শব্দে وَصْف ও وَزْنِ فِعل এর কারণে غير منصرف হবে।

قوله لِأَصَالَتِهِمَا الخ ঃ এটা غَيْرِ مُنْصَرِف হওয়ার দলিল অর্থাৎ أَسْوَدُ ও أَرْقَمُ এর মূল গঠনে কাল হওয়া ও সাদা-কাল মিশ্রিত হওয়ার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে, যদিও পরে তা শুধু নামে পরিণত হয়েছে। তথাপি وصف ধর্তব্য হয়ে غير منصرف হবে।

قوله وَأَرْبَعٍ فِيْ مَرَرْتُ الخ ঃ এর মধ্যে তারকীবে أَرْبَعٍ শব্দটি نِسْوَةٍ এর وَصْف বা সিফত এবং أَفْعَلُ এর ওযনে তথাপি غَيْرِ مُنْصَرف হবে না। কারণ أَرْبَعٌ এর মূল গঠন ৪ সংখ্যা বুঝানোর জন্য, এতে গুণবাচক অর্থ নেই। অতএব বাক্যে সিফত হওয়া ধর্তব্য হবে না, সুতরাং مُنْصَرِف থাকবে।

أَمَّا التَّانِيْثُ بِالتَّاءِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُوْنَ عَلَمًا كَطَلْحَةَ وَكَذَالِكَ الْمَعْنَوِيُّ ثُمَّ الْمَعْنَوِيُّ إِنْ كَانَ ثُلَاثِيًا سَاكِنَ الْأَوْسَطِ غَيْرَ أَعْجَمِيٍّ يَجُوزُ صَرْفُهُ وَتَرْكُهُ لِأَجْلِ الْخِفَّةِ وَوُجُوْدِ السَّبَبَيْنِ كَهِنْدٍ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ كَزَيْنَبَ وَسَقَرَ وَمَاهَ وَجُوْرَ وَالتَّانِيْثُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُوْرَةِ كَحُبْلَى وَالْمَمْدُوْدَةِ كَحَمْرَاءَ مُمْتَنِعٌ صَرْفُهُمَا اَلْبَتَّةَ لِأَنَّ الْأَلِفَ قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ اَلتَّانِيْثُ وَلُزُوْمُهُ ـ

অনুবাদ ॥ تَانِيْثِ بِالتَّاءِ (তা-যুক্ত স্ত্রীলিঙ্গ) ঃ এটা গায়রে মুনসারিফের সবাব হওয়ার জন্য শর্ত হলো علم বা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া। যেমন- طَلْحَةَ অনুরূপভাবে تَانِيْثِ مَعْنَوِى এর জন্য عَلَمْ হওয়া শর্ত। تَانِيْث مَعْنَوِى যদি তিন বর্ণবিশিষ্ট হয় যার মধ্যমবর্ণ সাকিন, আর শব্দটি অনারবী না হয় তবে তাকে মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ উভয়রূপে পড়া বৈধ। শব্দটির উচ্চারণ সহজ হওয়ার কারণে (মুনসারিফ পড়া বৈধ) এবং দু'টো সবাব পাওয়া যাওয়ার কারণে (গায়রে মুনসারিফ পড়া বৈধ)। যেমন- هِنْدٌ - অন্যথায় (তিন বর্ণ বিশিষ্ট মধ্যম বর্ণ সাকিন আরবী শব্দ না হলে) غير منصرف পড়া ওয়াজিব। যেমন- زَيْنَبُ - سَقَرُ - مَاهُ ও جُوْرُ - اَلتَّانِيْثُ بِأَلِف مَقْصُوْرَة যেমন حُبْلَى এবং تانيث بالف مَمْدُوْدَة যেমন- حَمْرَاء অবশ্যই غير منصرف -কেননা আলিফ দু'সবাব অর্থাৎ تَانِيْث ও لُزُوْم التَّانِيْث (স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া অপরিহার্য হওয়া) এর স্থলাভিষিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله أَمَّا التَّانِيْثُ الخ ঃ تَانِيْث বা مؤنث দু প্রকার। ক. بِالتَّاءِ (تاء দ্বারা) খ. بِأَلِفْ (আলিফ দ্বারা) চাই আলিফটি মাকছুরা হোক বা মামদূদা- تانيث بالتاء আবার দু'প্রকার- ক. لفظى ও খ مَعْنَوِى, تَائِي لَفْظِيْ আবার দু প্রকার- ক. مُتَحَرِّكْ (হরকত যুক্ত) ও খ. سَاكِنَهْ (সাকিন)।

تَانِيْثُ بِتَاىْ لَفْظِي سَاكِنَهْ (সাকিন যুক্ত لَفْظِيْ تائے দ্বারা مؤنث) টি فِعل এর বৈশিষ্ট্য বা আলামত, বাকী সবগুলোকে মুসান্নিফ র. শর্তাবলীসহ একেক করে বর্ণনা করেছেন-

★ উল্লেখ্য যে, تائے تانيث দ্বারা اسم এর শেষে অতিরিক্ত পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত এবং ওয়াকফের সময় যে ة টি ، হয়ে যায় একমাত্র এ ة উদ্দেশ্য। بِنْتٌ ـ أُخْتٌ এ জাতীয় শব্দের تটি تَانِيْث تَائے নয়, ঐ تَ টি মূলত লাম কালেমা দ্বারা পরিবর্তিত। تانيث এর প্রকারভেদ চিত্রে প্রদত্ত হল-

- تَانِيْث
  - بِتَاء
    - مَلْفُوظَة
      - مُتَحَرِّك (فَاطِمَةُ)
      - سَاكِنَهْ (ضَرَبَتْ - خَاصَّةُ فِعل)
    - مُقَدَّرَه (أَرْضٌ)
  - بِأَلِف
    - مَقْصُوْرَة (حُبْلَى)
    - مَمْدُوْدَة (حَمْرَاءُ)
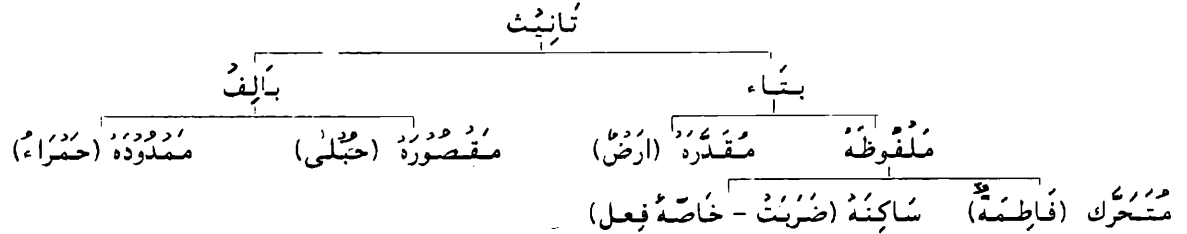
قوله فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُوْنَ عَلَمًا ঃ অর্থাৎ ة দ্বারা مُؤَنَّث টি غير منصرف এর সবাবের জন্য عَلَم (নাম বাচকপদ) হওয়া শর্ত, চাইতা পুরুষের হোক যেমন- طَلْحَة বা মহিলার যেমন- فَاطِمَة ـ عَلَمِيَّتْ শর্ত হওয়ার কারণ تَائے تَانِيْث টা مَحَلِّ سُقُوط তথা বিলুপ্তির স্থানে বিদ্যমান। কারণ এটা কেবল مذكر ও مؤنث এর মাঝে পার্থক্যের জন্য আসে। সুতরাং তা বিলোপ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর عَلَمِيَّتْ ইসমকে অপরিবর্তন রাখে। এ কারণে এর জন্য عَلَمِيَّتْ কে শর্ত রাখা হয়েছে। যাতে শব্দটির জন্য مؤنث হওয়াটা অপরিহার্য হয়ে যায়। আর

তখন مُنْصَرِف হওয়া থেকে বিরত রাখার শক্তি পায়। অপরদিকে عَلَمِيَّتْ না হলে উক্ত عَلَمِيَّتْ টি নিজের পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং অপরকে منصرف হওয়া থেকে বাধা দিবে কিরূপে?

قَوْلُهُ بِالتَّاءِ الخ ঃ এর দ্বারা اَلِفِ تَانِيْثْ এর উভয় প্রকার বের হয়ে গেল, কারণ তার জন্য এমনিতেই تَانِيث لَازِمْ - (অপরিহার্য)।

قوله وَكَذَالِكَ الْمَعْنَوِيُّ ঃ অর্থাৎ تَانِيْثِ لَفْظِي এর ন্যায় تَانِيْثِ مَعْنَوِي এর জন্যও عَلَمِيَّتْ শর্ত। তবে পার্থক্য এই যে, لَفْظِي এর মধ্যে تَانِيْث আবশ্যিক করার জন্য শর্ত। যেমন طَلْحَةٌ এটাকে غَيْرِ مُنْصَرِف পড়া ওয়াজিব। আর مَعْنَوِي এর মধ্যে ওয়াজিব নয়। বরং জায়েয, তবে হ্যা تَانِيْثِ مَعْنَوِي এর সাথে عَلَمِيَّتْ ছাড়াও যদি আরো কোন সবাব পাওয়া যায় তখন উক্ত সবাবের ভিত্তিতে غير منصرف পড়া ওয়াজিব হবে। সামনে ثم الْمَعْنَوِيْ দ্বারা একথাটিই বুঝান হচ্ছে।

قوله ثُمَّ الْمَعْنَوِيُّ اِنْ كَانَ الخ ঃ এর সার কথা এই যে, تَانِيْثْ مَعْنَوِيْ টা غير مُنْصَرِف এর سَبَبِ مُؤَثِّرْ হওয়ার জন্য عَلَمِيَّتْ ছাড়া আরো তিনটি শর্তের কোন একটি শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরী। উক্ত শর্ত তিনটি এই–

১. مُؤَنَّثِ مَعْنَوِي শব্দটি তিনের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হওয়া, যথা– زَيْنَبُ

২. অথবা মাঝের বর্ণটি হরকত বিশিষ্ট হওয়া। যথা– سَقَرُ (দোযখ)

৩. অথবা عَجَمِي তথা অনারবী হওয়া। যথা– مَاهْ ও جُوْر (দুটি শহরের নাম)

অতএব এ চারোটি শব্দকে غير منصرف পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে مُؤنثِ مَعْنَوِي এর মধ্যে এ তিন শর্তের কোনটি না পাওয়া গেলে তাকে غير منصرف পড়া ওয়াজিব নয়। বরং জায়েয, যেমন– هِنْدٌ (মহিলার নাম) এর মধ্যে عَلَمْ ও تانيثِ مَعْنَوِي পাওয়া গেছে কিন্তু তিন শর্তের কোনটি পাওয়া যায়নি। এ কারণে غير مُنْصرِف পড়া ওয়াজিব নয়।

قوله لِاَجْلِ الْخِفَّةِ الخ ঃ এটা يَجُوْزُ صَرْفُهُ এর দলিল বা কারণ, অর্থাৎ তিন হরফ ও মাঝে সাকিন হলে তা পড়া খুবই সহজ। আর এ সহজতা দু' সবাবের দরুন গায়রে মুনছারিফ পড়ার কারণ (ثِقَالَتْ বা কাঠিন্য) কে হালকা করে দেয়। তবে হ্যা! উপরোক্ত ৩ শর্তের কোনটি পাওয়া গেলে তার উচ্চারণে কিছুটা কাঠিন্য সৃষ্টি হয় বিধায় গায়রে মুনছারিফ পড়া জরুরী হয়ে যায়। ফলে كَسْرَةْ ও تَنْوِين কে দূর করে সহজ করা হয়।

قوله وَوُجُوْدِ السَّبَبَيْنِ ঃ এর عَطْف হয়েছে اَلْخِفَّةِ এর উপর। এটা وَيَجُوْزُ تَرْكُهُ তথা গায়রে মুনছারিফ পড়া জায়েয হওয়ার দলিল।

قوله اَلتَّانِيْثُ بِالْاَلِفِ الخ ঃ অর্থাৎ اَلِف مَقْصُوْرَةْ বা اَلِف مَمْدُوْدَةْ দ্বারা مؤنث কে غير منصرف পড়া জরুরী। اَلْبَتَّةَ অর্থ অবশ্যই, এটা فعلِ مُقَدَّرْ এর مفعولِ مُطلق মূলত بَتَّ بَتَّةً ছিল। মূল অর্থ কর্তন করা, শুরুতে الف لام যুক্ত করে এক শব্দে পরিণত করা হয়েছে। এটি সন্দেহ দূর করা তথা নিঃসন্দেহ ও অবশ্যই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই একটি সবাবই غير منصرف হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

قوله لِاَنَّ الْاَلِفَ الخ ঃ কারণ এ সবাবটি দুটি সবাবের قَائِم مُقَام (স্থলাভিষিক্ত), আর তাহল تانيث ও لُزوم تانيث - কেননা এ আলিফটি কখনো শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ حُبْلَى ও حَمْرَاءُ এর আলিফ বিলোপ করে مذكر এর জন্য حُبْلَى ও حَمْرَاءُ বলা যায় না। কিন্তু تَانِيث بِالتَّاءِ এর ক্ষেত্রে এমন নয়। অর্থাৎ ت বিলোপ করে مذكر এর জন্য ব্যবহার করা যায়। এ কারণে এর জন্য لُزوم তথা تانيث জরুরী হওয়া ভিন্ন একটি সবাবের ন্যায় গণ্য করা হয়েছে।

اَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ مِنْهَا اِلَّا الْعَلَمِيَّةُ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اَمَّا الْعُجْمَةُ فَشَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ عَلَمًا فِى الْعُجْمَةِ وَزَائِدَةً عَلٰى ثَلٰثَةِ اَحْرُفٍ كَابْرَاهِيْمَ اَوْثَلَاثِيًا مُتَحَرِّكَ الْاَوْسَطِ كَشَتَرَ فَلِجَامُ مُنْصَرِفٌ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ وَنُوْحُ مُنْصَرِفٌ لِسُكُوْنِ الْاَوْسَطِ اَمَّا الْجَمْعُ فَشَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى صِيْغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ اَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ كَمَسَاجِدَ اَوْحَرْفٌ مُشَدَّدٌ مِثْلُ دَوَابٌّ اَوْ ثَلٰثَةُ اَحْرُفٍ اَوْسَطُهَا سَاكِنٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْهَاءِ كَمَصَابِيْحَ فَصَيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُوْلِهِمَا الْهَاءَ

অনুবাদ ॥ مُعْرِفَةٌ – মা'রেফার প্রকারসমূহের মধ্য হতে عَلَمِيَّةٌ বা নামবাচক বিশেষ্য ছাড়া অন্য কোন প্রকারকে غير منصرف এর সবাব হিসেবে গণ্য করা হয় না। وصْف ছাড়া অন্যান্য সবাবের সাথে মিলিত হতে পারে।

عُجْمَةٌ – عُجْمَةٌ (আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনারবী শব্দ) غَيْرِ مُنْصَرِف -এর সবাব হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা আজমী ভাষায় عَلَمٌ (নামবাচক বিশেষ্য) হবে এবং তার বর্ণ তিনের অধিক হবে। যেমন– اِبْرَاهِيْم অথবা তিন বর্ণ হবে যার মধ্যম বর্ণ হরকত বিশিষ্ট হবে। যেমন– شَتَرٌ (একটি দুর্গের নাম), لِجَامٌ (লাগাম) শব্দটি عَلَمٌ না হওয়ার কারণে এবং نُوحٌ মধ্যমবর্ণ সাকিন হওয়ার কারণে منصرف - جُمْع – এটা গায়রে মুনসারিফের সবাব হওয়ার জন্য শর্ত হল শব্দটি مُنْتَهى الْجُمُوْع (চূড়ান্ত বহুবচন) এর ওযনে হবে। আর مُنْتَهى الْجُمُوْع এর পরিচয় হলো, বহুবচনের আলিফের পরে দু'টি অক্ষর হবে, যেমন– مَسَاجِدُ– অথবা তাশ্দীদযুক্ত একটি অক্ষর হবে, যেমন– دَوَابٌّ – অথবা তিন অক্ষর হবে যার মধ্যম অক্ষর সাকিন এবং তা ها অর্থাৎ تاء تانيث কবূল করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله ঃ اَمَّا الْمُعْرِفَةُ الخ معرفه টা غير منصرف এর সবাব হওয়ার জন্য কেবল عَلَمِيَّتْ তথা নামবাচক পদ হওয়া উদ্দেশ্য। কারণ مُعْرِفه এর মধ্য হতে কিছু আছে মবনী। যেমন– ১. مُضْمَرَات ২. اَسْمَائے اِشَارَات ৩. اَسْمَائے مَوْصُوْلات ইত্যাদি। আর غير منصرف হল مُعْرَب - আর مُعَرَّفْ بِاللَّامْ ও اِضافت তো غير منصرف কে منصرف বা منصرف এর হুকুমে পরিণত করে। সুতরাং এ দুটো ও غير منصرف এর সবাব হতে পারে না। বাকী منادى টা مُعَرَّفْ بِاللَّامْ এর মধ্যে দাখিল, কারণ নাহ্ভীদের মতে ياء দ্বারা مُعْرِفه টা الف لام দ্বারা معرفه থেকে তাবীলকৃত।

قوله ঃ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ অর্থাৎ عَلَمِيَّتْ টা একমাত্র وصف ছাড়া অন্যান্য সকল সবাবের সাথে একত্রে আসতে পারে। وَصْف যেহেতু ذَاتِ مُبْهَمَةٌ (অস্পষ্ট সত্বা) বুঝায় আর علميت নির্দিষ্ট সত্বা বুঝায়। অতএব দুয়ের মাঝে বৈপরিত্ব রয়েছে। এ কারণে একত্র হওয়া সম্ভব নয়।

وصف ছাড়া অন্যান্য সবাবের সাথে علميت একত্রে আসার উদাহরণ–

১. عدل এর সাথে। যেমন– عُمَرُ، زُفَرُ
২. تانيث এর সাথে। যেমন– طَلْحَةُ، حَمْزَةُ
৩. جمع এর সাথে। যেমন– مساجد ، مصابيح
৪. تركيب এর সাথে। যেমন– حَضْرَمَوْتُ، بَعْلَبَكُّ
৫. وزن فعل এর সাথে। যেমন– اَحْمَدُ ، تَغْلِبُ
৬. عُجْمَة এর সাথে। যেমন– اِسْمَاعِيْل، اِبراهيم
৭. اَلِفُ وَنُوْن زَائِدَتَان এর সাথে যথা– عُثْمَانُ ، عِمْرَانُ

★ قوله اَمَّا الْعُجْمَةُ الخ ঃ عُجْمَةٌ (অনারবী) غير منصرف এর সবাব হওয়ার عَلَمْ হওয়া শর্ত। عُجْمَةٌ বাবে كرم হতে অর্থ তোতলা হওয়া, পরিভাষায় কোন শব্দ আনারব কর্তৃক গঠিত হয়ে আরবীতে ব্যবহৃত হওয়া।

★ ফায়েদা ঃ عُجْمِى শব্দের পরিচয়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. কারো কারো মতে এর জন্য সুনির্দিষ্ট ওযন আছে।

২. কারো কারো মতে কোন ওযন নেই, তবে তা চেনার কয়েকটি পদ্ধতি আছে। বস্তুত এ মতটিই সঠিক।

عُجْمِى শব্দ চেনার উপায়ঃ ক. আরবী ওযনের খেলাপ হওয়া, খ. কোন পরিবর্তন ছাড়াই একাধিক কঠিন হরফ পরস্পর ও একত্রে আসা, গ. نُوْن ও رَا পাশাপাশি আসা, যেমন– نَرْجِس (নার্গিস ফুল) ঘ. صَادْ ও جِيْم একই শব্দে আসা। যেমন– صَيْرُوْج ঙ. قَافْ ও جِيْم একই শব্দে আসা। যেমন– قَرْجُم

قوله فَشَرْطُهَا اَنْ الخ ঃ عُجْمَه-টা غَيْر مُنْصَرِف এর সবাব হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। যথা–

১. عُجْمَه থাকা কালে (আরবীতে ব্যবহারের পূর্বে) عَلَم হওয়া। চাই حَقِيْقَةً হোক যেমন ابراهيم বা حُكْمًا যেমন– قَالُوْنَ আনারবী অর্থ جَيِّدٌ উত্তম, পরবর্তীতে জনৈক কারীর কিরাত অতি উত্তম হওয়ায় এটাই তার নামে হয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে عَلَمِيَّتْ শর্তের কারণ এই যে, عَلَم হলে শব্দটি বিভিন্নরূপে পরিবর্তন থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায় আরবগণ তাদের ভাষার ন্যায় পরিবর্তন করতে থাকবে। আর তখন সাধারণ اسم এর মত হয়ে عُجْمِيَّتْ লোপ পাবে এবং উচ্চারণে সহজ হয়ে যাবে। ফলে غير منصرف হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

قوله زَائِدَةٌ عَلٰى الخ ঃ عُجْمَه টা غير مُنْصَرِف এর সবাব হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল– শব্দটিতে তিন অক্ষরের বেশী থাকা। বা তিন অক্ষর হলে তার মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া। যেমন اِبْرَاهِيم ও شَتَرُ (কেল্লার নাম) حُكْمًا ও حَقِيْقَةً তবে عُجْمِى এটা (আরবীরূপ) مُعَرَّبْ এর لگام শব্দটি لِجَامٌ ঃ قوله فَلِجَامٌ مُنْصَرِفٌ الخ কোন ক্ষেত্রে এটা علم (নাম বাচক) নয় বরং اسم جِنْس এভাবে نوح শব্দটি منصرف-কারণ অক্ষর তিনটি হলে শর্ত ছিল মধ্যাক্ষর হরকত যুক্ত হওয়া, অথচ এখানে সাকিন। এ কারণে منصرف -

★ ফায়েদা ঃ ১. সকল ফেরেশতার নাম غير منصرف ২. সকল নবীগণের নাম غير منصرف (সাতজন ছাড়া)। নিম্নের شِعر দুটিতে উক্ত নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

گرهمى خواهىْ كه دانى نام هر پيغمبرى * تاكدام است آئے برادر نزد نحو مُنْصَرِفُ

صَالِح وهُوْد ومُحَمَّدٌ وشُعَيْب ونوح ولوط * مُنْصَرِف داں و ديگر باقى همه لا يَنْصَرِفُ

আরেকজন হলেন شِيْث ع –

قوله اَمَّا الْجَمْعُ الخ ঃ এখানে جمع দ্বারা جَمْعِيَّتْ (মাসদারী) অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ جمع হওয়া। এ সবাবের জন্য শর্ত হল مُنْتَهٰى الْجُمُوْعُ (جمع এর সর্বশেষ ওযনে) হওয়া।

جَمْعُ مُنْتَهٰى الْجُمُوْعُ এর গঠন পদ্ধতি ঃ ১. اَلِف جمع এর পরে এক হরফ থাকা। যথা– مساجد ২. الف جمع এর পর তাশদীযুক্ত হরফ থাকা। যথা– دَوَابٌّ ৩. الف جمع এর পরে ৩ হরফ থেকে মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়া। যথা– مَفَاتِيْح

قوله غَيْرُ قَابِلٍ لِلْهَاءِ ঃ এটা প্রথম يَكُوْنَ এর ফায়েলের যমীর থেকে حال অর্থাৎ جمع টা غير منصرف এর সবাব হওয়ার জন্য শর্ত হল ২টি। ১. مُنْتَهٰى الْجُمُوْع এর ওযনে হওয়া, ২. শেষে تائے تانيث না থাকা যা وقف এর সময় ة হয়ে যায়।

كَمَصَابِيْحَ فَصَيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُوْلِهِمَا الْهَاءَ وَهُوَ اَيْضًا قَائِمٌ مُقَامَ السَّبَبَيْنِ اَلْجَمْعِيَّةُ وَلُزُوْمُهَا وَامْتِنَاعُ اَنْ يُجْمَعَ مَرَّةً اُخْرٰى جَمْعَ التَّكْسِيْرِ فَكَاَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ - اَمَّا التَّرْكِيْبُ فَشَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَمًا بِلَا اِضَافَةٍ وَلَا اِسْنَادٍ كَبَعْلَبَكَّ

অনুবাদ ॥ যেমন- مَصَابِيْحُ -সুতরাং صَيَاقِلَةٌ ও فَرَازِنَةٌ শব্দ দু'টি مُنْصَرِف - কেননা উভয়টি هَا কবূল করেছে। আর এটাও দু'টি সবাবের স্থলাভিষিক্ত। সবাব দু'টি হচ্ছে- (১) বহুবচন হওয়া (২) বহু-বচন হওয়া অপরিহার্য হওয়া তথা পুনরায় তার جَمْعِ تَكْسِيْر করা নিষিদ্ধ হওয়া। কেমন যেন প্রথমেই দু'বার বহুবচন করা হয়েছে। تركيب -এর শর্ত এই যে, তা اضافت, ও إسْنَاد বিহীন علم (নামবাচক বিশেষ্য) হবে। যেমন- بَعْلَبَكٌّ (একটি শহরের নাম)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَهُوَ اَيْضًا قَائِمٌ الخ ঃ যমীরের مرجع হল اَلْجَمْعُ আর اَيْضًا - فعلِ مُقَدَّرْ এর মূলত مفعولِ مُطْلَقْ - اَضَ اَيْضًا - رَجَعَ الْكَلَامُ رُجُوْعًا এর অর্থে, (বক্তব্য পূর্বের কথার হুকুমে ফিরে এল) অর্থাৎ جمع টা ও تانيث এর উভয় আলিফের ন্যায় দু'সবাবের قائم مقام - এক হল جمع تكسير হওয়ার কারণে, আর দ্বিতীয় হল পূনরায় এর আর جمع না হওয়ার কারণে। যদিও جمع سالم হওয়া জায়েয। যেমন صَاحِبَةٌ এর جمع হল صَوَاحِبُ এর جمع سالم - صَوَاحِبَاتٌ দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এদিকেই এশারা করেছেন যে, কেমন যেন এটাকে দু'বার جمع বানান হয়েছে।

قوله اَمَّا التَّرْكِيْبُ الخ ঃ تركيب অর্থ সংযুক্ত করা, পরিভাষায় কোন হরফ উহ্য না রেখে দুই বা দুয়ের অধিক শব্দ মিলে এক শব্দে পরিণত হওয়া। কোন হরফ তার অংশ হওয়া ছাড়া কথার দ্বারা اَلنَّجْم ، بَصْرِى ইত্যাদি مُرَكَّبْ থেকে বের হয়ে গেল, কারণ প্রথমটি حرفِ تَعْرِيف - আর দ্বিতীয়টির ى হল يَاءُ نِسْبِى

উল্লেখ্য যে, তারকীবের এ সংজ্ঞাটি যে তারকীব مَنْعِ صَرْف এর সবাব কেবল তার জন্য খাছ। কেননা সাধারণ مُرَكَّبْ এর সংজ্ঞা আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যার অংশ অর্থের অংশ বুঝায় তাকে مُرَكَّبْ বলে। مُرَكَّبْ ৬ প্রকার। যথা-১.اِضَافِى যথা- غُلَامُ زَيْدٍ ২. تَوْصِيْفِى যথা। رَجُلٌ عَالِمٌ ৩. مَزْجِى যথা- بَعْلَبَكٌّ ৪. اِسْنَادِى যথা- زَيْدٌ قَائِمٌ ৫. تَعْدَادِى-(بِنَائِى) যথা- اَحَدَ عَشَرَ ও ৬. صَوْتِى যথা- سِيْبَوَيْهِ কবির ভাষায়-

بُوَد تُرْكِيْبُ بِنَزْدِ نَحْوِيَاں شَشْ * بِيَادَشْ گِيْر وَگُرْخَائِفْ زِفُوْتِى

اِضَافِى ذَا ى وَتَوْصِيْفِى وَمَزْجِى * هُمْ اِسْنَادِى وَتَعْدَادِى وَصَوْتِى - (مَنْعِ صرف)

قوله فَشَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَمًا ঃ অর্থাৎ تركيب টা সবাব হওয়ার জন্য দুটি শর্ত (১) عَلَمْ (নাম) হওয়া। কেননা, علم হলে সেটা অপরিবর্তনীয় থাকবে। ফলে সহজতার দাবিদার হবে। (২) بِلَا اِضَافَةٍ وَلَا اِسْنَادٍ অর্থাৎ تَرْكِيبِ اِضافى ও تَرْكِيبِ اِسْنَادِى না হতে হবে। কারণ اضافت তো غير منصرف কে منصرف বানিয়ে দেয়। সুতরাং তা منع صرف এর মধ্যে কিভাবে ক্রিয়াশীল হবে? আর اِسنادى تركيب টা عَلَمِيَّتْ ছাড়া সবাব হতে পারে না। আর علم হলে তখন তা মবনী হয়ে যায়। অথচ غير منصرف হল مُعْرَبْ -

قوله بَعْلَبَكٌّ ঃ بَعْل এক দেবতার নাম। আর بَكٌّ এক বাদশার নাম। সে একটি শহর স্থাপন করে তার প্রিয় দেবতা ও নিজের নামের সাথে মিলিয়ে উক্ত শহরের নাম রাখে বা'লাবাক্কা শহর। শব্দটি تركيب ও علميت এর কারণে غير منصرف হয়েছে।

فَعَبْدُ اللّٰهِ مُنْصَرِفٌ وَمَعْدِيكَرِبُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَشَابَ قَرْنَاهَا مَبْنِيٌّ، اَمَّا الْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ اِنْ كَانَتَا فِيْ اِسْمٍ فَشَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَمًا كَعِمْرَانَ وَعُثْمَانَ.فَسَعْدَانُ اِسْمُ نَبَتٍ مُنْصَرِفٌ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ وَاِنْ كَانَتَا فِيْ صِفَةٍ فَشَرْطُهُ اَنْ لَّايَكُوْنَ مُؤَنَّثُهُ عَلٰى فَعْلَانَةٍ كَسَكْرَانَ فَنَدْمَانُ مُنْصَرِفٌ لِوُجُوْدِ نَدْمَانَةٍ

অনুবাদ॥ অতএব عَبْدُ اللّٰهِ মুনসারিফ ও مَعْدِيكَرِبُ গায়রে মুনসারিফ এবং شَابَ قَرْنَاهَا মবনী। اَلِفْ وَ نُوْن زَائِدَتَان – (শব্দের শেষে আলিফ ও নূন অতিরিক্ত হওয়া)। এমনটা যদি ইসমের মধ্যে হয় তবে তা علم (নামবাচক) হওয়া শর্ত। যেমন– عِمْرَان – عُثْمَان কিন্তু سَعْدَانُ মুনসারিফ। কারণ তা علم নয়। আর যদি তা صفت বা গুণবাচক ইসমের মধ্যে হয় তবে তার জন্য শর্ত হল তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلانة এর ওযনে না হওয়া। যেমন– سَكْرَانُ – কিন্তু نَدْمَانٌ মুনসারিফ। কেননা তার স্ত্রীলিঙ্গ হয় نَدْمَانَةٌ–

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَعَبْدُ اللّٰهِ مُنْصَرِفٌ ঃ عَبْدُ اللّٰهِ এর মধ্যে تَرْكِيبِ اِضَافِى এর কারণে مُنْصَرِف হয়েছে। আর مَعْدِيكَرِبُ (এক ব্যক্তির নাম) غَيْرِ مُنْصَرِف কারণ এতে اسنادى বা تَرْكِيبِ اِضَافِى কোনটি হয়নি।

قوله شَابَ قَرْنَاهَا الخ ঃ شَابَ قَرْنَاهَا এটা দ্বিতীয় শর্তের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট। জনৈক মহিলার নাম। شَابَ قَرْنَاهَا অর্থ তার উভয় বেনী সাদা হয়েগেছে। মহিলার সামনে দুপাশের চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। অধিক আলোচিত হতে হতে এটি তার নামে পরিণত হয়ে যায়। এর মধ্যে تركيب ও علم পাওয়া সত্ত্বে মবনী, কারণ تَرْكِيبِ اِسْنَادِى পাওয়া গেছে।

قوله اَمَّا الْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الخ ঃ এর মধ্যে فَشَرْطُهُ এর যমীরটি مُفْرَد আর এর مَرْجِع তথা اَلْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ হল দুটি বস্তু, অতএব উভয়ের মাঝে تَطَابُقْ (সামঞ্জস্য) হয় না। এ কারণে যমীরটি হয় (ক) اسم এর দিকে ফিরবে। কেননা এ সব ইসমেরই আলোচনা অর্থাৎ فَشَرْطُ الْاِسْمِ الَّذِىْ فِيْهِ الْاَلِفُ وَالنُّوْنُ হবে। অথবা (খ) الف ও نون মিলে যেহেতু এক সবাব। এ কারণে معطوف عليه ও معطوف কে এক ধরে তার দিকে ফিরবে। (গ) অথবা شرط এর পরে تاثير শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ– شَرْطُ تَاثِيْرِ الْاَلِفِ

★ اَلِفْ ونُون زَائِدَاتَانِ এর জন্য علم হওয়া শর্ত এ জন্য যে, الف ونون শব্দের শেষে অতিরিক্ত হয়, আর শব্দের শেষাংশ হল পরিবর্তনের স্থান। এ কারণে পরিবর্তন থেকে রক্ষার জন্য علم হওয়া শর্ত স্থির করা হয়েছে। যেমন– عِمْرَانُ ও عُثْمَانُ

★ উল্লেখ্য যে, এ দুটি উদাহরণ দ্বারা মুসান্নিফ র. اَلِفْ وَنُون زَائِدَاتَانُ এর ওযন দুটি হওয়ার প্রতি ইশারা করেছেন। سَعْدَانُ এক ধরনের ঘাস। এটা علم নয় বরং اسم جنس এ কারণে منصرف

قوله اِنْ كَانَ فِىْ صِفَةٍ الخ ঃ অর্থাৎ যদি সিফাতের ছীগায় الف ونون অতিরিক্ত হয় তাহলে তার মুয়ান্নাছ فَعْلَانَةٌ এর ওযনে না হওয়া শর্ত। যেমন سَكْرَانُ (মাতাল) শব্দটি غير منصرف –কারণ এর মুয়ান্নাছ আসে سَكْرٰى – سَكْرَانَةٌ আসে না। অপরদিকে ندمان (সবাসদ, সাথী) এর মুয়ান্নাছ যেহেতু ندمانة আসে, এ কারণে এটি منصرف তবে نَدْمَانٌ যদি نَدَامَةٌ (লজ্জা পাওয়া) থেকে গঠিত হয় তাহলে সবার মতে এটা منصرف হবে। কারণ তখন তার মুয়ান্নাছ হবে نَدْمٰى - এভাবে حَسَّان শব্দটি حُسْن (সৌন্দর্য) হতে গঠিত হলে منصرف হবে। আর حِسٌّ (অনুভূতি) হতে গঠিত হলে غير منصرف হবে না। কারণ তখন এটা فَعْلَانٌ এর ওযনে হবে।

اَمَّا وَزْنُ الْفِعْلِ فَشَرْطُهُ اَنْ يَخْتَصَّ بِالْفِعْلِ وَلَايُوْجَدُ فِي الْاِسْمِ اِلَّا مَنْقُوْلًا عَنِ الْفِعْلِ كَشَمَّرَ وَضَرَبَ وَاِنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ فَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ اَوَّلِهِ اِحْدٰى حُرُوْفِ الْمُضَارِعَةِ وَلَا يَدْخُلَهُ الْهَاءُ كَاَحْمَدَ وَيَشْكُرَ وَتَغْلِبَ وَنَرْجِسَ فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُوْلِهِمَا الْهَاءَ كَقَوْلِهِمْ نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ ـ اِعْلَمْ اَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيْهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيْبُ وَالْاِسْمُ الَّذِيْ فِيْهِ الْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ اَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ ذَالِكَ وَلَاكِنْ اِجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُوْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ - اَمَّا فِي الْقِسْمِ الْاَوَّلِ فَلِبَقَاءِ الْاِسْمِ بِلَاسَبَبٍ وَاَمَّا فِي الثَّانِيْ فَلِبَقَائِهِ عَلٰى سَبَبٍ وَاحِدٍ تَقُوْلُ جَائَنِيْ طَلْحَةٌ وَطَلْحَةٌ اٰخَرُ وَقَامَ عُمَرُ وَعُمَرٌ اٰخَرُ وَضَرَبَ اَحْمَدُ وَاَحْمَدٌ اٰخَرُ وَكُلُّ مَا لَايَنْصَرِفُ اِذَا اُضِيْفَ اَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِاَحْمَدِكُمْ وَبِالْاَحْمَدِ ـ

অনুবাদ ॥ وَزْنِ فِعْل (কোন ইসম ফে'লের গঠনে হওয়া) ঃ এটা গায়রে মুনসারিফের সবাব হওয়ার জন্য শর্ত হল, উক্ত ওযনটি ফে'লের ওযনের সাথে নির্দিষ্ট হওয়া এবং ফে'ল হতে নকল করে আনা ছাড়া তা ইসমের মধ্যে পাওয়া না যাওয়া। যেমন– ضَرَبَ ও شَمَّرَ -আর যদি উক্ত ওযনটি ফে'লের সাথে নির্দিষ্ট না হয়, তবে তার শুরুতে مُضَارِع -এর যেকোন একটি আলামত থাকা এবং তার শেষে تَاء মুক্ত না হওয়া অপরিহার্য। যেমন– اَحْمَدُ، يَشْكُرَ ও نَرْجِسُ - অতএব يَعْمَلٌ শব্দটি مُنْصَرِف কারণ তা هَا অর্থাৎ تَاءِ تَانِيث কবূল করে। যেমন– আরবরা বলে থাকে نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ (কর্মক্ষম উষ্ট্রী।) تَانِيْث

জেনে রেখো যে, غَيْر مُنصرف -এর যেসব সবাবের জন্য عَلَمِيَّةٌ শর্ত করা হয়েছে, তা হল– (৫টি যথা) (১) مُؤَنَّث بِالتَّاء (২) مؤنثِ مَعْنوِى, (৩) عُجْمَة, (৪) تركيب, (৫) اَلْاِسْمُ الَّذِىْ فِيْهِ الْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ (অতিরিক্ত আলিফ ও নূন বিশিষ্ট বিশেষ্য) অথবা عَلَمِيَّة শর্ত নয় তবে অন্য সবাবের সাথে একত্রিত হয়, আর তা হল ২টি– علم ও وَزْنِ فِعْل – যখন علم কে نَكِرَة করা হবে তখন منصرف হয়ে যাবে। প্রথম প্রকারেরটি (যার মধ্যে علمية শর্ত করা হয়েছে) منصرف হবে ইসমটি সবাব বিহীন হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় প্রকারেরটি (যার মধ্যে علمية শর্ত করা হয় নি) এক সবাব থাকার কারণে। যেমন– তুমি বলবে– جَاءَنِىْ طَلْحَةٌ وَ طَلْحَةٌ اٰخَرُ - ضَرَبَ اَحْمَدُ وَ اَحْمَدٌ اٰخَرُ - غَيْر مُنصرف শব্দটি مضاف হলে, বা তাতে ال দাখিল হলে, তাতে যের দাখিল হয়। যেমন– مَرَرْتُ بِاَحْمَدِكُمْ وَ بِالْاَحْمَدِ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَمَّا وَزْنُ الْفِعْلِ الخ ঃ وَزْنِ فِعْل -এর জন্য দুটি শর্ত। ১. فعل এর সাথে খাছ হওয়া, ২. অথবা শুরুতে মুযারের কোন আলামত থাকা।

قوله وَلَايُوْجَدُ فِى الْاِسْمِ الخ ঃ অর্থাৎ ওযনটি اسم এর মধ্যে مشترك হবে না, তবে اسم হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা فعل থেকে مَنْقُوْل (নকলকৃত) হতে হবে। যেমন– شمر ঘোড়ার নাম ماضى مَجْهُول এর ছীগা হতে নকল করে ঘোড়ার নাম রাখা হয়েছে। এভাবে ضَرَبَ দ্বারা কোন মানুষের নাম রাখা হল এগুলো এখন علم তথা اسم হিসেবে ব্যবহৃত। আর وزن فعل ও علم এর কারণে غير منصرف -এভাবে اِسْتَخْرَجُ ও اِقْتَدَرُ এর বেলায়ও। এসব ওযন فعل এর সাথে খাছ।

قوله اِحْدٰى حُرُوْفِ الْمُضَارِع ঃ এটা দ্বিতীয় শর্ত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যদি ওযনটি فعل এর সাথে খাছ না হয় তাহলে কমপক্ষে শুরুতে মুযারের কোন একটি আলামত থাকতে হবে এবং শেষে ة না থাকতে হবে।

★ এ শর্তের কারণ এই যে, শুরুতে এ حرف থাকা فعل এর বৈশিষ্ট্য, অতএব এর দ্বারা ওযনটা فعل এর সাথে খাছ হয়ে যাবে এবং اسم ও فعل এর মাঝে مشترك থাকবে না। আর ة না থাকার শর্ত এই জন্য যে, فعل এর ওযনটি যাতে اسم-এর ওযনের মধ্যে দাখিল না হয় এবং فعل এর জন্য খাছ হওয়া বাতিল না হয়। কেননা হরকতযুক্ত تائے تانيث টা اسم এর বৈশিষ্ট্য لَهَاءُ। لَايَدْخُلُهُ এটা أَنْ يَكُوْنَ এর যমীর থেকে حال

قوله أَحْمَدُ وَيَشْكُرُ الخ ঃ প্রথম তিনটি মানুষের নাম। আর نَرْجِس হলে ফুলের নাম। এভাবে - أَسْبَاط يَعْقُوْبُ - يُوْنُسُ - يُوْسُف ইত্যাদি সবগুলোর শুরুতে আলামতে মুযারে রয়েছে। এগুলো وزن فعل ও علم এর কারণে غير منصرف -

قوله وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَاشُرِطَ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, غير منصرف এর নয় সবাবের মধ্যে কেবল وصف এর সাথে عَلَمِيَّت জমা হয় না। বাকীগুলোর মধ্যে জমা হয়, তবে এগুলো দু'ধরনের (ক) عَلَمِيَّت শর্ত হিসেবে পাওয়া যায়, এ ধরনের সবাব ৪টি। যথা ১. تانيث بِالتَّاء ৩. تانيثِ مَعْنوى ২. عُجْمَه ৩. تركيب ৪. الف ونون زَائِدَتَان হওয়া। এ ধরনের সবাব ২টি- ১. عدل ও ২. وزنِ فعل (খ) عَلَمِيَّت শর্ত হিসেবে নয়, বরং শর্তহীনভাবে পাওয়া যায়।

قوله إِذَا نُكِّرَ صُرِفَ ঃ উপরোক্ত উভয় প্রকার سبب গুলো থেকে عَلَمِيَّتْ দূর হয়ে نكره (অনির্দিষ্ট) হয়ে গেলে তখন منصرف হয়ে যাবে।

★ দু'উপায়ে علم কে نَكِرَه করা যায় (ক) এক জামাতের লোককে একই নামে নাম করণ করা (খ) علم দ্বারা ব্যক্তির গুণ উদ্দেশ্য নেয়া। যথা- لكل فرعون موسى (প্রত্যেক মূসার জন্য ফেরাউন আছে) এখানে فِرْعَوْن ও مُوْسٰى দ্বারা প্রাচীন কালের নবী মূসা ও আল্লাহ দাবীকারী মিশরের বাদশাহ ফেরাউন উদ্দেশ্য নয়। বরং مُحِقّ ও مُبْطِل তথা হক ও বাতিল পন্থী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এটা لِكُلِّ مُبْطِلٍ مُحِقٌّ অর্থে। আর এক্ষেত্রে নির্দিষ্টতা বা عَلَمِيَّت না পাওয়া যাওয়ার কারণে উভয়টি منصرف -

قوله أَمَّا فِى الْقِسْمِ الخ ঃ এখান থেকে معرفه কে نكره স্থির করলে منصرف হয়ে যাওয়ার দলিল বর্ণনা করছেন। যথা- প্রথম প্রকারে যেহেতু غير منصرف হওয়ার জন্য علميت শর্ত ছিল। نكره বানানোর দ্বারা তা আর থাকলনা, আর শর্ত না পাওয়া গেলে হুকুম (مشروط) ও পাওয়া যায় না (إِذَافَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ)

উদাহরণ- قَامَ عُمَرُ وَعُمَرٌ اٰخَرُ ও جَائَنِيْ طَلْحَةُ وَطَلْحَةٌ اٰخَرُ ইত্যাদি। এগুলোতে প্রথম নামটি নির্দিষ্ট বুঝাচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি বুঝাচ্ছে অনির্দিষ্ট। কেননা- অন্য এক তালহা বা অন্য এক উমর কে শ্রোতার সামনে তা নির্দিষ্ট হচ্ছে না। এ কারণে পরের নামটি منصرف হিসেবে তানভীন যুক্ত হয়েছে।

قوله وَكُلُّ مَالَايَنْصَرِفُ الخ ঃ غير منصرف **শব্দে** كسره **আসা প্রসঙ্গ ঃ** দু'কারণে গায়রে মুনছারিফ শব্দে كسره হয়, ১. مضاف হলে, যথা- مَرَرْتُ بِاَحْمَدِكُمْ এখানে احمد শব্দটি كُمْ যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে।

২. শুরুতে لامِ تعريف আসলে। যথা- مَرَرْتُ بِالْاَحْمَدِ এর احمد শব্দের পূর্বে।

التمرين (অনুশীলনী)

১. غير منصرف কাকে বলে? উহার হুকুম (বিধান) কি এবং এর সবাব কয়টি ও কি কি?

২. عدل কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? হুকুমসহ বিশদভাবে লিখ।

৩. تانيث কত প্রকার ও কি কি? হুকুম ও উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৪. إِذَا نُكِّرَ صُرِفَ ইবারতটির বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

৫. غير منصرف শব্দে কখন كسره ও تنوين দাখিল হয়? غير منصرف এর কয়টি সবাবে عَلَمِيَّت শর্ত ও কয়টিতে শর্ত নয় সবাব উল্লেখসহ লিখ।

اَلْمَقْصَدُ الْاَوَّلُ فِي الْمَرْفُوْعَاتِ

اَلْاَسْمَاءُ الْمَرْفُوْعَاتُ ثَمَانِيَةُ اَقْسَامٍ ـ اَلْفَاعِلُ وَمَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَالْمُبْتَدَاءُ وَالْخَبَرُ وَ خَبَرُاِنَّ وَاَخَوَاتِهَا وَاِسْمُ كَانَ وَاَخَوَاتِهَا وَاِسْمُ مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ وَخَبَرُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ ـ

প্রথম মাকসাদ ঃ মারফূআত প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ مَرْفُوْعَاتْ -এর প্রকাভেদ ঃ পেশবিশিষ্ট ইসম আট প্রকার। যথা– (১) فَاعِل (২) مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ (৩) مُبْتَدَا (৪) خَبَر (৫) خَبَرانَّ وَ اَخَوَاتِهَا (৬) اِسْم كَانَ وَاَخَوَاتِهَا (৭) اِسْم مَا وَلَاالْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ (৮) خَبَر لَاالَّتِىْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুসান্নিফ (র.) اَلْبَابُ الْاَوَّلُ তথা প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে এর অধীনে ১টি ভূমিকা, ৩টি মাকসাদ ও ২টি পরিশিষ্ট থাকার কথা বলেছিলেন। ভূমিকা শেষ হওয়ার পর এখান থেকে প্রথম মাকসাদের বর্ণনা শুরু করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْمَقْصَدُ الْاَوَّلُ ঃ অত্র মাকসাদের অধীনে তিনি اسماء مرفوعات **তথা যে সকল** اسم বিভিন্ন আমিলের কারণে مرفوع (حالتِ رَفْعِىْ বিশিষ্ট) হয়। তার বিবরণ এনেছেন।

★ مَرْفُوْعَاتْ এর বর্ণনা শুরুতে আনার কারণ ঃ مَنْصُوْبات ও مَجْرُوْرَاتْ এর তুলনায় مَرْفُوْعَاتْ-এর স্থান উর্ধ্বে, কারণ এগুলো বাক্যের উত্তম অংশ তথা فاعل ও مبتدا ইত্যাদি হয়। এ কারণে مرفوعات কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

★ مَقْصَد শব্দটি مَقْصُوْد অর্থে ব্যবহৃত। কারণ مَقْصَدْ শব্দটি اسمِ ظرف হলে তার অর্থ হবে উদ্দেশ্যস্থল, অথবা মীমটি মাসদারিয়া হলে অর্থ হবে উদ্দেশ্য করা। অথচ এখানে এর কোন অর্থই যথার্থ হয় না। এজন্য এটা مَقْصُوْد (اسم مفعول) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন– مَضْرُبٌ অর্থ مَضْرُوْبٌ এবং هٰذَا ضَرْبُ الْاَمِيْرِ টা هٰذَا مَضْرُوْبُ الْاَمِيْرِ অর্থে।

قوله اَلْاَسْمَاءُ الْمَرْفُوْعَةُ ঃ اَلْمَرْفُوْعَاتْ শব্দটি اَلْاَسْمَاءِ এর সিফত, নিয়ম আছে যে, সিফত ও মওসূফের মধ্যে تَطَابُقْ জরুরী, অথচ اَلْاَسْمَاء বহুঃ আর اَلْمَرْفُوْعَة একবচন – এর কারণ এই যে, মওসূফ غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ হলে সিফত واحد مؤنث বা جمع مؤنث উভয় হতে পারে। কেননা اَلْجَمْعُ فِيْ حُكْمِ التَّانِيْثِ (جمع টি مونث এর হুকুমে গণ্য হয়।) যেমন – اَلْاَيَّامُ الْخَالِيَةُ ও اَلْاَيَّامُ الْخَالِيَات

★ পরিভাষায় مرفوع ঐ اسم কে বলে যা فاعل হওয়ার আলামত বিশিষ্ট হয় (هُوَ مَااشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ) - আর فاعل এর আলামত হল ضمه ، واو ـ الف যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَاَبُوْهُ وَرَجُلَانِ এর মধ্যে তিনোটি একত্রিত হয়েছে।

★ মুসান্নিফ র. সহজতার প্রতি লক্ষ রেখে مرفوع এর সংজ্ঞা বর্ণনা করে তার اقسام (প্রকারভেদ) উল্লেখ করেছেন।

قوله ثَمَانِيَةٌ ঃ مرفوع কে ৮ ভাগে সীমিত করা হয়েছে। কারণ– مرفوع হয় مسند اليه হবে, না হয় مسند হবে, خَبَرانّ واَخَوَاتِها এবং خبر لائے نفى جنس হল مسند - বাকী ৬টি مسند اليه - এ ছাড়া কোন ইসম مرفوع হয় না।

فَصْلٌ - اَلْفَاعِلُ كُلُّ اِسْمٍ قَبْلَهُ فِعْلٌ اَوْصِفَةٌ اُسْنِدَ اِلَيْهِ عَلٰى مَعْنَى اَنَّهُ قَامَ بِهِ لَاوَقَعَ عَلَيْهِ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ ضَارِبٌ اَبُوْهُ عَمْرًوا وَمَاضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٍ مُظْهَرٍكَذَهَبَ زَيْدٌ اَوْمُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا اَوْمُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُوْلٌ بِهِ اَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا

পরিচ্ছেদ-১ ঃ فَاعِل প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ فَاعِل-এর সংজ্ঞা ঃ فاعل এমন সব ইসমকে বলে যার পূর্বে فعل বা একটি (شِبْهِ فعل) صِفَة (গুণবাচক বিশেষ্য) থাকে এবং فعل বা صفة টি প্রতিষ্ঠিত বা সংঘটিত হওয়ার দিক দিয়ে উক্ত ইস-মের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। এ অর্থে নয় যে, উক্ত فعل বা صفة টি ঐ ইসমের উপর পতিত হয়েছে। যেমন– قَامَ زَيْدٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান হয়েছে), زَيْدٌ ضَارِبٌ اَبُوْهُ عَمْرًوا (যায়েদের পিতা আমরের প্রহারকারী), مَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ আমরকে প্রহার করে নি)।

فاعل-এর প্রকারভেদ ঃ প্রত্যেক فعل-এর জন্য রফা'বিশিষ্ট একটি فاعل অপরিহার্য। হয়ত তা (১) اسم مظهر বা প্রকাশ্য ইসম হবে। যেমন– ذَهَبَ زَيْدٌ অথবা, (২) مُضْمَرِبَارِزٌ বা প্রকাশ্য সর্বনাম হবে। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا অথবা, (৩) مُضْمَرِ مُسْتَتِرٌ বা উহ্য সর্বনাম হবে। যেমন– زَيْدٌ ذَهَبَ আর فعل টি যদি مُتَعَدِّى (সকর্মক) হয় তাহলে তার জন্য একটি مفعولِ بِهِ ও থাকতে হবে, যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْفَاعِلُ كُلُّ اِسْمٍ الخ ঃ অধিকাংশ নাহবীদের মতে مرفوع এর মধ্যে فاعل টি اصل হওয়ায় মুসান্নিফ (র.) فاعل কে আগে এনেছেন। কারণ فاعل হল جملهٔ فعليه এর অংশ, আর جملہ فِعْلِيه হল অন্যান্য جمله এর মধ্যে اصل

★ فاعل এর সংজ্ঞার মধ্যে উল্লিখিত كُلُّ اِسْمٍ হল جِنْس এটা اسمِ حَقِيْقِىْ (যেমন যায়েদ) ও اسمِ حُكْمِى বা تَاوِيْلِىْ (যথা اَعْجَبَنِىْ اَنْ تَضْرِبَ زَيْدًا বাক্যটি اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُكَ زَيْدًا অর্থে) উভয়কে শামিল করে। قَبْلَهُ فِعْلٌ اَوْصِفَةٌ হল প্রথম فصل এর দ্বারা زَيْدٌ ضَرَبَ এর زَيْدٌ বের হয়ে গেছে)।

قوله اُسْنِدَ اِلَيْهِ এটা দ্বিতীয় فصل - এর দ্বারা যেসব اسم এর দিকে সরাসরি فعل এর সম্বন্ধ করা হয়নি সেগুলো বের হয়ে গেছে। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ এর দ্বিতীয় زَيْدٌ -

قوله عَلٰى مَعْنَى اَنَّهُ قَامَ بِهِ الخ ঃ এটা তৃতীয় فصل এর দ্বারা যে اسم এর উপর فعل বা صفت পতিত হয় যথা– مفعول ইত্যাদি বের হয়ে গেল। অতএব সংজ্ঞাটি جامع ও مانع হয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল।

قوله وَكُلُّ فِعْلٍ لَابُدَّ الخ ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক فعل এর জন্য فاعل আবশ্যক। কেননা فعل হল مسند আর مسند اليه বা فاعل ছাড়া مسند এর অস্তিত্ব অসম্ভব। উক্ত فاعل টি ৩ ধরনের হতে পারে। ১. اسمِ مُظْهَرْ যেমন– زَيْدٌ ضَرَبَ ২. مُضْمَرِ بَارِزٌ (প্রকাশ্য যমীর) যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا ৩. مُضْمَرِ مُسْتَتِرٌ (উহ্য যমীর) যেমন ضَرَبَ زَيْدٌ

★ উল্লেখ্য যে, لَابُدَّ এর মধ্যে بُدَّ (উপায়) শব্দটি যবরের উপর মবনী। কেননা এটা لائے نفى جنس এর اسم। ইবারতটি মূলত لَامُخْلَصَ مَوْجُوْدٌ لِذَالِكَ الْفِعْلِ ছিল –

قوله مِنْ فَاعِلٍ الخ ঃ فاعل এর পরবর্তী তিনোটি শব্দ فاعل এর সিফত, এর মধ্যে مرفوع সিফতটি বস্তুত زِيَادَتِ تَقْرِيْر তথা فاعل এর অবস্থান দৃঢ় করার জন্য আনা হয়েছে। কেননা فاعل মাত্রই مرفوع হয়. অতএব এর প্রয়োজন পড়ে না।

وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِّدَ الْفِعْلُ اَبَدًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ وَضَرَبَ الزَّيْدَانِ وَضَرَبَ الزَّيْدُوْنَ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبَ وَثُنِّيَ لِلْمُثَنّٰى نَحْوُ اَلزَّيْدَانِ ضَرَبَا وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ نَحْوُ اَلزَّيْدُوْنَ ضَرَبُوْا وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيْقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ اُنِّثَ الْفِعْلُ اَبَدًا اِنْ لَمْ تُفْصَلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قَامَتْ هِنْدٌ .

অনুবাদ ॥ فَاعِلُ -এর সাথে فِعل এর ব্যবহার বিধি ঃ فاعل যদি প্রকাশ্য ইসম হয় তবে فعل সর্বদা واحد হবে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ - ضَرَبَ الزَّيْدَانِ এবং ضَرَبَ الزَّيْدُوْنَ - আর فاعل যদি যমীর বা সর্বনাম হয় তাহলে একবচন فاعل এর জন্য একবচন فعل নিতে হবে। যেমন- زَيْدٌ ضَرَبَ এবং দ্বিবচন فاعل - এর জন্য দ্বিবচন فعل নিতে হবে। যেমন- اَلزَّيْدَانِ ضَرَبَا এবং বহুবচন فاعل -এর জন্য বহুবচন فعل নিতে হবে। যেমন- اَلزَّيْدُوْنَ ضَرَبُوْا - فاعل যদি مؤنث حَقِيْقِى হয়, مؤنث حقيقى ঐ স্ত্রীলিঙ্গকে বলা হয় যার বিপরীতে কোন পুংলিঙ্গ প্রাণী থাকে- তবে فعل - সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গ হবে, যদি فعل ও فاعل -এর মধ্যে অন্য কোন শব্দ দ্বারা বিচ্ছেদ না ঘটে। যেমন- قَامَتْ هِنْدٌ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وُحِّدَ الْفِعْلُ اَبَدًا ঃ অর্থাৎ فاعل প্রকাশ্য اسم হলে فعل সর্বদা একবচন আনতে হবে চাই فاعل টি একবচন, দ্বিচন বা বহুবচন যাই হোক। এর কারণ ২টি- ১. فاعل এর অবস্থা বুঝানোর জন্য فعل কে تثنيه বা جمع আনা হয়। আর فاعل যেহেতু প্রকাশ্যে আছে, সুতরাং এর জন্য অন্য কোন আলামত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২. فاعل প্রকাশ্য ইসম হওয়া সত্ত্বে فعل টি দ্বিচন বা বহুবচন আনলে দু'টি অসুবিধা সৃষ্টি হয়। (ক) تعدد فاعل (فاعل একাধিক বার উল্লেখ করা।)

(খ) إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ (مرجع এর পূর্বে যমীর উল্লেখ করা) কারণ প্রকাশ্য ফায়েল তো পরে উল্লেখ রয়েছে।

قوله وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا الخ ঃ فاعل টি যমীর হলে সে অনুযায়ী فعل দ্বিবচন, বহুবচন আনা জরুরী। কারণ এটি মূল فاعل এর অবস্থা বুঝাবে।

قوله وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا ঃ فاعل যদি مؤنث حُقِيْقِى হয় এবং فاعل ও فعل এর মধ্যে অন্য শব্দের ব্যবধান না থাকে তাহলে فعل কে مؤنث আনা জরুরী, কেননা এই আলামতটি ফায়েলের লিঙ্গ বুঝাবে।

★ **ফায়েদা ঃ** (১) مؤنث দু'প্রকার (ক) مؤنث حقيقى যার বিপরীতে পুরুষ প্রাণী থাকে (খ) مؤنث غير حقيقى যার বিপরীতে পুরুষ প্রাণী থাকে না। যেমন- عين (চোখ) نخلة (খেজুর গাছ)

(২) ৩ শর্তে فاعل কে مؤنث আনা জরুরী, ১. فعل রূপান্তর যোগ্য হওয়া, অন্যথায় مذكر ও مؤنث উভয় জায়েয। যথা- نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ ও وَنِعْمَ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ ২. مؤنث টি প্রাণী জাতীয় হওয়া, ৩. فعل ও فاعل এর মাঝে فاصله বা ব্যবধান থাকা। فاعل এর مؤنث শক্তিশালী হওয়ায় فعل এর مؤنث হওয়ার মধ্যে আছর বা প্রভাব সৃষ্টি করে। আর فاعل যদি مونثِ غيرِ حُقِيْقِى হয় তাহলে فعل টা مذكر আনা জায়েয, কারণ, এ فاعل এর تانيث টা ত্রুটি পূর্ণ (কেননা حقيقى নয়) এ কারণে فعل এর মধ্যে فاعل এর আছর ক্রিয়াশীল হওয়া জরুরী নয়।

وَاِنْ فُصِلَتْ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ نَحْوُ ضَرَبَ الْيَوْمَ هِنْدٌ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ ضَرَبَتِ الْيَوْمَ هِنْدٌ وَكَذٰلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيْقِيْ نَحْوُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ وَهٰذَا اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُسْنَدًا اِلَى الْمُظْهَرِ وَاِنْ كَانَ مُسْنَدًا اِلَى الْمُضْمَرِ اُنِّثَ اَبَدًا نَحْوُ اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ وَجَمْعُ التَّكْسِيْرِ كَالْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيْقِيْ تَقُوْلُ قَامَ الرِّجَالُ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ قَامَتِ الرِّجَالُ وَالرِّجَالُ قَامَتْ وَيَجُوْزُ فِيْهِ الرِّجَالُ قَامُوْا وَيَجِبُ تَقْدِيْمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُوْلِ اِذَا كَانَا مَقْصُوْرَيْنِ وَخِفْتَ اللُّبْسَ نَحْوُ ضَرَبَ مُوْسٰى عِيْسٰى

অনুবাদ ॥ আর যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবে فعل কে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকবে। যেমন– ضَرَبَ الْيَوْمَ هِنْدٌ - আর ইচ্ছা করলে ضَرَبَتِ الْيَوْمَ هِنْدٌ - ও বলা যায়। مُؤَنَّثْ غَيْرِ حَقِيقِى -এর মধ্যে অনুরূপ হুকুম। যেমন– طَلَعَتِ الشَّمْسُ – আবার ইচ্ছা করলে طَلَعَ الشَّمْسُ ও বলতে পার। উপরোক্ত হুকুম কেবল সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন فعل কোন প্রকাশ্য ইসমের সাথে সম্পর্কিত হবে। আর যদি ضمير বা সর্বনামের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে فعل টি সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ – جمع تكسير টা مؤنث غير حقيقى -এর ন্যায়। যেমন– তুমি বলবে قَامَ الرِّجَالُ -এবং ইচ্ছা করলে (فعل কে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করে) বলবে قَامَتِ الرِّجَالُ – اَلرِّجَالُ قَامَتْ - তবে اَلرِّجَالُ قَامَتْ -এর ক্ষেত্রে اَلرِّجَالُ قَامُوْا বলাও বৈধ। **فاعل কে مفعول -এর উপর مقدم করার ক্ষেত্র ঃ** فاعل ও مفعول উভয়ই اسم مقصور হলে এবং পরস্পর মিলে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তখন فاعل -কে مفعول -এর উপর مقدم করা ওয়াজিব। যেমন– ضرب موسى عيسى -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِنْ فُصِلَتْ الخ ঃ فعل ও فاعل এর মাঝে فاصله (ব্যবধানকারী) আসলে فعل কে مذكر ও مؤنث উভয় আনা যায়, কারণ মাঝে فاصله আসায় فاعل এর مؤنث হওয়ার আছর (প্রভাব) فعل এর মধ্যে ক্রিয়াশীল হওয়া জরুরী থাকে না।

قوله كَذٰلِكَ فِى الْمُؤَنَّثِ الخ ঃ অর্থাৎ فاعل টি مؤنث غير حقيقى হলে فعل কে مذكر ও مؤنث উভয়ই আনা যায়। তবে فصل এর ক্ষেত্রে مذكر আনা উত্তম। কারণ فاصله আসলে مؤنث حقيقى এর ক্ষেত্রে যখন مذكر আনা জায়েয তাহলে غير حقيقى এর ক্ষেত্রে আরো উত্তমরূপে জায়েয। কেননা حقيقى এর তুলনায় غير حقيقى নিম্নমানের। অতএব উত্তম না হলে উভয়ের মাঝে মানের সমতা প্রমাণিত হয়। আর এটা উচিত নয়।

قوله جَمْعُ التَّكْسِيْرِ الخ ঃ فاعل টা جمع تكسير হয়ে ذَوِى الْعُقُوْلِ হৌক বা غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ হৌক উভয় ক্ষেত্রে فاعل কে مذكر ও مؤنث যে কোনটি আনা যায়।

★ ফায়েদা ঃ (ক) فاعل টা جمع مكسر হয়ে যদি مؤنث حقيقى হয় তথাপি ফে'লকে مذكر ও مؤنث উভয় আনা যায়। যেমন– وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ আবার وَقَالَتْ نِسْوَةٌ ও বলা যায়। (খ) ফায়েল جمع مؤنث سالم হওয়ার ক্ষেত্রেও فعل কে مذكر ও مؤنث আনা জায়েয। যেমন– اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ও اٰمَنَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ (গ) اِثْنَانِ -আর اَرْضُوْنَ ، سِنُوْنَ -এর বহুবচন ون দ্বারা হলে তার فعل কে مذكر বা مؤنث আনা যায়। যেমন– مؤنث ও قُلَّتَانِ এ হুকুমে শামিল।

قوله وَيَجِبُ تَقْدِيْمُ الْفِعْلِ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, فاعل এর اصل হল مفعول এর উপর مقدم হওয়া। কারণ বাক্যের প্রধান অঙ্গগুলোর মধ্যে فاعل সবচেয়ে শক্তিশালী। তাই বলে সর্বক্ষেত্রে مقدم হওয়া ওয়াজিব নয়, কতিপয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব। আর তাহল যে ক্ষেত্রে فاعل ও مفعول এর মাঝে প্রভেদ করার উপায় না থাকে। যেমন– فاعل ও مفعول উভয়টি اسم مقصور হলে এবং পরস্পর মিশে যাওয়ার ভয় থাকলে। যেমন– ضَرَبَ مُوْسٰى وعِيْسٰى এর মধ্যে উভয়টিতে اعراب জাহির না হওয়ার দরুন কোন্‌টা ফায়েল কোন্‌টা মাফউল বুঝা মুশকিল। অতএব এমন ক্ষেত্রে ফায়েলের مقدم ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা বুঝা যাবে যে, প্রথমটা ফায়েল, আর দ্বিতীয়টা মাফউল।

وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِنْ لَمْ تَخَفِ اللُّبْسَ نَحْوُ أَكَلَ الْكُمَّثْرَى يَحْيَى وَضَرَبَ عَمْرًوا زَيْدٌ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ: أَ قَامَ زَيْدٌ؟ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفَاعِلُ وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا نَحْوُ ضُرِبَ زَيْدٌ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ -

---

অনুবাদ ॥ আর যদি পরস্পর মিলে যাওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে مفعول -কে পূর্বে আনা বৈধ। যেমন– أَكَلَ الْكُمَّثْرَى يَحْيَى এবং ضَرَبَ عَمْرًوا زَيْدٌ –

فاعل ও فعل – কে حذف (লুপ্ত) করার ক্ষেত্র ঃ قرينة বা ইংগিত পাওয়া গেলে فعل -কে হযফ করা বৈধ। যেমন– কোন ব্যক্তি বলল مَنْ ضَرَبَ (কে প্রহার করেছে?), উত্তরে বলা হল زَيْدٌ (অর্থাৎ ضَرَبَ زَيْدٌ), অনুরূপভাবে فعل ও فاعل উভয়কে একত্রে লুপ্ত করা বৈধ। যেমন– কেউ বলল– قَامَ زَيْدٌ (যায়েদ কি দাঁড়িয়েছে?) উত্তরে বলা হলো نَعَمْ (হ্যাঁ)। কোন কোন সময় فاعل -কে হযফ করে مفعول কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তখন فعل টি মাজহুল বা অকর্মক হয়। যেমন– ضُرِبَ زَيْدٌ (যায়েদ প্রহৃত হয়েছে)। এটা مرفوعات -এর দ্বিতীয় প্রকার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ الخ ঃ অপর দিকে উভয়টি اسم مقصور হওয়া সত্বে যদি إِلْتِبَاسٌ (মিশে যাওয়া) এর ভয় না থাকে তাহলে ফায়েল কে مقدّم করা জরুরী নয় বরং জায়েয। যেমন– أَكَلَ الْكُمَّثْرَى يَحْيَى (ইয়াহয়া আপেল খেয়েছে) এখানে আপেলে যেহেতু ইয়াহয়াকে খেতেপারে না, সুতরাং বুঝা যাবে যে كُمَّثْرَى ই মাফউল যদিও তা আগে এসেছে। এভাবে ضَرَبَ عَمْرًوا زَيْدٌ এর মধ্যে عَمْرًوا এর نصب ও زَيْدٌ এর رفع হল ফায়েল ও মাফউলের পরিচায়ক বা قرينه। এ কারণে এখানেও ফায়েলকে مقدم করা ওয়াজিব নয়।

★ ফায়েদা ঃ উপরের উদাহরণ দুটি দ্বারা বুঝা গেল যে, ফায়েল ও মাফউলের পরিচায়ক বা قرينه দু ধরনের। ১. قرينهٔ مَعْنَوِيَّهٔ (প্রথম উদাহরণে) ও ২. قَرِيْنَهٔ لَفْظِيَّهٔ (দ্বিতীয় উদাহরণে)।

قوله وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, যেসব ক্ষেত্রে কোন শব্দ উল্লেখ না করা সত্বে তার অর্থ বুঝতে অসুবিধে সৃষ্টি না হয় সে সব ক্ষেত্রে শব্দ উহ্য রাখা জায়েয। বরং সহজ ও নিষ্প্রয়োজনীয়তার কারণে উত্তমও বটে। মুসান্নিফ (র.) এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন وَيَجُوزُ حَذْفُ الخ বলে। তিনি প্রথমে فعل উহ্য রাখার উদাহরণ দিয়েছেন যথা– مَنْ ضَرَبَ এর উত্তরে শুধু زَيْدٌ বলা জায়েয। এখানে উত্তরে ضَرَبَ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রশ্নটাই এখানে قرينه যে, زَيْد এর পূর্বে ضَرَبَ ফে'ল উহ্য আছে। এভাবে فعل ও فاعل উভয়কে বিলোপ করা জায়েয যেমন– اقام زيد এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে কেবল– হা বা না বলা জায়েয অর্থাৎ এটা মূলত نَعَمْ قَامَ زَيْدٌ বা مَاقَامَ زَيْدٌ এর পর্যায়ে গণ্য।

★ قَوْلُهُ مَعًا ঃ এটা جُمْعًا এর অর্থে, অর্থাৎ فعل ও ফায়েল একত্রে حذف করা জায়েয।

★ ফায়েল কে ৫ জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও حذف করা জায়েয নেই। যথা– ১. مَاقَامَ الاَّزَيْدٌ এ জাতীয় বাক্যে। ২. مَصْدَرْ এর মধ্যে যেমন إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ৩. تَعَجُّبْ এর মধ্যে যেমন أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ৪. فعلِ مَجْهول এর মধ্যে যেমন ضُرِبَ زَيْدٌ ৫. تَنَازُعِ فِعْلَيْنِ এর মধ্যে।

فَصْلٌ ـ اِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ فِيْ اِسْمٍ ظَاهِرٍ بَعْدَ هُمَا اَيْ اَرَادَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفِعْلَيْنِ اَنْ يَّعْمَلَ فِيْ ذٰلِكَ الْاِسْمِ فَهٰذَا اِنَّمَا يَكُوْنُ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ ـ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَّتَنَازَعَا فِي الْفَاعِلِيَّةِ فَقَطْ نَحْوُ ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ،

পরিচ্ছেদ- ২ ঃ দু'ফেলের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ দু'ফেলের দ্বন্দ্ব ঃ যখন দুটি فعل তাদের পরবর্তী কোন একটি প্রকাশ্য ইসমকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফে'লই ঐ ইসমের মধ্যে আমল করতে চায় তখন এর চারটি অবস্থা হতে পারে। প্রথমঃ উভয় ফে'লই উক্ত ইসমকে فاعل বানাতে চায়। যথা- ضَرَبَنِيْ وَ اَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ-

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهٗ اِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ الخ ঃ মুসান্নিফ র. فاعل এর বিভিন্ন বিষয়াদি বর্ণনার পর এখান থেকে এক مَعْمُوْل নিয়ে দু'ফে'লের আমলের দ্বন্দ্ব ও তা নিরসনের উপায় বর্ণনা করেছেন। تَنَازُعٌ অর্থ পরস্পর টানা-হেচঁড়া করা, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া, এ প্রসঙ্গটি بَحْثِ تَنَازُعٌ নামে খ্যাত।

★ উল্লেখ্য যে, تَنَازُعٌ শুধু فعل এর সাথে খাছ নয় বরং اسم فاعل، اسم مفعول ইত্যাদির মধ্যেও হতে পারে। اسم فاعل এর মধ্যে- যেমন زَيْدٌ مُعَلِّمٌ وَمُؤَدِّبٌ

★ اسم مفعول যেহেতু আমলের দিক দিয়ে اصل ফে'ল, এ কারণে মুসান্নিফ فعل এর تَنَازُعٌ উল্লেখ করেছেন।

★ تنازع দু'ফেলের মধ্যে সীমিত নয় এবং অনেক ফে'লের মধ্যেও হতে পারে। এখানে নিম্নতম সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَتَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ

এর মধ্যে ছয়টি ফে'ল عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ কে مَعْمُول বানাতে চায়।

★ মাসদার اسمِ مُشْتَقٌّ এর ন্যায় আমল করে তবে বসরী ও কূফী নাহবীগণের মতে মাসদারের مَعْمُول ফায়েলকে حذف করা জায়েয নেই। এ কারণে তার تنازع (দ্বন্দ্ব) মিটান সম্ভব নয়।

قوله فِيْ اِسْمٍ ظَاهِرٍ ঃ اسمِ ظاهر বলার কারণ হল যমীর কে বাদ দেয়া, কেননা যমীর হয়তো متصل হবে, নয়তো مُنْفَصِل হবে। ضميرِ مُنْفَصِل এর মধ্যে تَنَازُعٌ হতে পারে না। কারণ ضميرِ مُتَّصِل যে ফে'লের সাথে মিলিত থাকে তারই معمول হয়। যেমন ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ এর মধ্যে تُ যমীর এবং ضَرَبَكَ وَاَكْرَمَكَ এর মধ্যে كَ যমীর। এগুলো মিলিত ফে'ল থেকে বিচ্ছিন্ন করা দূরস্ত নয় বরং নিজ নিজ আমিলের সাথে রাখা ওয়াজিব। তবে مَاضَرَبَ وَمَااَكْرَمَ اِلَّا اَنَا জাতীয় বাক্যের মধ্যে যদিও تنازع সম্ভব কিন্তু বসরী ও কূফীগণের মতে এ জাতীয় تَنَازُع মিটান সম্ভব নয়; এ কারণে ضميرِ مُنفصل ও تنازع থেকে বেরিয়ে গেল।

قوله بَعْدَ هُمَا الخ ঃ এটা وَاقِعٌ এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে اسم এর দ্বিতীয় সিফত। এর দ্বারা ফে'লের পূর্বে উল্লিখিত বা দু'ফেলের মাঝে উল্লিখিত اسم বের হয়ে গেল। যেমন- ضَرَبْتُ زَيْدًا এবং زَيْدًا ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ وَاَكْرَمْتُ ইত্যাদি। কেননা এ ধরনের اسم তার পূর্বের ফে'লের معمول হবে।

قوله وَاَرَادَ كُلٌّ وَاحِدٍ الخ ঃ মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে تَنَازُعِ الْفِعْلَانِ এর বিবরণ দিচ্ছেন যে, এখানে تَنَازُعٌ দ্বারা প্রকৃত দ্বন্দ্ব উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা হল ذِيْ رُوْح তথা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। ফে'লের মধ্যে তা কল্পনা করাই অসম্ভব। সুতরাং এখানে تَنَازُعٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফে'লের আমলের চাহিদা।

قوله فَهٰذَا اِنَّمَا يَكُوْنُ الخ ঃ تنازع **এর প্রকারভেদ ঃ** মুসান্নিফ (র.) বলেন- দু' ফে'লের দ্বন্দ্বের মোট ৪টি ছুরত (অবস্থা) হতে পারে। কেননা হয়তো উভয় ফে'ল فاعل নিয়ে দ্বন্দ্ব করবে, নতুবা ২. مفعول নিয়ে দ্বন্দ্ব করবে ৩. অথবা প্রথম ফে'ল فاعل চাইবে, আর দ্বিতীয় ফে'ল مفعول চাইবে ৪. অথবা প্রথম ফে'ল مفعول চাইবে, আর দ্বিতীয় ফে'ল فاعل চাইবে। সুতরাং এ ৪ ছুরতের মধ্যে تنازع সীমিত হল (প্রত্যেকটির উদাহরণ কিতাবে দ্রষ্টব্য)

اَلثَّانِىْ اَنْ يَّتَنَازَعَا فِى الْمَفْعُوْلِيَّةِ فَقَطْ نَحْوُ ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا ، اَلثَّالِثُ اَنْ يَّتَنَازَعَا فِى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُوْلِيَّةِ وَيَقْتَضِى الْاَوَّلُ الْفَاعِلَ وَالثَّانِى الْمَفْعُوْلَ نَحْوُ ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا ، اَلرَّابِعُ عَكْسُهُ نَحْوُ ضَرَبْتُ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ وَاعْلَمْ اَنَّ فِىْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ يَجُوْزُ اِعْمَالُ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ وَاِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِىْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى وَالثَّالِثَةِ اَنْ يَّعْمَلَ الثَّانِىْ وَدَلِيْلُهُ لُزُوْمُ اَحَدِ الْاَمْرَيْنِ اِمَّا حَذْفُ الْفَاعِلِ اَوِ الْاِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ وَكِلَاهُمَا مَحْظُوْرَانِ وَهٰذَا فِى الْجَوَازِ

অনুবাদ ॥ দ্বিতীয়ঃ উভয় ফে'ল ইসমটিকে مفعول বানাতে চায়। যথা– ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا **তৃতীয়ঃ** ফে'ল দু'টি উক্ত ইসমকে فاعل ও مفعول বানানোর ব্যাপারে দ্বন্দ্ব করে,প্রথমটি চায় فاعل আর দ্বিতীয়টি চায় مفعول। যথা– ضَرَبَنِىْ وَ اَكْرَمْتُ زَيْدًا – **চতুর্থ ঃ** হল তৃতীয় অবস্থার বিপরীত। যথা– ضَرَبْتُ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ-

দ্বন্দ্বের সমাধান ঃ জেনে রেখো যে, অত্র চারো ছুরতে প্রথম ও দ্বিতীয় فعل এর যে কোন একটির আমল দেয়া বৈধ। তবে ইমাম ফাররা র. প্রথম ও তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় ফেলে'র আমল দেয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ করেন। তাঁর দলীল হল, এতে (১) حذف فاعل (ফায়েল বিলুপ্ত হওয়া) ও (২) اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ (مرجع উল্লেখের পূর্বে যমীর উল্লেখ করা) এর যে কোন একটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এ দু'টো বিষয়ই নিষিদ্ধ। এ মতভেদ হল জায়েয হওয়া (না হওয়া)-এর ব্যাপারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّ فِىْ جَمِيْعِ الخ ঃ فِعْل এর تَنَازُعْ এর ছুরত বর্ণনার পর মুসান্নিফ র. উভয় ফে'লের আমলের ছুরত বর্ণনা করছেন। এ ব্যাপারে সারকথা এই যে, উপরোক্ত চারো ছুরতে অনির্দিষ্টভাবে যে কোন فعل এর আমল দেয়া সবার মতে জায়েয (একমাত্র ইমাম ফাররা র -এর মতে প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেয়া জায়য নেই) তবে মতভেদ হল আমল দেয়া উত্তম হওয়ার ব্যাপারে। বসরীগণ দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেয়াকে প্রাধান্য দেন। আর কূফীগণ প্রথম ফে'লের আমল দেয়াকে প্রাধান্য দেন।

قوله خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ الخ ঃ ইমাম ফাররা (র.) এর মতে ১ম ও ৩য় ছূরতে (তথা প্রথম فعل যদি فاعل চায় তাহলে উল্লিখিত اسم কে তারই معمول বানাতে হবে। এর কারণ এই যে, অন্যথায় দুটি অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

(ক) اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ (مرجع উল্লেখ না করে যমীর ব্যবহার)

(খ) অথবা حَذْفُ الْفَاعِلِ (ফায়েল বিলোপ করা) আর নাহুর মূলনীতিতে উভয়ট নিষিদ্ধ। কেননা فاعل হল বাক্যের বিশেষ অংশ। সুতরাং তার স্থলাভিষিক্ত শব্দ ছাড়া তাকে حذف করার অর্থ হল বাক্য কে পঙ্গু বানান। যেমন– ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ এর زيد কে اَكْرَمَنِىْ ফায়েল বানালে ضَرَبَنِىْ এর ফায়েল হয় محذوف বলতে হয় নতুবা ضمير ফায়েল বলতে হয়। অথচ পূর্বে কোন مرجع নেই।

وَاَمَّا الْاِخْتِيَارُ فَفِيْهِ خِلَافُ الْبَصْرِيِّيْنَ فَاِنَّهُمْ يَخْتَارُوْنَ اِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِىْ اِعْتِبَارًا لِلْقُرْبِ وَالْجِوَارِ وَالْكُوْفِيُّوْنَ يَخْتَارُوْنَ اِعْمَالَ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ مُرَاعَاةً لِلتَّقْدِيْمِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ ـ

অনুবাদ ॥ তবে পসন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে বসরী নাহভীদের ভিন্নমত রয়েছে। তারা নিকটবর্তী ও প্রতিবেশী হওয়ার কারণে দ্বিতীয় فعل কে আমল দেয়া উত্তম মনে করেন। আর কুফী নাহভীগণ আগে আসা ও অগ্রাধিকারের বিবেচনায় আমল দেয়া উত্তম মনে করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاَمَّا فِى الْاِخْتِيَارِ الخ অর্থাৎ বসরী ও কূফীগণের মধ্যে মতভেদ কেবল পছন্দনীয় অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে। বসরীগণ দ্বিতীয় فعل এর আমল দেয়াকে প্রাধান্য দেন। কয়েকটি কারণে। ১. দ্বিতীয় فعل টি প্রথম معمول এর তুলনায় فعل এর নিকটতম প্রতিবেশী। অতএব আগে তার চাহিদা পূরণ করাই যুক্তিযুক্ত।

২. প্রথম فعل কে عامل বানালে عامل ও معمول এর মধ্যে فاصله (ব্যবধান) হয়ে যায়, পক্ষান্তরে ২য় فعل এর ক্ষেত্রে এমনটি হয় না।

৩. কুরআন মজীদে এ ধরনের জায়গায় দ্বিতীয় فعل এর عمل দেয়া হয়েছে যেমন– فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ এখানে كِتَاب কে اِقْرَؤُوْا ফে'লের معمول বানান হয়েছে। কেননা এটি পূর্বের فعل এর معمول হলে اِقْرَءُوْهُ হত।

৪. فصيح সাহিত্যিকগণের বাক্যে দ্বিতীয় فعل এর আমল দেয়া হয়েছে। যথা–

قَضٰى كُلُّ ذِىْ دَيْنٍ فَوَفّٰى غَرِيْمَهٗ * وَعِزَّةُ مَمْطُوْلٍ مُعَنًّى غَرِيْمُهَا

এখানে شعر এর উভয় পংক্তিতে দ্বিতীয় فعل এর আমল দেয়া হয়েছে। অন্যথায় فوقاه ও غريمها হত।

قوله وَالْكُوْفِيُّوْنَ يَخْتَارُوْنَ الخ ঃ কুফীগণের মতে প্রথম فعل এর আমল দেয়া উত্তম হওয়ার কারণ এই যে,

১. যে আগে আসে তার অধিকার বেশী থাকে।

২. দ্বিতীয় فعل এর আমল দিলে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ জরুরী হয়ে পড়ে। আর এটা দোষণীয়।

اَفْصَحُ الشُّعَرَاءِ উপাধীতে ভূষিত কবি ইমরাউল কায়েসের কবিতায় প্রথম فعل এর আমল দেয়া হয়েছে। যথা- وَلَوْ اَنَّمَا اَسْعٰى لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ * كَفَانِىْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এর মধ্যে قليل কে كَفَانِىْ এর فاعل ফায়েল বানান হয়েছে।

★ বসরীগণ এর জবাব দেন যে, এ শে'রটি بَابِ تَنَازُعٌ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং قَلِيْلٌ শব্দটি كَفَانِىْ এর ফায়েল, আর وَلَمْ اَطْلُبْ এর مفعول (الْعِزُّ وَالْمَجْدُ) উহ্য রয়েছে। এর পরবর্তী শে'র –

وَلٰكِنَّمَا اَسْعٰى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ * وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ اَمْثَالِىْ এর قرينة দ্বারা বুঝা যায়। কেননা প্রথম শে'রে لو শর্ত রয়েছে। এটি شرط ও جزاء মিলে مثبت কে منفى ও منفى কে مثبت বানিয়ে দেয়। আর এর উপর কোন কিছুকে عطف করলে তার মধ্যেও এ অবস্থা হয়। সুতরাং اَنَّمَا اَسْعٰى হল شرط আর كَفَانِىْ হল جزاء উভয়টি مثبت (হ্যাঁ বাচক) অর্থ হল– সাধারণ জীবন যাপনের জন্য যদি আমার প্রচেষ্টা হত, তাহলে সামান্য সম্পদ আমার জন্য যথেষ্ট হত। এখানে কায়েদা অনুযায়ী উভয় ফে'ল منفى হলে অর্থ হবে। আমি সাধারণ জীবন-যাপনের চেষ্টা করিনা, আর সামান্য সম্পদ আমার জন্য যথেষ্টও নয়। একইভাবে পরবর্তী অংশ لَمْ اَطْلُبْ এর অর্থ হবে وَاَطْلُبُ (আর আমি কামনা করি) এখন এটা যদি قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ নিয়ে كَفَانِىْ এর সাথে تَنَازُعْ করে তাহলে অর্থ হবে "আমি সামান্য সম্পদ কামনা করি" এতে পূর্বের ও পরের অর্থের মধ্যে تَنَاقُضْ তথা বৈপরিত্ব প্রমাণিত হয়। বস্তুত এর মাফউল হল اَلْمَجْدُ الْمُؤَثَّلُ (সম্মান প্রতিপত্তি) যা পরবর্তী শে'র দ্বারা বুঝা যায়। এতে অর্থ ও সঠিক হয়।

فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ وَضَرَبَانِيْ وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ وَضَرَبُوْنِيْ وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا وَضَرَبَانِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبُوْنِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُوْلَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوْبِ حُذِفَتِ الْمَفْعُوْلُ مِنَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقُوْلُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوْبِ يَجِبُ إِظْهَارُ الْمَفْعُوْلِ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقُوْلُ حَسِبَنِيْ مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا إِذْ لَا يَجُوْزُ حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوْبِ وَإِضْمَارُ الْمَفْعُوْلِ قَبْلَ الذِّكْرِ هٰذَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّيْنَ ـ

অনুবাদ ॥ যদি তুমি (বসরীদের মতানুযায়ী) দ্বিতীয় ফে'লকে عَامِلْ বানাতে চাও তবে দেখতে হবে যে, প্রথম فعلটি যদি فاعل চায় তাহলে তার মধ্যে فاعل -এর একটি যমীর বা সর্বনাম আন। সুতরাং উভয় ফে'লের চাহিদা এক হওয়া অবস্থায় তুমি বলবে (এক বচনে) ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ - (দ্বিবচনে) ضَرَبَانِيْ وَ أَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ - আর (বহুবচনে) ضَرَبُوْنِيْ وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ - চাহিদার ক্ষেত্রে উভয় ফে'ল ভিন্ন হওয়ার অবস্থায় তুমি বলবে (একবচনে) ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمْتُ زَيْدًا - (দ্বিবচনে) ضَرَبَانِيْ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ - (বহুবচনে) ضَرَبُوْنِيْ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ-

আর যদি প্রথম ফে'লে মাফউল চায় এবং فعل দু'টি أَفْعَالِ قُلوبْ এর অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে প্রথম فعل এর মাফউলকে বিলুপ্ত করা হবে। যেমন চাহিদার ক্ষেত্রে উভয় فعل এক হওয়া অবস্থায় তুমি বলবে- (একবচনে) ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُ زَيْدًا - (দ্বিবচনে) ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ - (বহুবচনে) ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ - এবং চাহিদার ক্ষেত্রে উভয় ফে'ল ভিন্ন হওয়ার অবস্থায় বলবে- (একবচনে)- ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ - (দ্বিবচন), ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ (বহুবচনে) ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ - কিন্তু যদি উভয় ফে'ল افعالِ قُلوبْ -এর অন্তর্ভুক্ত হয় তবে প্রথম ফে'লের মাফউলকে প্রকাশ করা ওয়াজিব। যেমন তুমি বলবে- حَسِبَنِيْ مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا, কেননা أَفْعَالِ قلوب -এর মাফউলকে বিলুপ্ত করা এবং مرجع উল্লেখের পূর্বে যমীর উল্লেখ করা বৈধ নয়। এটা বসরী নাহভীদের অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَإِنْ أَعْمَلْتَ ঃ এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) তার পসন্দনীয় বিসরিয়ীনের মাযহাবের বর্ণনা দিচ্ছেন, কেননা পূর্বে তাদের অভিমতকেই আগে উল্লেখ করেছেন, সুতরাং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ও তাদেরটা আগে আসা সমীচীন। (পরিভাষায় একে لَفّ نَشْرُ مُرَتَّبُ বলে) তিনি বলেন- দ্বিতীয় ফে'লের আমল দিতে চাইলে পূর্বোক্ত

৪ ছূরতের প্রথম ছূরত তথা উভয় ফে'ল যদি ফায়েল চায় তাহলে (১) প্রথম ফে'লের মধ্যে اسم ظاهر অনুযায়ী واحد، تثنيه ، جمع ও مذكر، مؤنث এর যমীর আনতে হবে। যেমন–

১. ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ এর মধ্যে উহ্য هُوَ ফায়েল

২. ضَرَبَانِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ - ضَرَبَانِيْ এর মধ্যে উহ্য الف যমীর ফায়েল।

৩. ضَرَبُوْنِيْ وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ - ضَرَبُوْا এর মধ্যে উহ্য واو যমীর ফায়েল।

مؤنث এর ক্ষেত্রে যেমন–

ضَرَبَتْنِي وَأَكْرَمَتْنِي الْفَاطِمَةُ - ضَرَبَتَانِيْ وَأَكْرَمَتَانِي الْفَاطِمَتَانِ - ضَرَبْتَنِيْ وَأَكْرَمَتْنِي الْفَاطِمَاتُ .

(২) যদি চাহিদার দিক দিয়ে প্রথম ফে'ল ফায়েল চায় আর দ্বিতীয়টি মাফউল চায় তাহলে বলা হবে–

১. ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا – زَيْدًا হল أَكْرَمْتُ এর مفعول আর ضَرَبَنِيْ এর فَاعِل হল যমীর।

২. ضَرَبَانِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ - الزَّيْدَيْنِ হল أَكْرَمْتُ এর مَفْعول – আর ضَرَبَانِيْ এর যমীর হল فاعِل ।

৩. ضَرَبُوْنِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ - اَلزَّيْدِيْنَ হল اكرمتُ এর مفعول, আর ضربونِيْ এর যমীর হল فاعِل

উপরোক্ত ছূরতে যদিও إِضْمَار قَبْلَ الذِكر হয় কিন্তু فاعل বাক্যের শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে জায়েয।

قوله وَإِنْ اَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ ঃ এ দ্বারা মুসান্নিফ র. বিসরিয়্যীনের মাযহাব মতে তৃতীয় ও চতুর্থ ছূরতের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে, প্রথম فعل যদি مفعول চায় আর কোন فعل - افعال قلوب এর অন্তর্গত না হয় তাহলে مفعول কে فضله (অতিরিক্ত) হিসেবে বিলোপ করবে, আর اسم ظاهر কে দ্বিতীয় فعل এর معمول বানাবে। এক্ষেত্রে مفعول কে উল্লেখ করার বা যমীর নিয়ে আসার কোন উপায় নেই। مفعول কে উল্লেখ করলে تَكْرَارِ مَفْعُوْل (একাধিকবার উল্লেখ করা) আর যমীর আনলে فَضْلَة এর ক্ষেত্রে إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرُ আবশ্যিক হয়। আর উভয়টিই দোষণীয়, অতএব حذف করাই উত্তম। আর দ্বিতীয় فعل টি فاعل চাইলে যমীর فاعل হবে। যেমন নিম্নের চিত্রে লক্ষ কর–

উভয় ফে'ল مفعول চায়	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَيْدَيْنِ	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ
প্রথমটি مفعول ও ২য়টি فاعل চায়	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ	ضَرَبْتُ وَاكرمنِي الزيدَانِ	ضَرَبْتُ واكرمَنِيْ الزيدُوْنَ

قوله وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ الخ ঃ আর উভয় فعل যদি أَفْعَالِ قُلُوبْ থেকে হয় তাহলে বসরীগণের মতে দ্বিতীয় فعل এর আমল দিতে হলে প্রথম فعل এর مفعول কে উল্লেখ করা দু' কারণে জরুরী। (ক) افعالِ قُلوب এর দু' مفعول এর কোন একটিকে حذف করা জায়েয নেই। (খ) আর যমীর আনাও জায়েয নেই। কারণ ২য় فعل এর আমল দিলে প্রথম فعل এর مفعول এর যমীর পরবর্তী اسم এর দিকে ফিরবে। ফলে إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكر লাযেম আসবে, আর মাফউল فُضْلَه হওয়ার কারণে তার জন্য إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْر আনা জায়েয নেই। সুতরাং মাফউল উল্লেখ করা জরুরী সাব্যস্ত হল। যেমন– ১. حَسِبَنِيْ مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا যায়েদ আমাকে চলন্ত মনে করেছে, আর আমিও যায়েদ কে চলন্ত ভেবেছি। এখানে ও পরবর্তী উদাহরণদ্বয়ে حَسِبَنِيْ এর فاعل হল هُوَ যমীর টি পরে উল্লিখিত زيدا এর দিকে ফিরেছে। ى متكلم এক মাফউল, আর مُنْطَلِقٌ আরেক মাফউল। আর পরবর্তী حَسِبْتُ এর تُ যমীর ফায়েল এবং زَيْدًا ও مُنْطَلِقًا হল দুই মাফউল (অতএব এ উদাহরণে تَنَازُعْ ছিল زَيْدًا সম্পর্কে, তা মিটে গেল।)

وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّيْنَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِيْ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ كَمَا تَقُوْلُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ وَضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمَانِي الزَّيْدَانِ وَضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمُوْنِي الزَّيْدُوْنَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمَنِيْ زَيْدًا وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمَانِي الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمُوْنِي الزَّيْدِيْنَ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِيْ يَقْتَضِي الْمَفْعُوْلَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوْبِ جَازَ فِيْهِ الْوَجْهَانِ حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ وَالْإِضْمَارُ وَالثَّانِيْ هُوَ الْمُخْتَارُ لِيَكُوْنَ الْمَلْفُوْظُ مُطَابِقًا لِلْمُرَادِ

অনুবাদ ॥ আর কূফীদের মাযহাব অনুযায়ী প্রথম فعل এর আমল দিলে দ্বিতীয় فعل যদি فاعل চায় তাহলে দ্বিতীয় فعل এর মধ্যে فاعلএর যমীর আনবে। যেমন– উভয় ফে'লের চাহিদা এক হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি বলবে– ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ ، ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمَانِي الزَّيْدَانِ، ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمُوْنِي الزَّيْدُوْنَ এবং উভয় فعل এর চাহিদা ভিন্ন হওয়া অবস্থায় বলবে–

ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمُوْنِي الزَّيْدِيْنَ - ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمَانِي الزَّيْدَيْنِ - ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمَنِيْ زَيْدًا -

আর যদি দ্বিতীয় فعل মাফউল চায় এবং فعل দু'টি أَفْعَالِ قُلُوْبُ -এর অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা জায়েয। যথা– (১) مفعول বিলুপ্ত করা। (২) مفعول এর যমীর আনা। তবে যমীর আনাই পসন্দনীয়। কেননা তা উদ্দেশ্যের অনুকূলে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الخ ঃ এখান থেকে কূফীগণের মতের বিবরণ শুরু করা হয়েছে। তাঁদের মতে প্রথম فعل এর আমল দেয়া পসন্দনীয়। সুতরাং প্রথম ও তৃতীয় ছূরত (অর্থাৎ প্রথম فعل যদি فاعل চায় তাহলে اسم ظاهر কে তার ফায়েল বানাতে হবে। আর দ্বিতীয় فعل টিও فاعل চায় তাহলে ضمير তার فاعل হবে এবং مفعول হযফ হবে। কেননা এক্ষেত্রে শব্দগতভাবে যদিও اضمار قبل الذكر হয় কিন্তু স্থান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তা আগেই উল্লেখ হচ্ছে। কারণ অর্থগতভাবে তা প্রথম ফে'লেরই معمول হচ্ছে। আর শাস্ত্র মতে এটা দোষণীয় নয়। যেমন–

চাহিদা	اسم ظاهر একবচন হলে	اسم ظاهر দ্বিবচন হলে	اسم ظاهر বহুবচন হলে
১. উভয়টি فاعل চায়	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمَنِيْ زَيْدًا	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمَانِي الزَّيْدَانِ	ضَرَبَنِيْ وَاكرمُوني الزَّيْدُوْنَ
২. ১মটি فاعل ২য়টি مفعول	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ زيدٌ	ضَرَبَنِيْ واكرمتُ الزَّيدَانِ	ضَرَبَنِي وَاكرمْتُ الزَّيدُوْنَ

প্রথম উদাহরণে زَيْدٌ হল ضَرَبَنِيْ এর ফায়েল, اكرمَنِيْ এর ফায়েল হল যমীর, نونِ وقايه يائے متكلم হল উভয়টির মাফউল। আর দ্বিতীয় উদাহরণে ضَرَبْتُ এর مفعول হল زَيْدًا আর أَكْرَمَنِيْ এর যমীর হল فاعل যা শাব্দিক দিক দিয়ে পরে কিন্তু ضَرَبْتُ এর মাফউল সে হিসেবে আগে।

قوله وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِيْ الخ ঃ দ্বিতীয় فعل যদি اسم ظاهر কে مفعولবানাতে চায় আর কোনটি فعل قلب না হয় এক্ষেত্রে কূফীগণের মতে প্রথম ফে'লের আমল দিতে চাইলে দ্বিতীয় ফে'লের মাফউলকে حذف করা বা মাফউলের যমীর আনা উভয়ই জায়েয, তবে যমীর আনাই উত্তম, যাতে اسم ظاهر টি তার مرجع হয়ে مفعول স্পষ্টাকরে বুঝায়। উপরন্তু যমীর আনাটাই تَنَازُعْ এর দলিল হবে যে, উক্ত اسم ظاهر নিয়েই تنازع –

أَمَّا الْحَذْفُ فَكَمَا تَقُوْلُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ زَيْدٌ وَضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَانِ وَضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدُوْنَ ـ وَأَمَّا الْإِضْمَارُ فَكَمَا تَقُوْلُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدًا وَضَرَبْتُ وَاكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمْ الزَّيْدِيْنَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ وَضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَانِ وَضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُهُمْ الزَّيْدُوْنَ ـ

অনুবাদ ॥ বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে উভয় فعل-এর চাহিদা এক হওয়া অবস্থায় তুমি বলবে–
ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُ زَيْدًا - ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ - ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ এবং উভয় فعل এর চাহিদা পরস্পর বিরোধী হওয়া অবস্থায় তুমি বলবে–
ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمْتُ زَيْدٌ - ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدَانِ - ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمْتُ الزَّيْدُوْنَ
যমীর আনার ক্ষেত্রে উভয় فعل -এর চাহিদা এক হলে তুমি বলবে–
ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُهُ زَيْدًا - ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَيْنِ ـ ضَرَبْتُ وَ أَكْرَمْتُهُمْ الزَّيْدِيْنَ এবং উভয় فعل -এর চাহিদা পরস্পর বিরোধী হলে তুমি বলবে–
ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ - ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَانِ - ضَرَبَنِيْ وَ أَكْرَمْتُهُمْ الزَّيْدُوْنَ ـ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ أَمَّا الْحَذْفُ الخ দ্বিতীয় ফে'লের মাফউল حذف করার উদাহরণ নিম্নরূপ–

চাহিদা	اسم ظاهر একঃ হলে	اسم ظاهر দ্বিঃ হলে	اسم ظاهر বহুঃ হলে
১. উভয় فعل - مفعول চায়	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِيْنَ
২. ১মটি فاعل ২য়টি مفعول চায়	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ زَيْدٌ	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَانِ	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدُوْنَ

উপরের উদাহরণগুলোতে زَيْدٌ - اسم ظاهر টি ضَرَبْتُ এর مفعول ও أَكْرَمْتُ এর مفعول বিলুপ্ত।
নিচের উদাহরণ গুলোতে زَيْدٌ - اسم ظاهر টি ضَرَبَنِيْ এর فاعل ও اكرمتُ এর مفعول বিলুপ্ত।
قَوْلُهُ وَأَمَّا الْإِضْمَارُ ঃ اسم ظاهر এ প্রথম فعل- এর আমল দিয়ে দ্বিতীয় فعل এর যমীর আনার উদাহরণ

চাহিদা	اسم ظاهر একঃ হলে	اسم ظاهر দ্বিঃ হলে	اسم ظاهر বহুঃ হলে
উভয় فعل ، مفعول চায়	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدًا ـ	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَيْنِ	ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمْ الزَّيْدِيْنَ
১মটি فاعل ২য়টি مفعول চায়	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَانِ	ضَرَبَنِيْ وَأَكْرَمْتُهُمْ الزَّيْدُوْنَ

উপরের প্রথম ছূরত সমূহে زيد হল ضَرَبْتُ এর মাফউল, আর أَكْرَمْتُهُ এর মাফউল হল যমীর। নিচের উদাহরণসমূহে زيد হল ضَرَبَنِيْ এর فاعل. আর أَكْرَمْتُهُ এর মাফউল হল যমীর।

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ كَمَا تَقُولُ حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا وَذٰلِكَ لِأَنَّ حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا تَنَازَعَا فِيْ مُنْطَلِقًا وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ هُوَ حَسِبَنِيْ وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِيْ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ وَقُلْتَ حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا يَلْزَمُ الْإِقْتِصَارُ عَلٰى أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ فِيْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِنْ أَضْمَرْتَ فَلَا يَخْلُوْ مِنْ أَنْ تُضْمِرَ مُفْرَدًا وَتَقُولُ حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا وَحِيْنَئِذٍ لَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الثَّانِيْ مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ وَهُوَ هُمَا فِيْ قَوْلِكَ حَسِبْتُهُمَا وَلَا يَجُوزُ ذٰلِكَ أَوْ أَنْ تُضْمِرَ مُثَنًّى وَتَقُولُ حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا وَحِيْنَئِذٍ يَلْزَمُ عَوْدُ الضَّمِيْرِ الْمُثَنّٰى إِلَى اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ وَهُوَ مُنْطَلِقًا الَّذِيْ وَقَعَ فِيْهِ التَّنَازُعُ وَهٰذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ وَجَبَ الْإِظْهَارُ ـ

অনুবাদ॥ আর যদি উভয় ফে'লই أَفْعَالِ قُلُوْبٌ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে مفعول -কে প্রকাশকরা অপরিহার্য। যেমন তুমি বলবে– حَسِبَنِيْ وَ حَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيدانِ مُنطلِقًا – এখানে দ্বিতীয় মাফউল (مُنْطَلِقًا) কে প্রকাশ করার কারণ এই যে, حَسِبَنِيْ ও حَسِبْتُهُمَا - উভয় ফে'লে - مُنْطَلِقًا এর মধ্যে ঝগড়া করছে। আর তুমি প্রথম فعل অর্থাৎ حَسِبَنِيْ-কে আমল করার সুযোগ দিয়েছ এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে مفعول প্রকাশ করেছ। (উক্ত উদাহরণে) যদি তুমি مُنْطَلِقَيْنِ -কে বিলুপ্ত করে حَسِبَنِيْ وَ حَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا বল, তবে افعالِ قُلوب -এর মধ্যে দু' মাফউলের এক মাফউলের উপর সংক্ষেপ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ তা না জায়েয।

আর যদি যমীর আন তাহলে (তা দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয়) হয়ত একবচনের যমীর আনবে এবং এরূপ বলবে حَسِبَنِيْ وَ حَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدانِ مُنْطَلِقًا -এমতাবস্থায় দ্বিতীয় মাফউল প্রথম মাফউলের অনুযায়ী হয় না। আর তা হল حَسِبْتُهُمَا এর মধ্যকার هُمَا সর্বনামটি। অথচ এরূপ সিদ্ধ নয়। অথবা, দ্বিবচনের যমীর (নর্বনাম) আনবে এবং বলবে - حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُمَا الزَّيدانِ مُنْطلِقًا এমতাবস্থায় দ্বিবচনের যমীর একবচনের দিকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তাহল منطلقا -আর এর মধ্যেই দ্বন্দ্ব। এটাও সিদ্ধ নয়। সুতরাং যখন মাফউলকে হযফ করা বা তার যমীর আনা কোনটাই বৈধ নয়, যেমন তুমি জানতে পারলে, সুতরাং তা প্রকাশ করাই ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ الخ ঃ উভয় فعل যদি افعال قلوب এর অন্তর্গত হয় এবং যমীর আনার কোন প্রতিবন্ধক থাকে, আর দ্বিতীয় ফে'ল اسم ظاهر কে مفعول বানাতে চায় তাহলে কূফীগণের মতানুযায়ী প্রথম ফে'লের আমল দিলে দ্বিতীয় ফে'লের মাফউল উল্লেখ করা জরুরী। এক্ষেত্রে মাফউল حذف করা বা যমীর আনা কোনটিই দুরস্ত নয়। যেমন– حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا উভয় فعل প্রথমত الزَّيْدَانِ

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَصْلٌ ـ مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ وَهُوَكُلُّ مَفْعُوْلٍ حُذِفَ فَاعِلُهٗ وَاُقِيْمَ هُوَ مَقَامَهٗ نَحْوُ ضُرِبَ زَيْدٌ وَحُكْمُهٗ فِىْ تَوْحِيْدِ فِعْلِهٖ وَتَثْنِيَتِهٖ وَجَمْعِهٖ وَتَذْكِيْرِهٖ وَتَانِيْثِهٖ عَلٰى قِيَاسِ مَاعَرَفْتَ فِى الْفَاعِلِ ـ

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ مَفْعُوْلِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ مَفْعُوْلِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ - **এর সংজ্ঞা ঃ** مَفْعُوْلِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ (কর্তার স্থলাভিষিক্ত কর্ম পদ বা نائب فاعل) এমন সব مفعول কি বলে যার فاعل কে বিলুপ্ত করে مفعول -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। যেমন– ضُرِبَ زَيْدٌ (যায়েদকে প্রহার করা হয়েছে।)

مفعولِ مَالَمْ يُسَمَّ فاعِلُهٗ **-এর হুকুম ঃ** ফে'লটি একবচন, দ্বি-বচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রলিঙ্গ আনার ব্যাপারে ঐ বিধানই কার্যকর যা ফায়েলের আলোচনায় অবগত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুসান্নিফ (র.) ফায়েলের আলোচনার পর তার قائمُ مقام (স্থলাভিষিক্ত) اسم مرفوع এর আলোচনা এনেছেন।

قَوْلُهٗ مَالَمْ يُسَمَّ الخ ঃ এখানে لَمْ يُسَمَّ টা لَمْ يُذْكَرْ অর্থে। অর্থাৎ এমন فعل এর مفعول যার فاعل উল্লেখ করা হয়নি।

قوله حُذِفَ فَاعِلُهٗ الخ ঃ দ্বারা প্রশ্ন জাগে যে, حذف দ্বারা আগে বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়, সুতরাং فاعل কি আগে উল্লেখ ছিল? এর উত্তর এই যে, لم يسم দ্বারা لم يذكر উদ্দেশ্য।

قوله وَاُقِيْمَ هُوَ ঃ هُوَ এর مرجع হল مفعول অর্থাৎ فاعل কে উল্লেখ না করে তার স্থলে مفعول উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَحُكْمُهٗ الخ ঃ অথাৎ ফে'ল একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ও মুযাক্কার, মুয়ান্নাছ আনার ব্যাপারে فاعل এর ক্ষেত্রে যে বিধান, নায়েবে ফায়েলের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযাজ্য। সুতরাং فاعل যদি اسم ظاهر হয় তাহলে فعل সর্বদা واحد আনতে হবে। ফায়েল যমীর হলে مرجع অনুযারী تثنيه এর জন্য تثنيه এবং جمع এর জন্য جمع আনতে হবে। যেমন– اَلزَّيْدَانِ ضُرِبَا ، اَلزَّيْدَانِ ضُرِبُوْا ـ فَاعل نائب – যদি مؤنث حقيقى হয় তাহলে مفعول ও فعل এর মাঝে فاصله না আসলে فعل কে مؤنث আনতে হবে, আর فاصله আসলে উভয় রকমের اِخْتِيَار থাকবে। যেমন– ضُرِبَتِ الْيَوْمَ هِنْدٌ ، ضُرِبَ الْيَوْمَ هِنْدٌ ইত্যাদি।

(পূর্বের বাকী অংশ) কে নিয়ে تَنَازُعْ করছে। প্রথম ফে'ল একে ফায়েল বানাতে চায়, আর দ্বিতীয় ফে'লে মাফউল বানাতে চায়, এখন আমল দেয়া হল প্রথম ফে'লের আর দ্বিতীয় ফে'লে هُمَا যমীর মাফউল আনা হল। আর مُنْطَلِقًا কে حَسِبَنِىْ এর মাফউল বানান হল। এখন শুধু حُسِبْتُهُمَا এর দ্বিতীয় مفعول দরকার। যদি حذف করা হয় তা নাজায়েয হয়ে যায়। আর যমীর আনলে তাতেও অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ واحد এর যমীর আনলে যমীর ও (مُنْطَلِقًا) مرجع) এর মধ্যে মিল থাকে; কিন্তু هُمَا যমীর এর সাথে মিল থাকে না। অর্থাৎ উভয় মাফউলের মধ্যে تَطَابُقْ হয় না। আবার تثنيه এর যমীর আনলে مرجع (منطلقا) এর সাথে تَوَافُقْ বা মিল থাকে না। অতএব مُنْطَلِقَيْن মাফউল উল্লেখ করাই জরুরী হল। সুতরাং বলতে হবে ـ حَسِبَنِىْ وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا

★ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, এতে তো تَنَازُعْ থাকল না, কারণ এর জন্য পর্যায়ক্রমে একই اسم এর মধ্যে উভয়ের আমল সহীহ হওয়া শর্ত, আর এক্ষেত্রে তা থাকছে না? এর জবাব এই যে, اسم দ্বারা শুধু منطلقا উদ্দেশ্য নয় বরং (চলার গুণ) এর সাথে গুণান্বিত হওয়া উদ্দেশ্য চাই তা (وصف اِنْطِلَاقْ) চাই তা واحد হোক বা تثنيه –

فَصْلٌ ـ اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ هُمَا اِسْمَانِ مُجَرَّدَانِ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ اَحَدُهُمَا مُسْنَدٌ اِلَيْهِ وَيُسَمَّى الْمُبْتَدَأُ وَالثَّانِيْ مُسْنَدٌ بِهِ وَيُسَمَّى الْخَبَرُ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ

পরিচ্ছেদ-৪ ঃ مُبْتَدَا ও خبر (উদ্দেশ্য ও বিধেয়) প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ مبتدا ও خبر-এর সংজ্ঞা ঃ مبتدا ও خبر এমন দু'টি ইসম কে বলে যা প্রকাশ্য عامل হতে মুক্ত হয় এবং তন্মধ্যে একটি হল مسند اليه যাকে মুবতাদা বলা হয় এবং দ্বিতীয়টি مُسْنَدٌ بِهٖ একে خبر বলা হয়। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَصْلٌ اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ ঃ এটা প্রকৃতপক্ষে দুটি فصل - দু'কারণে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. উভয়টি পরস্পরে مُتَلَازِمٌ তথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা আরেকটা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। ২. عامل এর দিক দিয়েও উভয়ে একই আমিলের অধীনে। অর্থাৎ عامِل مَعْنَوِىْ এর মধ্যে শরীক।

উল্লেখ্য যে, মুবতাদা দু'ধরনের ১. مبتدا টা مسنداليه হবে এখানে এটার আলোচনা করেছেন ২. মুবতাদাটা مسند اليه নয় বরং مسند তথা সিফতের ছীগা। সামনে وَاعْلَمْ اَنَّ لَهُمْ এর পরে তার আলোচনা আসছে।

قوله هُمَا اِسْمَانِ مُجَرَّدَانِ الخ ঃ অর্থাৎ مبتدا ও خبر এমন দুটি اسم যা عامل لفظي হতে খালি।

★ ফায়েদা ঃ (ক) এখানে দু'টি اسم কথাটি عام (ব্যাপকতা সম্পন্ন।) অর্থাৎ حقيقى হোক বা حكمى নতুবা আল্লাহ তাআলার বাণী– وَاَنْ تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ দ্বারা প্রশ্ন জাগে, কেননা এতে تَصَدَّقُوا ফে'লটি تَصَدُّقُكُمْ এর অর্থে হয়ে مبتدا, আর خَيْرٌلَّكُمْ হল خبر - এভাবে اَنْ تَسْمَعُوْا بِالْمُعَيْدِىْ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَرَاهُ (মুআয়দীকে দেখার চেয়ে তোমাদের জন্য তার কথা শোনাই উত্তম - কারণ সে অতি কদাকার) এটা سَمْعُكُمْ بِالْمُعَيْدِىْ এর অর্থ হয়ে مبتدا - আর خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَرَاهُ হল তার خبر - একইভাবে زَيْدٌ يَضْرِبُ এ জাতীয় বাক্যে زيد হল مبتدا আর يَضْرِبُ ـ ضَارِبُ-এর অর্থে হয়ে خبر অতএব اسم حكمى বা تاويلى হিসেবে সংজ্ঞা সঠিক।

★ مُحَقِّقِيْنِ نُحَاةْ এর মতে جمله টি تاويل ছাড়াই خبر হতে পারে, এ কারণে অনেকে خبرএর পরিচয়ের ক্ষেত্রে اسم কে বাদ দিয়েছেন।

★ شيخ ابن حاجب رح ও অন্যান্য নাহবীগণের মতে جمله টা تاويل হয়ে ইসম। সে হিসেবে খবরের পরিচয়ে اسم বলা দোষণীয় নয়। আমাদের মুসান্নিফ (র.) ও সম্ভবত এ মাযহাবের অনুসারী।

★ প্রশ্ন ঃ مجرد অর্থ খালিকৃত। আর খালি করতে হলে আগে বিদ্যমান থাকা জরুরী। সুতরাং مبتدا ও خبر এর আগে কি عامل لَفْظِىْ ছিল?

উত্তর ঃ এখানে اِحْتِمَالِ وُجُوْدْ ও امكانِ وُجود (তথা থাকার সম্ভাবনা)কে বিদ্যমান থাকার পর্যায়ে গণ্য করে مُجَرَّدَانِ বলা হয়েছে।

★ عَوَامِلُ শব্দটি বহুবচন হিসেবে যদিও তিনের অধিক বুঝায় তবে مَافَوْقَ الْوَاحِدِ এর ক্ষেত্রেও جمع ব্যবহার করা হয়। সুতরাং দুই অমলি থাকার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়, তবে এক আমিল থেকে খালি হওয়া বুঝায় না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন নিরসন কল্পে বলা যায় যে, جمع শব্দের উপর الف ولام এলে اِسْتِغْرَاقْ এর অর্থ দেয়। আর তখন সমস্ত সংখ্যাকে বেষ্টন করে নেয়। অতএব আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

قوله اَحَدُهُمَا الخ ঃ অর্থাৎ عامِل থেকে খালি দু'ইসমের মধ্যে একটি مسند اليه হবে তাকে مبتدا বলে। আর আপরটি হবে مسند তাকে خبر বলে; মুসান্নিফ (র.) অত্র সংজ্ঞায় مبتدا ও خبر কে একত্রে এনেছেন; বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন আনাই উচিত ছিল। কাফিয়া গ্রন্থকার প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। মুসান্নিফ (র.) এর বক্তব্য দ্বারা প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা এই– (ক) اَلْمُبْتَدَأُ هُوَ الْاِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُسْنَدًا اِلَيْهِ আর خبر এর সংজ্ঞা হল اَلْخَبَرُ هُوَ الْاِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُسْنَدًا بِهٖ অত্র সংজ্ঞায় উল্লিখিত– اَلْاِسْمَانِ এর মধ্যে সব দাখিল রয়েছে اَلْمُجَرَّدَانِ দ্বারা ঐসব اسم বের হয়ে গেল যার মধ্যে عامل পাওয়া যায়, যেমন– اِنَّ، كَانَ প্রভৃতি مسند اليه এর قيد দ্বারা خبر ও مبتدا এর দ্বিতীয় প্রকার খারিজ হয়ে সংজ্ঞাটি جَامِع مَانِع হয়ে গেল।

وَالْعَامِلُ فِيهِمَا مَعْنَوِيٌّ وَهُوَالْإِبْتِدَاءُ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ اَنْ يَّكُوْنَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ اَنْ يَّكُوْنَ نَكِرَةً ، وَ النَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ اَنْ تَقَعَ مُبْتَدًأ نَحْوُ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌمِّنْ مُشْرِكٍ وَكَذَا إِذَاتُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ اٰخَرَ نَحْوُ اَرَجُلٌ فِى الدَّارِ اَمْ إِمْرَأَةٌ وَمَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَشَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ وَفِى الدَّارِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ ـ

অনুবাদ ॥ মুবতাদা ও খবর উভয়েরই عامل উহ্য, আর তা হল اِبْتِدَاء (অর্থাৎ প্রকাশ্য আমেল মুক্ত হওয়া।) **مبتدا ও خبر -এর اصل বা মূল ঃ** مبتدا -এর اصل হলো মা'রেফা হওয়া এবং خبر-এর اصل হলো নাকেরা হওয়া। তবে যখন نكرة এর صفت আনা হয় তখন তা مبتدا হতে পারে। যেমন– আল্লাহর বাণী وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (অবশ্যই মুমিন বান্দা মুশরিক হতে উত্তম) অনুরূপভাবে نكرة কে যখন অন্য কোন উপায়ে খাস বা নির্দিষ্ট করা হয় তখনও তা মুবতাদা হতে পারে। যেমন– أَرَجُلٌ فِى الدَّارِ أَمْ إِمْرَأَةٌ (ঘরে কি পুরুষ রয়েছে না মহিলা?), وَمَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ (তোমার চেয়ে উত্তম কেউ নেই), شَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ (অতি অনিষ্ট কর কিছুই কুকুরটিকে খেপিয়ে তুলেছে), فِى الدَّارِ رَجُلٌ (ঘরে এক ব্যক্তি আছে), سَلَامٌ عَلَيْكَ (তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَالْعَامِلُ فِيهِمَا الخ ঃ مبتدا ও خبر এর عامل এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. বসরীগণের মতে উভয়ের মধ্যে عامِل مَعْنَوِيٌّ আর তা হল اِبْتِدَا

২. কোন কোন নাহবীর মতে مُبْتَدَا এর عامل হল اِبْتِدَا আর خبر এর عامل হল مبتدا

৩. কারো কারো মতে مُبْتَدَا ও خبر এর প্রত্যেকটি অন্যটির عامل (সুতরাং উভয়টির عامل হল لفظى

قوله وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ الخ ঃ مبتدا এর জন্য দু'টি মূলনীতি রয়েছে, মুসান্নিফ (র.) সামনে তার আলোচনা করছেন। اصل অর্থ মূল, গোড়া, পরিভাষায় اصل বলে– مَايُبْتَنٰى عَلَيْهِ غَيْرُهٗ কে। এখানে حَالَتِ مُنَاسَبَة (উত্তম অবস্থা) উদ্দেশ্য। مبتدا এর اصل হল (ক) مبتدا টি معرفه হওয়া। কেননা যার বিষয়ে কোন সংবাদ দেয়া হয় সেটি নির্দিষ্ট হলে তা দ্বারা উপকার পূর্ণাঙ্গ হয়।

قَوْلُهٗ وَأَصْلُ الخ ঃ خبر এর اصل হল نكره হওয়া, কারণ খবর محكوم به হয়। আর محكوم به এর اصل হল نره হওয়া।

قوله وَالنَّكِرَةُ إِذَا الخ ঃ اسم نَكِرَه এর মধ্যে কোন উপায়ে تخصيص সৃষ্টি হলে তাকে مبتدا বানান জায়েয। কারণ এতে اسم টি مَعْرِفَه এর নিকটবর্তী হয়ে যায়। বিভিন্ন উপায়ে اسم এর মধ্যে تخصيص সৃষ্টি হয়।

১. نكره এর صفت উল্লেখ করলে, যথা وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ এর মধ্যে عبد হল نكره – موصوف আর مؤمن হল সিফত। এর দ্বারা عبد مشرك থেকে খাছ হয়ে গেল। সে হিসেবে موصوف ، صفت মিলে مبتدا হয়েছে।

قوله وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ الخ ঃ অর্থাৎ সিফতের দ্বারা যেভাবে موصوف খাছ হয়ে مبتدا হতে পারে। তদরূপ অন্যান্য যে কোন উপায়ে খাছ হলে তা مبتدا হতে পারে। (মুসান্নিফ র. এ প্রসঙ্গে صفت সহ মোট ৬টি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলো ছাড়া আরো বিভিন্ন উপায়ে খাছ হয়। এ অংশের শেষে তা উল্লেখ করা হবে اِنْشَاءَ اللّٰهُ

★ উল্লেখ্য যে, تخصيص বা খাছ হওয়াটা حقيقى বা حكمى উভয় রকম হতে পারে।

قوله رَجُلٌ فِى الدَّارِ ঃ এখানে رَجُلٌ - نكره টি حرفِ اِسْتِفْهَامْ এর পরে আসায় খাছ হয়ে গেছে। কারণ متكلم জানে যে, ঘরে মানুষ আছে, অন্য কোন প্রাণী নয়, তবে পুরুষ নাকি মহিলা এ ব্যাপারে সে অনবহিত। এ কারণে প্রশ্ন করেছে।

قوله وَمَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ ঃ (তোমার চেয়ে ভাল কেউ নেই) এখানে اَحَدٌ শব্দটি مَاحرف نفى এর পরে আসায় এর মধ্যে تخصيص হয়েছে। কেননা কায়েদা আছে যে, نفى এর পরে نكره আসলে তা সমস্ত افراد কে শামিল করে নেয়। আর محكوم টা عام হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, কেউ এর বাইরে নয়। সুতরাং সমস্ত افراد মিলে তা شَيْئٍ وَاحِدٌ (একই বস্তু) এর পর্যায়ে গণ্য হয়।

قوله وَشَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ ঃ (বিশেষ কোন অনিষ্টে কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিয়েছে) এখানে شر শব্দটি تنوين تَعْظِيْمِىْ দ্বারা تخصيص হয়েছে। অর্থাৎ شَرٌّ এর تنوين টি عَظِيْمٌ এর পরিবর্তে এসেছে। সে হিসেবে تخصيص হয়ে مبتدا হয়েছে। অথবা نكره এর পরে فعل আসায় ফায়েল যেরূপ خاص হয়ে যায় তদরূপ এখানেও পরে فعل আসায় এটি খাছ হয়ে গেছে। অতএব তা مبتدا হতে পারে। যেমন ضرب বললে বুঝা যায় যে, এরপরে যে اسم আসবে সেটি এর ফায়েল হবে। তদরূপ এখানেও شَرٌّ টা ফায়েলের সাথে مُشَابَهْ রাখে। কেননা شَرٌّاَهَرَّذَانَابٍ বাক্যটি مَااَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ বাক্যের স্থলে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে شر টা فاعل এর بدل - আর بدل টা فاعِلِ حُكْمِى গণ্য হয়। সে হিসেবে فعل এর পরে তার স্থান, কিন্তু فعل এর আগে আসায় তার মধ্যে تخصيص এর ফায়েদা পাওয়া গেছে। কেননা تَقْدِيْمُ مَاحَقُّهُ التَّاخِيْرُ يُفِيْدُ الْحَصْرَ (যার স্থান আগে তাকে পরে আনার দ্বারা حصر এর ফায়েদা দেয়) অতএব مبتدا বানাতে কোন অসুবিধে নেই।

قوله وَفِى الدَّارِ رَجُلٌ ঃ এখানে فِى الدَّارِ উহ্য موجود এর সাথে متعلق হয়ে خبرِ مُقَدَّمْ - আর رَجُلٌ হল مبتدائے مؤخر, مبتدا টা مؤخر হওয়ায় তার মধ্যে تخصيص সৃষ্টি হয়েছে। কেননা فى الدار বলা মাত্র শ্রোতা বুঝে যে, এর পরের শব্দটি صفت استقرار (ঘরে অবস্থান) এর সাথে গুণন্বিত। সুতরাং تقديم টা تخصيص بالصفت এর পর্যায় হল, অতএব مبتدا হওয়া দোষণীয় নয়।

قوله وَسَلامٌ عَلَيْكَ الخ ঃ এখানে نِسْبَتْ بِسُوئے متكلّم (متكلم এর প্রতি সম্বন্ধ হওয়ার) দ্বারা تخصيص হয়েছে। কেননা এটা মূলত سَلَامٌ مِنْ قِبَلِىْ عَلَيْكَ এর অর্থে سَلَامٌ۔ جملهٔ دُعَائيه শব্দটিকে مِنْ قِبَلِىْ এর সাথে সম্বন্ধ করার দ্বারা تخصيص হয়েছে। অথবা এটা سَلَّمْتُ سَلَامًا عَلَيْكَ ছিল। فعل কে حذف করে دَوَامْ وَاِسْتِمْرَارْ এর জন্য سَلَامًا এর نصب কে رفع দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং মূলে سَلَّمْتُ ফে'ল থাকায় متكلم এর প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে تخصيص হয়েছে।

★ **ফায়েদা** ঃ মুসান্নিফ (র.) উদাহরণের মাধ্যমে تخصيص এর মোট ৬টি পদ্ধতির প্রতি ইশারা করেছেন। تخصيص এর আরো অনেক পদ্ধতি আছে। নিম্নে আরো কতিপয় পদ্ধতি উল্লেখ করা হল–

৭. نكره টি مضاف হলে। যথা خَمْسُ صَلَوٰاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ
৮. نكره টি دعا এর জন্য এলে যথা– وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ
৯. نكره দ্বারা বিভাজন (تقسيم) বুঝালে যথা– يَوْمٌ لَّكَ وَيَوْمٌ لِّىْ
১০. نكره দ্বারা عموم বুঝালে যথা– كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ
১১. نكره দ্বারা প্রশংসা উদ্দেশ্য হলে। যথা– خَطِيْبٌ عَلَى الْمِنْبَرِ
১২. لامِ ابتداء এর পরে এলে, যথা– لَرَجُلٌ نَافِعٌ
১৩. فائے جزائيه এর পরে এলে। যথা– اِنْ تَيَسَّرَ بَعْضٌ فَبَعْضٌ لَايَتَيَسَّرُ
১৪. نكره টি لولا-এর পর হলে। যথা– لَوْلَا صَبْرٌ وَ اِيْمَانٌ لَقَتَلَ الْحَزِيْنُ نَفْسَهُ
১৫. معرفه এর পরে عطف হলে যথা– خَالِدٌ وَخَادِمٌ ذَاهِبَانِ
১৬. كم خبريه এর পরে এলে। যথা– كَمْ صَدِيْقٍ زُرْتُهُ
১৭. নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হলে جَاسُوْسٌ مُقْبِلٌ : جَبَانٌ مُدْبِرٌ ইত্যাদি।

وَاِنْ كَانَ اَحَدُ الْاِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْاٰخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا اَلْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ وَاِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ اَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْاٰخَرَ خَبَرًا نَحْوُ اَللّٰهُ اِلٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا وَاٰدَمُ اَبُوْنَا وَقَدْ يَكُوْنُ الْخَبَرُ جُمْلَةً اِسْمِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ اَوْفِعْلِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ اَوْ شَرْطِيَّةً نحوُ زيدٌ اِنْ جَاءَنِيْ فَاكْرَمْتُهُ اَوْظَرْفِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ خَلْفَكَ وَعَمْرٌو فِى الدَّارِ۔

অনুবাদ ॥ مبتدا ও خبر -এর বিধান ঃ যদি ইসম দু'টোর একটি معرفة এবং অপরটি نكرة হয় তবে معرفة কে مبتدا এবং نكرة কে خبر বানাবে, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, আর যদি উভয় ইসমই معرفة হয় তবে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন একটিকে مبتدا এবং অপরটিকে خبر বানাবে। যেমন- اَللّٰهُ اِلٰهُنَا - مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا - اٰدَمُ اَبُوْنَا

কোন কোন সময় খবর جملهُ اسمية হয়। যেমন- زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ - অথবা جملهُ فعلية যেমন- زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ - অথবা جملهُ شرطية যেমন- زَيْدٌ اِنْ جَاءَنِيْ فَاَكْرَمْتُهُ অথবা جملهُ ظرفية যেমন- زَيْدٌ خَلْفَكَ ও عَمْرٌو فِى الدَّارِ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِنْ كَانَ اَحَدُالْاِسْمَيْنِ الخ ঃ কেননা مبتدا এর اصل হল معرفه - আর خبر এর اصل হল نكره যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে, আর উভয়টি معرفه হলে যে কোনটি مبتدا বা خبر হতে পারে

قوله قَدْيَكُوْنُ الْخَبَرُ الخ ঃ এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) خبر এর প্রকারভেদের প্রতি ইশারা করেছেন।

★ قد (কখনো) বলার দ্বারা বুঝা গেল যে, خبر এর اصل হল مفرد হওয়া, কারণ مفرد হলে অপর শব্দ তথা مبتدا এর সাথে সম্পর্কটা অনায়াসে বুঝা যায়। কেননা جمله তো تام (পরিপূর্ণ) হয়ে থাকে। এ কারণে তার সংশ্লিষ্টতা অতটা স্পষ্ট নয়।

★ **خبر এর প্রকারভেদ ঃ** خبر তিন ধরনের হতে পারে। ১. مفرد ২. جمله ও ৩. شبه جمله : جمله হলে তা আবার ৪ ধরনের হতে পারে যথা; ১. اسميه যথা- زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ ২. فعليه যথা- زَيْدٌقَامَ اَبُوْهُ ও ৩. شرطيه যথা- زَيْدٌ اِنْ جَائَنِيْ فَاَكْرَمْتُهُ ৪. ظرفيه যথা- زَيْدٌ خَلْفَكَ

★ উল্লেখ্য যে, জমহুরের মতে, جملهُ اِنْشَائيه খবর হতে পারে না। এ কারণে মুসান্নিফ (র.) এর কথা বলেননি।

قوله شَرْطِيَّةٌ ঃ এ ব্যাপারে নাহ্বীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, ১. মুসান্নিফ (র.) সহ এক জামাআতের মতে شرط ও جزاء উভয়টি মিলে খবর হয়। ২. কারো কারো মতে , شرط বা جزاء যে কোনটি হতে পারে ।

৩. কারো কারো মতে, جملهُ ظرفيه কে খবর বানান জায়েয নয়, তাদের মতে এটা انشائيه এর অন্তর্ভূক্ত।

قوله ظرفيه ঃ অর্থাৎ খবরটা ظرفيه হতে পারে, চাই مكان হোক বা زمان

★উল্লেখ্য যে, যে ظرف زمان বস্তুটি مُتَجَدِّدٌ (নিত্য নতুন ঘটতব্য) নয় তা خبر হতে পারে না। যেমন-زيد يَوْمَ الْجُمُعَةِ পক্ষান্তরে اَلْهِلَالُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ বলা দুরস্ত আছে।

★ কেবল নিম্নের حرف جر গুলি مبتدا এর خبر হতে পারে। যথা; مِنْ، اِلٰى، فِيْ ، لَام ، بَاء ، كَافْ ، عَلٰى ، عَنْ،دُوْنَ

وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَةٍ عِنْدَ الْاَكْثَرِ وَهِيَ اِسْتَقَرَّ مَثَلًا تَقُولُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ تَقْدِيرُهُ زَيْدٌ اِسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ وَلَابُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ اِلَى الْمُبْتَدَاِ كَالْهَاءِ فِي مَا مَرَّ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِيْنَةٍ نَحْوُ اَلسَّمَنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ وَالْبُرُّ اَلْكُرُّ بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا وَقَدْيَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ عَلَى الْمُبْتَدَاِ نَحْوُفِي الدَّارِ زَيْدٌ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاِ الْوَاحِدِ اَخْبَارٌكَثِيْرَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ عَالِمٌ فَاضِلٌ عَاقِلٌ ـ وَاعْلَمْ اَنَّ لَهُمْ قِسْمًا اٰخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَاِ لَيْسَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ اَوْ بَعْدَ حَرْفِ الْاِسْتِفْهَامِ نَحْوُ اَقَائِمٌ زَيْدٌ بِشَرْطِ اَنْ تَرْفَعَ تِلْكَ الصِّفَةُ اِسْمًا ظَاهِرًا نحوُ مَا قَائِمٌ نِ الزَّيْدَانِ وَاَقَائِمٌ نِالزَّيْدَانِ بِخِلَافِ مَا قَائمانِ الزَّيدانِ ـ

অনুবাদ ॥ অধিকাংশ নাহুশাস্ত্রবিদের মতে ظرف কোন একটি (উহ্য) বাক্যের সাথে সংযুক্ত হয়। আর সে বাক্যটি হচ্ছে اِسْتَقَرَّ বা অনুরূপ কিছু। যেমন তুমি বলবে زَيْدٌ فِي الدَّارِ -এর উহ্য রূপ হলো– زيد اِسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ আর (খবর যদি বাক্য হয় তবে) বাক্যের মধ্যে এমন একটি যমীর থাকা জরুরী যা মুবতাদার দিকে ফিরবে। যেমন– পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহে ها - قَرِينَة (ইঙ্গিত) পাওয়া গেলে যমীরটি বিলুপ্ত করাও বৈধ। যেমন– اَلسَّمَنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ (দু'সের ঘি একদিরহামে), اَلْبُرُّ اَلْكُرُّ بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا (এক কুর গম ষাট দিরহামে) কোন কোন সময় খবর মুবতাদার পূর্বে বসে। যেমন– فِي الدَّارِ زَيْدٌ একটি মুবতাদার জন্য অনেকগুলো খবর হওয়া বৈধ। যেমন– زيدٌ عالمٌ فاضِلٌ عاقِلٌ -

مُبتدا -এর দ্বিতীয় প্রকার : জেনে রেখ যে, নাহভীগণের মতে (উল্লেখিত মুবতাদা ছাড়া) অপর এক প্রকার মুবতাদা রয়েছে,যা مسند اليه নয়; বরং তা এমন একটি صفة (গুণবাচক বিশেষ্য) যা (ক) حرف نفي -এর পরে আসে। যেমন– ماقائمٌ زيدٌ – অথবা, (খ) حرفِ استفهام -এ পরে আসে। যেমন– اَقَائمٌ زيدٌ – এটা এ শর্তে যে, ঐ صفت টি পরে উল্লেখিত প্রকাশ্য ইসম কে রফা' দিবে। যেমন– ماقائم الزّيدانِ ও اَقائمٌ ِالزّيدانِ – (উভয় উদাহরণে قائم সিফাতটি মুবতাদা হয়েছে এবং তার পরবর্তী ইসম زيدان -কে রফা' দিয়েছে) কিন্তু مَاقائمٌ ِالزّيدَانِ -এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ الخ : ظرف সরাসরি خبر হয়, নাকি فعل এর মাধ্যমে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । যথা– ক. অধিকাংশের মতে فعل مقدر এর সাথে متعلق হয় خبر হয়ে। খ. কারো মতে ظرف টি فعل এর قائم مقام হয়ে خبر হয় , গ. কারো মতে خبر টা ظرف ও فعل উভয় মিলে খবর হয়।

قَوْلُهُ عِنْدَ الْاَكْثَرِ الخ : বলার উদ্দেশ্য এই যে, কারো কারো মতে ظرف এর متعلق টা مفرد হয়, অর্থাৎ اسم فاعل হয়। কেননা خبر এর اصل হল مفرد হওয়া। অতএব في الدار টা مستقر এর সাথে متعلق –

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ الخ : خبر যদি جمله হয় তখন তার মধ্যে একটা যমীর (رابطه) থাকা আবশ্যক; যাতে مبتدا এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় । কারণ جمله হয় تام (পূর্ণাঙ্গ) অতএব مبتدا এর সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্য যমীর থাকা জরুরী ।

★ উক্ত رَابِطَة টা (ক) যমীর হতে পারে , যেমন زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ (খ) لام হতে পারে যথা; نِعْمَ الرَّجُلُ زيدٌ (গ) اسم ظاهر এর জায়গায় যমীর এর ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে যথা; اَلْحَاقَّةُ مَاالْحَاقَّةُ (مَاهِيَ) এর স্থলে।

(ঘ) خبر টা مبتدا এর تفسير হওয়ার দ্বারা, যথা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর মধ্যে هُوَ প্রথম مبتدا আর اَللّٰهُ দ্বিতীয় مبتدا - احد খবর মিলে هو মুবতাদার খবর, যা هو এর تفسير বুঝাচ্ছে।

★ رَابِطَةٌ বিভিন্ন রূপ থাকা সত্বে কেবল ضمير উল্লেখ করেছেন এ জন্য যে, ضمير হলো সব চেয়ে উত্তম, এবং অন্যান্যের তুলনায় অধিক ব্যবহৃত।

قوله يَجُوْزُ حَذْفُهُ الخ ঃ অর্থাৎ مرجع বুঝানোর জন্য কোন আলামত (قرينه) থাকলে ضمير কে حذف করা জায়েয, তবে অন্য কোন رابطة হলে তাকে حذف করা জায়েয নয়। যেমন– السمن منوان بدرهم ইত্যাদির মধ্যে سَمَنٌ অর্থ ঘি, مَنَوَانِ - مَنٌّ এর দ্বিবচন অর্থ সের,এখানে اَلسَّمَنُ হল প্রথম মুবতাদা منوان দ্বিতীয় মুবতাদা بِدِرْهَمٍ দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। অতঃপর উভয়টি মিলে السمنُ এর খবর, মূলত مَنَوَانِ مِنْهُ بدرهمٍ ছিল। ঘি এর পর দাম উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, বিক্রেতা কেবল ঘি-এর মূল্য বলছে, এ আলামতের দরুন منه বলার প্রয়োজন পড়ে না।

قوله اَلْبُرُّ اَلْكُرُّ الخ ঃ (এক কুর গম ৬০ দিরহামে) এখানেও উপরের ন্যায় اَلْبُرُّ اَلْكُرُّ مِنْهُ ছিল। اَلْبُرُّ প্রথম মুবতাদা اَلْكُرُّ দ্বিতীয় মুবতাদা, বিক্রেতা গম এর পরে দাম বলাতে বুঝা যায় যে, সে কেবল গমেরই দাম বলছে অন্য কিছুর নয়। এ قرينه এর ভিত্তিতে منه কে বিলোপ করা হয়েছে।

★ প্রথম উদাহরণে (اَلسَّمَنِ مَنَوَانِ الخ) منه টা مَحَلًّا مرفوع ও مَنَوَانِ মুবতাদার সিফত। বাক্যটি ছিল– مَنَوَانِ كَائِنَانِ مِنْهُ - আর এ কারণে منوانِ ـ نكره হওয়া সত্বে মুবতাদা হয়েছে।

★ দ্বিতীয় উদাহরণে (البر الكر...) منه টা بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا এর متعلق এর যমীর থেকে حال হিসেবে منصوب আর حال যদিও আমিলের উপর مقدم হয় না তবে ظرف এর মধ্যে জায়েয। (لِمَجَالِ التَّوَسُّعِ فِيْهِ)

قوله وَلَا يَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ ঃ এখানে قد (কম) বুঝানোর জন্য অর্থাৎ কখনো কখনো ... এর দ্বারা খবরের اصل মুবতাদার পরে হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

قوله وَاعْلَمْ اَنَّ لَهُمْ الخ : مبتدا এর প্রথম প্রকারের আলোচনা শেষে ভিন্ন এক প্রকার মুবতাদার আলোচনা শুরু করেছেন। اُخَرُ শব্দটি قِسْمًا এর প্রথম সিফত, بيان - قِسْمًا اخَرُ مِنَ الْمُبْتَدَا এর لَيْسَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ দ্বিতীয় সিফত।

قوله وَهُوَ صِفَةٌ ঃ অর্থাৎ মুবতাদার এই দ্বিতীয় প্রকারটি صيغه صفت হয় এবং حرف نفى বা حرف استفهام এর পরে আসে, পরে উল্লেখিত اسم কে فاعل হিসেবে رفع দেয়। এ কারণে সিফতটি مفرد (একবচন) হয়। কেননা اسم ظاهر فاعل হলে فعل বা شبه فعل কে مفرد আনতে হয়। যেমন– مَاقَائِمٌ زيدٌ এখানে قائم হল মুবতাদা। আর زيد তার ফায়েল খবরের قائم مقام - অবশ্য এক্ষেত্রে صيغه صفت কে খবর ও পরবর্তী اسم কে مبتدا বলাও জায়েয।

قوله اِسْمًا ظَاهِرًا لخ ঃ এর দ্বারা ضمير কে رفع দানকারী اسم বের হয়ে গেল। যেমন– مَاقَائِمَانِ زَيْدَانِ ইত্যাদি। এখানে قائمانِ শব্দটি هُمَا যমীরে আমল করেছে।

★ **ফায়েদা** ঃ صفت যদি مفرد হয় এবং اسم ظاهر ও مفرد হয় যেমন قائم زيد তখন এর প্রত্যেকটি মুবতাদা বা খবর হতে পারে। কিন্তু صفت যদি مفرد হয়। আর اسم ظاهر দ্বিচন বা বহুবচন হয় যেমন قائم الزيدان তখন সিফতের ছীগাটি মুবতাদা হওয়াই নির্দিষ্ট। আর اسم ظاهر তার খবর হবে।

فَصْلٌ - خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا وَهِيَ اِنَّ وَكَاَنَّ وَلٰكِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ فَهٰذِهِ الْحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَيُسَمّٰى اسْمَ اِنَّ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمّٰى خَبَرَ اِنَّ فَخَبَرُ اِنَّ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا نَحْوُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَحُكْمُهُ فِيْ كَوْنِهِ مُفْرَدًا اَوْ جُمْلَةً اَوْ مَعْرِفَةً اَوْنَكِرَةً كَحُكْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ اَخْبَارِهَا عَلٰى اَسْمَائِهَا

পরিচ্ছেদ–৫ : خَبرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ اِنَّ ও তার সমগোত্রীয়ের খবর (এর বর্ণনা) : ان -এর সমগোত্রীয় শব্দ হল– (১) ان, (২) كَاَنَّ, (৩) لٰكِنَّ, (৪) لَيْتَ ও (৫) لَعَلَّ – (এ ছয়টিকে حروفِ مُشَبَّهَة بِالفعل বলা হয়।)

আমল : এ বর্ণগুলো মুবতাদা ও খবরের পূর্বে এসে মুবতাদাকে নসব দেয় তখন তাকে اسمِ اِنَّ বলা হয়, আর খবরকে রফা' দেয় তখন তাকে خبرِ اِنَّ বলা হয়।

خبرِ اِنَّ -এর সংজ্ঞা : সুতরাং خبرِ اِنَّ ঐ ইসম যা اِنَّ আসার পর مُسْنَد হয়। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

حكم বা বিধান : (اِنَّ ইত্যাদির খবর) مفرد، جملة، معرفة ও نكرة হওয়ার ক্ষেত্রে মুবতাদার খবরের অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য। اِنَّ ও তার সমগোত্রীয় শব্দসমূহের খবরকে তার ইসমের পূর্বে বসান সিদ্ধ নয়।.

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله أَخَوَاتِهَا : দ্বারা أَشْبَاهِهَا (সমজাতীয়) উদ্দেশ্য। এগুলোকে اَلْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بالفعل বা ক্রিয়া এর সাথে সামঞ্জস্যশীল অব্যয় বলে। এগুলো তিনদিক দিয়ে فعل এর مشابه (সামঞ্জস্যশীল)।

১. بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ حُرُوف (বর্ণের সংখ্যার দিক দিয়ে) فعل এর মত এগুলোতে ও ৩, ৪ ও ৫ টি বর্ণ আছে।

২. بِاعْتِبَارِ مَعْنٰى (অর্থের দিক দিয়ে) কেননা এ সবের প্রত্যেকটি فعل এর অর্থ দেয়, যেমন– اِنَّ، حَقَّقْتُ অর্থে, كَاَنَّ، شَبَّهْتُ অর্থে لَيْتَ، تَمَنَّيْتُ অর্থে, لَعَلَّ، تَرَجَّيْتُ অর্থে ও لٰكِنَّ، اِسْتَدْرَكْتُ অর্থে আসে।

৩. باعتبارِ عمل (আমলের দিক দিয়ে) কেননা فعل متعدى যেমন দু'টি اسم এর আগে এসে فاعل কে رفع ও مفعول কে نصب দেয় এগুলোও তদরূপ আমল করে। তবে পার্থক্য এই যে, এগুলো اسم কে نصب ও خبر কে رفع দেয়।

قوله فَخَبَرُ اِنَّ الخ : অর্থাৎ ان ও তার স্বজাতীয় حرف গুলোর خبر ঐ শব্দটি যা এগুলো আসার পর مسند হয়, এগুলো আসার পূর্বে যদিও مسند ছিল কিন্তু এগুলো আসার পর পূর্বে কি ছিল তার ধর্তব্য নয়, বরং বর্তমান কি হচ্ছে তা লক্ষণীয়।

قوله وَحُكْمُهُ فِيْ كَوْنِهِ لخ : অর্থাৎ মুবতাদার খবর যেমন مفرد বা جمله হয় এগুলোর খবর ও তদরূপ مفرد বা جمله হয় এবং جملة اسميه، فعليه، ظرفيه ও شرطيه সব রকম হতে পারে। খবরের মধ্যে যমীর থাকতে হবে যাতে اسم এর সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এগুলোর খবরও معرفه ও نكره হতে পারে।

قوله وَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ اَخْبَارِهَاالخ : এ দ্বারা মুসান্নিফ র. একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন যে, اِنَّ ও তার اَخَوَاتٌ এর খবর যখন মুবতাদার খবরের ন্যায় সুতরাং মুবতাদার খবরের ন্যায় اِنَّ তার اَخَوَاتٌ এর খবর ও اسم এর উপর مقدم হতে পারবে? জবাব এই যে, ان ও তার اخوات এর খবরকে اسم এর উপর مقدم করা জায়েয নেই। কারণ এ হরফগুলো عمل এর দিক দিকে ضعيف (দুর্বল) আর عامل ضعيف মূলনীতি অনুযায়ী আমল করতে পারে, ধারা (ترتيب বা নীতির) পরিবর্তন হয়ে গেলে দুর্বলতার কারণে আমল করতে পারে না। অতএব اِنَّ قائمًا زيدٌ বলা ঠিক হবে না।

إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفًا نَحْوُ إِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدًا لِمَجَالِ التَّوَسُّعِ فِي الظُّرُوفِ -

فَصْلٌ - إِسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَهِيَ صَارَ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَرَاحَ وَآضَ وَعَادَ وَغَدَا وَمَازَالَ وَمَابَرِحَ وَمَافَتِىءَ وَمَا انْفَكَّ وَمَادَامَ وَلَيْسَ، فَهٰذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَاءَ وَيُسَمَّى إِسْمَ كَانَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّى خَبَرَ كَانَ، فَإِسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا نَحْوُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا

অনুবাদ ॥ তবে হ্যাঁ, যদি ইসমটি ظرف হয় (তবে জায়েয)। যেমন– إِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدًا – কেননা ظرف-এর মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ اسمِ كَانَ و أَخَوَاتِهَا প্রসঙ্গ

كَانَ ও তার সমগোত্রীয় শব্দসমূহের ইস্‌ম (এর বর্ণনা) ঃ كان -এর সমগোত্রীয় শব্দসমূহ হচ্ছে– (১) صَارَ، (٢) أَصْبَحَ، (٣) أَمْسٰى، (٤) أَضْحٰى، (٥) ظَلَّ، (٦) بَاتَ، (٧) رَاحَ، (٨) آضَ، (٩) عَادَ، (١٠) غَدَا، (١١) مَازَالَ، (١٢) مَابَرِحَ، (١٣) مَافَتِىءَ، (١٤) مَا انْفَكَّ، (١٥) مَادَامَ، (١٦) لَيْسَ এগুলোকে افعال ناقصة বলে।

আমল ঃ এ ফে'লগুলোও মুবতাদা ও খবরের পূর্বে এসে মুবতাদাকে (رفع) দেয় এবং তখন তাকে اسم كَانَ বলে। আর খবরকে نصب দেয় তখন তাকে خَبرِ كَانَ বলে।

اسمِ كان–এর সংজ্ঞা ঃ اسم كان ঐ ইস্‌মকে বলা হয় যা إن প্রবিষ্ট হওয়ার পর مسند اليه হয়। যেমন– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفًا : এটা استثناء مُفَرَّغْ অর্থাৎ ইবারতটি ছিল– وَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ خَبَرِهَا عَلٰى إِسْمِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِّنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا وَقْتَ كَوْنِهِ ظَرْفًا অর্থাৎ কেবল خبر টা ظرف হলে সে সময় তাকে اسم এর উপর مقدم করা জায়েয। অতএব إِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدٌ বলা জায়েয।

قوله لِمُجَالِ التَّوَسُّعِ الخ : ظرف এর মধ্যে প্রশস্ততার কারণে। অর্থাৎ ظرف এর ব্যবহার খুব বেশী হওয়ার কারণে এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম জায়েয। এ কারণে এগুলোর ইসম معرفه হলে খবরের উপর مقدم করা জায়েয। যেমন– إِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدٌ - আর نكره হলে তখন مقدم করা ওয়াজিব। যেমন– إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ও وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً

★ **ফায়েদা ঃ** (ক) جار مجرور ও ظرف এর قائم مقام - কারণ উভয়ের মাঝে বিশেষ مناسبت বা মিল রয়েছে। কেননা প্রত্যেক ظرف অর্থের ক্ষেত্রে جار مجرور এর অর্থ বিশিষ্ট হয়, অপর কথায় حرف جار উহ্য থেকে منصوب হয়। যেমন– يَوْمَ الْجُمُعَةِ অর্থাৎ فِيْ يومِ الجمعة ছিল, এভাবে جارمجرور যেমন فعل বা شبه فعل এর প্রতি محتاج ، ظرف ও তদরূপ فعل বা شبه এর প্রতি محتاج

(খ) এগুলোর সাথে مائے كَافَّهْ যুক্ত হলে আমল রহিত হয়ে যায়। যেমন– إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ প্রভৃতি।

قوله فَصْلٌ إِسْمُ كَانَ الخ ঃ মুসান্নিফ (র.) كَانَ ও তার أَخَوَاتٌ এর اسم কে ভিন্ন اسمِ مرفوع রূপে উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) কাফিয়াতে এটাকে فاعل এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। এসব فعل কে أَفْعَالِ نَاقِصَهْ বলে। কারণ শুধু اسم দ্বারা এগুলোর অর্থ পূর্ণ হয় না বরং خبر এর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

وَيَجُوْزُ فِى الْكُلِّ تَقْدِيْمُ اَخْبَارِهَا عَلٰى اَسْمَائِهَا نَحْوُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ وَعَلٰى نَفْسِ الْاَفْعَالِ اَيْضًا فِى التِّسْعَةِ الْاُوَلِ نَحْوُ قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ وَلَايَجُوْزُ ذٰلِكَ فِيْمَا فِىْ اَوَّلِهٖ مَا فَلَايُقَالُ قَائِمًا مَازَالَ زَيْدٌ وَفِىْ لَيْسَ خِلَافٌ وَبَاقِى الْكَلَامِ فِىْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ يَجِيْئُ فِى الْقِسْمِ الثَّانِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

---

অনুবাদ॥ حكم বা বিধান ঃ উল্লেখিত ফে'লসমূহের খবরকে ইসমের পূর্বে আনা বৈধ। যেমন– كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ আর প্রথমোক্ত নয়টি ফে'লের মধ্যে খবরকে মূল ফে'লের পূর্বে আনাও বৈধ। যেমন– قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ - তবে যেসব ফে'লের শুরুতে ما রয়েছে সেগুলোর খবরকে ইসমের পূর্বে আনা বৈধ নয়। অতএব قَائِمًا مَازَالَ زَيْدٌ বলা যাবে না। আর لَيْسَ-এর (খবরকে لَيْسَ -এর পূর্বে আনা যাবে কিনা এ) ব্যাপারে নাহবীগণের মতভেদ রয়েছে। এ সব ফে'লের সম্বন্ধে অবশিষ্ট আলোচনা ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসবে।

প্রাসঙ্গিগ আলোচনা ঃ قوله وَيَجُوْزُ فِى الْكُلِّ الخ ঃ অর্থাৎ এগুলোর اسم কে خبر এর উপর مقدم করা জায়েয। কারণ আমলের ক্ষেত্রে فعل শক্তিশালী। সুতরাং ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা জরুরী নয়।

قوله فِى التِّسْعَةِ الْاُوَلِ ঃ এমনকি প্রথম নয়টি ক্ষেত্রে স্বয়ং فعل এর উপর مقدم করাও জায়েয।

★ উল্লেখ্য যে, اسم কে مقدم করা জায়েয হওয়ার দিক দিয়ে افعال ناقصه তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– ১. স্বয়ং فعل এর উপর مقدّم করা জায়েয। এটা কিতাবে উল্লিখিত মোট ১১টি فعل এর ক্ষেত্রে। فِى التِّسْعَةِ الْاُوَلِ এর মধ্যে تسعة শব্দটি সম্ভবত كَاتِبْ এর ভুল, কারণ অন্যান্য কিতাবে ১১টির কথা উল্লেখ আছে।

قوله وَلَا يَجُوْزُ الخ ঃ এটা ২য় প্রকার فعل যার اسم এর উপর خبر কে مقدم করা নাজায়েয। আর তা হল শুরুতে ما বিশিষ্ট فعل গুলো চাই ما টি مصدريه হোক বা نافيه - নাজায়েয হওয়ার কারণ এই যে, না বাচকের অধীনের শব্দকে না বাচকের উপর এবং মাসদারের معمول কে মাসদারের উপর مقدم করা না জায়েয।

قوله وَفِىْ لَيْسَ خِلَافٌ ঃ এটা ৩য় প্রকার। জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ নাহবীগণের মধ্যে لَيْسَ এর خبر কে مقدم জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

(ক) কারো মতে জায়েয। কারণ আমল যেহেতু فعل এর অর্থের কারণে। আর فعل এর منصوب কে فعل উপর مقدم করা জায়েয সুতরাং এক্ষেত্রেও জায়েয।

(খ) কারো মতে নাজায়েয , কারণ ليس আসে নফীর (না বাচকের) জন্য আর নফীর অধীনের শব্দ নফীর উপর مقدم হয় না।

قوله وَبَاقِى الْكَلَامِ ঃ যেমন– كَانَ টা زائده হওয়া, تامّه হওয়া এবং একটা আরেকটার অর্থে আসা ইত্যাদি।

فَصْلٌ ـ اِسْمُ مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ وَهُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ بَعْدَ دُخُوْلِهِمَا نَحْوُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَارَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ وَيَخْتَصُّ "لَا" بِالنَّكِرَةِ وَيَعُمُّ "مَا" بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ ـ

পরিচ্ছেদ – ৭ ঃ .....اِسْمِ مَاوَلَا প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ لَيْسَ -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল ما ও لا এর ইসম। এটা مَا বা لَا আসার পর مسند اليه হয়। যেমন– مَا زَيْدٌ قَائِمًا - لَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ (لا -এর উদাহরণ)। لَا টি نكرة -এর সাথে খাছ। আর مَا টি نكرة ও معرفة উভয়ের সাথেই ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ الخ : اَلْمُشَبَّهَتَيْنِ হল مَاوَلَا এর সিফত অর্থাৎ মুশাবাহাত যে, مَا ও لَا কে لَيْسَ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। مَا ও لَا এর সাথে لَيْسَ এর দু'দিক দিয়ে مُشَابَهَتْ রয়েছে। ১. لَيْسَ না বাচকের জন্য আসে। আর ما এবং لا ওনা বাচকের জন্য আসে, ২. ليس যেমন– اسم কে رفع ও خبر কে نصب দেয় এ দুটিও তদরূপ আমল করে।

قوله وَهُوَ الْمُسْنَدُ الخ : هُوَ এর مرجع হল اسم অর্থাৎ ما অথবা لا এর اسم ঐটি যা ما বা لا আসার পরে مسند হয় (আগে কি ছিল তা লক্ষণীয় নয়) সংজ্ঞায় المسند اليه হল جنس আর بَعْدَ دُخُوْلِهَا হল فصل -এর দ্বারা অন্যান্য সকল مسند اليه বের হয়ে গেল।

قوله لَارَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ ঃ (তোমার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি নেই) এর মধ্যে رجل হল لابمعنى ليس এর اسم - এটি مرفوع ও مسند اليه আর اَفْضَلَ مِنْكَ এর সাথে متعلق হয়ে خبر - এ কারণে افضل হয়েছে এবং غير منصرف হওয়ার কারণে تنوين হয়নি।

قوله يَخْتَصُّ بِالنَّكِرَةِ ঃ মুসান্নিফ র. এর দ্বারা ما ও لا এর মধ্যকার একটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন বস্তুত উভয়ের মাঝে তিন দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। যথা (ক) لا টা কেবল اسم نكره এর পূর্বে আসে, আর ما টা معرفه ও نكره উভয়ের পূর্বে আসে। (খ) لاটা مطلق نفى এর জন্য আসে, আর ما কেবল نفى حال এর জন্য আসে, (গ) لا এর খবরের উপর ب আসা না জায়েয। কিন্তু ما এর খবরের উপর ب আসা জায়েয।

★ **ফায়েদা ঃ** (ক) ما হরফটি ৫ শর্তে ليس এর ন্যায় আমল করে। অন্যথায় তার عمل বাতিল হয়ে যায়। যথা–

১. ما এর خبر তার اسم এর পূর্বে না আসা। যেমন– مَا اِنْ مُسَافِرٌ زَيْدٌ
২. ما এর খবর الا এর সাথে না আসা। যেমন– وَمَا محمدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ
৩. ما এর পরে ان অতিরিক্ত না হওয়া। যেমন– مَااِنَّ زَيدٌ مسافرٌ
৪. ما একত্রে দু'বার না আসা। যেমন– مَا مَاالْحُرُّ مُقِيْمٌ
৫. ما এর خبر এর معمول তার اسم এর পূর্বে না আসা। যেমন– مَاالْاَحْمَقَ الْعَاقِلُ مُصَاحِب

(খ) لا ৫ শর্তে আমল করে, অন্যথায় عمل করে না। শর্ত ৫টি হল–
১. لا এর খবর তার اسم এর পূর্বে না আসা। যেমন– لَاقَائِمٌ زَيْدٌ
২. خبر টা الا এর সাথে সংযুক্ত না হওয়া। যেমন– لَاسَعْىَ اِلَّا مُتْهِم
৩. اسم ও خبر ـ نكره হওয়া যেমন– لَا رَجُلٌ حَاضِرٌ
৪. لا দু'বার না আসা। যেমন– لَا لَامُسْرِعٌ سَبَّاقٌ
৫. نفى جنس এর জন্য না হওয়া।

فَصْلٌ - خَبَرُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا نحوُ لَارجلَ قَائِمٌ -

পরিচ্ছেদ – ৮ ঃ لائے نفی এর খবর প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ خَبَرُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ (জাতি নিষেধ জ্ঞাপক لَا -এর খবর) এটা لَا আসার পর مسند হয়। যেমন– لَا رَجُلٌ قَائِمٌ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله لِنَفْيِ الْجِنْسِ الخ এটা لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْجِنْسِ اَوْ لِنَفْيِ صِفَتِ الْجِنْسِ এর অর্থে অর্থাৎ جنس (জাতি) থেকে হুকুম কে না জ্ঞাপক لا বা جنس থেকে কোন সিফত বা গুণকে না বোধক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত لَا -যেমন– لَارَجُلَ قَائِمٌ এর মধ্যে رجل থেকে صِفَتِ جِنْس (দাঁড়ানোর গুণ) কে نفى করা হচ্ছে।

★ **ফায়েদা ঃ (ক) لائے نَفی جِنْس ও لایٔ بِمَعْنٰی لَيْسَ এর পার্থক্য ঃ** উভয়ের মাঝে দু'ধরনের পার্থক্য রয়েছে। যথা–

১. لَا بِمَعْنٰی لَيْسَ টা اسم কে رفع ও خبر কে نصب দেয়। আর لائے نفی جنس এর বিপরীত আমল করে।

২. لائے نَفی جِنْس টি جِنْسِيَّتْ তথা জাতীর নফী বুঝায়, একক সত্ত্বার নফী বুঝায় না। আর لَا بِمَعْنٰی لَيْسَ শুধু সিফতের নফী বুঝায়।

(খ) لائے نفی جنس এর আমলের জন্য ৩টি শর্ত। যথা–

১. لا এর اسم ও خبر উভয়টি نكره হওয়া। যেমন– لَا كَوْكَبٌ سَاطِعٌ

২. اسم এর পূর্বে خبر না আসা। যেমন– لَارَجُلٌ اَفْضَلُ مِنْكَ

৩. اسم এর পূর্বে حرف جار না আসা। যেমন– لَامِصْبَاحٌ مَكْسورٌ

التمرين (অনুশীলনী)

১. اسماء مرفوعات কাকে বলে? উহা কয়টি ও কি কি? প্রত্যেকটির ১টি করে উদাহরণ দাও।

২. فاعل এর সংজ্ঞা দাও? فاعل কত প্রকার ও কি কি বিস্তারিত লিখ।

৩. فاعل কে مذكر، مؤنث এবং এক বচন, দ্বিচন ও বহুবচন আনার মূলনীতি কি উদাহরণসহ লিখ।

৪. فاعل এর পরিচয় দাও এবং فاعل কে কখন مقدم করা ওয়াজিব লিখ।

৫. مبتدا ও خبر এর পরিচয় দাও, উভয়ের اصل কি? এবং مبتدا কে কোন সময় مقدم করা জরুরী উদাহরণ সহ লিখ।

৬. مبتدا ও خبر এর সংজ্ঞা লিখ এবং اسم نكره কে কখন مبتدا বানান যায় তা বিশদভাবে বর্ণনা কর।

৭. দ্বিতীয় প্রকার مبتدا বলতে কি বুঝ উহার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৮. حروف مشبه بفعل কাকে বলে? সেগুলো কয়টি ও কি কি এবং কি আমল করে?

৯. افعال ناقصه কয়টি ও কি কি? এগুলোকে ناقصه বলার কারণ কি? এবং উহা কি আমল করে?

১০. افعال ناقصه এর خبر কে مقدم করা জায়েয কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

اَلْمَقْصَدُ الثَّانِى فِى الْمَنْصُوْبَاتِ

اَلْاَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَةُ اِثْنَاعَشَرَقِسْمًا ، اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ وَبِهٖ وَفِيْهِ وَلَهٗ وَمَعَهٗ وَالْحَالُ وَالتَّمْيِيْزُ وَالْمُسْتَثْنٰى وَاِسْمُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا وَخَبَرُكَانَ وَاَخَوَاتِهَا وَالْمَنْصوبُ بِلَا اَلَّتِىْ لِنَفْىِ الْجِنْسِ وَخَبَرُ مَاوَلَا اَلْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ -

দ্বিতীয় মাকসাদ– মানসূবাত প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ اَسْمَاء مَنْصُوْبَةٌ -এর প্রকারভেদ ঃ اَسْمَاء مَنْصُوْبَةٌ (নসব বিশিষ্ট ইসমসমূহ) ১২ ভাগে বিভক্ত। (১) مفعول مُطلق (সাধারণ কর্মপদ), (২) مَفعولِ بِه (ব্যক্তি বা বস্তুবাচক কর্মপদ), (৩) مفعول فيه (সময় বা স্থানবাচক পর্মপদ), (৪) مَفعولِ لَهٗ (কারণবোধক কর্মপদ), (৫) مَفعولِ مَعَهٗ (সঙ্গবোধক কর্মপদ), (৬) حال (অবস্থাবোধক পদ), (৭) تمييز (সংশয় নিরসনকারী পদ), (৮) مُسْتَثْنٰى (পৃথককৃত পদ), (৯) اسم اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا (اِنَّ ও তার সমগোত্রীয় পদের ইসম) (১০) خَبَرِ كَانَ وَاَخَوَاتِهَا (كان ও তার সমগোত্রীয় পদের খবর), (১১) اَلْمَنْصُوب بِلاَ اَلَّتِىْ لِنَفْىِ الْجِنْس (জাতি নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক لا দ্বারা যবরপ্রাপ্ত পদ) ও (১২) خبرِ مَا وَلَا المشبهتين بِلَيْس (ليس -এর সদৃশ ما ও لا-এর খবর)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمَقْصَدُ পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, اَلْمَقْصَدُ কে اسم ظرف বা মাসদারের অর্থে নিলে তা যথার্থ হয় না বিধায় এটা مفعول তথা مقصود অর্থে হবে। যেমন– مركب ، مركوب অর্থে।

قوله اَلْمَنْصُوْبَاتُ ঃ مَنْصُوْبَات শব্দটি منصوب এর বহুঃ, কেননা এটা اسم এর সিফত, আর اسم হল غير عاقل ـ مؤنثএর বহুঃ যেরূপ ات দ্বারা আসে, তদরূপ غَيْرِ عَاقِل مذكر এর বহুঃ ও ات দ্বারা আসে।

★ منصوبات কে مرفوعات এর পরে ও مجرورات এর পূর্বে আনার কারণ এই যে, ক. مرفوعات ও منصوبات উভয়টি একই আমিলের দু معمول হিসেবে পরস্পর সম্মন্বিত। খ. অথবা مجرورات এর তুলনায় منصوبات এর সংখ্যা বেশী এ কারণে مجرورات এর আগে আনাই সমীচীন গ. অথবা مجرورات হরফে জারের আছর, আর حرف এর স্থানই হল পার্শ্বে, অতএব তার مجرور এর স্থান ও একপার্শে হওয়াই বাঞ্চণীয়।

★ منصوبات **এর সংজ্ঞা ঃ** منصوب ঐ اسم কে বলে যা مفعول এর আলামত বিশিষ্ট হয়। চাই তা حقيقى হোক বা حكمى -এর দ্বারা ৫ প্রকার مفعول ও حكمى বলার দ্বারা অন্যান্যগুলো সংজ্ঞার মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

★ مفعول **এর আলামত ঃ** مفعول হওয়ার আলামত ৪টি। যথা– ১. فتحه ২. كسره ৩. الف ও ৪. يا

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ এর মধ্যে مسلمات শব্দটি মাফউলের আলামত (كسره) বিশিষ্ট অথচ তা منصوبات এর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং مجروات এর অন্তর্গত, অতএব সংজ্ঞা مَانِعٌ عَنْ دُخُوْلِ الْغَيْر হল না। এর উত্তর এই যে, সংজ্ঞায় حَيْثِيَّتْ এর قيد তথা পর্যায় বিশেষের قيد ধর্তব্য! অর্থাৎ منصوب ঐ اسم কে বলে যার মধ্যে مفعول হিসেবে তার আলামত বিশিষ্ট হয়।

قوله الاسماء المنصوبات : منصوبه মোট ১২টি। তন্মধ্য হতে প্রথম ৫টিকে اصول منصوبات বলে। জনৈক ফার্সী কবির ভাষায় এগুলো হল–

مَفَاعِيْل هَمَه پنج است بِشْنَوِى * لَهٗ وَمُطْلَقْ وفِيْهِ وَمَعَهٗ وبِهٖ

আরবী কবির ভাষায়–

حَمِدْتُ حَامِدًا حَمْدًا وَ حُمِيْدِ * رِعَايَةٌ شكرِهٖ دَهْرًا مَدِيْدًا ـ

(به)(مطلق) (معه) (له) (فيه)

فَصْلٌ ـ اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ وَهُوَمَصْدَرٌ بِمَعْنٰى فِعْلٍ مَذْكُوْرٍ قَبْلَهُ وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيْدِ كَضَرَبْتُ ضَرْبًا اَوْلِبَيَانِ النَّوْعِ نَحْوُ جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِىْ اَوْلِبَيَانِ الْعَدَدِ كَجَلَسْتُ جَلْسَةً اَوْجَلْسَتَيْنِ اَوْجَلَسَاتٍ وَقَدْيَكُوْنُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ الْمَذكور نَحْوُ قَعَدْتُ جُلُوْسًا وَاَنْبَتُّ نَبَاتًا وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا كَقَوْلِكَ لِلْقَادِمِ خَيْرَ مَقْدَمٍ اَىْ قَدِمْتَ قُدُوْمًا خَيْرَ مَقْدَمٍ وَ وُجُوْبًا سَمَاعًا نَحْوُسَقْيًا وَشُكْرًا وَحَمْدًا وَرَعْيًا اَىْ سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا وَشَكَرْتُكَ شُكْرًا وَحَمِدْتُكَ حَمْدًا وَرَعَاكَ اللّٰهُ رَعْيًا ـ

পরিচ্ছেদ-১ : مُفْعولِ مُطْلَقٌ প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ সংজ্ঞা : مَفْعولِ مُطْلَقٌ এমন مصدر কে বলে যা তার পূর্বে উল্লেখিত فعل -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مفعول مطلق -এর ব্যবহার বিধি : মাফউলে মুতলাক (তিনটি উদ্দেশ্যে) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (ক) تاكيد বা নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে। যেমন- ضَرِبتُ ضَرْبًا (আমি প্রহার করার মত প্রকার করেছি) (খ) অথবা, শ্রেণী বা প্রকার বুঝানোর জন্য। যেমন- جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِىْ (আমি ক্বারীর বসার ন্যায় বসেছি।) (গ) অথবা সংখ্যা বর্ণনার জন্য। যেমন- جَلَسْتُ جَلْسَةً اَوْجَلْسَتَيْنِ اَوْجَلَسَاتٍ (আমি একবার, দু'বার বা বহুবার বসেছি)। কখনো مصدر টি উল্লেখিত فعل -এর শব্দ (মাসদার) ছাড়া অন্য শব্দ দ্বারাও হয়ে থাকে। যেমন- قَعَدْتُ جُلُوْسًا (আমি বসার মত বসেছি, অর্থাৎ খুব ভাল করে বসেছি) ও انبت نباتا (সে উৎপাদন করার মত উৎপাদন করেছে, অর্থাৎ খুব ভাল উৎপাদন করেছে)।

مفعول مطلق-এর فعل বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রসমূহ : কখনো قرينة (আলামত) পাওয়া গেলে مفعول مطلق-এর فعل -কে জায়েয পর্যায়ে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন সফর হতে প্রত্যাগত বক্তিকে তুমি বললে خَيْرَ مَقْدَمٍ (শুভাগমন) অর্থাৎ قَدِمْتَ قُدُوْمًا خَيْرَ مَقْدَمٍ – আবার কখনো (আরবী ভাষাভাষী লোকদের নিকট হতে) শ্রবণের ভিত্তিতে وُجُوْبًا তথা আবশ্যিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন- رَعْيًا - حَمْدًا - شَكَرْتُكَ شُكْرًا - سَقْيًا অর্থাৎ سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا (আল্লাহ তোমাকে পানিপানে পরিতৃপ্ত করুন), (আমি তোমার উত্তম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি), حَمِدْتُكَ حَمْدًا (আমি তোমার উত্তম প্রশংসা করছি), رعاك الله رعيا (আল্লাহ তোমার পূর্ণাঙ্গ হেফাযত করুন)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ : مفعولِ مُطلق কে এ কারণে আগে আনা হয়েছে যে, অন্যান্য সকল مفعول বিশেষ একটি বিষয় (قيد) যথা- স্থান, কারণ প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু এটি ভিন্ন কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়। অতএব قيد বিহীনটি আগে আসাই সমীচীন, আর قيد বিহীন হওয়ার কারণেই একে مطلق বলে।

قوله هُوَ مَصْدَرٌ الخ : অর্থাৎ যে মাসদার তার পূর্বোল্লিখিত فعل এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে مفعول مطلق বলে। সংজ্ঞায় উল্লিখিত مصدر হল جِنْس আর بِمَعْنٰى فِعْلٍ مَذْكُوْرٍ হল فصل এর দ্বারা ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا এর মধ্যকার تاديبا মাসদার বের হয়ে গেল। কারণ এটি ضَرَبْتُ ফে'লের অর্থবোধক মাসদার নয়। এভাবে تَادِيْبًا হল আরেকটি فصل এর দ্বারা قبله اَلضَّرْبُ وَاقِعٌ عَلٰى زَيْدٍ মাসদার বের হয়ে গেল। কারণ এর পূর্বে কোন ফে'ল উল্যেখ নেই। উল্লেখ্য যে, পূর্বের فعل এর অর্থ দ্বারা কেবল معنى حدوث বা معنى مصدرى উদ্দেশ্য।نسبة زمانه ও اِلَى الْفَاعِلِ উদ্দেশ্য নয়।

★ **ফায়েদা :** ক. مفعول مطلق এর فعل টি প্রকাশ্য হতে পারে। যথা - ضربتُ ضَرْبًا - আবার উহ্য ও হতে পারে। যথা- فضرب الرقاب এখানে পূর্বে فاضربوا ফে'ল উহ্য আছে।

খ. بِمَعْنٰى فعلٍ مذكورٍ দ্বারা বুঝা গেল فعل ও مصدر একই অর্থবোধক হওয়া শর্ত, তবে মাদ্দা ভিন্ন হতে পারে। যথা- قعدتُ جُلوْسًا

গ. مصدر টি حقيقى হতে পারে– যথা– ضَرَبْتُ ضَرْبًا এবং حُكْمِىْ ও হতেপারে। যথা– اَهْلَكَهُ اللّٰهُ جُنْدَلًا এখানে جُنْدَل (ধ্বংস) শব্দটি যদিও اسم عين তথাপি دُعاء এর স্থলে হওয়ায় مصدر এর قائم مقام হয়ে مفعول مطلق হয়েছে।

قوله وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيْدِ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) مفعولِ مطلق এর ব্যবহার কি কি অর্থে আসে তার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, مفعول مُطلق ৩টি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা– ১. تاكيد তথা পূর্বের فعل এর অথকে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য, এটা ঐ সময় যখন তা ফে'লের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থবোধক না হবে। যেমন– ضَرَبْتُ ضَرْبًا উল্লেখ্য যে, এ সময় مصدر টা جمع বা تثنيه হয় না। কারণ এটা مَاهِيت তথা মূল মাসদারের অর্থ বুঝায়। আর এতে কোন تعدد বা সংখ্যা হয় না। ২. نوع তথা ধরন প্রকৃতি বুঝানোর জন্য। যথা– جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِئْ (আমি পাঠকের বসার ন্যায় বসেছি)

৩. عدد তথা فعل টি সংঘটিত হওয়ার সংখ্যা বুঝায়। যথা– جَلَسْتُ جَلْسَةً وَ جَلْسَتَيْنِ (আমি একবার বা দুবার বসেছি)

قوله وَقَدْ يَكُوْنُ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ الْمَذْكُوْر ঃ অর্থাৎ مفعول مطلق টি পূর্বের فعل এর ভিন্ন শব্দে ও হতে পারে। এ ভিন্নতা শব্দ বা বাব উভয় দিক দিয়ে হতে পারে। যেমন– قَعَدْتُ جُلُوْسًا ও فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى

قوله وَقَدْ يُحْذَفُ الخ ঃ অর্থাৎ কখনো قَرِيْنَةُ حَالِيَه (পরিস্থিতি জ্ঞাপক আলামত) বা قرينة مقاليه (বাচনিক আলামত) এর কারণে مفعول مطلق এর ফে'লকে উহ্য রাখা হয়। অবশ্য তা আবশ্যিকভাবে নয়। যেমন– আগন্তুক কে অভ্যার্থনা কল্লে– خَيْرَ مَقْدَم (স্বাগতম) বলা, মূলত এটা قَدِمْتَ قُدُوْمًا خَيْرَ مَقْدَمٍ ছিল, قَرِيْنَةُ حَالِيَه এর ভিত্তিতে قَدِمْتَ কে বিলোপ করে قُدُوْمًا কে حذف করে তার সিফত (مقدم) কে বহাল রাখা হয়েছে।

★ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, خَيْرَ শব্দটি اسم تفضيل মূলতঃ اَخْيَرُ ছিল। অধিক ব্যবহারের দরুন خِلَافِ قِيَاس হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং اسم تفضيل কিভাবে مفعولِ مطلق হল?

উত্তর এই যে اسم تفضيل কোন সিফত বা বিষয়ের প্রতি মুযাফ হলে তা তার মুযাফ ইলায়হের অনুসরণ করে। অর্থাৎ তার অর্থটি মওসূফ ও মুযাফ ইলায়হের অর্থে পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং উদাহরণে خير শব্দটি مقدم মাসদারের মুযাফ, সে হিসেবে মাসদারের অর্থে হয়ে مفعول مطلق হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وُجُوْبًا الخ ঃ এর عطف হল جَوَازًا এর উপর অর্থাৎ কতিপয় مفعول مطلق এর فعل কে حذف করা ওয়াজিব। وجوبا শব্দটি واجبا এর অর্থে হয়ে উহ্য মাফউলে মুতলাকের সিফত। অর্থাৎ মূলতঃ يُحْذَفُ حَذْفًا وَاجِبًا ছিল। এভাবে سَمَاعًا ও سَمَاعِيًّا এর অর্থে হয়ে مفعول مطلق এর দ্বিতীয় সিফত।

★ উল্লেখ্য যে, مفعول مطلق এর فعل হযফ করা ওয়াজিব হওয়াটা দু'প্রকার ঃ سَمَاعِىْ (শ্রবণ নির্ভর, যে ব্যাপারে এমন কোন রীতি নেই যার ওপর অন্যকে কিয়াস করা যায়) খ. قِيَاسِىْ (নিয়মতান্ত্রিক)

قوله سُقْيًا الخ ঃ এসবগুলো سَمَاعِىْ এর উদাহরণ–

★ ফায়েদা ঃ সংক্ষিপ্তের প্রতি লক্ষ করে মুসান্নিফ (র.) قياسى তথা নিয়মের ভিত্তিতে مفعول مطلق এর فعل কে حذف করার আলোচনা আনেননি। নিম্নে এর কতিপয় কায়েদা উল্লেখ করা হল–

১. مفعول مطلق টি نفى বা معنى نفى এর পরে مثبت হলে এবং نفى বা معنى টি এমন اسم এর পরে আসলে যা থেকে مفعول مطلق টি خبر হতে পারে না। যথা– مَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرًا ، اِنَّمَا اَنْتَ سَيْرًا প্রভৃতি।

২. مفعولِ مطلق টি تكرار (একাধিকবার) আনলে এবং خبر হওয়ার যোগ্যতা না রাখলে। যথা– زَيْدًا سَيْرًا سيرا

৩. পূর্বোলিলখিত مَضْمُوْنِ جُمْله (বাক্যের বিষয়বস্তু) প্রকাশের জন্য না আসা। যথা– فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مُنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً মূলতঃ ছিল فَاِمَّا تَمُنُّوْنَ مَنًّا بَعْدَ شَدِّ الْوَثَاقِ وَاِمَّا تُفْدُوْنَ فِدَاءً

৪. مفعول مُطلق টি এমন বাক্যের বিষয়বস্তু সম্বলিত হওয়া যা ভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রাখে। যথা– زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا

৫. مفعولِ مُطلق টি تكرار বা تكثير এর অর্থবোধক দ্বিবচন হওয়া। যথা– لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

فَصْلٌ - اَلْمَفْعُوْلُ بِهٖ وَهُوَ اسْمُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ كَضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاعِلِ كَضَرَبَ عَمْرًوا زَيْدٌ وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا نَحْوَ زَيْدًا فِىْ جَوَابِ مَنْ قَالَ مَنْ اَضْرِبُ وَوُجُوْبًا فِىْ اَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : اَلْاَوَّلُ سَمَاعِىٌّ نَحْوَ اِمْرَأً وَنَفْسَهٗ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَاَهْلًا وَسَهْلًا وَالْبَوَاقِىْ قِيَاسِيَّةٌ -

---

পরিচ্ছেদ- ২ ঃ مفعول به প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ সংজ্ঞা ঃ مفعول به এমন ইসম কে বলে যার ওপর কর্তার ক্রিয়া পতিত হয়। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا -(যায়েদ আমরকে প্রহার করেছে)। (এখানে عمرًوا হল মাফউলে বিহী)। কোন কোন সময় مفعول به টি فاعل -এর পূর্বে আসে। যেমন- ضَرَبَ عَمْرًوا زَيْدٌ (যায়েদ আমরকে প্রহার করেছে)।

مفعول به -এর فعل এর অবস্থান ঃ قرينة বা লক্ষণ পাওয়া গেলে কোন কোন সময় مفعول به -এর فعل কে বিলোপ করা জায়েয। যেমন- কেউ প্রশ্ন করল مَنْ اَضْرِبُ (আমি কাকে প্রকার করব?) তদুত্তরে বলা হল زيدا (অর্থাৎ اِضْرِبْ زَيْدًا-যায়েদকে প্রহার কর) চার স্থানে مفعول به -এর فعل কে বিলোপ করা ওয়াজিব। যথা- (১) প্রথম স্থানটি হচ্ছে سَمَاعِىْ (অর্থাৎ আরবদের থেকে শ্রুতি নির্ভর)। যেমন- اِمْرَأً وَنَفْسَهٗ وَانْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ، اَهْلًا وَسَهْلًا - আর অবশিষ্টগুলো قياسى (নিয়ম ভিত্তিক।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمَفْعُوْلُ بِهٖ ঃ بِهٖ হল اَلْمَفْعُوْلُ এর نائب فاعل - بْ টি سَبَبِيَّةٌ অর্থাৎ اَلَّذِىْ مَعَنْهُ ، لَهٗ যমীরটি اَلْمَفْعُوْلُ এর الف لام (যা اَلَّذِىْ অর্থে) এর দিকে ফিরেছে। এভাবে يُفْعَلُ بِسَبَبِهٖ فِعْلُ فِيْهِ এর মধ্যেও।

قوله وَهُوَ اِسْمُ مَا وَقَعَ الخ ঃ অর্থাৎ مفعول به এমন اسم কে বলে যার ওপর কর্তার ক্রিয়া পতিত হয়। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا - উল্লেখ্য যে, পতিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল- হরফে জারের মাধ্যম ছাড়াই ফায়েলের ফে'ল তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া। চাই এই সংশ্লিষ্টতা حسى (ইন্দ্রিয় ভিত্তিক বা প্রকাশ্য) হৌক যথা ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا বা غَيْرِ حِسِّىْ (ইন্দ্রিয় ভিত্তিক ছাড়া) হৌক। যেমন- خَلَقَ اللّٰهُ الْعَالَمَ

★ **ফায়েদা ঃ** ক. প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত সংজ্ঞার দ্বারা বাহ্যতঃ فعلِ مَنْفِى এর مفعول به এতে দাখিল না থাকা বুঝা যায়। যেমন- مَاضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ আমরকে প্রহার করেনি) এর মধ্যে আমরের উপর ضرب ফে'ল পতিত হয়নি। এর উত্তর এই যে, সংজ্ঞার মধ্যে একটা قيد উহ্য আছে। যথা- اِيْجَابًا اَوْ سَلْبًا অথবা পতিত হওয়ার অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, حرفِ جر এর মাধ্যম ছাড়া فاعل এর فعل এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা। আর এটা مثبت বা منفى উভয় ক্ষেত্রে হয়।

খ. প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত সংজ্ঞায় مفعولِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ তথা نائبِ فاعل ، مفعولِ بهٖ এর মধ্যে দাখিল হয়ে যায়। অথচ তা منصوب হয় না কেন?

উত্তরঃ فعل দ্বারা فاعل এর প্রতি সম্বন্ধিত فعل উদ্দেশ্য। আর فعلِ مجهول এর মধ্যে فعل টি فاعل এর প্রতি সম্বন্ধিত হয় না। এখানে فاعل দ্বারা حُكْمِى ও حُقِيْقِى উভয় উদ্দেশ্য, যাতে সংজ্ঞার মধ্যে اَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا এর দাখিল থাকে। কেননা اَعْطٰى ফে'লটি فاعلِ حُكْمِى এর প্রতি مسند হয়েছে।

গ. فعل এর সম্পর্কটা حرفِ جار এর মাধ্যম ছাড়া এক مفعول এর সাথে হয় যেমন- ضَرَبْتُ زَيْدًا , কখনো একাধিক মাফউলের সাথেও হয়। যেমন- أَعْطَى زَيْدًا دِرْهَمًا

قوله وَقَدْ يَتَقَدَّمُ الخ ঃ مفعولِ بِه কখনো فاعل এর উপর مقدم হয়। فعل যেহেতু عامِل قوى সেহেতু এতে কোন অসুবিধে নেই।

উল্লেখ্য যে, مفعول به এর مقدّم হওয়াটা দু'প্রকার। ১. جَوَازًا ২. وُجُوْبًا- جَوَازًا(জায়েয হওয়াটা) আবার দু-প্রকার, ক. قرينهُ حاليه এর ভিত্তিতে যথা فَهِمَ الْمَعْنَى مُوْسَى, খ. قرينهُ مَقَالِيَه এর ভিত্তিতে। যথা- ضَرَبَ أَخَاكَ الأَمِيْرُ (এখানে ضرب এর مفعول، اَخَاكَ হওয়াটা কথার দ্বারাই বুঝায়, কারণ স্বভাবত أَمِيْرُ ই فاعل তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. তিন স্থানে مفعول به কে فاعل এর উপর مقدم করা ওয়াজিব।

ক. فاعل টি إلاَّ বা إنَّمَا দ্বারা مَحْصُوْرُ (সীমাবদ্ধ) হলে যথা-

إنَّمَا هَذَّبَ النَّاسَ الدِّيْنُ الْقَوِيْمُ ও مَاهَذَّبَ النَّاسَ إلاّ الدِّيْنُ الْقَوِيْمُ

খ. مفعول টি فعل এর সাথে সংযুক্ত যমীর হলে যেমন أَفَادَنِيْ كَلاَمُكَ

গ. فاعل এর সাথে مفعول به এর যমীর মিলিত হলে وَإِذَا ابْتَلَى إبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

قوله قَدْيُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ ঃ অর্থাৎ কখনো কখনো বাক্যে قرينه (অবস্থা বা বাচনভঙ্গি)) এর ভিত্তিতে مفعول به এর فعل কে حذف করা হয়। এটা দু ধরনের جوازا (জায়েযভাবে) ও ঘ. وُجُوبًا (আবশ্যিকভাবে) এটা আবার দুপ্রকার ক. قِيَاسِيُّ ও খ. سُمَاعِى

ক. جَوَازًا যথা কেউ প্রশ্ন করল- مَنْ اَضْرِبُ (আমি কাকে মারব?) উত্তরে শুধু زَيْدًا বলা হল, এখানে প্রশ্নই বুঝাচ্ছে যে, زَيْدًا এর পূর্বে إضْرِبْ ফে'ল উহ্য আছে।

وجوبا তথা مفعول به কে حذف করা ওয়াজিব ৪ স্থানে। ১. এর প্রথমটি হল سماعى (শ্রবণনির্ভর) যথা- اِمْرَءً وَنَفْسَهُ এটা মূলত اُتْرُكْ اِمْرَءًا وَنَفْسَهُ (লোকটিকে ও তার সত্বাকে ছেড়ে দাও) অর্থাৎ তুমি লোকটিকে মারার থেকে তোমার হাতকে এবং তার নসীহত করা থেকে তোমার যবানকে রক্ষা কর। এ উদাহরণে اِمْرَءًا হল مفعول به, এর عامل হল اترك, এটাকে وجوبا বিলোপ করা হয়েছে। অবশ্য এর জন্য কোন কায়েদা নেই। نَفْسَهُ হল مفعول معه অথবা واو টি عاطفه হয়ে معطوف -

قوله وَانْتَهُوا خَيْرًالَّكُمْ ঃ এটা মূলত ছিল- وَانْتَهُوا عَنِ التَّثْلِيْثِ وَاقْصُدُوْا خَيْرً الَّكُمْ (হে খৃস্টানগণ! তোমরা ত্বত্ববাদ থেকে বিরত থাক এবং তোমাদের কল্যাণকর বিষয়কে গ্রহণ কর) এর মধ্যে خيرا হল مفعول به -এর ফে'ল اِقْتَصِدُوْا মাহযূফ রয়েছে।

قوله أَهْلاًوَ سَهْلاً ঃ এটা মূলত اَتَيْتَ اَهْلاً وَ وَطَيْتَ سَهْلاً ছিল (তুমি আপন পরিবারে এসেছ ও কোমল ভূমিতে পদার্পণ করেছ।) অবশিষ্ট তিনটি স্থান হল قِيَاسِيُّ সামনে তা আলোচিত হচ্ছে।

اَلثَّانِيْ اَلتَّحْذِيْرُ وَهُوَ مَعْمُوْلٌ بِتَقْدِيْرِ اِتَّقِ تَحْذِيْرًا مِمَّا بَعْدَهُ نَحْوُ اِيَّاكَ وَالْاَسَدَ، اَصْلُهَا اِتَّقِكَ وَالْاَسَدَ اَوْ ذُكِرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مُكَرَّرًا نَحْوُ اَلطَّرِيْقَ اَلطَّرِيْقَ اَلثَّالِثُ مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ وَهُوَ كُلُّ اِسْمٍ بَعْدَهُ فِعْلٌ اَوْ شِبْهُهُ يَشْتَغِلُ ذٰلِكَ الْفِعْلُ عَنْ ذٰلِكَ الْاِسْمِ بِضَمِيْرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ بِحَيْثُ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هُوَ اَوْ مُنَاسِبُهُ لَنَصَبَهُ نَحْوُ زَيْدًا ضَرَبْتُهُ فَاِنَّ زَيْدًا مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوْفٍ مُضْمَرٍ وَهُوَ ضَرَبْتُ يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُوْرُ بَعْدَهُ وَهُوَ ضَرَبْتُهُ وَلِهٰذَا الْبَابِ فُرُوْعٌ كَثِيْرَةٌ،

অনুবাদ ॥ দ্বিতীয় ঃ দ্বিতীয় স্থান হল تَحْذِيْر, আর তা হল উহ্য اِتَّقِ-এর معمول (আমলকৃত পদ) যাকে তৎপরবর্তী শব্দ দ্বারা ভয় দেখানো হয়। যেমন– اِيَّاكَ وَالْاَسَدَ-এর প্রকৃত রূপ হলো اِتَّقِكَ وَالْاَسَدَ অথবা مُحَذَّرٌ مِنْهُ (যা হতে ভয় দেখানো হয়) পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয়। যেমন– اَلطَّرِيْقَ اَلطَّرِيْقَ -

তৃতীয় ঃ مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ (যার আমেলকে ব্যাখ্যার শর্তে উহ্য রাখা হয়), আর তা এমন প্রত্যেক ইসম যার পরে একটি فعل অথবা شِبْهِ فعل থাকে, যে فعل (বা) شبهِ فعل টি উক্ত ইসমের ضمير বা তার متعلّق (সংশ্লিষ্ট বিষয়)। এর মধ্যে আমল করার কারণে ইসমটির মধ্যে আমল করা হতে বিরত থাকে। فعل বা شبهِ فِعل টি এমন পর্যায়ে হবে যে, যদি উক্ত فعل বা তার অনুরূপ কোন ফে'লকে ঐ ইসমের পূর্বে বসানো হয় তবে ইসমটিকে অবশ্যই যবর দেবে। যেমন– زَيْدًا ضَرَبْتُهُ -এখানে زَيْدًا শব্দটি একটি উহ্য فعل দ্বারা যবরপ্রাপ্ত হয়েছে। সে فعل টি হচ্ছে ضَرَبْتُ যার ব্যাখ্যা দিচ্ছে যায়েদের পূর্বে উল্লিখিত فعل টি। আর তা হচ্ছে ضَرَبْتُهُ, এ বিষয়টির (مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর) বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ২. قوله اَلتَّحْذِيْرُ الخ ঃ مفعول به এর فعل কে حذف করার দ্বিতীয় স্থান تحذير- এর আভিধানিক অর্থ হল– ভয় দেখান, নাহুর পরিভাষায়– تَنْبِيْهُ الْمُخَاطَبِ عَلٰى اَمْرٍ مَكْرُوْهٍ اَوْ مُهِيْبٍ لِيَجْتَنِبَهُ অর্থাৎ- সম্বোধিত ব্যক্তিকে কোন অপছন্দনীয় বা ভয়ার্ত বিষয় থেকে সতর্ক করা, মুসান্নিফ র. এর ভাষায়– تَحْذِير ঐ শব্দকে বলে যা উহ্য اِتَّقِ ফে'লের معمول হয় এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে তার পরবর্তী উল্লিখিত বস্তু থেকে সাবধান করা হয়।

★ উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে ৪টি বস্তু রয়েছে। যথা– ১. تَحْذِيْر (সতর্ক করা) ২. مُحَذَّرٌ مِنْهُ (যা থেকে সতর্ক করা হয়) ৩. مُحَذِّرٌ (সতর্ককারী) ৪. مُحَذَّرٌ সতর্ককৃত ব্যক্তি।

تَحْذِيْر এর মধ্যে مفعول به এর فعل কে সময়ের সংকীর্ণতার দরুণ حذف করা হয়। কেননা আকস্মিক কোন বিপদাপদ আসলে সতর্ককারী চিন্তা করে যে, فعل উল্লেখ করে কথাকে দীর্ঘায়িত করলে লোকটি (محذر) বিপদে পতিত হয়ে যাবে। অতএব যথা সম্ভব সংক্ষেপ করাই যুক্তিযুক্ত। যেমন কারো সামনে সাপ থাকলে– সাপ! সাপ! বলেই আমরা সাবধান করে থাকি। এটাও তদরূপ।

قوله وَهُوَ مَعْمُوْلٌ الخ ঃ অর্থাৎ تحذير হল اِتَّقِ বা এ জাতীয় অর্থবোধক শব্দ যথা حَذِّرْ ، اِحْذَرْ ، جَانِبْ ইত্যাদির معمول

★ تحذير দু প্রকার– ১. تحذير مُحَذَّرٌ তথা اِتَّقِ বা সমার্থ বোধক শব্দের معمول -

২. تَحْذِيْر مُحَذَّرٌ مِنْهُ বা مُكَرَّر তথা একাধিকবার উচ্চারিত ভয়ার্ত বস্তু থেকে تحذير যেমন– اَلْاَسَدَ اَلْاَسَدَ ، اَلطَّرِيْقَ اَلطَّرِيْقَ অর্থাৎ اِتَّقِ الطَّرِيْقَ اِتَّقِ الطَّرِيْقَ

৩. مفعول به এর فعل কে حذف করা ওয়াজিব হওয়ার তৃতীয় স্থান হল–

مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ (ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যার عامل কে উহ্য রাখা হয়েছে) এটা এমন اسم কে বলে যার পরে কোন فعل বা شبه فعل থাকে। আর উক্ত فعل বা شبهِ فعل তার পূর্ববর্তী اسم এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضمير বা তার متعلق এর মধ্যে আমল করার কারণে উক্ত فعل বা شبه فعل এর মধ্যে আমল করা থেকে বিরত থাকে। আর তা এমনভাবে যে, উক্ত فعل বা شبهِ فعل কে বা তার মুনাসিব কোন فعل বা شبه فعل কে তার আগে আনলে অবশ্যই তাকে নসব দিবে।

★ উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে فعل বা شبه فعل কে حذف করার কারণ হল যাতে مُفَسَّرْ ও مُفَسِّرْ একত্র না হয়ে যায়। কেননা যে فعل বা شبهِ فعل কে حذف করা হয়েছে সামনেই তার تفسير আছে।

নিম্নে এর বিস্তারিত আলোকপাত করা হল– فَافْهَمْ

★ **ফায়েদা** ঃ ক. সংজ্ঞা দ্বারা কতিপয় জিনিষ বুঝা গেল যে, ১. উক্ত اسم তথা مفعول এর পরে فعل বা شبه فعل থাকতে হবে। (এখানে شبه فعل দ্বারা اسم فاعل ও اسم مفعول উদ্দেশ্য। مصدر، صِفت مُشَبَّه ও اسم تفضيل উদ্দেশ্য নয়।)

এ قيد দ্বারা যে فعل এর পরে فعل বা شبه فعل নেই তা বেরিয়ে গেল। যথা– زَيْدٌ اَبُوْكَ يَشْتَغِلُ

২. فعل বা شبهِ فعل টি যমীর বা তার متعلق এর মধ্যে আমল করার কারণে مفعولِ مقدم হিসেবে পূর্বের اسم এর মধ্যে আমল করতে পারবে না।

৩. হুবহু ঐ فعل বা তার مُنَاسِب কোন فعل কে উক্ত اسم এর আগে আনলে অবশ্যই তাকে নসব দিতে পারবে। উপরোক্ত কথাগুলো বুঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্যনীয়।

ক. হুবহু ফে'লের উদাহরণ ঃ زَيْدًا ضَرَبْتُهُ এখানে زَيْدًا এরপরে ضَرَبْتُ একটি فعل উহ্য আছে। পরের ضَرَبْتُ এসে সেটি বুঝাচ্ছে। তবে ه যমীর যেহেতু ضَرَبْتُ এর মাফউল, এ কারণে مفعولِ مقدم হিসেবে زيد শব্দকে নসব দিতে পারছে না কিন্তু ه যমীর কে বাদ দিয়ে ضربت কে আগে আনলে অবশ্যই زيد কে নসব দিত।

খ. شبه فعل এর উদাহরণ ঃ زَيْدًا اَنْتَ ضَارِبُهُ এর মধ্যে زَيْدًا হল مفعول به এর পূর্বে ضَارِبٌ একটি شبه فعل উহ্য আছে। পরের ضَارِبٌ তার তাফসীর কিন্তু ضارب টি ه যমীরের মধ্যে আমল করায় زَيْدًا এর মধ্যে مفعولِ مقدم হিসেবে আমল করতে পারছে না। তবে ه বাদ দিয়ে শুরুতে আনলে আমল করত।

গ. مُنَاسِب ফে'ল এবং فعل এর যমীর اسم এর متعلق হওয়ার উদাহরণ ঃ زيدا مررت به এখানে হুবহু مررت ফে'লকে زيدا এর আগে আনা জায়েয নয়। কারণ এটা متعدِّىْ بِنَفْسِه (স্বয়ং মুতাআদ্দী) নয় বরং ب দ্বারা متعدى হয়েছে। সুতরাং به কে বাদ দিয়ে مَرَرْتُ কে আগে আনলে لازم হওয়ার কারণে زيد কে তার مفعول বানান যায় না। অতএব এর মুনাসিব শব্দ جاوزت (অতিক্রম করলাম) কে নিয়ে এলে তখন زيدا কে مفعول হিসেবে নসব দিত। তখন ইবারত হত جَاوَزْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِهٖ

ঘ. مُنَاسِب ফে'ল ও فعل এর متعلق ইসমের মধ্যে আমল করার উদাহরণ ঃ

زَيْدًا ضَرَبْتُ غُلَامَهُ এর মধ্যে غُلَامه হল زيد এর متعلق (সংশ্লিষ্ট) এখানে ضَرَبْتُ এর মধ্যে আমল করায় غلامه এর মধ্যে আমল করতে পারছেনা। অথচ ضَرَبْتُ বা তার সমার্থবোধক কোন فعل কে আগে আনা যাচ্ছে না। কারণ তখন যায়েদ প্রহৃত হয়ে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রহৃত তো তার গোলাম। অতএব ضَرَبْتُ দ্বারা যা আবশ্যিক (لازم) হয় অর্থাৎ মনিবের اهانت (লাঞ্ছনা) বুঝায় এমন فعل আনতে হবে। অর্থাৎ اَهَنْتُ যেমন– اَهَنْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُ غُلَامَهُ

قوله وَلِهٰذَا الْبَابِ ঃ অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আলোচনা আছে। দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় মুসান্নিফ র. তা উল্লেখ করেননি। যেমন– مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ এর মধ্যে ৫ ধরনের اعراب হওয়া, যথা– ১. رفع উত্তম ২. نصب উত্তম, ৩. رفع ওয়াজিব ৪. نصب ওয়াজিব ৫. رفع ও نصب সমপর্যায়ের ইত্যাদি।

اَلرَّابِعُ اَلْمُنَادٰى وَهُوَ اسْمٌ مَدْعُوٌّ بِحَرْفِ النِّدَاءِ لَفْظًا نَحْوُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَىْ اَدْعُوْ عَبْدَ اللّٰهِ وَحَرْفُ النِّدَاءِ قَائِمٌ مَقَامَ اَدْعُوْ وَحُرُوْفُ النِّدَاءِ خَمْسَةٌ يَا وَاَيَا وَهَيَا وَاَىْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ وَقَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النِّدَاءِ لَفْظًا نَحْوُ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا

অনুবাদ॥ চতুর্থ ঃ اَلْمُنَادٰى (আহুত)। مُنَادٰى এমন একটি ইসম যাকে حرفِ نِدَاء দ্বারা আহ্বান করা হয়। হরফে নেদাটি প্রকাশ্য হতে পারে যথা- يَا عَبْدَ اللّٰهِ (হে অব্দুল্লাহ) অর্থাৎ اَدْعُوْ عَبْدَ اللّٰهِ (আমি আব্দুল্লাহকে ডাকছি)। এখানে يا হরফে নেদাটি اَدْعُوْ ফে'লের স্থলাভিষিক্ত। হরফে নেদা পাঁচটি- (১) يَا, (২) اَيَا, (৩) هَيَا, (৪) اَىْ, ও (৫) যবরযুক্ত هَمْزَة। কোন কোন সময় حرفِ نِداء উহ্য থাকে। যেমন- يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا (এখানে يوسف মুনাদার পূর্বে হরফে নেদা يَا উহ্য রয়েছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمُنَادٰى : فعل কে حذف করা ওয়াজিব হওয়ার ৪র্থ স্থান এবং حَذْفِ قِيَاسِى এর ৩য় স্থান হল مُنَادٰى - مُنَادٰى বাবে مُفَاعَلَة হতে اسم مفعول অর্থ আহুত, যাকে ডাকা হয়, আহ্বান করা হয়। পরিভাষায়- هُوَ اِسْمٌ هُوَ الْمَطْلُوْبُ اِقْبَالُهُ بِحَرْفِ نَائِبٍ مُنَابَ اَدْعُوا لَفْظًا وَتَقْدِيْرًا মুসান্নিফ (র.) এর ভাষায়- اَلْمَدْعُوُّ بِحَرْفِ النِّدَاءِ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا

مُنَادٰى এমন اسم কে বলে যাকে اَدْعُوْ এর স্থলাভিষিক্ত কোন প্রকাশ্য বা উহ্য অব্যয়ের মাধ্যমে আহ্বান বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সংজ্ঞায় هُوَ হল جِنْس যা مُنَادٰى ও غَيْرِ مُنَادٰى কে শামিল করে, بِحَرْفِ النِّدَاءِ হল فصل - এর দ্বারা فعل এর মাধ্যমে যাকে ডাকা হয় তা বেরিয়ে গেল।

كَثْرَتِ اِسْتِعْمَال অর্থাৎ فعلِ مُقَدَّرْ হল نَاصِب এর مُنَادٰى এর মতে سِيْبَوَيْه رح : قوله وَحَرْفُ النِّدَاءِ الخ (অধিক ব্যবহার) ও حرف نداء টি فعل এর قائم مقام হওয়ায় وجوبا (আবশ্যিকভাবে) হয়েছে।

খ. مُبَرِّدْ رح এর মতে حرفِ نِدا ই منادى এর عامِلِ ناصب - অতএব তাঁর মতে এটা عامِل কে حذف করার স্থানসমূহের অন্তর্গত নয়।

قوله وَقَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ الخ ঃ অর্থাৎ حرفِ نداء বুঝার জন্য قرينه (আলামত) পাওয়া গেলে حرف نِدا কে تخفيفا সহজার্থে হযফকে করা জায়েয। তবে ৪ ক্ষেত্রে জায়েয নেই। যথা- ১. মুনাদাটা اسمِ جنس হলে ২. اسمِ اِشارَة হলে ৩. مُسْتَغَاث না হলে ৪. مَنْدُوْب না হলে।

قَوْلُهُ يُوْسُفُ اَعْرِضْ الخ ঃ এটা মূলত يَايُوْسُفُ الخ ছিল অর্থ : হে ইউসূফ! এ থেকে বিরত থাক। এখানে قرينه হল امر তথা আদেশ হওয়া, উপরন্তু ى কে محذوف না মেনে يُوْسُفُ কে যদি مُبْتَدَا মানা হয় তা সহীহ হয় না। কারণ সামনে হল- امر এটা اِنشائيه আর اِنْشَاء কে খবর বানান সহীহ হয়।

وَاعْلَمْ اَنَّ الْمُنَادٰى عَلٰى اَقْسَامٍ فَاِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنٰى عَلٰى عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَارَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَازَيْدُوْنَ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ نَحْوُ يَالَزَيْدٍ وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ اَلِفِهَا نَحْوُ يَا زَيْدَاهْ وَيُنْصَبُ اِنْ كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَوْمُشَابِهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَاطَالِعًا جَبَلًا

অনুবাদ ॥ مُنَادٰى - এর প্রকারভেদ ঃ জ্ঞাতব্য– মুনাদা কয়েকভাগে বিভক্ত– ১. منادى যদি মুফরাদ এবং মা'রেফা হয় তবে রফার চিহ্ন তথা পেশ বা অনুরূপ কোন চিহ্নের উপর মবনী হবে। যেমন– يَا زَيْدُ - يَا رَجُلُ - يَا زَيْدَانِ ও يَازَيْدُوْن ২. لَامِ اِسْتِغَاثَةٌ (ফরিয়াদসূচক لام) প্রবিষ্ট হলে যের বিশিষ্ট হবে। যেমন– يَا لَزَيْدٍ এবং ৩. اَلِفِ اِسْتِغَاثَة (ফরিয়াদসূচক الف) যুক্ত হলে যবরবিশিষ্ট হবে। যেমন– يَا زَيْدَاهْ ৪. (ক) মুনাদাটি مضاف হলে, যেমন– يَاعَبْدَ اللّٰهِ বা (খ) مشابهُ مضاف হলে, যেমন– يَاطَالِعًا جَبَلًا অথবা

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّ الْمُنَادٰى الخ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) مُنَادٰى এর اَحْكَامْ বা বিধান বর্ণনা করছেন যে, منادى কয়েক প্রকার। যথা– ১. منادى যদি হয় مفرد ও معرفه হয়। এখানে مفرد দ্বারা উদ্দেশ্য হল مضاف বা شبه مضاف না হওয়া (যেমন يَاطَالِعًا جَبَلًا)। আর معرفه টা (نِدا) এর পূর্বে معرفه থাক বা ندا এর পরে হৌক) علامت رفع এর উপর مبنى হবে। رفع এর আলামত হল পেশ واو ও الف যেমন– يازيد، يازيدان ও يازيدون এর মধ্যে।

قوله يُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ ঃ اِسْتِغَاثَة - غَوْثٌ মাদ্দা হতে বাবে استفعال এর মাসদার। অর্থ বিপদ উদ্ধারের জন্য কাউকে আহ্বান করা, منادى টা لامِ استغاثه দ্বারা مجرور হয়। যেমন– يَالَزَيْدٌ (مستغاث এর পূর্বে যে লাম আসে তাকে لَامِ اِسْتِغَاثَهْ বলে।

★ উল্লেখ্য যে, اِسْتِغَاثَه এর মধ্যে দু'টি বিষয় থাকে। ক. مدعو (আহুত) খ مَدْعُوْ اِلَيْهِ যে কারণে আহবান করা হয়। مَدْعُوا হল مُسْتَغَاث অর্থাৎ যার নিকট ফরিয়াদ জানান হয় যেমন হাকিম প্রভৃতি। আর مُسْتَغِيْثُ হল মজলুম অর্থাৎ যার জন্য ফরিয়াদ করা হয়, مُسْتَغِيْث ফরিয়াদী। مُسْتَغَاث এর উপর যে لَامِ আসে তা مكسور হয়, উভয়ের মাঝে পার্থক্যের জন্য এরূপ করা হয়। যেমন– يَالَزَيْدُ এর ভাবার্থ হল يَالَزَيْدُ اَغِثْ لِلْمَظْلُوْمِ (হে যায়েদ মাজলুমের সাহায্যের জন্য এসো) এর মধ্যে قَوْمُ হল مُسْتَغَاثُ, আর মাজলুম হল مُسْتَغَاثُ لَهٗ ও يَالَقَوْمُ (হে কওম! তুমি মাজলুমের সাহায্যের জন্য এসো) এর মধ্যে قوم হল مُسْتَغَاثُ আর لِلْمَظْلُوْمِ হল لِلْمَظْلُوْمِ মুস্তাগাস লাহু/ مُسْتَغَاثُ لَهٗ-

قوله وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ اَلِفِهَا ঃ অর্থাৎ مُسْتَغَاث এর শেষে الف যুক্ত হলে তা যবর যুক্ত হয়। যেমন– يَازَيْدَاهْ এর دال এর ডানে। কারণ الف সব সময় যবর চায়, শেষে ه টি وَقف এর জন্য বা مَدِّ صَوْت তথা স্বর উঁচু করার জন্য আসে। এ সময় শুরুতে لَامِ আসে না। কারণ লাম চায় শেষে যের, আর الف চায় যবর। সুতরাং উবয়ের মাঝে مُنَافَات (বৈপরিত্ত) রয়েছে।

قوله وَيُنْصَبُ اِنْ كَانَ الخ অর্থাৎ مُنَادٰى টা مُضَاف বা مُشَابِهُ مضاف হলে مَفْعُوْلِيَّتْ এর ভিত্তিতে منصوب হয়। যেমন– يا عبد الله ও يَا طَالِعًا جَبَلًا

★ مُشَابِهُ مُضَاف দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে مُنَادٰى টি مضاف নয় এবং অন্য কোন শব্দের সাথে মিলন ছাড়া তার অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। কেননা مُضَاف যেরূপ مضاف اليه এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তার অর্থ পূর্ণ হয় না তদরূপ এটাও। যেমন يَاطَالِعًا جَبَلًا (হে পর্বত আরোহী) শুধু طَالِعًا (আরোহী) বলার দ্বারা অর্থ বোধগম্য হয় না। এভাবে يَاخَيْرًا مِّنْ زَيْدٍ এটা ও مشابهُ مضاف কারণ শুধু خير বলার দ্বারা এর অর্থ বুঝা যায় না।

أَوْ نَكِرَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَقَوْلِ الْأَعْمى يَارَجُلًا خُذْ بِيَدِيْ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادٰى وَهُوَ حَذْفٌ فِيْ اٰخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ كَمَا تَقُوْلُ فِيْ مَالِكٍ يَامَالُ وَفِيْ مَنْصُوْرٍ يَا مَنْصُ وَفِيْ عُثْمَانَ يَا عُثْمُ وَيَجُوْزُ فِيْ اٰخِرِ الْمُنَادٰى الْمُرَخَّمِ الضَّمُّ وَالْحَرَكَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا تَقُوْلُ فِيْ حَارِثٍ يَاحَارُ وَيَاحَارِ ـ وَاعْلَمْ أَنَّ "يَا" مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا أَوْ وَا كَمَا يُقَالُ يَا زَيْدَاهْ وَ وَا زَيْدَاهْ فَوَا مُخْتَصَّةٌ بِالْمَندُوبِ وَيَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْمَنْدُوبِ وحكمُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ مِثْلُ حكمِ الْمُنَادٰى ـ

অনুবাদ ॥ গ) অনির্দিষ্ট নাকেরা হলে, যেমন– অন্ধ ব্যক্তির উক্তি يَارَجُلًا خُذْ بِيَدِيْ (যবরবিশিষ্ট হবে)।
৫. মুনাদাটি আলিফ-লাম যোগে معرفة হলে বলা হবে يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ ও يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ –

تَرْخِيمُ الْمُنَادٰى **বা মুনাদাকে সংক্ষিপ্তকরণ ঃ** مُنَادٰى কে ترخيم বা সংক্ষিপ্ত করা বৈধ। مُرَخَّم বা সংক্ষিপ্ত করণের অর্থ হলো (মুনাদার ব্যবহার কে) সহজ করণের উদ্দেশ্যে মুনাদা শব্দের শেষাংশকে বিলুপ্ত করা। যেমন– তুমি বলবে مَالِك এর স্থলে يَامَالُ এবং مَنْصُوْرُ এর স্থলে يا مَنْصُ – عُثْمَانُ এর স্থলে يَاعُثْمُ – منادىٰ مُرَخَّم এর শেষবর্ণে পেশ দেয়া বা মূল হরকত রাখা উভয়ই বৈধ। যেমন– يَا حَارِثُ এর ক্ষেত্রে বলবে يَا حَارُ বা يَا حَارِ –

জ্ঞাতব্য مَنْدُوْبُ **ঃ** يَا বর্ণটি حروف نِدَا এর অন্তর্ভূক্ত। তবে কোন কোন সময় তা মানদূবের জন্যও ব্যবহৃত হয়। মানদূব ঐ ইসমকে বলা হয় যার ব্যাপারে يا বা واو এর মাধ্যমে বিলাপ বা দুঃখ প্রকাশ করা হয়। যেমন– বলা হয় يَا زَيْدَاهْ ও وَا زَيْدَاهْ (হায় যায়েদ!)। وا মানদূবের জন্য নির্দিষ্ট। আর يا মুনাদা ও মানদূব উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মু'রাব ও মবনী হওয়ায় ক্ষেত্রে মানদূবের হুকুম মুনাদার হুকুমের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله أَوْ نَكِرَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ঃ غير معينة হল نكره এর সিফত। এ উদাহরণে رَجُلًا টা نِدَا এর আগে ও পরে সর্বাবস্থায় نكره - কারণ অন্ধ ব্যক্তি কাউকে দেখে না। সুতরাং সে নির্দিষ্ট কাউকে ডাকে না। ندا এর দ্বারা نكره শব্দটি معرفه হয়ে যায় কিন্তু অন্ধের ক্ষেত্রে তা হয় না। এজন্যই نكره এর পরে غير معينه সিফত আনা হয়েছে।

قوله وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادٰى : ترخيم অর্থ নরম বা সহজ করন। পরিভাষায়– منادى এর শেষ থেকে এক বা একাধিক বর্ণ বিলোপ করে ডাকতে সহজ সাধ্য করা।

★ **ফায়েদা ঃ** ক. ترخيم এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা– ১. منادى টি مضاف না হওয়া। ২. جمله না হওয়া ৩. তিনের অতিরিক্ত অক্ষরবিশিষ্ট হওয়া। ৪. تائے تانيث যুক্ত হওয়া। ৫. مُسْتَغَاثُ না হওয়া। ৬. مَنْدُوبُ না হওয়া। খ. مُرَكَّبِ إِسْنَادِى ও مركب اضافى ছাড়া অন্যান্য مركب এর মধ্যে ترخيم এর সময় শেষের اسم কে حذف করা হয়। গ. ترخيم গদ্যের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে জায়েয, আর পদ্যের মধ্যে জরুরত বশত জায়েয।

قوله وَيَجُوْزُ فِيْ اٰخِرِ الْمُنَادٰى الخ ঃ অর্থাৎ منادىٰ مُرَخَّمْ এর শেষে حركتِ اصلى কে ঠিক রাখা বা পূর্ণ منادى হিসেবে اعراب দেয়া উভয় জায়েয।

قوله وَاعْلَمْ أَنَّ يَامِنْ الخ ঃ مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ এটা يا এর সিফত বা তার থেকে حال –

قوله وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ ঃ مُتَفَجَّع বাবে تفعّل হতে اسم مفعول অর্থ যার ওপর অস্থিরতা প্রকাশ করা হয়। এখানে على টি لام অর্থে, আর مَنْدُوْبُ، نَدْبٌ হতে অর্থ দুঃখ প্রকাশ করা, مَنْدُوْبُ ঐ মৃত ব্যক্তি যার গুণাবলী স্মরণ করে করে তার উপর কান্না-কাটি করা হয়। নাহুর পরিভাষায় مندوبٌ ঐ اسم কে বলে يا বা وا এর মাধ্যমে যার উপর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। যথা– يازيداه ، وا زيداه-এর মধ্যে ه টি مَدِّ صَوْت তথা স্বর উচুঁ করার জন্য।

قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ الخ ঃ অর্থাৎ مندوب এর اعراب এর বিধান مُنَادٰى এর বিধানের ন্যায়। যেমন– وَازَيْدُ ، وَاعَبْدُ اللهِ

فصلٌ ـ اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ هُوَ اسمُ مَا وقعَ فِعلُ الْفَاعِلِ فِيْهِ مِنَ الزَّمانِ وَالْمَكانِ وَيُسمّٰى ظَرْفًا وظروفُ الزَّمانِ عَلٰى قِسْمَيْنِ : مُبْهَمٌ وَهُوَ مَالاَ يكونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ كَدَهْرٍ وَحِيْنٍ ومحدود وهو مايكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة وكلها منصوبٌ بِتَقْدِيْرِ "فِيْ" تَقُوْلُ صُمْتُ دَهْرًا اَوْ سَافَرْتُ شَهْرًا اىْ فِيْ دَهْرٍ وَشَهْرٍ وظُرُوْفُ الْمَكَانِ كَذٰلِكَ مُبْهَمٌ وهو مَنْصُوبٌ ايضًا بِتَقْدِيْرِ "فِيْ" نحوُ جَلَسْتُ خَلْفَكَ وامامَكَ وَمَحْدُوْدٌ وَهُوَ مَا لايكونُ مَنْصُوبًا بِتَقديرِ "فِيْ" بَلْ لاَبُدَّ مِنْ ذِكْرِ "فِيْ" فِيْهِ نحوُ جَلَسْتُ فِي الدَّارِ وفِي السُّوْقِ وَفِي الْمَسْجِدِ ـ

فصل ـ اَلْمَفعولُ لَهُ هو اسمُ مَا لِاَجْلِهِ يَقَعُ الْفعلُ الْمَذْكورُ قَبْلَهُ ويُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ نحوُ ضَرَبتُهُ تَاْدِيْبًا اىْ لِلتَّاْدِيْبِ وَقَعدْتُ عنِ الْحَرْبِ جُبْنًا اىْ لِلْجُبْنِ وعِندَ الزَّجَّاجِ هُوَ مصدرٌ تَقْدِيْرُهُ اَدَّبْتُهُ تَاْدِيْبًا وجَبُنْتُ جُبْنًا ـ

পরিচ্ছেদ–৩ ঃ مفعول فِيْهِ (স্থান বা কালবাচক কর্মপদ)

অনুবাদ ॥ مفعول فِيْهِ -এর সংজ্ঞা ঃ مفعول فِيْهِ ঐ স্থান বা কালকে বলে যার মধ্যে কর্তার ক্রিয়া সংঘটিত হয়। একে ظرف (আধার) বলা হয়।

مفعول فيه -এর প্রকারভেদ ঃ ظروفِ زَمان (কালাধার) দু'ভাগে বিভক্ত। (১) مُبْهَم (অস্পষ্ট) তা এমন ظرف যার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। যেমন– دَهْرٌ (যুগ), حِيْنٌ (সময়) এবং (২) مَحْدُوْدٌ (সীমাবদ্ধ) এটা ঐ ظرف যার নির্দিষ্ট সীমা আছে। যেমন– يَوْمٌ (দিন), لَيْلَةٌ (রাত), شَهْرٌ (মাস) ও سَنَةٌ (বৎসর)। এগুলোর প্রত্যেকটিতে (مُبْهَم হোক বা مَحْدُوْد) فِيْ উহ্য থেকে منصوب হয়। যেমন– তুমি বলবে صُمْتُ دَهْرًا (আমি একযুগ রোযা রেখেছি) এবং سَافرتُ شَهْرًا (আমি একমাস ভ্রমণ করেছি) অর্থাৎ فِيْ دَهْرٍ ও فِيْ شَهْرٍ - ظروفِ مَكانْ (স্থানাধার) অনরূপভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। (১) مُبْهَم (অস্পষ্ট) এবং এটাও فِيْ উহ্য থেকে منصوب হয়। যেমন– جَلَسْتُ خَلْفَكَ (আমি তোমার পেছনে বসেছি) ও جَلَسْتُ اَمَامَكَ (আমি তোমার সামনে বসেছি)। (২) مَحْدُوْدٌ (সীমাবদ্ধ) فى উহ্য থাকায় যবরযুক্ত হয় না; বরং তাতে فى উল্লেখ করা অপরিহার্য। যেমন– جَلَسْتُ فِى الدَّارِ (আমি ঘরে বসেছি), جَلَسْتُ فِى السُّوْقِ (আমি বাজারে বসেছি) ও جَلَسْتُ فِى الْمَسْجِدِ (আমি মসজিদে বসেছি)।

পরিচ্ছেদ– ৪ ঃ مفعول لَهُ প্রসঙ্গ

مَفْعُوْل لَهُ -এর সংজ্ঞা ঃ مفعول لَهُ (কারণবোধক কর্মপদ) ঐ ইসমকে বলে যার কারণে তার পূর্বোল্লিখিত ক্রিয়া সংঘটিত হয়, এটা لام উহ্য থাকার দরুন যবরপ্রাপ্ত হয়। যেমন– ضَرَبْتُهُ تَاْدِيْبًا অর্থাৎ لِلتَّاْدِيْبِ (আমি তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রহার করেছি) এবং قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا অর্থাৎ لِلْجُبْنِ (কাপুরুষতার কারণে আমি যুদ্ধ হতে বিরত রয়েছি)।

ইমামে যুজাজ এর মতে مفعولِ لَهُ টি প্রকৃতপক্ষে একটি মাসদার। (অর্থাৎ তা مفعولِ مُطلق) তার উহ্য রূপ হলো– اَدَّبْتُهُ تَاْدِيْبًا ও جَبُنْتُ جُبْنًا-

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله مَاوُقِعَ فِيْهِ الخ : সংজ্ঞায় উল্লিখিত فعل দ্বারা فعلِ لُغَوِى তথা ক্রিয়া উদ্দেশ্য। ظرف (বিয়ান) অর্থ مَايُحِيْطُ الشَّئَ (সুতরাং زمان বা مكان প্রত্যেকটি ظرف) হল مَا এর ব্যাখ্যা مِنَ الزَّمَانِ

قوله وَكُلُّهَا مَنْصُوْبٌ الخ : অর্থাৎ ظرفِ زمان চাই مُبْهَمْ হোক বা مَحْدُوْد সবগুলোতে فِيْ উহ্য থেকে منصوب হয় (একে مَنْصوبٌ بِنَزْعِ خَافِضٍ বলে) মুসান্নিফ (র.) এর এ কথা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত যে, فِيْ উল্লেখ থাকলে مفعولِ فِيْهِ হবে তবে তখন منصوب হবে না। অতএব مفعولِ فيه দু প্রকার হল– ১. مفعولِ فِيْهِ যার মধ্যে فِيْ উহ্য থাকে। ২. যার মধ্যে فِيْ প্রকাশ্য থেকে مجرور হয়। তবে জমহুর (সংখ্যা গরিষ্ঠ) নাহবীদের মতে যে ظرف এর মধ্যে حرف جر প্রকাশ্য থাকে যেমন جَلَسْتُ فِي الْمَسْجِدِ এটাকে حرف جر এর মাধ্যমে (بواسطةُ حرفِ جر) مفعولِ به কেননা তাদের মতে مفعول فيه ঐ مفعول কে বলে যার মধ্যে কর্তার ক্রিয়া পতিত হয় এবং فى উহ্য থাকে। সারকথা– জমহুরের মতে مفعول সহীহ হওয়ার জন্য فى উহ্য থাকা শর্ত। আর মুসান্নিফ (র.)-এর মতে তা منصوب সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত, مفعول হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

قَوْلُهُ وَظُرُوْفُ الْمَكَانِ كَذَا : অর্থাৎ ظرفِ زمان এর ন্যায় ظرفِ مكان ও দু'প্রকার। ক. مُبْهَمْ (যার সীমা নির্দিষ্ট নয়) যথা– شِمَالٌ، يَمِيْنٌ اَمَامٌ، خَلْفٌ، فَوْقٌ، تَحْتٌ ইত্যাদি।

খ. مَحْدُوْدٌ (সীমিত) যেমন– سُوْقٌ ، مَسْجِدٌ، دَارٌ প্রভৃতি।

★ **ফায়েদা :** ৬ প্রকার শব্দ مفعول فيه এর قائمِ مُقام হতে পারে– ১. مَصْدَرْ যথা– جِئْتُكَ طُلُوْعَ الشَّمْسِ ২. وَصْف যথা– قُمْتُ طَوِيْلًا ৩. عَدَدْ যথা– سِرْتُ خَمْسَةَ اَيَّامٍ ৪. اسمِ اشاره যথা – اَكَلْتُ تِلْكَ الليلة ৫. كُلّ যথা لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، مَشَيْتُ كُلَّ اللَّيْلِ ৬. نِصْف বা بَعْض যথা–

(ঘ) مَفْعول بِهِ এর ন্যায় مفعولِ فِيه এর فعل কে مَااُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ এর ভিত্তিতে حذف করা যায়। যেমন ـ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صُمْتُ فِيْهِ

قَوْلُهُ اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ اِسْمٌ : مفعول لَهُ এমন اسم কে বলে যা অর্জনের জন্য বা যার অস্তিত্বের কারণে তার পূর্বের প্রকাশ্য বা উহ্য فعل টি পতিত হয়। সংজ্ঞায় উল্লিখিত فعل দ্বারা فعلِ لُغَوِى অর্থাৎ ধাতুগত অর্থ উদ্দেশ্য। لِاَجْلِه এর দ্বারা অন্যান্য সমস্ত مفعول বের হয়ে গেল। اَلتَّادِيْبُ এর দ্বারা اَعْجَبَنِى التَّادِيْبُ এর المذكورُ قَبْلَهُ বেরিয়ে গেল। কেননা যদিও ادب এর উদ্দেশ্যে فعل সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তা এখানে উল্লেখ নেই। সংজ্ঞায় উহ্য শব্দ এ জন্য যুক্ত হয়েছে যাতে لِمَ ضَرَبْتَ এর উত্তরে উল্লিখিত تَادِيْبًا শব্দটি مفعول له এর মধ্যে দাখিল থাকে।

قوله وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيْرِ اللَّامِ : অর্থাৎ مفعول لَهُ টা لامِ مقدّرٌ এর দ্বারা منصوب হয়, আর لام উল্লেখ থাকলে مجرور হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসান্নিফ (র.), এর মতে مفعول দু'প্রকার– ক. مفعول له بِتقدير اللّامِ খ. مفعول لهُ بذكرِ 'اللّام'

قوله نَحْوُ ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا : تَادِيْبًا শব্দটি لامِ مُقَدَّرَةٌ দ্বারা منصوب হয়েছে। এটা ঐ مفعول এর উদাহরণ যা অর্জনের জন্য فعل সংঘটিত হয়েছে।

قوله قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا : এটা ঐ مفعول এর উদাহরণ যার অস্তিত্বের দরুন فعل সংঘটিত হয়েছে।

قوله عِنْدَ الزَّجَّاجُ الخ : অর্থাৎ যাজ্জাজ র. এর মতে مفعول له টা মূলত মাসদার مفعول مطلق-শাব্দিক দিক দিয়ে এটা পূর্বোল্লিখিত فعل এর নয় বরং উহ্য فعل এর মাসদার। সুতরাং তাঁর মতে উভয় উদাহরণ মূলত এরূপ ছিল– جَبُنْتُ بِالْقُعُوْدِ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا ও اَدَّبْتُهُ بِالضَّرْبِ تَادِيْبًا তবে তাঁর এমতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

فَصْلٌ ـ اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ هُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْوَاوِ بِمَعْنَى مَعَ لِمُصَاحَبَةِ مَعْمُوْلِ الْفِعْلِ نَحْوُ جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ وجِئْتُ اَنَا وَزَيْدًا اَىْ مَعَ الْجُبَّاتِ ومَعَ زَيْدٍ فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وجازَ الْعَطْفُ يجوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ اَلنَّصْبُ وَالرَّفعُ نحوُجِئْتُ اَنَا وَزيدًا وزيدٌ وَاِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ نحوُ جِئْتُ وَزَيْدًا وَاِنْ كَانَ الْفِعلُ مَعْنًى وجازَ الْعطفُ تَعَيَّنَ الْعطفُ نحوُ مَا لِزَيدٍ وَعَمْرٍو

পরিচ্ছেদ-৫ ঃ مَفْعُوْلِ مَعَهُ (সঙ্গবোধক কর্মপদ) প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ مَفْعُوْلِ مَعَهُ - এর সংজ্ঞা ঃ مفعول مَعَهُ (সঙ্গবোধক কর্মপদ) ঐ ইসমকে বলে যা ফে'লের مَعْمُوْل (অর্থাৎ فاعل বা مفعول) এর সঙ্গী হওয়ার কারণে مَعَ এর অর্থবোধক واو এর পরে উল্লেখিত হয়। যেমন- جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ অর্থাৎ مَعَ الْجُبَّاتِ (শীত জুব্বাসহ এসেছে) এবং جِئْتُ اَنَا وَزَيْدًا অর্থাৎ مَعَ زَيْدٍ (আমি যায়েদসহ এসেছি)।

مفعول معه এর হুকুম ঃ যদি (مفعول معه এর) فعل টি প্রকাশ্য হয় এবং عطف শুদ্ধ হয় তবে তাতে نصب ও رفع উভয়টি বৈধ। যেমন- جِئْتُ اَنَا وَزَيْدٌ ও جِئْتُ اَنَا وَزَيْدًا (আমি যায়েদসহ এসেছি)। যদি فعل টি উহ্য হয় এবং عطف শুদ্ধ হয় তবে عطف ই নির্দিষ্ট হবে। যেমন- مَالِزَيْدٍ وَعَمْرٍو (আমরের সাথে যায়েদের কি হয়েছে?)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ ঃ مفعول مَعَهُ ঐ اسم কে বলে যা مَعَ অর্থবোধক واو এর পরে উল্লিখিত হয়ে فعل এর معمول তথা ফায়েল বা মাফউলের সঙ্গ বুঝায়। যেমন- جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ

قوله بِمَعْنَى مَعَ ঃ এটা فصل এর দ্বারা অন্যান্য সমস্ত مفعول বের হয়ে গেল এবং لِمُصَاحَبَةِ এ فصل দ্বারা زَيْدٌ وَعَمْرٌو اَخُوْكَ (যায়েদ ও আমর তোমার ভাই) খারিজ হয়ে গেল।

قوله فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ الخ ঃ فا টি تفسيرية অর্থাৎ مفعولِ مَعَهُ এর فعل যদি প্রকাশ্য হয় এবং واو এরপরের শব্দকে فعل এর معمول এর উপর عطف করা জায়েয হয় অর্থাৎ عطف সহীহ হওয়ার জন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তখন مفعول مَعَهُ এর মধ্যে দুটি ছুরত জায়েয। ক. مفعول معه হিসেবে নছব দেয়া। ২. عطف হিসেবে اِعْرَاب দেয়া। যেমন- جِئْتُ اَنَا وَزَيْدٌ وَزَيْدًا এর মধ্যে وزيد কে مفعول معه হিসেবে منصوب পড়া যায়। আবার ت যমীরে মুত্তাসিলের উপর عطف করে فاعل হিসেবে مرفوع ও পড়া যায়। আর ضميرِ متصل ـ تُ এর পর انا যমীর تاكيد আসার কারণে عطف এর কোন প্রতিবন্ধক নেই।

قوله وَاِنْ لَمْ يَجُزِ الخ ঃ অর্থাৎ فعل এর معمول এর উপর مفعول معه কে عطف করা সহীহ না হলে তখন نصب ই নির্দিষ্ট। যেমন- جئت وزيدا এর মধ্যে عطف সহীহ না হওয়ার কারণ এই যে, ضمير متصل এরপরে ضمير منفصل আনা ছাড়া তার ওপর عطف শুদ্ধ নয়।

قوله فَاِنْ كَانَ الخ ঃ এখানে كان টি تَامَّةٌ ـ وُجِدَ এর অর্থে - مَعْنًى - حال বা تميز হিসেবে منصوب অর্থাৎ مفعول معه এর عامل যদি معنوى হয় (مفعول দ্বারা فعل উহ্য থাকা প্রমাণিত হয়) এবং واو এর পরবর্তী অংশকে فعل এর معمول এর উপর عطف করা জায়েয হয় তখন عطف ই নির্দিষ্ট। مفعول معه হিসেবে منصوب পড়া যাবে না। যেমন- مَالِزَيْدٍ وَعَمْرٍو এখানে ما টি استفهاميه ও مبتدا ، لزيد হল خبر ـ عمرو এর عطف হল زيد এর উপর। অর্থাৎ اَىُّ شَيْئٍ حَصَلَ لِزَيْدٍ مَعَ عَمْرٍو এখানে عمرو এর مجرور হওয়া নির্দিষ্ট। কারণ عاملِ معنوى হল (ضعيف) দুর্বল আর لِزَيْدٍ এর প্রকাশ্য আমিল হল قَوِىُّ (শক্তিশালী) সুতরাং প্রকাশ্য قَوِىُّ مَاقَلَّ থাকতে عاملِ ضعيف এর উপর عطف করা জায়েয নয়।

وَاِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ نَحْوُ مَالَكَ وَزَيْدًا وَمَا شَانُكَ وَعَمْرُوا لِاَنَّ الْمَعْنٰى مَا تَصْنَعُ ـ

فَصْلٌ ـ اَلْحَالُ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلٰى بَيَانِ هَيْاَةِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ اَوْ كِلَيْهِمَا نَحْوُ جَائَنِيْ زَيْدٌ رَاكِبًا وَضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُوْدًا وَلَقِيْتُ عَمْرًوا رَاكِبَيْنِ وَقَدْ يَكُوْنُ الْفَاعِلُ مَعْنَوِيًّا نَحْوُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ قَائِمًا لِاَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ اِسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ نَحْوُ هٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا فَاِنَّ مَعْنَاهُ الْمُشَارُ اِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زَيْدٌ وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ فِعْلٌ اَوْ مَعْنٰى فِعْلٍ وَالْحَالُ نَكِرَةٌ اَبَدًا وَذُوالْحَالِ مَعْرِفَةٌ غَالِبًا كَمَا رَاَيْتَ فِي الْاَمْثِلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ

অনুবাদ ॥ আর যদি عَطْف শুদ্ধ না হয় তবে نصب নির্দিষ্ট হবে। যেমন– مَا لَكَ وَ زَيْدًا ও مَا شَانُكَ وعمروا (তুমি যায়েদের সাথে কি কর, তুমি আমরের সাথে কি কর?)। কেননা এর অর্থ হলো مَا تَصْنَعُ (তুমি কি করছ?)।

পরিচ্ছেদ–৬ ঃ حَالٌ (অবস্থাবোধক পদ) প্রসঙ্গ

অনুবাদ ঃ حَالٌ -এর সংজ্ঞা ঃ حَالٌ এমন একটি শব্দ যা দ্বারা فاعل কিংবা مفعولِ به অথবা উভয়ের অবস্থা বুঝায়। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ رَاكِبًا (যায়েদ আমার নিকট আরোহণ অবস্থায় এসেছে) এটা (فاعل এর অবস্থা বর্ণনার উদাহরণ)। ضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُوْدًا (আমি যায়েদকে বাঁধা অবস্থায় প্রহার করেছি), (এটা مفعول به -এর অবস্থা বর্ণনার উদাহরণ)। لَقِيْتُ عَمْرًوا رَاكِبَيْنِ (আমি আমরের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করেছি যে আমরা উভয়ই আরোহী ছিলাম। এটা فاعل ও مفعول উভয়ের অবস্থা বর্ণনার উদাহরণ)। কোন কোন সময় فاعل টি معنوى হয় (অর্থাৎ শব্দে উল্লেখ থাকে না, বরং অর্থের মধ্যে থাকে)। যেমন– زَيْدٌ فِي الدَّارِ قَائِمًا কেননা বাক্যটির অর্থ হল زَيْدٌ اِسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا (যায়েদ ঘরে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে) অনুরূপভাবে مفعول به ও معنوى হয়। অর্থাৎ অর্থগতভাবে তা مفعول به কিন্তু শাব্দিক দৃষ্টিতে তা مفعول به হয় না। যেমন– هٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا অর্থ اَلْمُشَارُ اِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زَيْدٌ (দণ্ডায়মান যে ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে সে যায়েদ)।

حال এর আমেল ঃ حال -এর عامل হল فعل বা معنى فعل

حَالٌ ও ذُو الْحَالِ এর হুকুম ঃ (ক) حال সর্বদা نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট) এবং ذُوالْحَال অধিকাংশ সময় معرفة (নির্দিষ্ট) হয়ে থাকে। যেমন– উল্লেখিত উদাহরণসমূহে লক্ষ্য করেছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ الخ ঃ অর্থাৎ مفعولِ معه এর আমিল যদি فعلِ معنوى হয় আর عطف করা জায়েয না হয় তখন فعلِ معنوى কে আমিল বানিয়ে مفعول হিসেবে منصوب পড়তে হবে। কারণ তাছাড়া কোন উপায় নেই। যেমন– مَاشَانُكَ وَعَمْرًوا ও مَالَكَ وَزَيْدًا প্রথমটি ضميرِ مجرورْ بحرفِ جر এর

উদাহরণ এবং দ্বিতীয়টি ضمير مجرور بمضاف এর উদাহরণ। উভয়টিতে كَ যমীরের উপর عطف করা নাজায়েয। কেননা নিয়ম আছে যে, ضمير مجرور এর عطف করা إِعَادَةُ جَار) حرف جار হোক বা مضاف কে পূনর্বার আনা) ছাড়া জায়েয নেই। আর এখানে زَيْدًا এর শুরুতে جار পূর্নবার আনা হয়নি। উভয় উদাহরণে مَالَكَ বা مَاشَأْنُكَ এর অর্থ হল مَاتَصْنَعُ - কারণ مَا হল استفهاميه আর অধিকাংশ إِسْتِفهام হয় فعل দ্বারা। সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে فعل উহ্য আছে।

قَوْلُهُ اَلْحَالُ لَفْظُ الخ : حال এর শাব্দিক অর্থ গুণ, অবস্থা। পরিভাষায় حال এমন শব্দকে বলে যা فعل সংঘটিত বা পতিত হওয়ার সময় فاعل বা مفعول অথবা উভয়ের অবস্থা প্রকাশ করে। কিতাবে বর্ণিত উদাহরণের প্রথমটি فاعل এর অবস্থা, দ্বিতীয়টি مفعول এর অবস্থা এবং তৃতীয়টি একত্রে উভয়ের অবস্থা বুঝাচ্ছে। সংজ্ঞায় لفظ শব্দটি جنس - يَدُلُّ عَلٰى হল فصل এর দ্বারা যা অবস্থা বর্ণনা না করে তা সব খারিজ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ، هُيْئَة : فَصْل দ্বারা যা ذَاتٌ (সত্ত্বা) বর্ণনা করে তা খারিজ হয়ে গেল, যেমন- تميز অতঃপর هَيْئَةُ কে فاعل ও مفعول এর দিকে اضافت করায় যা এ দুয়ের ভিন্ন অন্য কোন শব্দের অবস্থা বর্ণনা করে তা খারিজ হয়ে গেল। যথা মুবতাদার সিফত زَيْدُنِ الْعَالِمُ أَخُوْكَ ইত্যাদি।

قوله قَدْ يَكُوْنُ الْفَاعِلُ الخ ঃ অর্থাৎ কখনো فاعل বা مفعول টা معنوى (উহ্য) হয়, فاعل معنوى দ্বারা উদ্দেশ্য হল فعل টা বাক্যে উল্লেখ না থাকা। যেমন- زَيْدٌ فِى الدَّارِ قَائِمًا মূলত زَيْدٌ إِسْتَقَرَّ فِى الدَّارِ ছিল।

قوله وَكَذَا الْمَفْعُوْلُ بِهِ الخ ঃ এভাবে مفعول به ও معنوى হয়। যেমন هٰذَا زَيْدًا قَائِمًا এর মধ্যে زيد যদিও اسم اشاره এর খবর কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে أُشِيْرُ বা أُنَبِّهُ ফে'লের مفعول به - (অর্থাৎ أُشِيْرُ إِلٰى زَيْدٍ) আর قائما হল তার থেকে حال -

قوله وَالْعَامِلُ فِى الْحَالِ الخ ঃ অর্থাৎ حال এর عامل দু'প্রকার- ক. فعل চাই তা প্রকাশ্য হোক বা উহ্য. ২. অথবা معنىُ فعل - مَعْنٰى فِعل দ্বারা উদ্দেশ্য হল - ১. فاعل ২. اسم مفعول ৩. صفت مشبّه ৪. اسم تفضيل ৫. مصدر ৬. ظرف ৭. جارومجرور ৮. اسماء افعال এবং ৯. ঐ সকল শব্দ যার দ্বারা فعل এর অর্থ বুঝায় যায়। যেমন- اسم اشاره، حروف مشبه بفعل ، حرف تنبيه، حرف ندا প্রভৃতি। যেমন-

كَاَنَّهُ اَسَدٌ صَائِلًا، لَعَلَّهُ فِى الدَّارِ قَائِمًا، لَيْتَكَ عِنْدَنَا مُقِيْمًا، هٰذَا زَيْدٌ، يَازَيْدُ قَائِمًا ইত্যাদি।

قوله وَالْحَالُ نَكِرَةٌ الخ ঃ অর্থাৎ حال সব সময় نكره হয়। কারণ এটি مسند বা محكوم به হয়। محكوم به এর اصل হল نكره হওয়া। حال যদি কখনো معرفه হয় তাহলে তাতে تاويل করে اسم مشتق নিয়ে) نكره পরিণত করতে হবে। যথা- جَاءَ الصِّدِّيْقُ وَحْدَهُ এর মধ্যে وحده টা حال - ةُ এর দিকে اضافت হয়েছে। তাই معرفه হয়েছে। অতএব একে مُنْفَرِدًا বা مُتَوَحِّدًا এর অর্থে তাবীল করে حال বানাতে হবে।

قوله ذُو الْحَالِ مَعْرِفَةٌ غَالِبًا ঃ কেননা ذوالحال টি محكوم عليه হয়, আর محكوم عليه এর اصل হল معرفه হওয়া, غالبا শব্দটি তারকীবে কয়েক ধরনের হতে পারে। ১. ظرف অর্থাৎ وذو الْحَالُ مَعْرِفَةٌ এর متعلق হবে। মূলত يَتَعَرَّفُ ذُو الْحالِ فِى غَالِبِ الْاِسْتِعْمَالِ ছিল। ২. অথবা مصدر محذوف বা زمان محذوف এর সিফত হবে। অর্থাৎ زَمَانًا غَالِبًا বা يَتَعَرَّفُ ذُوالْحَالِ تَعَرُّفًا غَالِبًا ছিল। غَالِبًا অর্থ বেশীর ভাগ। ক্ষেত্র বিশেষ نكره হয় বিধায় এটি উল্লেখ করেছেন।

فَإِنْ كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيهِ نحوَ جَاءَنِى رَاكِبًا رجلٌ لِئلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ فِي مِثْلِ قَولِكَ رَأيتُ رجلًا راكبًا وقد تكونُ الحالُ جملةً خَبَرِيَّةً نحوَ جائنِي زيدٌ وَغُلامُهُ راكبٌ اوْ يركبُ غلامُهُ ومثالُ ماكانَ عامِلُها معنى الْفِعْلِ نحوَ هٰذَا زيدٌ قائِمًا معناهُ أُنَبِّهُ وأُشِيْرُ وقدْ يُحْذَفُ الْعَامِلُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ كَمَا تَقولُ لِلْمُسافِرِ سَالِمًا غَانِمًا اَىْ تَرْجِعُ سَالِمًا غَانِمًا ـ

অনুবাদ ॥ আর (খ) ذوالحال যদি نكرة হয় তবে حال কে ذوالحال এর পূর্বে আনা (مقدم করা) ওয়াজিব। যেমন- جَاءَنِىْ رَاكِبًا رَجُلٌ যাতে نصب এর অবস্থায় তা সিফাতের সাথে মিলে না যায়। যেমন তোমার উক্তি رَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا (আমি একজন আরোহী ব্যক্তিকে দেখেছি) এর মধ্যে।

(গ) কখনো حال টি جملهُ خبرية হয়। যেমন- جَاءَنِىْ زيدٌ وغلامُهُ راكبٌ অথবা جَاءَنِىْ زيدٌ وَيَركَبُ غلامُهُ (আমার নিকট যায়েদ এমন অবস্থায় এসেছে যে তার গোলাম আরোহী অথবা তার গোলাম আরোহণ করেছে)। যে حال এর عامل টি معنىٔ فعل হয় তার উদাহরণ যেমন- هٰذَا زيدٌ قائمًا এর (هٰذَا) অর্থ أُنَبِّهُ ও أُشِيرُ (অর্থাৎ أُنَبِّهُ علىٰ زيدٍ قائمًا ও أُشِيْرُ الىٰ زيدٍ قائمًا)

(ঘ) قرينة বা লক্ষণ পাওয়া গেলে কোন কোন সময় হালের عامل কে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন- কোন ভ্রমণেচ্ছুক ব্যক্তিকে তুমি বলবে سالمًا غانمًا অর্থাৎ تَرْجِعُ سَالِمًا غَانِمًا (তুমি নিরাপদে বিজয়ী বেশে ফিরে আসবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً ঃ অর্থাৎ ذُو الْحال যদি نكره হয় তাহলে তখন حال কে ذو الْحال এর উপর مقدّم করা জরুরী। যাতে حال টা حالت نصبى তে صفت এর সাথে মিশে না যায়। যেমন- رايتُ رَاكِبًا رُجُلًا এর মধ্যে رجلًا কে আগে আনলে راكبًا তার সিফত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, আর তখন উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যেত। তখন অর্থ হত আমি একজন আরোহী ব্যক্তিকে দেখেছি। আর حال এর অর্থ হল আমি একজনকে আরোহী অবস্থায় দেখেছি। সিফত যেহেতু موصوف এর আগে আসে না এ কারণে مقدم করলে صفت এর সাথে মিশে যাওয়ার ভয় থাকবে না। حالتِ رفعى তে যদিও সিফতের সাথে মিশে যাওয়ার ভয় নেই তথাপি نصبى এর সাথে মিল রাখার কারণে حال কে ও مقدم করা হয়। তবে حالتِ جرى তে এরূপ বৈধ নয়।

★ **ফায়েদা ঃ** ক. ذوالحال টি نكره হলে صفت এর حالتِ رفعى نصبى এর সাথে মিল রাখার কারণে এবং সিফত এর حَالَتِجَرّى এর ক্ষেত্রেও حالت نصبى এর সাথে মিল রাখার কারণে مقدم করা হয়। আর صفت এর حالت جرى এর ক্ষেত্রে حال نكره কে مقدم করা না জায়েয।

খ. যদি ذو الحال টি نكره হয় আর حال টা جمله হয় তখন حال এর শুরুতে واو حاليه আনা জরুরী। যেমন- جَائَنِىْ رَجُلٌ وَعَلىٰ كَتِفِهِ سَيْفٌ

গ. ذوالحال যদি صفت ، اضافت ، نفى ، نهى ، استفهام এর কোনটি দ্বারা مخصوص হয় তখন حال কে مقدم করা ওয়াজিব নয়। যেমন- جَائَنِىْ غُلَامُ رَجُلٍ مَاشِيًا ، جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ رَاكِبًا

هَلْ أَتَاكَ فقيرٌ سَائِلًا ও ماجَائَنِىْ رجلٌ إلَّا رَاكِبًا

قوله وَقَدْ يُحْذَفُ الْعَامِلُ الخ ঃ অর্থাৎ قرينهٔ مقاليه বা قرينهٔ حاليه (অবস্থা বা বাচনিক আলামতে) এর ভিত্তিতে حال এর আমিলকে حذف করা হয়। যেমন- سالمًا غانمًا এর মধ্যে। এখানে মুসাফিরী অবস্থাটাই বুঝাচ্ছে যে, تَرْجِعُ ফে'ল উহ্য আছে। এভাবে كَيْفَ جِئْتَ এর উত্তরে رَاكِبًا বলা। এখানে প্রশ্নই قرينه যে جِئْتُ ফে'ল উহ্য আছে।

فَصلٌ - اَلتَّمْيِيْزُ هُوَ نَكِرَةٌ تُذْكَرُ بَعْدَ مِقْدَارٍ مِّنْ عَدَدٍ اَوْ كَيْلٍ اَوْ وَزْنٍ اَوْ مَسَاحَةٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا فِيْهِ اِبْهَامٌ تَرْفَعُ ذٰلِكَ الْاِبْهَامَ نَحْوُ عِنْدِى عِشْرُوْنَ درهمًا وقَفِيْزَانِ بُرًّا ومَنْوَانِ سَمْنًا وجُرِيْبَانِ قُطْنًا وعلى التَّمْرَةِ مِثْلُها زُبْدًا

পরিচ্ছেদ- ৭ : تمييز (সন্দেহ নিরসনকারী পদ) প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ সংজ্ঞা : تمييز এমন نكرة কে বলে যা عَدَد (সংখ্যা), وَزْن (তৌল), كَيْل (পরিমাণ), مَسَاحَةٌ (দূরত্ব) ইত্যাদি কোন অস্পষ্ট বিষয়ের পরে উল্লেখিত হয়ে উক্ত অস্পষ্টতাকে দূরীভূত করে। যেমন- عِنْدِىْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا (আমার নিকট বিশটি দেরহাম আছে। এটা عَدَد-এর উদাহরণ), عِنْدِىْ قَفِيْزَانِ بُرًّا (আমার নিকট দু'কাফীয গম আছে। এটা كيل-এর উদাহরণ), عِنْدِىْ مَنْوَانِ سَمْنًا (আমার নিকট দু'সের ঘি আছে। এটা وزن-এর উদাহরণ), عِنْدِىْ جَرِيْبَانِ قُطْنًا (আমার নিকট দু'গজ সূতা আছে। এটা مَسَاحَة -এর উদাহরণ) ও عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا (খেজুরের উপর তার সমপরিমাণ মাখন আছে। এটা مِقْيَاس-এর উদাহরণ)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قَوْلُهُ اَلتَّمْيِيْزُ : تمييز বাবে تفعيل এর মাসদার। অর্থ পার্থক্য করা, দূর করা, পরিভাষায় ..... هُوَ نَكِرَةٌ কারো কারো মতে-

هُوَ نَكِرَةٌ جَامِدَةٌ تُزِيْلُ اِبْهَامَ مَاقَبْلَهَا অর্থাৎ تميز এমন اسم نكره কে বলে যা তার পূর্বের কথার অস্পষ্টতা দূর করে। تَمْيِيْز কে تَبْيِيْن ، تَفْسِيْر এবং مُمَيِّز বলা হয়।

قوله هو نكرة : هو হল مبتدا আর نكره তার পরবর্তী অংশ নিয়ে خبر- تُذْكَرُ بَعْدَ مِقْدَارٍ হল نكره এর সিফত। আর مِنْ عَدَدٍ اَوْكَيْلٍ হল مِقدار এর بيان - এবং مِمَّافِيْهِ اِبْهَامٌ হল وغير ذالك এর بيان -আর ترفع - حال থেকে نكره হল ذَالِكَ

قَوْلُهُ كَيْلٌ الخ : كيل কাঠের দ্বারা তৈরী পরিমাপ পাত্র, এ দ্বারা গম ইত্যাদ শস্য পরিমাণ করা হয়। مَسَاحَةٌ অর্থ দূরত্ব পরিমাপ করা। উল্লেখ্য যে, যার থেকে অস্পষ্টতা দূর করা হয় তাকে اسم تام ও مميز বলে। আর যে শব্দ অস্পষ্টতা দূর করে তাকে مميز বা تميز বলে।

قوله عِنْدِىْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا : এটা عدد তথা সংখ্যার উদাহরণ। عِشْرُوْن অর্থ বিশ, বিশটি যে কোন বস্তু হতে পারে। دِرْهَمًا বলার দ্বারা সকল সন্দেহ বা অস্পষ্টতা দূর হয়ে একটি নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এর মধ্যে عندى উহ্য موجود এর সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم - আর عشرون হল مميز ও دِرْهَمًا টি تميز - مميز ও تميز মিলে مبتدائے مؤخر অতঃপর مبتدا ও خبر মিলে جملہ اسمیه خبريه - এভাবে সবগুলো উদাহরণে লক্ষ কর।

قوله وَعَلَى التَّمْرَةِ الخ : تمرة খেজুর, سمنا মাখন। আরবে মাখন দ্বারা খেজুর খাওয়ার প্রচলন আছে। এটা مِقْيَاس থেকে অস্পষ্টতা দূর করার উদাহরণ। مقياس বলা হয় যা দ্বারা অনুমান ও আন্দাজ করা হয়। এর মধ্যে مِثْلُهَا হল اسم تام -

★ উল্লেখ্য যে, اسم تام বলে ঐ اسم কে যা تنوين ، نون تثنيه ، نون جمع বা اضافت দ্বারা পূর্ণ হয়। আর اسم تام বা পূর্ণ হওয়ার অর্থ হল اضافت এর যোগ্য না হওয়া, কেননা উপরোক্ত ৪টির কোনটি থাকলে তাকে অন্য এর প্রতি اضافت করা যায় না। اضافت তো احتياج (মুখাপেক্ষীতা এর পরিচায়ক) اسم এগুলোর কোন একটি দ্বারা تام হয়ে تميز এর সাথে মিলে বাক্য পূর্ণ হয়ে যায়। যেরূপ فعل তার فاعل এর সাথে মিশে تام হয়। উভয়ের মাঝে একটা مُشَابَهَتْ বা সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং فعل যেরূপ فاعل এর দ্বারা مفعول কে نصب দেয় তদরূপ اسم تام টাও تميز কে نصب দেয়।

وَقَدْ يَكُوْنُ عَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ نَحْوُ هٰذَا خَاتَمٌ حَدِيْدًا وَسِوَارٌ ذَهَبًا وَفِيْهِ الْخَفْضُ اَكْثَرُ وَقَدْ يَقَعُ بَعْدَ الْجُمْلَةِ لِرَفْعِ الْاِبْهَامِ عَنْ نِسْبَتِهَا نحوُ طَابَ زيدٌ نَفْسًا اَوْ عِلْمًا او اَبًا
فصلٌ ـ اَلْمُسْتَثْنٰى لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ اِلَّا وَاَخَوَاتِهَا لِيُعْلَمَ اَنَّهُ لَايُنْسَبُ اِلَيْهِ مَانُسِبَ اِلٰى مَاقَبْلَهَا

অনুবাদ ॥ কোন কোন সময় পরিমাণ ছাড়াও تمييز হয়ে থাকে। যেমন– هٰذَا خَاتَمٌ حَدِيْدًا -এটা লোহার আংটি এবং هٰذَا سِوَارٌ ذَهَبًا -এটা সোনার চুড়ি। এ ধরনের তামীযের মধ্যে অধিকাংশ সময় যের হয়ে থাকে। কোন কোন সময় তামীয বাক্যের সম্বন্ধ হতে অস্পষ্টতা দূর করার জন্য বাক্যের পরে ব্যবহৃত হয়। যেমন– طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا اَوْ عِلْمًا اَوْ اَبًا (যায়েদ মনের দিক দিয়ে, বা বিদ্যার দিক দিয়ে অথবা পিতার দিক দিয়ে আনন্দিত)।

পরিচ্ছেদ– ৮ : مُسْتَثْنٰى (পৃথককৃত পদ) প্রসঙ্গ

مُسْتَثْنٰى -এর সংজ্ঞা : مُسْتَثْنٰى এমন শব্দকে বলে যাকে اِلَّا বা তার সমগোত্রীয় শব্দ (যথা– حَاشَا - خَلَا - عَدَا - مَاخَلَا - مَاعَدَا - غَيْرُ - لَيْسَ - سِوٰى - لَا يَكُوْنُ ইত্যাদি) এর পরে এ কথা বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয় যে, তার পূর্ববর্তী শব্দের প্রতি যে বিষয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে সে বিষয়ের সম্বন্ধ তার প্রতি করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ عَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ : অর্থাৎ কখনো পূর্বোল্লিখিত পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় ছাড়া অন্য বস্তু থেকে ও অস্পষ্টতা দূর করার জন্য تميز আসে। সুতরাং (مفرد) تَمْيِيْز টা দু'প্রকার হল, যথা ক. مَقَادِيْر খ. غَيْرِ مَقَادِيْر উপরের সকল উদাহরণ ছিল مِقْدَار সংশ্লিষ্ট - আর সামনের উদাহরণ– هٰذَا خَاتَمٌ حَدِيْدًا ইত্যাদি হল غير مقدار সংশ্লিষ্ট।

قوله وَفِيْهِ الْخَفْضُ اَكْثَرُ : অর্থাৎ غير مقدار তামীযের ক্ষেত্রে إضافت এর সাথে مجرور হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন هٰذَا خَاتَمُ حَدِيْدًا (কখনো من সহকারে ও ব্যবহৃত হয়। যেমন هٰذَا خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ ـ

قوله وَقَدْ يَقَعُ بَعْدَ الخ : অর্থাৎ কখনো جمله বা شبه جمله এর পর ও تميز ব্যবহৃত হয়। যেমন– طَابَ زيد نفسا এখানে যায়েদ কোন্ বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে। نَفْسًا বা عِلْمًا ইত্যাদি দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিজ সত্ত্বার ব্যাপারে বা ইলম বা পিতার ব্যাপারে।

★ **ফায়েদা :** মুসান্নিফ র. এখানে تميز এর তিনটি প্রকারের প্রতি ইশারা করার জন্য তিনটি উদাহরণ এনেছেন। যথা– ১. تميز হয়তো مُنْتَصَبٌ عَنْهُ তথা اسم تام এর সাথে খাছ হবে। যেমন প্রথম উদাহরণে ২. অথবা متعلق مُنْتَصَبٌ عَنْهُ তথা اسم تام এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে যেমন দ্বিতীয় উদাহরণে ৩. অথবা উভয়ের সম্ভাবনা রাখবে, যেমন তৃতীয় উদাহরণে লক্ষণীয়।

★ شِبْهِ جُمْلَه থেকে অস্পষ্টতা দূর করার উদাহরণ– اَلْحَوْضُ مُمْتَلِئٌ مَاءً (হাউজ ভর্তি পানি দ্বারা) এখানে ممتلئ হল اسم فاعل আর ماء তার تميز ও اَلارض مُفَجَّرَةٌ عُيُوْنًا، زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهًا ইত্যাদি।

قوله اَلْمُسْتَثْنٰى اِسْمٌ الخ : مستثنى বাবে استفعال হতে اسم مفعول এর ছীগা, অর্থ বের কৃত, মাদ্দা ثنى - পরিভাষায় هُوَ اِخْرَاجُ الْاِسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ اِلَّا مِنْ حُكْمِ مَاقَبْلَهَا কারো মতে مَايُذْكَرُ بَعْدَ اِلَّا الخ অর্থাৎ (اِلَّا বা اِلَّا এর সমগোত্রীয়) এর পরে উল্লেখিত শব্দকে তার পূর্বের হুকুম (বিষয়) থেকে বের করা।

★ উল্লেখ্য যে, اِلَّا এর পূর্বের অংশকে مستثنى منه ও পরবর্তী অংশকে مستثنى বলে। আর اِلَّا বা সমগোত্রীয় শব্দাবলীকে كَلِمُ الْاِسْتِثْنَاءِ বলে।

★ সংজ্ঞার মধ্যে মুসান্নিফ (র.) اسم না বলে المستثنى لَفْظٌ বলেছেন যাতে مستثنى টি حال ، جمله ইত্যাদি সবকিছুকে শামিল করে।

وَهُوَ عَلٰى قِسْمَيْنِ : مُتَّصِلٌ وهوَ مَا أُخْرِجَ عَنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا نَحْوُ جَائَنِى الْقَومُ إِلَّا زيدًا ومُنْقَطِعٌ وهو الْمَذكور بعدَ إِلَّا وأَخَوَاتِهَا غَيْرُ مُخْرَجٍ عَنْ مُتَعَدِّدٍ لِعَدَمِ دُخولِهِ فِي الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ نَحْوُ جَائَنِى الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا ـ

অনুবাদ ॥ مُسْتَثْنٰى-এর প্রকারভেদ ঃ مُسْتَثْنٰى দু'প্রকার। (১) مُتَّصِلٌ - এটা ঐ মুসতাসনাকে বলে যাকে إِلَّا ও তার সমগোষ্ঠীর দ্বারা বহুসংখ্যক (তথা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ) হতে বের করা হয়। যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا (যায়েদ ছাড়া সম্প্রদায়টি আমার কাছে এসেছে)। (২) مُنْقَطِعٌ - এটা ঐ মুসতাসনাকে বলে যাকে إلا বা তার সমজাতীয় শব্দের পরে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তা مستثنى مِنْه-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে তাকে বহুসংখ্যক (তথা مستثنى مِنْه এর সংখ্যা) হতে বের করা হয় না। যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا (গাধা ছাড়া সম্প্রদায়টি আমার নিকট এসেছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَهُوَ عَلٰى قِسْمَيْنِ ঃ مُسْتَثْنٰى টি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এর মধ্যে দাখিল থাকা না থাকার দিক দিয়ে ২ প্রকার। ক. متصل ও খ. منقطع

قَوْلُهُ هُوَ مَا أُخْرِجَ الخ ঃ مُتَّصِلٌ مستثنى ঐ مستثنى কে বলে যাকে إلا বা তার সমগোত্রীয় শব্দের মাধ্যমে তার পূর্বের বহু সংখ্যক থেকে বের করা হয়। কারো মতে, اَلْمُتَّصِلُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُسْتَثْنٰى بَعْضًا مِمَّا قَبْلَهُ যদি مستثنى مستثنى مِنْه এর কিছু অংশ হয় তাকে مُتَّصَل বলে। অর্থাৎ مستثنى টা مستثنى منه এর মধ্যে পূর্বে দাখিল ছিল। إِلَّا বা তার সমগোত্রীয় দ্বারা তাকে বের করা হয়েছে। যথা– جَائَنِى الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ـ زيد আগেই قوم এর মধ্যে দাখিল ছিল। إِلَّا দ্বারা তাকে বের করা হয়েছে। এর মধ্যে الْقَوْم হল مستثنى مِنْه ـ إِلَّا হল حرفِ إِسْتِثْنَاء ـ زيد হল مستثنى - مستثنى ও مستثنى منه মিলে فاعل -

قَوْلُهُ مُنْقَطِعٌ ঃ مُنْقَطِع অর্থ কর্তিত, ছিন্ন। পরিভাষায় যে مستثنى ـ إِلَّا বা তার সমগোত্রীয় কোনটির পরে উল্লিখিত হয় এবং مستثنى منه এর সংখ্যার মধ্যে দাখিল না থাকার কারণে তাকে বের করা হয় না। কারো মতে اَلْمُنْقَطِعُ اَنْ لَّا يَكُوْنَ الْمُسْتَثْنٰى بَعْضًا مِمَّا قَبْلَهُ

অর্থাৎ مُسْتَثْنٰى যদি مستثنى مِنْه এর অংশ না হয় তাকে مُنْقَطِع বলে। যেমন– جَائَنِى الْقَوْم إِلَّا حِمَارًا এর মধ্যে حمار (গাধা) কখনই قوم এর মধ্যে দাখিল ছিল না। সুতরাং কওমের সংখ্যা থেকে বের করার প্রশ্নই আসে না, বরং কেবল مُجِيئَت তথা আসার হুকুম থেকে বের করা হয়। আর مُتَّصِلٌ এর মধ্যে সংখ্যা ও হুকুম উভয় থেকে বের করা হয়।

★ كلامِ غَيْرِ مُوْجَب - যার মধ্যে نفى ، نهى বা استفهام থাকে।

★ مستثنى مُفَرَّغ - যার মধ্যে مستثنى مِنْهُ উল্লেখ থাকে না।

وَاعْلَمْ اَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنٰى عَلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ : فَاِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ اِلَّا فِىْ كَلَامٍ مُوْجَبٍ اَوْ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ اَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ نَحْوُ مَا جَائَنِىْ اِلَّا زَيْدًا اَحَدٌ اَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا عِنْدَ الْاَكْثَرِ اَوْبَعْدَ مَاخَلَا وَمَاعَدَا وَلَيْسَ وَلَايَكُوْنُ نَحْوُجَائَنِى الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا اِلٰى اٰخِرِهٖ كَانَ مَنْصُوْبًا

অনুবাদ ॥ إِعْرَابِ مُسْتَثْنٰى এর প্রকারভেদ ঃ জেনে রাখ যে, মুসতাসনার اعراب চার প্রকার। যথা– **প্রথম প্রকার ঃ** মুসতাসনাটি যদি ১. মুত্তাসিল হয়ে كلام مُوْجَب (হ্যাঁ বোধক বাক্য) এর الا এর পরে পতিত হয় বা মুনকাতি' হয় অথবা ২. মুসতাসনা মিনহুর পূর্বে বসে, যেমন– مَاجَاءَ نِى اِلَّا زَيْدًا اَحَدٌ কিংবা ৩. خَلَا ও عَدَا শব্দদ্বয়ের পরে আসে (অধিকাংশ নাহবীর মতে), অথবা ৪. مَاخَلَا – مَاعَدَا বা لَيْسَ ও لَايَكُوْنُ এর পরে ব্যবহৃত হয়, যেমন– جَاءَ نِى الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا ইত্যাদি, তবে মুসতাসনাটি যবরবিশিষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّ إِعْرَابَ الخ ঃ مُسْتَثْنٰى এর اعراب মোট চার ভাগে বিভক্ত। মুসান্নিফ (র.) সামনে সেগুলো একেক করে আলোচনা করছেন– সেগুলো হল– ১. نصب নির্দিষ্ট, ২. نصب অথবা بدل হিসেবে ৩. পূর্বের عامل এর চাহিদা অনুপাতে। ৪. جر নির্দিষ্ট।

১ম প্রকার ঃ ৬ ছুরতে مُسْتَثْنٰى টি منصوب হবে। যথা–

১. مستثنى টি متّصل ও غير مُفَرَّغ হয়ে كلام مُوْجَب এর মধ্যে হলে। যথা– جَائَنِى الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا

২. مستثنى টি مُنْقَطِع এবং اِلَّا এর পরে হলে চাই বাক্যটি موجب হোক বা غير موجب যথা– جَائَنِىْ الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا

৩. مستثنى টা مستثنى مِنْه এর ওপর مقدم হলে চাই متصل হোক বা منقطع যথা– مَاجَائَنِىْ اِلَّا زَيْدًا اَحَدٌ

৪. অধিকাংশের মতে مستثنى টা خَلَا ، عَدَا এর পরে হলে। যথা جَائَنِى الْقَوْمُ مَاخَلَا زَيْدًا اَوْ خَلَا زَيْدًا

৫. مستثنى টা مَاخَلَا বা مَاعَدَا এর পরে হলে। যথা– جَائَنِى الْقَوْمُ مَاخَلَا زَيْدًا اَوْ مَاعَدَا زَيْدًا

৬. مستثنى টা لَيْسَ বা لَايَكُوْنُ এর পরে হলে। যথা– جَائَنِى الْقَوْمُ لَيْسَ اَوْ لَايَكُوْنُ زَيْدًا

★ **উপরোক্ত ছুরতসমূহে نصب হওয়ার কারণ ঃ** প্রথম তিন ছুরতে نصب এ জন্য হবে যে, এটা فُضْلَه হওয়ার কারণে مفعول به এর সাথে مُشَابَه রাখে এবং بدل হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ কারণে نصب নির্দিষ্ট। আর خَلَا ، عَدَا অধিকাংশ নাহবীগণের মতে فعل ، خَلَا يَخْلُوْ خُلُوًّا ও عَدَا يَعْدُوْ عَدْوًا অর্থ অতিক্রম করা। এগুলোর যমীর হল فاعل যা মাসদারের দিকে ফিরে। আর مستثنى টা مفعول এর সাথে مشابه হওয়ায় منصوب হয়। خَلَا، عَدَا তার فاعل ও مفعول মিলে مستثنى منه থেকে حال হয়ে منصوب এর স্থানে। সুতরাং جائنى الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا টা جَاوَزَ مُجِيْئُهُمْ زَيْدًا অর্থে।

مَاخَلَا ও مَاعَدَا এর منصوب পরে হওয়ার কারণ এই যে, এগুলোর ما হল مصدريه যা فعل এর সাথে খাছ, অতএব مَاخَلَا ও مَاعَدَا অবশ্যই فعل হবে। যমীর فاعل ও مستثنى টা مفعول به অতঃপর উভয়টি ظرف হিসেবে منصوب হবে। অর্থাৎ جَائَنِى الْقَوْمُ مَاخَلَا زَيْدًا وَمَاعَدَا زَيْدًا অর্থ হল

جَائَنِى الْقَوْمُ وَقْتَ خُلُوِّهِمْ مِنْ زَيْدٍ وَقْتَ مُجَاوَزَتِهِمْ عَمْرًوا

★ আর لَيْسَ ও لَايَكُوْنُ এর মধ্যে فعل ناقص এর খবর হিসেবে منصوب হবে।

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوْجَبٍ وهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ مَذْكُورٌ يجوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالْبَدَلُ عَمَّا قَبْلَهَا نحوُ ما جائَنِي أَحَدٌ الَّا زيدًا وَالَّا زيدٌ وإنْ كانَ مُفَرَّغًا بِأَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ إلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوْجَبٍ وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ غَيْرُ مذكورٍ كَانَ إعْرَابُهٗ بِحَسْبِ الْعَوَامِلِ تقولُ مَا جَائَنِيْ إلَّا زيدٌ وَمَا رايتُ إلَّا زيدًا وما مَرَرْتُ إلَّا بِزيدٍ وَإنْ كَانَ بَعْدَ غَيْرَ وسِوٰى وسَوَاءِ وحَاشَا عِنْدَ الْاَكْثَرِ كَانَ مجرورًا نحوُ جَائَنِي الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَسِوٰى زيدٍ وسَوَاءِ زيدٍ وحَاشَا زَيْدٍ ـ

অনুবাদ ॥ দ্বিতীয় প্রকার ঃ মুসতাসনাটি যদি (মুত্তাসিল হয়ে) كلامِ غَيْرِ مُوْجَبْ (নাবোধক বাক্য) এ الا এর পরে আসে, (كلامِ غيرِ مُوْجَبْ ঐ কালাম বা বাক্য যাতে نفى – نهى বা استفهام থাকে) এবং মুসতাসনা মিনহু উল্লেখ থাকে, তবে তাকে নসব দেয়া ও পূর্ববর্তী শব্দ হতে বদল হিসেবে اعراب দেয়া উভয়ই বৈধ। যেমন– مَا جَاءَنِي أَحَدٌ الَّا زَيْدًا وَ إلَّا زَيْدٌ

তৃতীয় প্রকার ঃ যদি মুসতাসনাটি মুফাররাগ (مفرّغ) হয়, অর্থাৎ কালামে গায়রে মুজেবে الا -এর পরে ব্যবহৃত হয় এবং মুসতাসনা মিনহু উল্লেখ না থাকে, তবে তার اعراب (স্বরচিহ্ন) আমেল অনুযায়ী হবে। যেমন তুমি বলবে–مَا جَاءَنِي الَّا زَيْدٌ – مَا رَأَيْتُ إلَّا زَيْدًا – مَا مَرَرْتُ إلَّا بِزَيْدٍ

চতুর্থ প্রকার ঃ মুসতাসনাটি যদি غَيْرُ – سِوٰى বা سَوَاءِ -এর পরে বসে (অনুরূপভাবে) অধিকাংশ নাহবীর মতে যদি حَاشَا -এর পরে বসে তবে مجرور (যেরবিশিষ্ট) হবে। যেমন–
جَاءَنِي الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ – جَاءَنِي الْقَوْمُ سِوٰى زيدٍ – جَاءَنِي الْقَوْمُ سَوَاءِ زيدٍ ও جَاءَنِي الْقَوْمُ حَاشَا زيدٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَإنْ كَانَ بَعْدَ ঃ ২য় প্রকার ঃ مستثنى টি منصوب অথবা بدل হিসেবে اعراب বিশিষ্ট হবে যদি مستثنى টি كَلَامِ غَيْرِ مُوْجَبْ এর মধ্যে إلَّا এর পরে আসে, আর مستثنى টি مُتَّصِل হয় ও مستثنى مِنه উল্লেখ থাকে। যথা– ১. مَا جَائَنِيْ أَحَدٌ إلَّا زَيْدٌ ২. مَا رَأَيْتُ أَحَدًا إلَّا زَيْدًا ও ৩. مَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إلَّا زَيْدٍ

এসব বাক্যে مستثنى হিসেবে زَيْدًا কে (منصوب) পড়া যায়, আবার بدل হিসেবে مستثنى مِنه এর যে اعراب সে اعراب ও দেয়া যায়। প্রথমটিতে احد ফায়েল হিসেবে مرفوع সে হিসেব زيد ও مرفوع - ২য়টিতে رَأَيْتُ - ফে'লের মাফউল হিসেবে منصوب - أَحَدًا - ৩য়টিতে ب হরফে জারের কারণে مجرور - সুতরাং زيد এর মধ্যেও একই اعراب হবে।

قَوْلُهٗ وَإنْ كَانَ مُفَرَّغًا ঃ ৩য় প্রকার ঃ পূর্বের عامِل অনুযায়ী إعْرَاب হবে। এটা ঐ সময় যখন مستثنى টি مفرغ হবে এবং كلام غير موجب এর মধ্যে الا এর পরে আসবে। عامل অনুযায়ী إعْرَاب এই জন্য যে, مستثنى منه উল্লেখ না হওয়ায় مستثنى এর قائم مقام হয়। إلَّا যেহেতু মবনী حرف এ কারণে তার মধ্যে নয় বরং পরবর্তী اسم এর মধ্যে আমল করবে। যেমন– ১. مَاجَاءَنِيْ إلَّا أَحَدٌ ২. مَارَأَيْتُ إلَّا خَالِدًا ৩. هَلْ مَرَرْتُ إلَّا بِزَيْدٍ

৪র্থ প্রকার ঃ مُسْتَثْنٰى টি مجرور হবে তবে غَيْرُ ـ سِوٰى ـ سَوَاءِ ও অধিকাংশের মতে حَاشَ এর পরে আসলে তখন اضافت এর কারণে مجرور হবে যেমন– جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرُ زيدٍ ـ جَاءَ الْقَوْمُ سِوٰى زَيْدٍ ইত্যাদি। আর حَاشَا অধিকাংশের মতে حرفِ جر - এ কারণে এর পরে مجرور হয়, কারো কারো মতে فعل- আর এর যমীর হল فاعل - সুতরাং তার পরবর্তী শব্দ (مستثنى) মাফউল হিসেবে منصوب হবে। যেমন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِمَنْ سَمِعَ دُعَائِيْ حَاشَا الشَّيْطَانَ

وَاعْلَمْ اَنَّ اِعْرَابَ غَيْرَ كَاِعْرَابِ الْمُسْتَثْنٰى بِاِلَّا تَقُوْلُ جَائَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرَ حِمَارٍ وَمَا جَائَنِى غَيْرَ زَيْدِنِ الْقَوْمُ وَمَاجَائَنِىْ اَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ وَغَيْرَ زَيْدٍ وَمَا جَائَنِىْ غَيْرُ زَيْدٍ وَمَا رَاَيْتُ غَيْرَ زيدٍ وَمَا مررتُ بِغَيْرِ زيدٍ، وَاعْلَمْ اَنَّ لَفْظَةَ غَيْرَ مَوْضُوْعَةٌ لِلصِّفَةِ وقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْاِسْتِثْنَاءِ كَمَا اَنَّ لَفْظَةَ اِلَّا مَوْضُوْعَةٌ لِلْاِسْتِثْنَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَةِ كَمَا فِىْ قولِهِ تعالٰى "لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا" اَىْ غَيْرَ اللّٰهِ وَكَذٰلِكَ قَوْلُكَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

অনুবাদ ॥ اِعْرَاب غير শব্দের ঃ জেনে রেখ যে, غَيْر শব্দের এ'রাব اِلَّا দ্বারা مُسْتَثْنٰى এর اعراب -এর অনুরূপ হয়। যেমন– তুমি বলবে (মুসতাসনা মুত্তাসিল হলে) جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ منقطع হলে مَا جَاءَنِىْ اَحَدٌ (মুসতাসনা منقطع হলে) جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ حِمَارٍ مَا جَاءَنِىْ غَيْرَ زَيْدِنِ الْقَوْمُ بدل হলে) غَيْرُ زَيْدٍ اَوْ غَيْرَ زَيْدٍ (মুসতাসনা মুফাররগ হলে) مَاجَاءَنِىْ غَيْرُ زَيْدٍ، مَارَاَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ ও مَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ

জ্ঞাতব্য ঃ غير টি মূলতঃ সিফাতের জন্য গঠিত, তবে কোন কোন সময় ইসতেসনার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন اِلَّا শব্দটি ইসতেসনার জন্য গঠিত। তবে কোন কোন সময় সিফাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা– আল্লাহ তাআলার বাণী لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا (আসমান ও যমীনে যদি আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য থাকত তবে, অসমান ও যমীন ধ্বংস হয়ে যেত!)-এর মধ্যে اِلَّا اللّٰهِ অর্থ غَيْرَ اللّٰهِ অনুরূপভাবে তোমার উক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।) এখানেও اِلَّا اللّٰهِ অর্থ غَيْرُ اللّٰهِ –

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اِعْرَابُ غَيْرُ ঃ غَيْرٌ শব্দটি معرب হওয়ায় মুসান্নিফ (র.) كَلِمُ الْاِسْتِثْنَاء এর অন্যান্য শব্দের اعراب উল্লেখ না করে কেবল غير এর اعراب বর্ণনা করেছেন। اِلَّا হল حرف আর حَاشَا ، مَاعَدَا ، خَلَا ، عَدَا ، مَاخَلَا ও لَيْسَ হল فعل ماضى এ কারণে এ সবের কোনটি اعراب কবুল করে না, سِوٰى ও سَوَاء ظرف হওয়ার কারণে لَازِمُ النَّصب তথা সব সময় মানসূব হয় এজন্য এর اعراب উল্লেখেরও প্রয়োজন নেই। বাকী لَايَكُوْنُ যেহেতু مضارع আর مضارع এর আমিল লফযী না হলে مرفوع হয় আর نصبى বা جرى এর ক্ষেত্রে منصوب বা مجزوم হয়।

غَيْرُ শব্দটি যদি صفت এর জন্য না হয় তাহলে اِلَّا এর পরে উল্লিখিত مُسْتَثْنٰى এর যে সময় যে اعراب হুবহু সে اعراب টি غير শব্দে হবে। (আর সিফতের জন্য হলে তখন موصوف এর تابع হিসেবে موصوف এর اعراب হবে।) যেমন–

১. مُسْتَثْنٰى টি مُتَّصِل ও مُفَرَّغ না হলে مَنْصُوْب হবে যথা– جَائَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ

২. مُنْقَطِع হলে منصوب যথা– جَائَنِى الْقَوْمُ غَيْرَحِمَارٍ

৩. مستثنى مِنْه টি مُسْتَثْنٰى এর পূর্বে এলে عامِل অনুযায়ী اعراب হবে। যথা– مَاجَائَنِىْ غَيْرَ زَيْدِنِ الْقَوْمُ

৪. مُسْتَثْنٰى টা كلام غيرمُوْجَبْ এর মধ্যে হলে بدل হিসেবে اعراب বা اِسْتِثْنَاء হিসেবে منصوب হবে। যথা– مَاجَائَنِىْ اَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ وغَيْرَ زَيْدٍ

৫. إِلَّا এর পরে مُفَرَّغٌ হলে যথা- عامل অনুযায়ী اعراب হবে যথা- مَا جَاءَنِيْ غَيْرُ زَيْدٍ - مَارَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ - مَامَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ

قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرَ الخ ঃ মুসান্নিফ র. এর ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, غَيْرَ শব্দটি إِسْتِثْنَاء এর জন্যই গঠিত এ ধারণা খণ্ডনের জন্য তিনি বলেছেন যে, غير শব্দটি মূলত صفت এর জন্য গঠিত। তবে ক্ষেত্র বিশেষ إِسْتِثْنَاء এর জন্য ও আসে। যেমন এর বিপরীত إِلَّا শব্দটি إستثناء এর জন্য গঠিত অথচ صفت এর জন্য ও ব্যবহৃত হয়। صفت এর জন্য গঠিত হওয়ার কারণ এই যে, এটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অস্পষ্ট বস্তু বুঝায়। এ ভিন্নতা হয়তো সত্ত্বাগত হবে। আর এর পূর্বাপর সত্ত্বাগতভাবে ভিন্ন হবে। যেমন- جَاءَنِيْ رَجُلٌ غَيْرُزيد এর মধ্যে رَجُلٌ হল موصوف আর غَيْرُ زَيْدٍ হল صِفت (সিফত ও মওসূফ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব) অথবা ভিন্নতা কেবল সিফতের মধ্যে হবে। অর্থাৎ غير এর আগে পরের শব্দটি صفت এর দিক দিয়ে ভিন্ন হবে। যেমন- دَخَلْتُ بِوَجْهٍ غَيْرِالْوَجْهِ الَّذِيْ خَرَجْتُ بِهِ.

★ غَيْرُ اِسْتِثْنَائِيْ ও غَيْرُصِفَتِيْ এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, غَيْرُ সিফতের জন্য হলে তখন তার পূর্বের অংশ (ماقبل) টা পরবর্তী অংশে (مابعد) দাখিল থাকবে না, যেমন جَاءَنِي الْقَوْمُ غَيْرُ اَخَاكَ এর মধ্যে লক্ষ্য কর। আর، استثنا এর জন্য হলে ماقبل টা مابعد এর মধ্যে দাখিল থাকবে যেমন- উপরের উদাহরণে اَخَاكَ ও কওমের দাখিল গণ্য হবে।

قَوْلُهُ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى اٰلِهَةٌ غَيْرُ اللّٰهِ لَفَسَدَتَا ঃ আয়াতের মধ্যে إِلَّا টি (صِفَتِي) غير অর্থে। অর্থাৎ অর্থে ব্যবহৃত। إِلَّا টা হরফ হওয়ার কারণে اعراب এর যোগ্য নয় বিধায় তার প্রাপ্য اعراب টি الله শব্দকে দেয়া হয়েছে। এখানে إِلَّا টা إِسْتِثْنَاء এর জন্য হওয়া অসম্ভব। কারণ إِسْتِثْنَاء এর জন্য বললে مُسْتَثْنٰى টা হয় متصل হবে, না হয় منقطع হবে। مُتَّصِلٌ হলে مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এর মধ্যে অবশ্যই দাখিল থাকবে। অপর দিকে منقطع হলে অবশ্যই مستثنى فه এর মধ্যে দাখিল থাকবে না, اٰلِهَةٌ হল إِلٰهٌ এর বহুবচন جَمْعُ مُنْكُوْرٌ (نكره) غير مَحْصُوْر (অসংখ্য বুঝায়। অতএব مستثنى منه এর মধ্যে الله শব্দের দাখিল থাকা না থাকা কোনটি নিশ্চিত নয়। এ কারণে الا কে استثناء এর জন্য বলা যাচ্ছে না।

পরোক্ত কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, যদি مستثنى কে متصل বলা হয় তাহলে আগে الهة (অসংখ্য ইলাহ) এর অস্তিত্ব মেনে আল্লাহকে তাদের মধ্যে দাখিল মানতে হবে। অতএব শুরুতেই تعددالہ বা একাধিক মাবুদ হওয়া প্রতীয়মান হচ্ছে। আর যদি منقطع ধরা হয় তাহলে আল্লাহতো اٰلِهَةٌ এর দাখিলই নেই, সুতরাং খারিজ হবে কিভাবে?

উপরোক্ত অসুবিধার দরুন নাহবীগণ বলেন যে, এখানে إلا টা استثناء এর জন্য নয়, বরং صفت এর জন্য। তখন অর্থ হবে যে, আসমান ও যমীনে যদি আল্লাহ ছাড়া একাধিক মা'বূদ থাকত তাহলে অবশ্যই আসমান ও যমীন ধ্বংস হয়ে যেত।

قَوْلُهُ وَكَذَالِكَ قَوْلُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ঃ অর্থাৎ এর মধ্যে إِلَّا টা إِسْتِثْنَائِيْ নয় বরং وصفى তথা غير এর অর্থে কারণ এখানেও استثناء অসম্ভব। কেননা متصل বললে الهة দ্বারা اٰلِهَةٌ مُحِقَّة উদ্দেশ্য নিতে হয় যাতে তার মধ্যে الله দাখিল থাকে । ফলে এতে تعدد اله হওয়া মানতে হল। আর منقطع হলে اٰلِهَةٌ দ্বারা اٰلِهَةٌ بَاطِلَةٌ উদ্দেশ্য হয়ে তার এর মধ্যে الله দাখিল না থাকা বুঝায়। আর اٰلِهَةٌ بَاطِلَه এর নফী দ্বারা اٰلِهَةٌ مُحِقَّه না থাকা প্রমাণিত হয় না। ফলে توحيد তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণিত হয় না।

فصلٌ ـ خَبَرُ كَانَ وَاَخَوَاتِهَا هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا نحوُ كانَ زيدٌ قائمًا وحُكْمُهُ كَحُكْمِ خبرِ الْمُبتَدَأِ اِلَّا اَنَّهُ يجوزُ تقديمُهُ علىٰ اَسْمَائِهَا مَعَ كونِهِ معرفةً بِخِلافِ خبرِ الْمُبتَدَأِ نحوُ كانَ الْقَائِمَ زيدٌ ـ

فصل ـ اسمُ اِنَّ واَخَوَاتِهَا هوَ الْمسنَدُ اِليهِ بعدَ دُخولِهَا نحوُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ـ

পরিচ্ছেদ–৯ : خبر كَانَ وَ اَخَوَاتِهَا প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ সংজ্ঞা : كَانَ ও তার সমগোষ্ঠীর খবর ঐ শব্দ যা এর কোনটি আসার পর مُسْنَد হয়। যেমন– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا

হুকুম : এর হুকুম মুবতাদার খবরের হুকুমের অনুরূপ; তবে (পার্থক্য এই যে,) كَانَ ও তার সমগোষ্ঠীর খবর معرفة হওয়া সত্ত্বেও ইস্‌মের পূর্বে আনা বৈধ। এটা মুবতাদার খবরের বিপরীত। (অর্থাৎ মুবতাদার খবর معرفة হলেও মুবতাদার পূর্বে আনা বৈধ নয়) যেমন– كَانَ الْقَائِمَ زَيْدٌ

পরিচ্ছেদ– ১০ : اسم اِنَّ واَخَوَاتِها প্রসঙ্গ

اِنَّ ও তার সমগোষ্ঠীর ইসমটি اِنَّ বা তার সমগোষ্ঠীর কোনটি আসার পর مسند اليه হয়। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قائمٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قَوْلُهُ خَبَرُ كَانَ الخ অর্থাৎ كَانَ এবং অন্যান্য فعل ناقص সমূহের خبر সব সময় منصوب হয়। هُوَ الْمُسْنَدُ এটা جِنْس সমস্ত مسند এর মধ্যে শামিল, بَعْدَ دُخُوْلِهَا হল فصل এর দ্বারা اَفْعَالِ نَاقِصَهْ ছাড়া অন্যান্য সকল مسند বের হয়ে গেল। প্রশ্ন হতে পারে যে, এ সংজ্ঞাটি دخولِ غير থেকে مَانِع নয়, কারণ كَانَ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ এর قَائِمٌ এর মধ্যে দাখিল হয়ে যায়। কেননা শুরুতে كَانَ এসেছে এবং مسند হয়েছে। উত্তর এই যে, শুধু قَائِمٌ টা كَانَ এর خبر নয় বরং এটি ابوه এর خبر অতঃপর এটা اَبُوْهُ মুবতাদার সাথে মিলে جملہ হয়ে كان এর খবর হয়েছে। এখানে মূলত مفرد হিসেবে যে খবর হবে সেটি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ الخ অর্থাৎ افعالِ نَاقِصَهْ এর খবরের বিধান, শর্তাবলী ইত্যাদি সবই مبتدا এর خبر এর ন্যায়, সুতরাং মুবতাদার খবর যেরূপ مفرد - جملہ - معرفه - نكره ইত্যাদি হয় এগুলোর খবর ও তদরূপ হয়। মুবতাদার খবর যেরূপ এক ও একাধিক এবং প্রকাশ্য ও উহ্য সবই হয় এগুলোর খবর ও তদরূপ হয়।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ يَجُوْزُ الخ : মুসান্নিফ র. এখান থেকে مبتدا এর خبر ও افعالِ نَاقِصَه এর خبر এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করছেন। যে, উভয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, افعالِ نَاقِصَه এর খবর কে معرفه হওয়া সত্ত্বে اسم এর উপর مقدّم করা জায়েয কিন্তু মুবতাদার খবর معرفه হলে তাকে مبتدا এর উপর مقدم করা জায়েয নয়, যেমন– كَانَ الْقَائِمَ زَيْدٌ এ ক্ষেত্রে জায়েয হওয়ার কারণ এই যে, اسم ও خبر এর اعراب ভিন্ন হওয়ায় উভয়ের মাঝে মিশে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু উভয়ের এ'রাব যদি تقديرى হয় তাহলে مقدم করা জায়েয হবে না। যেমন كان موسى عيسى এর মধ্যে।

قَوْلُهُ اِسْمُ اِنَّ الخ : ان ও তার সমগোত্রীয় তথা حروفِ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْل এর اسم টি منصوب হয়। যেমন– اِنَّ زيدًا قائمٌ প্রভৃতি।

فصلٌ ـ اَلْمَنْصُوْبُ بِلَا الَّتِى لِنَفْيِ الْجِنْسِ هُوَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ بعدَ دُخولِها يَلِيْهَا نكرةٌ مُضافةٌ نحوَ لاَغُلامَ رَجُلٍ فِي اِلدَّارِ او مُشَابِهًا لَهَا نحوَ لاَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا فِي الْكِيْسِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لاَ نَكِرَةٌ تُبْنٰى علَى الْفَتْحِ نحوَ لاَرَجُلَ فِى الدَّارِ وإِنْ كانَ معرفةً اونكرةً مفصولاً بينَهُ وبينَ لاَ كانَ مرفوعًا

পরিচ্ছেদ – ১১ : مَنْصُوْب بلائے نَفي جِنْس প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ জাতি নিষেধ জ্ঞাপক لَا দ্বারা যবরপ্রাপ্ত ইসম : اسم مَنْصُوْب بلائے نَفي جِنْس অত্রটি لَا আসার পর مُسْنَدُ اِلَيْهِ হয়।

হুকুম : অত্র لَا এর সংশ্লিষ্ট ইসমটি نكرة ও مضاف হয়। যেমন– لَا غُلَامَ رَجُلٍ فِي الدَّارِ অথবা نَكِرَةٌ مُفْرَدَة এর পরে لَا আর যদি - لَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي الْكِيْسِ –যেমন। এর অনুরূপ হয় مضاف হয় তবে তা فتحة এর উপর مَبْنِى হবে। যেমন– لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ– যদি لَا এর পরবর্তী ইসমটি معرفة হয়, অথবা এমন نكرة হয় যে, نكره ও لا এর মধ্যে অন্য কোন শব্দ দ্বারা বিচ্ছেদ হয়েছে, তবে তা مرفوع বা পেশ বিশিষ্ট হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قَوْلُهُ اَلْمَنْصُوْبُ الخ অন্যান্য জায়গার ন্যায় মুসান্নিফ র. এখানে اسم উল্লেখ করে المنصوب বলেছেন এ জন্য যে, لَائِ نَفي جِنْس এর اسم সর্বক্ষেত্রে منصوب হয় না। اسم বললে বুঝা যেত সর্বক্ষেত্রে তা منصوب হয়।

قَوْلُهُ يَلِيْهَا نَكِرَةٌ الخ অর্থাৎ لَائِ نَفي جِنْس এর اسم টি ঐ সময় منصوب হবে যখন তা نكره এবং مضاف হবে। যথা– لَاغُلَامَ رَجُلٍ فِي الدَّارِ অথবা مشابه مضاف হবে যথা– لَاعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا فِي الْكِيْسِ
উল্লেখ্য যে, بعد دخولها ইবারতটি فصل এর দ্বারা সমস্ত مسنداليه বের হয়ে গেল। এর মধ্যে هو মুবতাদা المسنداليه খবর يَلِيْهَا এর যমীর ফায়েল مرجع হল المسنداليه আর مَا যমীরের مرجع হল لا অর্থাৎ مضافة – হল نكره এর সিফত।

قوله مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ : এর দ্বারা ঐ সকল اسم উদ্দেশ্য যার অর্থ অন্য শব্দের সাথে মিলান ছাড়া পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝায় না। যেমন– لَاعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا فِي الْكِيْسِ এর মধ্যে دِرْهَمًا হল تميز এছাড়া عشرين দ্বারা কোন পূর্ণ অর্থ বুঝা যায় না। تميز ও مميز মিলে لا এর اسم আর فِي الْكِيْسِ - ثابت এর متعلق হয়ে خبر

قوله فَإِنْ كَانَ بَعْدَلَا : لَائِ نفي جِنْس এর পরে যদি اسم টি نكره ও مفرد হয় অর্থাৎ مضاف বা مشابه مضاف না হয় তাহলে যবরের উপর মবনী হবে। আর শব্দটি দ্বিবচন বা বহুবচন হলে علامتِ فتح তথা يَا এর উপর মবনী হবে। যেমন– لَاغُلَامَيْنِ لَكَ ও لَامُسْلِمِيْنَ لَكَ

★ মবনী হওয়ার কারণ এই যে, لَائِ نفي جنس এর اسم টি نكره ও مفرد হলে তা مِنِ اِسْتِغْرَاقِيَّهْ এর مُتَضَمِّنْ হয় (অর্থ বিশিষ্ট হয়) কেননা। لَارَجُلَ فِي الدَّارِ অর্থ হল لَامِنْ رَجُلٍ فِي الدَّارِ – আর নিয়ম আছে যে, কোন শব্দ معنئ حرف এর مُتَضَمِّنْ (বা হরফের অর্থ বিশিষ্ট) হলে সেটা مَبْنِى হয়, যেমন احدعشر ইত্যাদির মধ্যে। আর فتحه সহজ হওয়ার কারণে এর উপর মবনী হয়েছে।

قوله وَاِنْ كَانَ مَعْرِفَةً الخ : এসব ক্ষেত্রে পুনরায় اسم সহ لا আনা জরুরী এ কারণে যে, لا মূলতঃ نكره এর সিফতের منفى এর জন্য গঠিত। এ কারণে معرفه এর মধ্যে তার আছর যাহির হয় না বরং তার আমল বাতিল হয়ে যায়। আর لا যেহেতু দূর্বল আমিল এজন্য لا ও তার معمول এর মাঝে فصل (দূরত্ব সৃষ্টি) হলে আমল করতে পারে না। এ কারণে السم তার মূল অবস্থা তথা আমল শূন্য হিসেবে مرفوع হয়। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَيَجِبُ تَكْرِيرُ لَا مَعَ اِسْمٍ اٰخَرَ تَقُولُ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو وَلَافِيهَا رَجُلٌ وَلَاامْرَاَةٌ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ خَمْسَةُ اَوْجُهٍ فَتْحُهُمَا وَرَفْعُهُمَا وَفَتْحُ الْاَوَّلِ وَنَصْبُ الثَّانِي وَفَتْحُ الْاَوَّلِ وَرَفْعُ الثَّانِي وَرَفْعُ الْاَوَّلِ وَفَتْحُ الثَّانِي وَقَدْ يُحْذَفُ اِسْمُ لَا لِقَرِيْنَةٍ نحوُ لَاعَلَيْكَ اَيْ لَابَاْسَ عَلَيْكَ ـ

অনুবাদ ॥ এ সময় لَا -কে অন্য একটি ইসম সহকারে পুনরুল্লেখ করা ওয়াজিব। যেমন– لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو এবং لَا فِيْهَا رَجُلٌ وَلَا اِمْرَاَةٌ এবং لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -এর মধ্যে পাঁচভাবে পড়া বৈধ। (এক) উভয় ইসমকে ফাতহ দেয়া, (দুই) উভয় ইসমকে রফা' দেয়া, (তিন) প্রথমটিকে ফাতহ (এক যবর) এবং দ্বিতীয়টিকে নসব (দু' যবর) দেয়া, (চার) প্রথমটিকে ফাতহ এবং দ্বিতীয়টিকে রফা' দেয়া, (পাঁচ) প্রথমটিকে রফা' এবং দ্বিতীয়টিকে ফাতহ দেয়া। قرينة পাওয়া গেলে لا -এর ইসমকে কোন কোন সময় বিলুপ্ত করা হয়। যেমন– لَاعَلَيْكَ অর্থাৎ لَابَاْسَ عَلَيْكَ (তোমার কোন অসুবিধে নেই)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ (পূর্বের বাকী অংশ) تَكْرَارِلَا (পূণর্বার لا আনা) এজন্য জরুরী যে, এটা মূলত প্রথম لَا এর তাকীদের জন্য আসে। আর এটা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজন ও বটে। কেননা لَازَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو টা মূলত اَزَيْدٌ فِي الدَّارِ اَمْ عَمْرٌو এর উত্তরে আসে। প্রশ্নের মধ্যে حرفِ اِسْتِفْهام দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী মোট ৬ ধরনের বাক্য হতে পারে। যথা–

১. اسم টি مفصول না হলে لَازَيْدٌفِي الدَّارِ وَلَاعَمْرٌو-وَلَاغُلَامُ زَيْدٍفِي الدَّارِ وَلَاغُلَامُ بَكْرٍ

২. معرفه ও مفصول হলে لَافِي الدَّارِ زَيْدٌ وَلَاعَمْرٌو-لَافِي الدَّارِغُلَامُ زَيْدٍ و لَا امراةٌ

৩. نكرة ও مفصول হলে لافِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلَاامراةٌ- لَافِي الدَّارِ غُلَامُ رَجُلٍ وَلَاامراةٌ

১ম ছুরতে معرفه এর প্রতি مضاف হওয়ায় معرفه হয়েছে। আর ৩য় ছুরতে نكره এর প্রতি مضاف হওয়ায় نكره রয়েছে।

قوله وَيَجُوْزُفِي مِثْلِ لَا حَوْلَ ঃ এখানে مثل দ্বারা এমন বাক্য উদ্দেশ্য যার মধ্যে لائے نفی جنس টি عطف রূপে পূর্ণল্লিখিত হয় এবং উভয়ের اسم কোন فاصله ছাড়া نكره ও مفرد হয়। যেমন– لَا رَجُلَ فِي الدَّارِولَا اِمْرَاَةٌ ও لَاحُوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ এর ধরনের বাক্যে اعراب এর দিক দিয়ে পাঁচ ছুরত জায়েয।

১. উভয় اسم মবনী হিসেবে مفتوح এ ছুরতে উভয় لَا - نفي جنس এর জন্য উক্ত ইবারতকে দু'বাক্য ও বানান যায়, আবার এক বাক্যও রাখা যায়। দু বাক্য বানালে এভাবে হবে لَاحُوْلَ عَنِ الْمَعْصِيَّةِ ثَابِتٌ بِاَحَدٍاِلَّابِاللّٰهِ ও وَلَا قُوَّةَ عَلَى الطَّاعَةِ ثَابِتَةٌ بِاَحَدٍاِلَّابِاللّٰهِ এ সময় এক বাক্যের عطف হবে অপর বাক্যের উপর। আর এক বাক্য হলে তখন مفرد এর عطف হবে مفرد এর উপর আর উভয়ের خبر একটি হবে। যেমন– لَاحُوْلَ وَلَاقُوَّةَ ثَابِتَانِ بِاَحَدٍ اِلَّا بِاللّٰهِ

২. উভয় اسم মুবতাদা হিসেবে مرفوع হবে। এবং لَا زَائِدَه হবে। কেমন যেন এটি اَبِغَيْرِاللّٰهِ حَوْلٌ وَقُوَّةٌ এর উত্তরে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও উপরের ন্যায় এক বাক্য বা দু বাক্য হতে পারে।

৩. প্রথমটি যবরের উপর مبني হবে لائے نفی جنس হিসেবে। আর ২য় اسم টি منصوب হবে তানভীনসহ তখন لاটি নফীর তাকীদের জন্য زَائِدَه গণ্য হবে এবং قو টি حَوْل শব্দের উপরে عَطْف হবে।

৪. প্রথম اسم টি لائے نفی جنس এর اسم হিসেবে مرفوع হবে, আর ২য় اسم টি ১ম اسم (حَوْل) এর مَحَلّ এর উপর عطف হিসেবে منصوب হবে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

فَصْلٌ۔ خَبَرُ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِهِمَا نَحْوُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ حَاضِرًا وَاِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ اِلَّا نَحْوُ مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِمٌ اَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْاِسْمِ نَحْوُ مَاقَائِمٌ زَيْدٌ اَوْ زِيْدَتْ اِنْ بَعْدَ مَا نَحْوُ مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ بَطَلَ الْعَمَلُ كَمَا رَاَيْتَ فِى الْاَمْثِلَةِ وَهٰذَا لُغَةُ اَهْلِ الْحِجَازِ اَمَّا بَنُوْتَمِيْمٍ فَلَا يَعْمَلُوْنَهُمَا اَصْلًا۔ قَالَ الشَّاعِرُ عَنْ لِسَانِ بَنُوْ تَمِيْمٍ شِعْرٌ: وَمُهَفْهَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ اِنْتَسِبْ۔ فَاَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ، بِرَفْعِ حَرَامٌ ۔

পরিচ্ছেদ –১২ ঃ خَبَرِ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ لَيْسَ -এর সাদৃশ্য مَا ও لَا -এর খবর ঃ خَبَرِ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ -এর ঐ ইসম যা مَا বা لَا প্রবিষ্ট হওয়ার পর মুসনাদ হয়। যেমন– مَا زَيدٌ قَائِمًا ও لَا رَجُلٌ حَاضِرٌ

مَاوَلَا -এর আমল রহিত হওয়ার স্থানসমূহ ঃ খবরটি যদি اِلَّا -এর পরে আসে, যেমন) مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِم অথবা খবরটি যদি ইসমের পূর্বে আসে, যেমন– مَا قَائِمٌ زَيْدٌ, কিংবা مَا-এর পরে اِنْ শব্দ বর্ধিত হয়, যেমন– مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ তবে مَا -এর আমল বাতিল হয়ে যায়, যেমন– উল্লেখিত উদাহরণসমূহে লক্ষ করেছ। আর এটা হিজাযবাসীদের অভিমত। কিন্তু বনূ তামীম কোন অবস্থাতেই ما ও لا কে আমল করার সুযোগ প্রদান করে না। যেমন– কবি (যুহায়ের) কর্তৃক বনূ তামীমের ভাষায় রচিত কবিতায়–

وَمُهَفْهَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ اِنْتَسِبْ + فَاَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ الخ ঃ অর্থাৎ ৩ ক্ষেত্রে مَا ও لَا এর عمل বাতিল হয়ে যায়। যথা–

১. مَاوَلَا এর خبر টা اِلَّا এর পরে আসলে। যেমন– مَازَيْدٌ اِلَّا قَائِمٌ ও لَارَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ

২. اسم এর উপর خبر টা مقدّم হলে। যেমন– مَاقَائِمٌ زَيْدٌ

৩. مَاوَلَا এর পরে اَنْ অতিরিক্ত হলে। যেমন– مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ

★ এ তিন ক্ষেত্রে مَا ও لَا এর আমল বাতিল হওয়ার কারণ ১ম ছুরতে خبر এর পূর্বে الا আসার কারণে مَاوَلَا এর আমল বাতিল হয়েছে। ২য় ছুরতে عامل ضعيف হওয়ার কারণে তারতীব নষ্ট হওয়ায় আমল বাতিল হয়েছে। আর ৩য় ছুরতে মাঝে اِنْ আসার দ্বারা فصل হওয়ায় আমল বাতিল হয়েছে।

★ **مَاوَلَا এর মধ্যে পার্থক্য ঃ** ما টা معرفه ও نكره উভয়ের পূর্বে আসে, আর لا শুধু نكره এর পূর্বে আসে।

قوله وَهٰذَا لُغَةُ اَهْلِ الْحِجَازِ ঃ অর্থাৎ مَاوَلَا এর এই উপরোক্ত আমল কেবল হেজাযীগণের ব্যবহার মতে, উল্লেখ্য যে, তাদের ভাষা ব্যবহার পদ্ধতিতে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে। যেমন– مَاهٰذَابَشَرًا বনুতামীদের মতে

(পূর্ব পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

৫. প্রথম ইসমটি مرفوع مع تنوين হবে لَابِمَعْنٰى لَيْسَ এর اسم হিসেবে, আর ২য় টি لَا نفى جنس এর اسم হিসেবে مفتوح হবে তবে এক্ষেত্রে حول কে مرفوع পড়াটা দুর্বল মত। কারণ لَا এর ব্যবহার لَيْسَ এর অর্থে খুবই বিরল। এ সময় مفرد এর عطف এর مفرد এর لائےنفی خبس হবে না। কারণ উভয়ের خبر এর মধ্যে اتحاد (একত্বতা) নেই, কেননা لَيْسَ এর خبر টা منصوب হয় আর لائےنفی خبس এর خبر হয় مرفوع -

قوله وَقَدْيُحْذَفُ ঃ لائےنَفْى جِنْس এর ইসমকে قرينه পাওয়া গেলে حذف করা হয়। যেমন لَاعَلَيْكَ এর মধ্যে, এখানে لا একটি হরফ ও على আরেকটি হরফ আর দু হরফ একত্রে ব্যবহৃত হয় না। অতএব বুঝা গেল যে, এখানে একটি اسم আছে। সাধারণত কেউ ভীতু হলে তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য এ বাক্য বলা হয়। সুতরাং بَأسَ (ক্ষতি) বা এ জাতীয় কোন শব্দ উহ্য আছে মনে করা হবে।

مَاوَلاَ এ কোন আমল করে না বরং مَاوَلاَ আসার পূর্বে যেরূপ مبتدا، خبر হিসেবে اعراب হত এখনো তদরূপ اعراب হবে। চাই উপরোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাক বা না।

قوله وَمُهَفْهَفٍ كَالْغُصْنِ الخ ঃ অত্র শে'র দ্বারা মুসান্নিফ র. তামীমের মতে مَاوَلاَ এর ব্যবহার পদ্ধতির উপর দলীল পেশ করেছেন শে'রটি প্রসিদ্ধ কবি যুহায়রের রচিত।

শে'রের শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ وَمُهَفْهَفٍ এর واو টি رب তথা قلة অর্থে مُهَفْهَفٍ চিকন কমোর বিশিষ্ট مُهَفْهَفٍ চিকন কমোর হওয়া, غصن ডাল, শাখা اِنْتَسِبْ বাবে انفعال থেকে امر - نَسَبٌ ধাতু হতে অর্থ বংশ পরিচয় দাও। اَجَابَ বাবে اِفْعال হতে ماضى مطلق- এর যমীরটি مُهَفْهَفٍ দিকে ফিরেছে, قتل মাসদারটি اَلْمُحِبِّ মাফউলের প্রতি মুযাফ হয়েছে, এর ফায়েল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- قَتْلَ الْمَحْبُوبِ الْمُحِبَّ ছিল।

শে'রের অর্থঃ আমি বৃক্ষ শাখার ন্যায় চিকন কমোর বিশিষ্ট (প্রিয়তম)কে বললাম তোমার বংশ পরিচয় দাও। সে উত্তর দিল আমার নিকট প্রেমিককে হত্যা করা পাপ নয়। অর্থাৎ আমি মাশুকদের দলভুক্ত যাদের কাছে আশিক (প্রেমিক)কে হত্যা করা অন্যায় নয়।

এর দ্বারা সে পরোক্ষভাবে তার বংশ পরিচয় দিয়ে দিল যে, আমি বনূতামীম গোত্রের। কেননা সে ما এর পরের حرام শব্দটিকে পেশ দিয়ে পড়ল। আর বনূ তামীম ই ما এর আমল না দিয়ে এভাবে পড়ে থাকে। অতএব বুঝা গেল যে, সে ঐ গোত্রের মানুষ।

কোন কোন আলিম বলেন যে, এখানে اِنْتِسَاب এর অর্থ আকৃষ্ট হওয়া বা শরণাপন্ন হওয়া থেকে ও গ্রহণ করা যায়। তখন অর্থ এভাবে হবে- "আমি বৃক্ষ শাখের ন্যায় সরু কটিদেশ লোকটি কে বললাম- তুমি আমার প্রতি ঝুকে পড় (আকৃষ্ট হও) যাতে আমি আমার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারি। আর আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করনা। কেননা তা মহাপাপ, সে উত্তর দিল প্রেমিককে হত্যা করা পাপ নয়।" কেননা যদি তুমি আমার প্রেমে জীবন বিসর্জন দাও তাহলে তার পাপ আমার উপর বর্তাবেনা। কারণ বহু প্রেমিক প্রেমে পড়ে জীবন বিসর্জন দেয় এবং প্রেমাষ্পদের পক্ষ থেকে বহু দুঃখ যাতনা সহ্য করতে হয়।

সার কথা এই যে, শে'রের মধ্যে مَا কোন আমল করেনি। কারণ ما এর পর قَتْلُ الْمُحِبِّ মুবতাদা হিসেবে مرفوع হয়েছে, আর حَرَامٌ শব্দটি খবর হিসেবে مرفوع হয়েছে।

التمرين (অনুশীলনী)

১. اسمائے منصوبه বলতে কি বুঝ? উহা কয়টি ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের ১টি করে উদাহরণ দাও।
২. مفعول مطلق কাকে বলে? উহার কে حذف করা কখন জায়েয ও কখন ওয়াজিব বিস্তারিত লিখ।
৩. مفعول به এর সংজ্ঞা লিখ। উহা حذف করার স্থানসমমূহ উদাহরণ সহ লিখ।
৪. مفعول به এর فعل কে কয় স্থানে حذف করা ওয়াজিব তার বর্ণনা সহ مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ এর বিশদ ব্যাখ্যা দাও।
৫. منادى কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? اعراب সহ বিস্তারিত লিখ।
৬. حال এর পরিচয় দাও ও উহার حكم বর্ণনা কর।
৭. حال এর সংজ্ঞা লিখ। فاعل এর অবস্থা এবং কখন حال কে ذوالحال এর উপর مقدم করা ওয়াজিব বিস্তারিত লিখ।
৮. مستثنى এর সংজ্ঞা লিখ। اعراب এ দিক দিয়ে উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

اَلْمَقْصَدُ الثَّالِثُ فِي الْمَجْرُوْرَاتِ

اَلْأَسْمَاءُ الْمَجْرُوْرَةُ هِيَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ فَقَطْ وَهُوَ كُلُّ إِسْمٍ نُسِبَ إِلَيْهِ شَيْئٌ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا نحوُ مررتُ بزيدٍ ويُعَبَّر عنْ هٰذا التَّرْكِيْبِ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ اَوْ تَقْدِيْرًا نحوُ غلامُ زيدٍ تقديرُهُ غلامٌ لِزَيْدٍ ويُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ مُضافٌ ومضافٌ إِلَيْهِ

তৃতীয় মাকসাদ – যের বিশিষ্ট পদ প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ যের বিশিষ্ট ইস্‌ম শুধু مضاف اليه আর তা এমন ইসম কে বলে যার সাথে حرف جر (যেরদাতা বর্ণ) এর মাধ্যমে কোন বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। হরফে জারটি প্রকাশ্য হতে পারে, যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ, এ ধরনের তারকীব কে পরিভাষায় جار ও مجرور নামে অভিহিত করা হয়। অথবা حرف جر উহ্য থাকবে, যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ এ উহ্যরূপ হলো غُلَامٌ لِزَيْدٍ -এ ধরনের তারকীব বা সংযোজনকে পরিভাষায় مضاف ও مضاف اليه নামে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْمَجْرُوْرَاتُ ঃ مَجْرُوْرَات শব্দটি مَجْرُوْرٌ এর جمع, مجرورة এর جمع নয়, কারণ এটি اسم এর সিফত, আর اسم হল مذكر غير عاقل এর ন্যায় مؤنث এর مذكر غَيْرِ عَاقِل এর সিফও ت দ্বারা আসে, যেমন مرفوعات ও منصوبات এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে। এটি الجر টানা, আকর্ষণ করা হতে গঠিত। مجرور এর শাব্দিক অর্থ আকর্ষিত তথা যাকে টানা হয়েছে। যেহেতু حرف جر তার مدخول (পরবর্তী) اسم কে فعل বা شبه فعل এর প্রতি সম্মন্ধযুক্ত করে এ কারণে এ নাম রাখা হয়েছে।

مجرور এর পারিভাষিক অর্থ হলো– هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ যা مضاف اليه এর আলামত বিশিষ্ট হয়। মুসান্নিফ র. এর মতে هُوَ كُلُّ إِسْمٍ نُسِبَتْ إِلَيْهِ شَيْئٌ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيْرًا

অর্থাৎ مضاف اليه এমন اسم কে বলে যার প্রতি কোন বিষয়কে প্রকাশ্য বা উহ্য হরফে জারের মাধ্যমে সম্বন্ধ করা হয়।

قَوْلُهُ هِيَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ ঃ مَجْرُوْرَاتُ কেবল একটা আর তা হল مضاف اليه. প্রশ্ন জাগে যে, مجرورات একটি হওয়া সত্বে বহুবচন আনা হল কেন? এর উত্তর এই যে, মুসান্নিফ (র.) এর দ্বারা اسم مجرور এর انواع ও اَقْسَام এর প্রতি ইশারা করেছেন, কেননা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা অনেক।

قوله فَقَطْ ঃ এ শব্দটি অতিরিক্ত মনে হয়, কারণ هِيَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ দ্বারা مجروات একটা হওয়া বুঝে আসে।

قوله لَفْظًا মুসান্নিফ র. এর এ কথা দ্বারা বুঝা গেল যে, مضاف اليه দু'প্রকার। ক. প্রকাশ্য حرف جر এর মাধ্যমে। سيبويه এর মত এটাই, তবে জমহুরের মতে এটি مضاف اليه নয়। খ. উহ্য حرف جر এর মাধ্যমে, পরিভাষায় এটা جار مجرور নামে প্রসিদ্ধ নয়।

★ সংজ্ঞার মধ্যে لفظ না বলে اسم বলা হয়েছে এ জন্য, যাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, مضاف اليه সবসময় اسم হয়ে থাকে। চাই حقيقى হোক বা تاويلى - আর نسبت اليه شيئ বলার উদ্দেশ্য হল যাতে বুঝা যায় যে, مضاف টা اسم বা فعل যে কোনটি হতে পারে। بِوَاسِطَةِ حرفِ الْجَرِّ বলার দ্বারা যার দিকে بِلَا واسطةُ حرف মুযাফ হয় তা খারিজ হয়ে গেল। যেমন– فاعل বা مفعول এর প্রতি فعل এর সম্বন্ধ প্রভৃতি। لفظًا শব্দটি উহ্য كان এর خبر - تَقْدِيْرًا এর عطف হল لفظًا এর উপর, অথবা এটি حال ও হতে পারে।

وَيَجِبُ تَجْرِيْدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِيْنِ اَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ وَهُوَ نُوْنُ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ نَحْوُ جَائَنِيْ غُلَامُ زَيْدٍ وَغُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُوْ مِصْرٍ ـ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاِضَافَةَ عَلٰى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ اَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةٍ اِلٰى مَعْمُوْلِهَا وَهِيَ اِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ نَحْوُ غُلَامُ زَيْدٍ اَوْ بِمَعْنٰى مِنْ نَحْوُ خَاتَمُ فِضَّةٍ اَوْ بِمَعْنٰى فِيْ نَحْوُ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

অনুবাদ ॥ مُضَافْ কে তানভীন বা তার স্থলাভিষিক্ত বস্তু যথা দ্বি-বচন বা বহুবচনের নূন থেকে খালি করা অপরিহার্য। যেমন– جَاءَنِيْ غُلَامُ زَيْدٍ (غلام মুযাফকে তানভীনমুক্ত করা হয়েছে), جَاءَنِيْ غُلَامَا زَيْدٍ (غُلَامَا মুযাফকে দ্বি-বচনের নূন মুক্ত করা হয়েছে) এবং مُسْلِمُوْ مِصْرٍ (مُسْلِمُوْ মুযাফকে বহুবচনের নূনমুক্ত করা হয়েছে)।

জ্ঞাতব্য ঃ اِضَافَةٌ এর প্রকারভেদ ঃ اِضَافَةٌ দু'প্রকার–(১) مَعْنُوِيْ (অর্থগত), (২) لَفْظِيْ (শব্দগত)।

اِضَافَةِ مَعْنُوِيْ-এর সংজ্ঞা ঃ اِضَافَةِ مَعْنُوِيَّة ঐ اِضَافَة কে বলা হয় যার মধ্যে مضاف এমন সিফাতের সীগাহ হয় না, যা স্বীয় معمول (অর্থাৎ فاعل বা مفعول) এর দিকে مضاف হয় আর اضافة مَعْنُوِيَّة টি হয়ত لام অর্থে হয়ে থাকে, যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ অথবা مِنْ অর্থে, যেমন– خَاتَمُ فِضَّةٍ কিংবা فِيْ অর্থে যেমন– صَلٰوةُ اللَّيْلِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَيَجِبُ تَجْرِيْدُ الخ ঃ অর্থাৎ اِضَافَتْ এর কারণে مُضَاف এর তানভীন বা তানভীনের স্থলাভিষিক্ত যথা نون جمع ও نون تثنيه থেকে খালি হওয়া জরুরী। এভাবে اِضَافَتْ এর সময় মুযাফটি الف لام থেকে খালি হওয়া ও জরুরী। কারণ এগুলো اسم تَامّ হওয়ার আলামত। আর ইসম تام হলে তা অন্যের প্রতি মুযাফ হয় না।

وَاعْلَمْ اَنَّ الْاِضَافَةَ الخ পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেছে যে, اضافت দু'প্রকার। যথা– بحرف جر لفظي ও بِحَرْفِ جَرٍّ مَعْنُوِيْ প্রথম প্রকারের ইযাফতে যেহেতু حرف جر এর মাধ্যমে مجرور হয় এ কারণে এর আলোচনা করেননি বরং بَحثِ حرف এর মধ্যে এর আলোচনা আসবে। এখানে দ্বিতীয় প্রকার কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– ক. اِضَافَتِ مَعْنُوِيْ ও اِضَافَتِ لَفْظِيْ

قَوْلُهُ اَمَّا الْمَعْنُوِيَّةُ الخ ঃ اَمَّا শব্দটি পূর্বের اِجْمَال এর تَفْصِيْل এর জন্য আসে। صِفَةٌ مُضَافَةٌ হল এর সিফত। اِضَافَةِ معنوية এর পরিচয় হল যার মধ্যে مضاف টি صيغهُ صفت হয়ে তার معمول এর দিকে মুযাফ হয়। এখানে صيغهُ صفت দ্বারা اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم تفضيل ও صفتِ مُشَبَّه উদ্দেশ্য। আর معمول দ্বারা উদ্দেশ্য হল فاعل বা مفعول - সুতরাং বুঝা গেল যে, مضاف টি হয় اسمِ جامد হবে যেমন– غُلَام. زيد অথবা صيغه صفت হবে তবে তার معمول এর প্রতি مضاف হবে না। যেমন– كَرِيْمُ الْبَلَدِ এর মধ্যে كَرِيْم শব্দটি صيغهُ صفت এবং اَلْبَلَد এর দিকে مضاف হয়েছে তবে এটি তার فاعل বা مفعول নয়। বরং ظرف -

قوله غَيْرُ صِفَةٍ مُضَافَةٍ ঃ দ্বারা ضَارِبُ زَيْدٍ এর ন্যায় তারকীব বের হয়ে গেল।

قوله هِيَ اِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ ঃ একথার অর্থাৎ اضافتِ مَعْنُوِيَّة ৩ প্রকার। ১. بِمَعْنَى اللَّامِ অর্থাৎ مضاف এর পূর্বে لام حرف جر উহ্য থাকবে। একে اضافتِ لِمِّي বলে। এর মধ্যে مضاف اليه টি مضاف এর جنس (জাতিগত) হয় না, বরং ভিন্ন বস্তু হয়। এবং مضاف এর ظرف ও হয় না। যেমন غلامُ زيد এটা غلامٌ لِزَيْدٍ এর অর্থে ২. بِمَعْنٰى مِنِ بَيَانِيَه (অর্থাৎ من بيانيه উহ্য থাকে।) যেমন– خاتمُ حديد এটা خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ এর অর্থে। ৩. بِمَعْنٰى فِيْ যখন مضاف اليه টি مضاف এর ظرف হবে। যেমন– صَلٰوةُ اللَّيْلِ ـ صَلٰوةٌ فِي اللَّيْلِ অর্থে, এটাকে اضافتِ فِيْ বা ظرفيه বলে।

وَفَائِدَةُ هٰذِهِ الْإِضَافَةِ تَعْرِيْفُ الْمُضَافِ إِنْ أُضِيْفَ إِلٰى مَعْرِفَةٍ كَمَا مَرَّ أَوْ تَخْصِيْصُهُ إِنْ أُضِيْفَ إِلٰى نَكِرَةٍ كَغُلَامِ رَجُلٍ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ أَنْ يَكُوْنَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إِلٰى مَعْمُوْلِهَا وَهِيَ فِيْ تَقْدِيْرِ الْإِنْفِصَالِ نَحْوُ ضَارِبُ زَيْدٍ وَحَسَنُ الْوَجْهِ وَفَائِدَتُهَا تَخْفِيْفٌ فِي اللَّفْظِ فَقَطْ ـ

অনুবাদ ॥ اضافةِ مَعْنَوِيَّة এর উপকারিতা ঃ এ প্রকার إِضَافَةٌ এর উপকারিতা এই যে, এটি মুযাফকে معرفه বানিয়ে দেয় যদি তাকে কোন معرفة এর দিকে اضافة করা হয়। যেমন– পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুযাফটিকে খাস করে দেয় যদি তাকে কোন نكرة এর দিকে اضافة করা হয়। যেমন– غُلَامُ رَجُلٍ

اِضَافَةِ لَفْظِيَّة -এর সংজ্ঞা ঃ اضافةِ لَفْظِيَّة ঐ اضافة -কে বলা হয় যার মধ্যে مضاف টি এমন সিফাতের সীগা হয় যা স্বীয় معمول -এর দিকে مضاف হয়। প্রকৃতপক্ষে এ اضافة টি সম্পর্কহীন। যেমন– ضَارِبُ زَيْدٍ ও حَسَنُ الْوَجْه – **اضافةِ لفظية এর উপকারিতা ঃ** এ প্রকার اضافة -এর উপকারিতা হলো শুধু শব্দের উচ্চারণ সহজ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ فَائِدَةُ هٰذِهِ الْإِضَافَةِ الخ ঃ إِضَافَتِ مَعْنَوِيَه এর উপকারীতা ২টি। ক. تعريف তথা এর দ্বারা مضاف টি معرفه হয়ে যায়। চাই সরাসরি (بلاواسطه) হোক যেমন– غلام زيد বা অন্য শব্দের মাধ্যমে (بواسطه) হোক। যেমন– وَجْهُ فَرَسِ غُلَامِ زَيْدٍ

★ উল্লেখ্য যে, اضافت দ্বারা مضاف টি معرفه হওয়ার জন্য ২টি শর্ত। ১. مضاف اليه টি معرفه হওয়া. ২. مضاف টি غير ، مثل ، شبه ، نَحْوُ ও نظير বা এ জাতীয় শব্দ না হওয়া। (কারণ এগুলো এতই অস্পষ্ট যে, مَعْرِفَه এর দিকে مضاف হওয়া সত্ত্বে ও معرفه হয় না। ২. تخصيص তথা এর দ্বারা مضاف টা খাছ হয়ে معرفه এর কাছাকাছি হয়ে যায় যখন তা نكره এর দিকে اضافت হয়। (تخصيص অর্থ قِلَّتُ إِشْتِرَاكُ তথা তার أَفْرَادْ পূর্বের তুলনায় সীমিত হয়ে যায়) যেমন– غُلَامُ رَجُلٍ এর দ্বারা غلام امرأة থেকে খাছ হয়ে গেল।

قوله أَمَّا اللَّفْظِيَّةُ ঃ যদি তার معمول অর্থাৎ فاعل বা مفعول এর দিকে مضاف হয় তাকে إِضَافَتِ لَفْظِيَّه বলে। যেমন– ضَارِبُ زَيْدٍ এর মধ্যে زيد হল مضاف اليه কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ضارب এর مفعول (অর্থ যায়েদের প্রহৃত) حَسَنُ الْوَجْه এর মধ্যে حسن টি হল সিফতের ছীগা, الوجه মুযাফ ইলায়হিটি প্রকৃতপক্ষে তার فاعل এভাবে هُوَ مَضْرُوْبُ عَمْرٍو - هُوَ أَكْرَمُ النَّاسِ ইত্যাদি।

قوله وَهِيَ فِيْ تَقْدِيْرِ الْإِنْفِصَال ঃ إِضَافَت এর চাহিদা হল إِتِّصَال তথা দুশব্দের মাঝে যোগসূত্র সৃষ্টি করা বা সংযুক্ত করা। অথচ إِضَافَتِ لَفْظِيَه এর মধ্যে হয় إِنْفِصَال (সম্পর্কহীন) কারণ اضافت এর পূর্বে عامل ও معمول যেরূপ ছিল اضافت এরপরও তদরূপ রয়ে গেছে। অর্থের দিক দিয়েও পূর্বের অর্থই বহাল থাকে। এ কারণেই বলা হয়েছে وَهِيَ تَقْدِيْرُ الْإِنْفِصَال অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে এটি সম্পর্কহীন اضافت - مَجْرُوْرٌ بِإِضَافَتْ শব্দটি فاعل হলে অর্থের দিক দিয়ে مرفوع হয় এবং مفعول হলে منصوب হয়।

قوله وَفَائِدَتُهَا ঃ اضافتِ لفظى টি কেবল শব্দের মধ্যে تخفيف এর ফায়েদা দেয়। تعريف বা تخصيص এর ফায়েদা দেয় না। এ تخفيف (সহজতা) টা কয়েক ধরনের হতে পারে। ১. مضاف থেকে تنوين বা তার قائم مقام যথা– نون تثنيه বা نون جمع বিলোপের দ্বারা। যেমন– ضَارِبُ زَيْدٍ ـ ضَارِبَا عَمْرٍو ، ضَارِبُوالْقَوْمِ ইত্যাদি ২. অথবা مضاف اليه থেকে যমীর বিলোপ হয়ে সিফতের ছীগার মধ্যে উহ্য থাকার দ্বারা تخفيف হবে। যেমন– اَلْقَائِمُ الْغُلَامِ এটা মূলত اَلْقَائِمُ غُلَامُهُ ছিল। غُلَامُهُ এর যমীরকে حذف করে اَلْقَائِمُ এর মধ্যে উহ্য মানা হয়েছে।

৩. অথবা مضاف ও مضاف اليه উভয় থেকে تخفيف হবে। যেমন– حَسَنُ الْوَجْه -এর মধ্যে–এটা মূলত حَسَنٌ وَجْهُهُ ছিল। اضافت এর কারণে حسن এর تنوين পড়ে গেছে, আর وجهه এর যমীর বিলোপ করে তার পরিবর্তে الف لام আনা হয়েছে।

★ উল্লেখ্য যে, এ اضافت দ্বারা কেবল لفظ এর মধ্যে تخفيف হয় বিধায় একে اضافت لفظيه বলে। আর উপরেরটির মধ্যে বিশেষভাবে معنى তথা অর্থের মধ্যে তার আছর পড়ে বিধায় اضافت معنويه বলে।

وَاعْلَمْ اَنَّكَ اِذَا اَضَفْتَ الْاِسْمَ الصَّحِيْحَ اَوِ الْجَارِىْ مَجْرَى الصَّحِيْحِ اِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كَسَرْتَ اٰخِرَهٗ وَاَسْكَنْتَ الْيَاءَ اَوْفَتَحْتَهَا كَغُلَامِىْ وَدَلْوِىْ وَظَبْيِىْ وَاِنْ كَانَ اٰخِرُ الْاِسْمِ اَلِفًا تُثْبَتُ كَعَصَاىَ وَرَحَاىَ خِلَافًا لِلْهُذَيْلِ كَعَصَىَّ وَرَجِىَّ وَاِنْ كَانَ اٰخِرُ الْاِسْمِ يَاءً مَكْسُوْرًا مَاقَبْلَهَا اُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِى الْيَاءِ وَفُتِحَتِ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ لِئَلَّايَلْتَقِىَ السَّاكِنَانِ تَقُوْلُ فِىْ قَاضِىْ قَاضِىَّ وَاِنْ كَانَ اٰخِرُهٗ وَاوًا مَضْمُوْمًا مَاقَبْلَهَا قَلَبْتَهَا يَاءً وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ اَلْاٰنَ تَقُوْلُ جَائَنِىْ مُسْلِمِىَّ

অনুবাদ ॥ يـاء مـتـكـلم -এর দিকে اضـافـة করার পদ্ধতি ঃ জেনে রেখ যে, কোন صَحِيْح বা جَارِىْ مَجْرِىْ صَحِيْح ইসমকে يـاء مـتـكـلـم -এর দিকে اِضَافَـة করলে তার শেষ বর্ণটিকে যের দিবে এবং يـاء টিকে সাকিন করবে অথবা يـاء -এর উপর যবর দিবে। যেমন– غُلَامِىْ বা غُلَامِىَ (সহীহের উদাহরণ) এবং دَلْوِىْ বা دَلْوِىَ ও ظَبْيِىْ বা ظَبْيِىَ (এটা جَارِىْ مَجْرَى صَحِيْح -এর উদাহরণ)।

আর যদি ইসমটির শেষ বর্ণ আলিফ হয় তবে তা ঠিক থাকবে। যেমন– عَصَاىَ (আমার লাঠি) ও رَحَاىَ (আমার চাক্কি), তবে এটা হুযাইল গোত্রের মতের বিপরীত। (তাদের মতে উক্ত আলিফকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে উভয় ইয়াকে ঈদগাম করতে হবে।) যথা عَصَىَّ ও رَجِىَّ -যদি ইসমটির শেষ বর্ণ يـاء এবং তার পূর্ববর্ণ যেরবিশিষ্ট يـاء হয় তবে يـاء কে অপর يـاء -এর সাথে যুক্ত করে দ্বিতীয় يـاء কে যবর দিবে যাতে দু'টি সাকিন একত্রিত না হয়। যেমন– قَاضِىْ -এর মধ্যে বলবে قَاضِىَّ। আর যদি ইসমটির শেষ বর্ণ واو এবং তার পূর্ববর্ণ পেশবিশিষ্ট হয় তবে واو কে يـاء দ্বারা পরিবর্তন করতঃ উল্লেখিত রূপে কার্য করবে। (অর্থাৎ يـاء কে يـاء -এর সাথে যুক্ত করবে) যেমন তুমি বলবে جَائَنِىْ مُسْلِمِىَّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قـولـه وَاعْلَمْ اَنَّكَ اِذَا اَضَفْتَ الخ ঃ যদি اسم مـضـاف . جـارى مَجْرَاىْ صـحـيـح বা اسم معنوى صحيح হয়ে واوى বা يائى হয় তাহলে اضـافـت কালে তার তানভীন বা نون বিলুপ্ত হওয়া ছাড়াও আরো কিছু বিধান রয়েছে। এ জন্য ভিন্নভাবে এটাকে উল্লেখ করেছেন। صحيح বা صحيح এর قـائم مقـام কোন اسم কে يـائے مـتـكـلـم এর দিকে اضـافـت করলে তখন يـاء এর مـنـاسبت এর দরুন তার ডানে যের দিতে হয়। আর يـاء এর মধ্যে ২ ছুরত জায়েয। ক. সাকিন করা যায়, কারণ সাকিন করার মধ্যে تـخـفـيـف পাওয়া যায়। খ. অথবা اَخَفُّ الْحَرَكَاتُ হিসেবে যবরও দেয়া যায়। আর এটা এজন্য যে, এক হরফ বিশিষ্ট শব্দে হরফ পড়াই যুক্তিযুক্ত। যাতে সাকিন হওয়ার দরুন পড়তে সমস্যা না হয়, এ মতটাকে প্রথমে আনার দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসান্নিফ র. এর মত হল সাকিন হওয়া। যেমন– غُلَامِىْ ও دَلْوِىْ প্রভৃতি।

قـولـه وَاِنْ كَانَ اٰخِرُ الْاِسْمِ الخ ঃ যদি اسم এর শেষে الف হয়। চাই তা تـثـنـيـه এর আলিফ হোক যেমন– غُلَامَا বা মাদ্দার আলিফ হোক যেমন عَصَاىَ، رَحَاىَ তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আলিফ কে اضـافـت এর সময় বহাল রাখা হবে। কারণ তাকে পরিবর্তন করার কারণ (واو ও يـاء একত্রে আসা) পাওয়া যায় না। তবে হুযাইল গোত্রের ভাষা মতে تـثـنـيـه এর আলিফ না হলে তা يـاء দ্বারা পরিবর্তন হয়ে يـاء مـتـكـلـم এর মধ্যে ইদগাম হয়ে যায়। যেমন– عَصَىَّ ، رَجِىَّ তাদের দলিল এই যে, يـاء مـتـكـلـم এর পূর্বে যেভাবে যবর হলে তা যের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় এভাবে يـائے مـتـكـلم এর পূর্বে আলিফ হলেও তা يـاء দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আর تـثـنـيـه এর আলিফকে এজন্য পরিবর্তন করা হয় না যাতে حالتِ رَفْعِىْ এর تـثـنـيـه টি نَصْبِى ও جَرِّىْ এর সাথে মিশে না যায়। •

وَفِيْ الْاَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُضَافَةً اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ تَقُوْلُ اَخِيْ وَاَبِيْ وَحَمِيْ وَهَنِيْ وَفِيْ عِنْدَ الْاَكْثَرِ وَفَمِيْ عِنْدَ قَوْمٍ وَذُوْ لَايُضَافُ اِلٰى مُضْمَرٍ اَصْلًا وَقَوْلُ الْقَائِلِ ع اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوْهُ شَاذٌّ وَاِذَا قُطِعَتْ هٰذِهِ الْاَسْمَاءُ عَنِ الْاِضَافَةِ قُلْتَ اَخٌ وَاَبٌ وَحَمٌ وهَنٌ وفَمٌ وذُوْ لَايُقْطَعُ عَنِ الْاِضَافَةِ اَلْبَتَّةَ، هٰذَا كُلُّهُ بِتَقْدِيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ اَمَّا مَا يُذْكَرُ فِيْهِ حَرْفُ الْجَرِّ لَفْظًا فَسَيَاْتِيْكَ فِى الْقِسْمِ الثَّالِثِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

---

অনুবাদ ॥ (৫) اَسْمَائےسِتَّهُ مُكَبَّرَهْ যদি يـاء مـتـكـلـم-এর দিকে মুযাফ হয় তাহলে বলবে, اَخِـيْ، اَبِـيْ، حَمِيْ، هَنِيْ ও فِـيْ অধিকাংশ নাহুবিদদের মতে, আর অন্য একদল নাহুবিদদের মতে فَمِيْ পড়া হয়। ذو শব্দটি কখনও যমীরের দিকে মুযাফ হয় না। তবে কবির উক্তি اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوْهُ (অর্থাৎ সম্মানিত লোককে সম্মানিত লোকেরাই চিনতে পারে।) এখানে ذُوْ শব্দটি যদিও যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে, তবে এটা বিরল।

★ উক্ত ছ'টি ইসমকে اضافة হতে ছিন্ন করলে তখন এভাবে বলবে– اَخٌ – اَبٌ – حَمٌ – هَنٌ ও فَمٌ. ذُوْ – শব্দটি কখনও اِضَافَةْ শুন্য হয় না। اضافة -এর উক্ত বিধানসমূহ حرفِ جار উহ্য থাকা অবস্থায় হয়ে থাকে। আর যে اضافة -এর মধ্যে حرفِ جار উল্লেখ করা হয় তার বিধান তৃতীয় প্রকরণে আসবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله عِنْدَ الْاَكْثَرِ ঃ অর্থাৎ فَمٌ এর মধ্যে فِيْ পড়াটা مُخْتَلَفْ فِيْهِ কেননা مُبَرَّدْ এর মতে اَبٌ واَخٌ টা يائے متكلم এর দিক মুযাফ হলে اَبِيْ ও اَخِيْ হয়। আর فَمٌ এর মধ্যে কারো মতে فَمِيْ হয়।

قَوْلُهٗ اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ الخ ঃ ذُوْ যমীরের দিকে স্বভাবত মুযাফ হয় না। তবে খুবই বিরলভাবে দু'এক জায়গায় দেখা যায়। যেমন এ শে'রের মধ্যে। সুতরাং এটা شاذ আর اَلشَّاذُّ كَالْمَعْدُوْمِ সুতরাং তা ধর্তব্য নয়।

قوله هٰذَا كُلُّهٗ بِتَقْدِيْرِ الخ ঃ অর্থাৎ উপরে اِضَافَتِ لَفْظِيَه ও اِضَافَتِ مَعْنُوِيَّه সম্পর্কে যা আলোচনা করা হল তা সব اضافتِ معنوى তথা হরফে জার উহ্য থাকা প্রসঙ্গে ছিল। হরফে জার উল্লেখের মাধ্যমে যে ইযাফত হয় بَحْثِ حُرُوف এর মধ্যে তা আলোচিত হবে।

التمرين (অনুশীলনী)

১. مجرورات এর অর্থ ও উহার প্রকারভেদ উল্লেখ কর এবং مضاف اليه এর পরিচয় ও مضاف কে কি কি থেকে খালি করা জরুরী লিখ।

২. اضافت কাকে বলে উহা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের উপকারীতাসহ বর্ণনা কর।

৩. اسم কে يائے متكلم এর দিকে اضافت করার নিয়মাবলী উদাহরণসহ লিখ।

اَلْخَاتِمَةُ فِى التَّوَابِعِ

اِعْلَمْ اَنَّ الَّتِىْ مَرَّتْ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْمُعْرَبَةِ كَانَ اِعْرَابُهَا بِالْاَصَالَةِ بِاَنْ دَخَلَتْهَا الْعَوَامِلُ مِنَ الْمَرْفُوْعَاتِ وَالْمَنْصُوْبَاتِ وَالْمَجْرُوْرَاتِ فَقَدْ يَكُوْنُ اِعْرَابُ الْاِسْمِ بِتَبْعِيَّةِ مَا قَبْلَهُ فِى الْاِعْرَابِ وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٌ بِاِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَالتَّوَابِعُ خَمْسَةُ اَقْسَامٍ: اَلنَّعْتُ وَالْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ وَالتَّاكِيْدُ وَالْبَدَلُ وَعَطْفُ الْبَيَانِ ـ

পরিশিষ্ট ঃ تَوَابِعُ (অনুগামী পদ) প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ জেনে রাখ, যে ইসমে মু'রাব সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তার اِعْرَابُ ছিল মূলগত আসল তথা (ও আমিলের) হিসেবে। সেগুলোর পূর্বে রফা, নসব ও জরদাতা আমেল আসার ভিত্তিতে اِعْرَابُ হয়েছিল। তবে কোন কোন সময় ইসমের اِعْرَابُ তার পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণেও হয়ে থাকে। (ঐ ইসমকে تَابِع বলা হয়। কারণ তার اعراب -এর মধ্যে পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণ করে থাকে।)

تَابِعْ -এর সংজ্ঞা ঃ تابع এমন দ্বিতীয় শব্দকে বলে যার اعراب একই কারণে তার পূর্বে বর্ণিত শব্দের اعراب অনুযায়ী হয়।

تابع -এর প্রকারভেদ ঃ تَابِعْ পাঁচ প্রকার। যথা–(১) اَلنَّعْتُ, (২) اَلْعَطْفُ بِالْحُرُفِ, (৩) اَلتَّاكِيْدُ, (৪) اَلْبَدَلُ ও (৫) عَطْفُ الْبَيَانِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْخَاتِمَةُ ঃ মুসান্নিফ র. مَقَاصِد ثَلَاثَهُ এর বর্ণনা শেষে তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী خَاتِمَةُ এর আলোচনা শুরু করেছেন। পূর্বের তিন মাকসাদে مُعْرَبْ بِالْاَصَالَةُ (মৌলিক মু'রাব) এর বর্ণনা ছিল। আর خَاتِمَه বা পরিশিষ্ট مُعْرَبْ بِالتَّبْعِيَّةُ (তথা অন্যের অনুগামী হওয়ার ভিত্তিতে مُعْرَبْ এর) বিভিন্নমুখী আলোচনা করা হবে।

قَوْلُهُ اَلتَّوَابِعُ ঃ تَوَابِعُ – تَابِعُ এর বহুবচন অর্থ অনুগামী, অনুসারী। এর অধীনের শব্দগুলে اِعْرَابُ এরে দিক দিয়ে مَتْبُوْعْ এর অনুগামী হওয়ায় এনাম রাখা হয়েছে। পরিভাষায় تَابِعْ ঐ পরবর্তী শব্দকে বলে যা তার পূর্ববর্তী শব্দের اعراب এর সহিত একই কারণে اعراب বিশিষ্ট হয়। যেমন– جَاءَ رَجُلٌ عَالِمٌ এখানে عالم শব্দটি رجل এর تابع এটি ফায়েল হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। আর عالم তার সাথে فاعل হওয়ার কারণেই مرفوع হয়েছে ভিন্ন ফায়েল হওয়ার কারণে নয়।

قَوْلُهُ وَ التَّوَابِعُ خَمْسَةُ اَقْسَامٍ ঃ تَابِعْ ৫ প্রকারে সীমিত। এর কারণ বা وَجْهِ حَصْر এই যে, تَابِع দু'অবস্থা থেকে খালি নয়। ক. হয়তো حكم কে দৃঢ় করবে, কিংবা খ. দৃঢ় করবেনা। হুকুম কে দৃঢ় করলে তাকে تاكيد বলে। আর দৃঢ় না করলে তা আবার দু'প্রকার হয় مَتْبُوْعْ এর বয়ানের জন্য আসবে নতুবা না। বয়ানের জন্য আসলে বা مُبَيِّنْ হলে তা আবার দু ধরনের مُشْتَقْ বা مَعْنَى مُشْتَقْ হবে নতুবা নয়, প্রথমটি সিফত, দ্বিতীয়টি متبوع . عطف এর بَيَان না হলে (বা غير مُبَيِّن হলে) তা আবার দু প্রকার حرف عطف এর মাধ্যমে হবে বা না। حرف عطف এর মাধ্যমে হলে عطف بِالْحُرُوْفُ আর তা না হলে بدل –

فَصْلٌ - اَلنَّعْتُ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ مَتْبُوْعِهٖ نَحْوُ جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ اَوْ فِىْ مُتَعَلِّقِ مَتْبُوْعِهٖ نَحْوُ جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ وَيُسَمّٰى صِفَةً اَيْضًا وَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ يَتْبَعُ مَتْبُوْعَهٗ فِىْ عَشَرَةِ اَشْيَاءَ فِى الْاِعْرَابِ وَالتَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ وَالْاِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ نَحْوُجَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ وَرَجُلَانِ عَالِمَانِ وَزَيْدُنِ الْعَالِمُ وَ اِمْرَأَةٌ عَالِمَةٌ -

---

পরিচ্ছেদ – ১ ঃ نَعْتٌ বা صِفَتٌ প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ نَعْت এর সংজ্ঞা ঃ نَعْتٌ (বিশেষণ) ঐ تَابِعٌ (অনুগামী) কে বলে যা مُتْبُوْعٌ (অনুসৃত) এর অর্থ প্রকাশ করে, যেমন– جَاءَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ (আমার নিকট এক বিজ্ঞ ব্যক্তি এসেছেন), অথবা مُتْبُوْعٌ এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– جَاءَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ (আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি এসেছেন যার পিতা বিজ্ঞ) نَعْتٌ কে صِفَةٌ নামেও অভিহিত করা হয়।

مَنْعُوْتٌ ও نَعْتٌ তথা مَوْصُوْف ও صِفَتٌ এর মধ্যে مطابقة ঃ প্রথম প্রকার تابع দশটি বিষয়ে مُتْبُوْعٌ-এর অনুসরণ করে থাকে। اعراب তথা– (১) রফা, (২) নসব ও (৩) জার হওয়া, (৪) মা'রেফা হওয়া, (৫) নাকেরা হওয়া, (৬) একবচন হওয়া, (৭) দ্বি-বচন হওয়া, (৮) বহুবচন হওয়া, (৯) পুংলিঙ্গ হওয়া, ও (১০) স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া। যেমন–

جَاءَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ - رَجُلَانِ عَالِمَانِ - رِجَالٌ عَالِمُوْنَ - زَيْدُنِ الْعَالِمُ - اِمْرَأَةٌ عَالِمَةٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهٗ اَلنَّعْتُ ঃ কোন বাক্যে এক বা একাধিক تَابِعٌ মিলিত হলে প্রথমে نَعْت অতঃপর عَطْفِ بَيَانٌ তারপর تَاكِيْد এরপর بَدَل এবং সর্বশেষ عَطْفِ نَسْق উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত আছে। উপরন্তু এটা كَثِيْرُ الْفَوَائِدْ ও كَثِيْرُ الْاِسْتِعْمَالْ ও বটে। এসব কারণে মুসান্নিফ র. نَعْت এর আলোচনা আগে এনেছেন।

نعت এর সংজ্ঞা ঃ মুসান্নিফ র. এর ভাষায়– نَعْتٌ এমন تابع যা তার متبوع এর অর্থ বা তার সংশ্লিষ্টের অর্থ– প্রকাশ করে, ১মটিকে صفت بحال مَوْصُوْف ও পরেরটিকে صِفَتْ بِحَالِ مُتَعَلِّقِ مَوْصُوْف বলে। نعت এর অপর নাম صفت -

قوله وَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ ঃ প্রথম প্রকারের نَعْت (صِفَتْ بِحَالِ مَوْصُوْف বা نعت حقيقى) ১০ দিক দিয়ে তার متبوع এর অনুকরণ করে (অবশ্য ১০টিই একত্রে পাওয়া যায় না বরং ৪টি একত্রে পাওয়া যায়, যথা– ১. বচনের দিক দিয়ে صفت ও موصوف এক হবে, ২. লিঙ্গের দিক দিয়ে এক হবে। ৩. اعراب এর দিক এক হবে ও ৪. تنكير - تعريف এর দিক দিয়ে এক হবে। যেমন– جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ ইত্যাদির মধ্যে লক্ষ্য কর।

ফায়েদা ঃ ক্ষেত্র বিশেষ লিঙ্গ ও বচনের দিক দিয়ে ব্যতিক্রম ও হয়। যেমন ১. সিফতটি যদি এমন ছীগা হয় যাতে مذكر و مؤنث উভয় সমান। আর তা হল فَعِيْلٌ . فَعُوْلٌ . فَعَالَةٌ এর ওযনে হলে। যথা– جَائَنِىْ رَجُلٌ جَرِيْحٌ ও جَائَنِىْ اِمْرَأَةٌ جَرِيْحٌ

২. অথবা مذكر শব্দটি مؤنث এ জন্য নির্দিষ্ট হলে, যেমন– جَاءَ اِمْرَأَةٌ حَائِضٌ

৩. অথবা مصدر হলে। যথা– جَائَنِىْ رَجُلٌ عَدْلٌ ও جَائَنِىْ رِجَالٌ عَدْلٌ প্রভৃতি

وَالْقِسْمُ الثَّانِىْ إِنَّمَا يَتْبَعُ مَتْبُوْعَهُ فِى الْخَمْسَةِ الْأَوَّلِ فَقَطْ أَعْنِى الْإِعْرَابَ وَالتَّعْرِيْفَ وَالتَّنْكِيْرَ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا" وَفَائِدَةُ النَّعْتِ تَخْصِيْصُ الْمَنْعُوْتِ إِنْ كَانَا نَكِرَتَيْنِ نَحْوُ جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ وَتَوْضِيْحُهُ إِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ نَحْوُ جَائَنِىْ زَيْدُنِ الْفَاضِلُ وَقَدْ يَكُوْنُ لِمُجَرَّدِ الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ نَحْوُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلذَّمِّ نَحْوُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّاكِيْدِ نَحْوُ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ـ

অনুবাদ ॥ দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ যা متبوع এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করে) শুধু প্রথমোক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ (তিন ধরনের) ই'রাব এবং মা'রেফা ও নাকেরার মধ্যে متبوع -এর অনুসরণ করবে। যেমন– আল্লাহ তাআলার বাণী رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا (হে আল্লাহ আমাদেরকে এ গ্রাম হতে বের করে নাও যে গ্রামের অধিবাসীরা অত্যাচারী)।

نعت এর উপকারিতা ঃ نَعْت এর উপকারিতা হচ্ছে এই যে, (১) نَعْت (বিশেষণ) ও مَنْعُوْت (বিশেষিত) উভয় যদি নাকেরা হয় তবে তা مَنْعُوْت-কে কোন এক বিশেষ গুণের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন– جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ (আমার নিকট এক বিজ্ঞ ব্যক্তি এসেছেন)। (২) نَعْت ও مَنْعُوْت উভয় যদি মা'রেফা হয়, তবে তা منعوت কে অধিকতর স্পষ্ট করে দেয়। যেমন– جَائَنِىْ زَيْدُنِ الْفَاضِلُ (সম্মানিত যায়েদ আমার নিকট এসেছে)। (৩) কখনো نَعْت শুধু প্রশংসার জন্যও আসে। যেমন– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে)। (৪) কখনো নিন্দার জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন– نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (একটি মাত্র ফুৎকার)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْقِسْمُ الثَّانِىْ إِنَّمَا الخ ঃ অর্থাৎ نعت বা صِفَتْ بِحَالِ مُتَعَلِّق موصوف এর জন্য غَيْر حَقِيْقِى এর দিক দিয়ে مَتْبُوْع এর সাথে মিল থাকা জরুরী, যেমন– تَنْكِيْر، تَعْرِيْف ও إِعْرَاب এর জন্য ... مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا এর মধ্যে اَلْقَرْيَة হল موصوف আর اَلظَّالِمُ হল صفت কিন্তু প্রকৃত সিফত হল أَهْلِ قَرْيَة কেননা قَرْيَة (গ্রাম) ظَالِمُ হতে পারে না। অতএব এটি صِفَتْ بِحَالِ مُتَعَلِّقِ مَوْصُوْف হল। এখানে বচন ও লিঙ্গের দিক দিয়ে দুটি ভিন্ন। কারণ اَلْقَرْيَة হল مؤنث আর اَلظَّالِمُ হল مذكر -এভাবে বচনের দিক দিয়েও এক হওয়া জরুরী নয়।

مسند এর দিকে اسم ظاهر যখন فعل ও فاعل এর ন্যায় হবে। فعل টি صيغةُ صفت এর সাথে موصوف হয় তখন তাকে واحد আনা হয় চাই اسمِ ظاهر টি مذكر হোক বা مؤنث এবং واحد হোক বা تثنيه বা جمع তদরূপ এক্ষেত্রেও। কেননা এ صيغةُ صفت টি فعل এর স্থলে বসে। যেমন– جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ أَبُوْهُ এর মধ্যে عَالِمٌ টা عَلَّمَ এর স্থলে। আর أَبُوْهُ তার فاعل - এভাবে جَائَنِىْ رَجُلٌ مُرْتَفِعَةٌ دَارُهُ ও جَائَنِىْ رَجُلٌ مُرْتَفِعٌ دَارُهُ উভয় রকম শুদ্ধ। কারণ دار টা مؤنث غَيْر حَقِيْقِى আর فاعل টা غَيْر حَقِيْقِى مؤنث হলে তার فعل কে مؤنث، مذكر যে কোন রকম আনা যায়।

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوْصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَبُوْهُ عَالِمٌ أَوْقَامَ أَبُوْهُ وَالْمُضْمَرُ لَايُوْصَفُ وَلَا يُوْصَفُ بِهِ ـ

فَصْلٌ ـ اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَانُسِبَ إِلَى مَتْبُوْعِهِ وَكِلَاهُمَا مَقْصُوْدَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَيُسَمّٰى عَطْفُ النَّسَقِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوْعِهِ أَحَدُ حُرُوْفِ الْعَطْفِ وَسَيَأْتِىْ ذِكْرُهَا فِى الْقِسْمِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمَرْفُوْعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَاكِيْدُهُ بِالضَّمِيْرِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ ضَرَبْتُ أَنَا وَزَيْدٌ إِلَّا إِذَا فُصِلَ نَحْوُ ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدٌ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ ـ

অনুবাদ ॥ জেনে রাখ যে, جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ দ্বারা নাকেরা এর সিফত আনা যায়। যেমন– مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَبُوْهُ عَالِمٌ أَوْ قَامَ أَبُوْهُ (আমি এমন এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করলাম যার পিতা জ্ঞানী বা যার পিতা দণ্ডায়মান রয়েছে)। যমীর موصوف ও صفة কোনটিই হয় না।

পরিচ্ছেদ– ২ : عَطْف بِحُرُوف

عَطْفُ بِحُرُوف-এর সংজ্ঞা : عَطْفُ بِحُرُوف এমন تابع কে বলে যার সাথে ঐ বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয় যে বিষয়ের সম্বন্ধ তার متبوع এর সাথে করা হয় এবং সম্বন্ধের দিক দিয়ে (تابع ও متبوع) উভয়টি উদ্দেশ্য হয়। একে عَطْفُ النَّسَقِ নামেও অভিহিত করা হয়।

শর্ত : عطف بحروف -এর জন্য শর্ত হল, تابع ও متبوع -এর মধ্যে حروفِ عطف (সংযোগকারী অব্যয়) -এর যে কোন একটি থাকতে হবে। حروفِ عطف -এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ তৃতীয় প্রকরণে আসবে। যেমন– قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (যায়েদ ও আমর দাঁড়িয়েছে।

عطف-এর ব্যবহার বিধি : (১) ضمير مَرْفوع مُتَّصِل-এর উপর কোন শব্দের عطف করা হলে অন্য একটি ضمير مُنْفَصِل দ্বারা উক্ত যমীরের তাকীদ আনা ওয়াজিব। যেমন– ضَرَبْتُ أَنَا وَزَيْدٌ (আমি ও যায়েদ প্রহার করেছি)। (২) তবে معطوف ও معطوف عليه -এর মাঝখানে যদি বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী কোন শব্দ থাকে (তাহলে ضمير مُنْفَصِل দ্বারা তাকীদ আনার প্রয়োজন হবে না) যেমন– ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدٌ (আমি ও যায়েদ অদ্য প্রহার করেছি)। (৩) আর যখন ضمير مجرور এর উপর কোন শব্দের عطف করা হয় তখন حرفِ جر কে পুনরুল্লেখ করা ওয়াজিব। যেমন– مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ (আমি তোমাকে ও যায়েদকে অতিক্রম করলাম)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ الخ : অর্থাৎ موصوف টি نكره হলে তার صفت টি جمله خبريه হতে পারে। কিন্তু معرفه হলে তার সিফত جمله হতে পারে না। কারণ جمله টা نكره এর হুকুমে গণ্য হয়। সুতরাং معرفه এর সিফত نكره হতে পারে না। যেমন– مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَالِمٍ أَبُوْهُ এর মধ্যে رَجُلٌ হল نكره ও موصوف – আর أَبُوْهُ عَالِمٌ মুবতাদা খবর মিলে رَجُلٌ এর সিফত, তবে جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَه হতে পারে না। কারণ انشاء কে حال ، صله ، صفت ইত্যাদি বানানো صحيح নয়।

قَوْلُهُ اَلْمُضْمَرُ لَايُوْصَفُ الخ ঃ যমীর সিফত বা মওসুফ কোনটি হতে পারে না। কারণ যমীর হল أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ তথা সর্বোচ্চ معرفه সুতরাং তাকে সিফতের দ্বারা স্পষ্ট করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। আর সিফত হতে পারে না এ কারণে যে, যমীর কখনো متبوع এর অর্থ বুঝায় না বরং জাত বুঝায়।

قَوْلُهُ الْعَطْفُ تَابِعٌ ঃ অর্থাৎ عطف بحروف ঐ তাবে' কে বলে যার متبوع এর দিকে যে বিষয়টি সম্বন্ধিত হয় তার দিকেও তা সম্বন্ধিত হয় এবং উক্ত সম্বন্ধের দিক দিয়ে উভয়টি উদ্দেশ্যগত হয়।

মুসান্নিফ র. এর বর্ণিত تابع টা جِنْس সকল تابع এর মধ্যে শামিল। আর كِلَاهُمَا مَقْصُوْدَانِ হল فصل -এর দ্বারা অন্যান্য সকল تابع বের হয়ে গেল। نعت، تاكيد ও عطفِ بيان এ কারণে বেরিয়ে গেল যে, সম্বন্ধের মধ্যে এগুলো উদ্দেশ্য হয় না বরং متبوع উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর بدل এ জন্য বেরিয়ে গেল যে, এর মধ্যে متبوع নয় বরং بدل টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

★ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, উপরোক্ত সংজ্ঞার দ্বারা لَا ، بَلْ ، لٰكِنْ ، اَمْ ، اَمَّا ও اَوْ - عطفُ بِحَرْف থেকে খারিজ হয়ে যায়, কারণ এগুলোর দ্বারা তার আগে পরের কোন একটি উদ্দেশ্য হয় উভয়টি নয়। এর উত্তর এই যে متبوع ও تابع উভয়টি উদ্দেশ্য হওয়ার অর্থ এই যে, تابع এর জন্য متبوع টা ভূমিকা স্বরূপ হবে না, আর সম্বন্ধের দ্বারা উদ্দেশ্যগত হওয়ার অর্থ হল تابع টা متبوع এর মোকাবেলায় فرع বা শাখা হবে না। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, এসব হরফের দ্বারা যে معطوف ও معطوف عليه হয় এ অর্থে উভয়টি উদ্দেশ্যগত হয়।

قَوْلُهُ اَلنَّسَقُ : نَسَق অর্থ সুবিন্যস্ত হওয়া, বরাবর হওয়া, حروفِ عطف এসে معطوف ও معطوف عليه কে اعراب এর দিক দিয়ে এক বরাবর এবং পরস্পর একাধিক শব্দকে সুশৃংখল করে বিধায় এ কে عطف نسق বলে।

قوله وشَرْطُهُ الخ অর্থাৎ عطف এর শর্ত এই যে, تابع ও متبوع এর মাঝে حرف عطف থাকতে হবে।

قوله وَاِذَا عُطِفَ الضَّمِيْرُ الخ ঃ অর্থাৎ ضميرِ مرفوع متصل এর ওপর عطف করলে তখন ضميرمُنْفصل দ্বারা তার تاكيد আনা জরুরী। কারণ مرفوع متصل এর যমীরটা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে جزء كلمه বা শব্দের অঙ্গ গণ্য হয়। সুতরাং تاكيد আনা ছাড়াই তার ওপর عطف করলে একই শব্দের কিছু অংশের উপর ভিন্ন শব্দকে عطف করা হয় যা নাজায়েয।যেমন ضَرَبْتُ اَنَا وَزَيْدٌ এর মধ্যে লক্ষ কর।

★ মুসান্নিফ র. ضمير مرفوع বলেছেন কারণ ضمير منصوب ও مجرور এর উপর عطف করা تاكيد ছাড়া জায়েয, যেমন- ضَرَبْتُكَ وَزَيْدٌ - এভাবে متّصل এ জন্য বলেছেন যে, مرفوع مُنْفَصِل এর عطف করাও تاكيد ছাড়াই জায়েয, কারণ এসবগুলোর সাথে কোন শব্দের এতটা شِدَّتِ اِتِّصَال নেই।

قوله اِلَّا اِذَا فُصِلَ الخ ঃ অর্থাৎ ضمير مرفوع متصل ও معطوف এর মাঝে فَاصِلَةٌ আসলে তখন تاكيد ছাড়াই عطف করা জায়েয, কারণ এ فاصله টিই تاكيد এর قائم مقام হয়ে যায়।

قوله وَاِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيْرِ الخ অর্থাৎ ضَمِيْرِمَجْرُوْرْ এর উপর عطف করলে معطوف এর উপর পুনরায় حرف جر নিয়ে আসা জরুরী। কারণ جار ও ضميرِ مَجْرُور টা شِدَّتِ اِتِّصَالُ এর কারণে একই শব্দের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং خافض বা جر দানকারীকে পূণঃ উল্লেখ না করলে একই শব্দের কিছু অংশের উপর عطف সাব্যস্ত হয়। আর তা না জায়েয। যেমন- مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ

★ اِعَادَةُ الْخَافِضِ বলে حَرْفُ الْجَرِّ বলার কারণ হল যাতে اسم مضاف এ থেকে বের হয়ে যায়। কেননা কারো কারো মতে শুধু مضاف اليه এর উপর আতফ করা দোষণীয় নয়।

وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَعْطُوْفَ فِىْ حُكْمِ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ اَعْنِىْ اِذَا كَانَ الْاَوَّلُ صِفَةً لِشَيْءٍ اَوْ خَبَرًا لِاَمْرٍ اَوْ صِلَةً اَوْ حَالًا فَالثَّانِىْ كَذٰلِكَ اَيْضًا وَالضَّابِطَةُ فِيْهِ اَنَّهُ حَيْثُ يَجُوْزُ اَنْ يُقَامَ الْمَعْطُوْفُ مُقَامَ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ جَازَ الْعَطْفُ وَحَيْثُ لَا فَلَا وَالْعَطْفُ عَلٰى مَعْمُوْلَىْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جَائِزٌ اِنْ كَانَ الْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ مَجْرُوْرًا مُقَدَّمًا وَالْمَعْطُوْفُ كَذٰلِكَ نَحْوُ فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو

অনুবাদ॥ জেনে রাখ যে, معطوف টি معطوف عليه -এর হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ- প্রথমটি (معطوف عليه) যদি কোন বিষয়ের صفة বা خبر অথবা صلة কিংবা حال হয় তবে দ্বিতীয়টি (معطوف) ও তদ্রূপ হবে। এক্ষেত্রে বিধান এই যে, যেখানে معطوف -কে معطوف عليه -এর স্থলে স্থাপন করা বৈধ সেখানে আতফ বৈধ। আর যেখানে এরূপ করা বৈধ নয়, সেখানে আতফও বৈধ নয়।

দু'টি ভিন্ন ধরনের عامل -এর দুটি معمول-এর উপর (একই হরফে আতফ দ্বারা) আতফ করা তখনই বৈধ যখন معطوف عليه টি مجرور এবং তার উপর مقدم হবে ও যের শূন্য শব্দের পূর্বে হবে, আর معطوف ও অনুরূপ হবে। যেমন- فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَالْمَعْطُوْفُ الخ ঃ معطوف টা معطوف عليه এর হুকুমে গণ্য হয়। সুতরাং معطوف عليه টি صفت বা صله বা حال হলে معطوف টাও তাই হবে। যেমন- قَامَ زَيْدُنِ الْعَالِمُ وَالْعَاقِلُ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَحَيْثُ لَافَلَا الخ ঃ অর্থাৎ যেখানে معطوف কে معطوف عليه এর স্থলে বসান জায়েয নেই, সেখানে عطف ও জায়েয নয়, সুতরাং مَازَيْدٌ قَائِمًا وَلَا ذَاهِبٌ عَمْرٌو এর মধ্যে ذَاهِبٌ টা عمر মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। আর لَا ذَاهِبٌ عَمْرٌو এর عطف হয়েছে مَازَيْدٌ قَائِمًا বাক্যের উপর। এখন ذَاهِبٌ কে যদি قائما এর উপর عطف করে منصوب পড়া হয় তাহলে এটা ما এর খবর হবে এবং এ বাক্যটি এভাবে হবে مَازَيْدٌ ذَاهِبًا عُمَرٌو এ বাক্যটি না জায়েয। কারণ قائما হল معطوف عليه - এর মধ্যে যে যমীর রয়েছে সেটি زَيْدٌ (ما এর اسم) এর দিকে ফিরছে। আর اسم এর দিকে ফেরার জন্য خبر এর মধ্যে যমীর থাকা আবশ্যক। কিন্তু ذاهبا (معطوف) এর মধ্যে কোন যমীর নেই যা زيد এর দিকে ফিরবে। এ কারণে قَائِمًا ذَاهِبٌ عَمْرٌو অংশটি قائما এর স্থলে বসতে পারে না। ফলে عطف জায়েয হয় না।

قَوْلُهُ وَالْعَطْفُ عَلٰى مَعْمُوْلِ الخ ঃ অর্থাৎ একই حرف عطف এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দুই আমিলের معمول এর উপর عطف করা জায়েয। তবে এর জন্য শর্ত হল معطوف عليه টা مجرور এবং তা مرفوع ও منصوب এর উপর مقدم হতে হবে এবং معطوف এর মধ্যে ও مرفوع ও منصوب টি مجرور এর উপর مقدّم হতে হবে। যেমন- فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو এর মধ্যে الحجرة এর عطف হয়েছে الدار এর উপর। এখানে عامل হল فى আর عمرو এর عطف হয়েছে زيد এর উপর এর عامل হল ابتدا ، واؤ এর মাধ্যমে এ عطف টি করা হয়েছে। সুতরাং عامل ও معمول সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হল এবং مجرور টা مرفوع এর উপর مقدم হওয়ার শর্ত ও পাওয়া গেল।

مجرور টা منصوب এর উপর مقدم হওয়ার উদাহরণ যেমন- اِنَّ فِى الدَّارِ زَيْدًا وَالْحُجْرَةِ عَمْرًوا এর মধ্যে الحجرة এর عطف হয়েছে اَلدَّار এর উপর। এর আমিল হল فى, আর عمرو এর عطف হয়েছে زيد এর উপর এর আমিল হল اِنَّ এখানে معطوف عليه ও معطوف উভয়টির মধ্যে مجرور টা منصوب এর উপর مقدم হয়েছে। حرف عطف যয়ীফ হওয়া সত্ত্বে দুটি আমিলের স্থলাভিষিক্ত হওয়াটা যদিও কিয়াসের পরিপন্থি। তথাপি আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত হেতু এটি জায়েয।

وَفِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ مَذْهَبَانِ اٰخَرَانِ وَهُمَا اَنْ يَّجُوْزَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْفَرَّاءِ وَلَايَجُوْزُ مُطْلَقًا عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ ـ

فَصْلٌ ـ اَلتَّاكِيْدُ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلٰى تَقْرِيْرِ الْمَتْبُوْعِ فِيْ مَانُسِبَ اِلَيْهِ اَوْ عَلٰى شُمُوْلِ الْحُكْمِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْمَتْبُوْعِ وَالتَّاكِيْدُ عَلٰى قِسْمَيْنِ لَفْظِيٌّ وهُوَ تَكْرِيْرُ اللَّفْظِ الْاَوَّلِ نحوُ جَائَنِيْ زيدٌ زيدٌ و جَاءَ جَاءَ زَيْدٌ ومَعْنَوِيٌّ وَهُوَ بِاَلْفَاظٍ مَعْدُوْدَةٍ وَهِيَ النَّفْسُ وَالْعَيْنُ لِلْوَاحِدِ وَالْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعِ بِاِخْتِلَافِ الصِّيْغَةِ وَ الضَّمِيْرِ نحوُ جَائَنِيْ زيدٌ نَفْسُهُ والزَّيْدانِ اَنْفُسُهما اوْ نَفْسَاهُمَا والزَّيْدُونَ اَنْفُسُهم وكَذٰلِكَ عَيْنُهُ وَاَعْيُنُهُمَا اَوْ عَيْنَاهُمَا واَعْيُنُهُمْ وجَائَتْنِيْ هِنْدُ نَفْسُهَا وجَائَتْنِي الْهِنْدَانِ اَنْفُسُهُمَا اَوْ نَفْسَاهُمَا وجَائَتْنِي الْهِنْدَاتُ اَنْفُسُهُنَّ ـ وَكِلَا وكِلْتَا لِلْمُثَنّٰى خَاصَّةً نحوُ قَامَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا وقَامَتِ الْمَرْأتَانِ كِلْتَاهُمَا وَكُلٌّ واَجْمَعُ واَكْتَعُ واَبْتَعُ واَبْصَعُ لِغَيْرِ الْمُثَنّٰى بِاِخْتِلَافِ الضَّمِيْرِ فِيْ كُلٍّ وَالصِّيْغَةِ فِي الْبَوَاقِيْ

অনুবাদ ॥ এ ব্যাপারে আরও দু'টো অভিমত রয়েছে। তা এই যে, ইমাম ফাররার এর মতে বিনা শর্তে عطف বৈধ। আর সীবওয়াইহের মতে কোন অবস্থাতেই عطف বৈধ নয়।

পরিচ্ছেদ – ৩ : تاكيد (দৃঢ়তা সৃষ্টিকারী পদ)

تاكيد -এর সংজ্ঞা : تاكيد এমন تابع কে বলে যা متبوع এর প্রতি সম্বন্ধকৃত বস্তুর মধ্যে متبوع এর সম্বন্ধ কে শক্তিশালী করা অথবা متبوع এর একক সংখ্যাগুলোর প্রত্যেকটিকে হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَائَنِيْ زَيْدٌ زَيْدٌ (যায়েদই আমার নিকট এসেছে) ও جَائَنِيْ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ (সম্প্রদায়ের সব লোকই আমার নিকট এসেছে)।

تاكيد-এর প্রকারভেদ : تاكيد দু'প্রকার। যথা– (ক) تاكيد لفظى (শব্দগত তাকীদ।) এটা শব্দকে পুনরুল্লেখ করার দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন– جَائَنِيْ زَيْدٌ زَيْدٌ এবং جَاءَ جَاءَ زَيْدٌ (খ) تاكيد معنوى (অর্থগত তাকীদ)। এটা নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দ দ্বারা হয়ে থাকে। আর তা হল (ব্যবহার বিধিঃ)। (১) نَفْسٌ ও عَيْنٌ শব্দদ্বয়। সীগা ও যমীরের রূপভেদে একবচন, দ্বি-বচন ও বহুবচনের (তাকীদের) জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَائَنِيْ زَيْدٌ نَفْسُهُ، وَالزَّيْدَانِ اَنْفُسُهُمَا اَوْ نَفْسَاهُمَا، وَالزَّيْدُوْنَ اَنْفُسُهُمْ– অনুরূপভাবে عَيْنٌ শব্দের মধ্যে বলা হবে– جَائَنِيْ زيدٌ عَيْنُهُ وَالزَّيْدَانِ اَعْيُنُهُمَا اَوْ عَيْنَاهُمَا وَالزَّيْدُوْنَ اَعْيُنُهُمْ (এবং স্ত্রী লিঙ্গের ক্ষেত্রে বলা হবে)। جَائَتْنِي الْهِنْدَاتُ اَنْفُسُهُنَّ - جَائَتْنِي الْهِنْدَاتُ اَنْفُسُهُمَا اَوْ نَفْسَاهُمَا-جَائَتْنِيْ هِنْدُ نَفْسُهَا -

كِلَا ও كِلْتَا শুধু দ্বি-বচনের (তাকীদের) জন্য ব্যবহৃত হয়। (كلا পুংলিঙ্গের জন্য এবং كِلْتَا স্ত্রীলিঙ্গের জন্য) যেমন– قَامَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا (উভয় ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হয়েছে)

كُلٌّ - اَجْمَعُ - اَكْتَعُ - اَبْتَعُ ও اَبْصَعُ দ্বি-বচন ছাড়া অন্যান্য শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে كُلٌّ শব্দটি যমীরের পরিবর্তনের সাথে এবং অবশিষ্টগুলো সীগার পরিবর্তনের সাথে ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله وَفِيْ هٰذَا الْمَسْئَلَةِ الخ : অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দু'আমিলের معمول এর উপর عطف করার ব্যাপারে আরো দুটি মত রয়েছে। ১. ইমাম ফাররা (র.)) বলেন– এটা শর্তহীনভাবে জায়েয। তিনি এটাকে একই আমিলের দু'মামূলের উপর عطف জায়েয হওয়ার উপর কিয়াস করেন। ২. আর ইমাম সীবওয়াইহি (র.) বলেন– এটা কোন ক্ষেত্রেই জায়েয নেই। কারণ حرف عطف একটা আমিলের قائم مقام হতে পারে। কিন্তু দুই আমিলের قائم مقام হওয়ার শক্তি রাখে না। সুতরাং তিনি ঐ সকল উদাহরণের মধ্যে তাবীল করে বলেন– এখানে معطوف এর মধ্যে خافض (جار) উহ্য আছে। তখন এক جملہ এর عطف হবে আরেক جملہ এর উপর। যেমন– فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَفِي الْحُجْرَةِ عَمْرٌو ইত্যাদি

قَوْلُهُ اَلتَّاكِيْدُ لَفْظُ الخ : تاكيد শব্দটি توكيد রূপেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ– মজবুত করা, দৃঢ় করা। عطف এর পরে تاكيد উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, ثم ও فاء এ দুটোও تاكيد এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন– ثم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا ও وَاللّٰهِ فَوَ اللّٰهِ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ تَابِعٌ يَدُلُّ الخ : অর্থাৎ تاكيد এমন تابع কে বলে যা متبوع এর প্রতি সম্বন্ধিত বিষয়কে দৃঢ় করাও متبوع এর প্রত্যেক فرد এর জন্য বাক্যের হুকুমকে শামিল করা বুঝায়। অতএব বুঝায় গেল যে, تاكيد উপরোক্ত দু উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সংজ্ঞায় উল্লিখিত تابع টা جنس ، عَلٰى تَقْرِيْرِ الْمَتْبُوْعِ এর দ্বারা بدل ও عطف بحروف বের হয়ে গেল, فِيْمَا نُسِبَ দ্বারা نعت ও عطفِ بَيَانٌ বের হয়ে গেল, কারণ এ দুটো যদিও متبوع কে দৃঢ় করে কিন্তু তা فِيْمَا نُسِبَ হিসেবে নয় বরং তা কেবল متبوع এর জাত-সত্ত্বাকে দৃঢ় করে। عَلٰى شُمُوْلِ الْحُكْمِ দ্বারা كل ۔ اجمع ও এর অনুগামী শব্দগুলো দাখিল হয়ে গেল।

قَوْلُهُ اَلتَّاكِيْدُ عَلٰى قِسْمَيْنِ : অর্থাৎ تاكيد দু'প্রকার ১. تاكيد لفظى যা لفظ একাধিকবার উল্লেখ দ্বারা হাসিল হয়। যথা– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ প্রভৃতি।

২. تاكيد مَعْنَوِىْ যা নির্দিষ্ট শব্দাবলী ব্যবহারে হাসিল হয়। যথা– كُلٌّ ، عَيْنٌ ، نَفْسٌ প্রভৃতি।

★ উল্লেখ্য যে, تاكيد لَفْظِىْ টা عام তথা اسم ، فعل ، حرف এমনকি جملہ ও একাধিকবার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন– جَائَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ ، اِنَّ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ۔ زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ قَائِمٌ প্রভৃতি।

قوله وَهِيَ النَّفْسُ الخ : অর্থাৎ نفس ، عين দ্বারা تاكيد এর ক্ষেত্রে مؤكد (যার تاكيد করা হয় বা متبوع) অনুপাতে শব্দ ও যমীরের মধ্যে ও লিঙ্গ ও বচনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ مؤكد واحد হলে تاكيد টি واحد হবে। যেমন– جَائَنِىْ زَيْدٌ نَفْسُهٗ ، جَائَنِىْ فَاطِمَةُ نَفْسُهَا

مؤكد বহুঃ হলে تاكيد ও বহুঃ হবে। যেমন– جَائَنِى زَيْدُوْنَ اَنْفُسُهُمْ ইত্যাদি। তবে مثنى এর ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। ক. জমহুরের মতে مؤكد দ্বিবচন হলে সে ক্ষেত্রে تاكيد বহুবচন হবে। আর যমীরটি দ্বিচন হবে।

খ. কিছু সংখ্যকের মতে مؤكد দ্বিবচন হলে تاكيد ও দ্বিবচন হবে।

قَوْلُهُ وَكِلَا وَكِلْتَا الخ : অর্থাৎ এ দুটো শুধু تثنيه এর তাকীদের জন্য আসে, واحد বা جمع এর জন্য এ শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْمُثَنّٰى : অর্থাৎ كُلٌّ থেকে اَبْصَعُ পর্যন্ত ৫টি শব্দ واحد ও جمع এর تاكيد এর জন্য ব্যবহৃত হয়। চাই مذكر হোক বা مؤنث তবে পার্থক্য এই যে, كل শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না। এর সাথে মিলিত যমীরের মধ্যে পরিবর্তন হয়। আর বাকীগুলোর ছীগার মধ্যে পরিবর্তন হয়, যমীরের মধ্যে নয়। যথা– ক. اَكْتَعُ, اَبْصَعُ ও اَبْتَعُ আসে واحد مذكر এর জন্য। খ. واحد مؤنث এর জন্য আসে جَمْعَاءُ ، كَتْعَاءُ ، بَتْعَاءُ ও بَصْعَاءُ গ. جمع مذكر এর জন্য আসে اَجْمَعُوْنَ ، اَكْتَعُوْنَ ، اَبْتَعُوْنَ ও اَبْصَعُوْنَ ঘ. جمع مؤنث عاقل এর জন্য بُتَعُ ، جُمَعُ ، كُتَعُ ও بُصَعُ ۔

تَقُولُ جَائِنِيْ الْقَوْمُ كُلُّهم أَجْمعُوْنَ اَكْتَعُوْنَ اَبْتَعُوْنَ اَبْصَعُوْنَ وقامَتِ النِّسَاءُ كُلُّهنَّ جُمَعُ كُتَعُ بُتَعُ بُصَعُ وَاِذَا اَرَدْتَّ تَاكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرفوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يُجبُ تاكيدُهُ بِالضَّمِيْرِ الْمُنْفصلِ نحوُ ضَرَبْتَ اَنْتَ نَفْسَكَ وَلاَيُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَاَجْمَعَ اِلاَّ مَالَهُ اَجْزَاءٌ وَاَبْعَاضٌ يَصِحُّ اِفْتِراقُهَا حِسًّا كَالْقَوْمِ اَوْ حُكْمًا كَمَا تقولُ اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ ولاَتقولُ اكرمتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ، واعْلَمْ اَنَّ اَكْتَعَ وَاَبْتَعَ وابصعَ اَتْبَاعٌ لِاَجْمَعَ ولَيْسَ لَهَا مَعْنًى هٰهُنَا بِدُوْنِهِ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيْمُهَا عَلٰى اَجْمَعَ وَلاَ ذِكْرُها بِدونِهِ ـ

অনুবাদ ॥ যেমন– তুমি বলবে– جَائِنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اَكْتَعُوْنَ اَبْتَعُوْنَ اَبْصَعُوْنَ (সম্প্রদায়ের সকলেই আমার নিকট এসেছে) এবং قَامَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ كُتَعُ بُتَعُ بُصَعُ (সকল স্ত্রীলোকই দণ্ডায়মান হয়েছে)। যখন তুমি مرفوع متصل এর যমীরকে نَفْسٌ ও عَيْنٌ দ্বারা তাকীদ করার ইচ্ছা করবে তখন ضمير منفصل দ্বারা তার তাকীদ নেয়া ওয়াজিব। যেমন– ضَرَبْتَ اَنْتَ نَفْسَكَ – كُلٌّ ও اَجْمَعُ শব্দদ্বয় দ্বারা শুধু এমন শব্দের تاكيد আনা হয় যার এমন অনেক অংশ ও অঙ্গ থাকে। যাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিভক্ত করা শুদ্ধ হয়। যেমন– قَوْمٌ (সম্প্রদায়) অথবা হুকুমের দৃষ্টিতে বিভক্ত করা শুদ্ধ হয়, যেমন- তুমি বলবে– اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ তবে اَكْرَمْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ বলতে পারবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ اَكْتَعُ - اَبْتَعُ ও اَبْصَعُ (এ তিনটি) শব্দ اَجْمَعُ -এর অনুগামী। اَجْمَعُ ছাড়া এগুলোর কোন অর্থ হয় না। অতএব এগুলোকে اَجْمَعُ -এর পূর্বে ব্যবহার করা এবং اَجْمَعُ ছাড়া উল্লেখ করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِذَا اَرَدْتَّ تَاكِيْدَ الضَّمِيْرِ الخ ঃ অর্থাৎ ضمير مرفوع দ্বারা نَفْسٌ وَعَيْنٌ ও عين نفس এর তাকীদ আনতে হলে আগে যমীরে মুনফাসিল দ্বারা তার তাকীদ আনতে হবে। কারণ مُتَّصِل অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফায়েল হয়, যেমন زَيْدٌ ضَرَبَ نَفْسُهُ ও بِشْرٌ جَاءَ عَيْنُهُ এক্ষেত্রে যমীরে মুনফাসিল দ্বারা তাকীদ আনা ছাড়াই যদি এর দ্বারা তাকীদ আনা হয় তাহলে ফায়েলের সাথে তাকীদ মিশে যাওয়ার ভয় থাকে। যেমন– زَيْدٌ اَكْرَمَنِىْ نَفْسُهُ এর মধ্যে اَكْرَمَنِىْ এর ফায়েল نَفْسُهُ, নাকি ضمير مستتر তা বুঝা যায় না। এ কারণে মিশে যাওয়ার ভয় থেকে বাঁচার জন্য আগে ضمير منفصل দ্বারা ضمير متصل এর তাকীদ আনা জরুরী। যেমন– زَيْدٌ ضَرَبَ نَفْسُهُ এর মধ্যে ضَرَبَ এর هُوَ যমীরের তাকীদ আগে ضمير مُنْفَصِل দ্বারা আনা হয়েছে অতঃপর نفسه দ্বারা তার তাকীদ আনা হয়েছে। তবে কোথাও তাকীদের সাথে ফায়েলের মিশে যাওয়ার ভয় না থাকলেও নিয়মের সাথে মিলে রাখার জন্য (طَرْدًا لِلْبَابِ) সেখানে ও তাকীদ আনা জরুরী যথা– ضَرَبْتَ اَنْتَ نَفْسُكَ এর মধ্যে- মুসান্নিফ র. ضمير مرفوع এ জন্য বলেছেন যে, ضمير منصوب ও مجرور এর তাকীদ আনার জন্য সরাসরি نَفْسٌ ও عَيْنٌ দ্বারা আনা জায়েয। ضمير منفصل দ্বারা আগে তার তাকীদ আনতে হয় না। যেমন– مَرَرْتُ بِكَ نَفْسِكَ - ও ضَرَبْتَ نَفْسَكَ متصل বলার কারণ হল منفصل এর ক্ষেত্রে তার তাকীদ আনার প্রয়োজন পড়ে না। যেমন– اَنْتَ نَفْسُكَ قَائِمٌ

قَوْلُهُ لاَيُؤَكَّدُ بِكُلٍّ الخ ঃ এর মধ্যে حِسًّا শব্দটি হয়তো يَصِحُّ এর فاعل থেকে تميز অথবা كَانَ এর خبر محذوف অর্থাৎ প্রকাশ্য বা যা স্বচক্ষে দেখা যায়, আর حُكْمًا যা প্রকাশ্য নয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পৃথক করা বাহ্যিকভাবে সম্ভব নয়। যেমন غُلَامٌ এর মালিকানা যৌথ হতে পারে। এ হিসেবে এর অংশ বা جُزْءٌ থাকা ধর্তব্য হয়।

فَصْلٌ - اَلْبَدَلُ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَتْبُوْعِهٖ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ بِالنِّسْبَةِ دُوْنَ مَتْبُوْعِهٖ، وَاَقْسَامُ الْبَدَلِ اَرْبَعَةٌ: بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ وَهُوَ مَا مَدْلُوْلُهٗ مَدْلُوْلُ الْمَتْبُوْعِ نَحْوُ ضَرَبْتُ زَيْدًا رَأْسَهٗ وبَدَلُ الْاِشْتِمَالِ وَهُوَ مَامَدْلُوْلُهٗ مُتَعَلِّقُ الْمَتْبُوْعِ كَسُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهٗ

পরিচ্ছেদ – ৪ : بَدَل (স্থলবর্তী পদ)

অনুবাদ ॥ بدل -এর সংজ্ঞা ঃ بدل এমন تابع কে বলে যার সাথে ঐ বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, যে বিষয়ের সম্বন্ধ তার متبوع -এর সাথে করা হয়েছে। আর সম্বন্ধের দ্বারা উক্ত تابع টিই উদ্দেশ্য হয়। متبوع উদ্দেশ্য নয়।

بدل -এর প্রকারভেদ ঃ بدل চার প্রকার। যথা–

(১) بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ (পূর্ণ স্থলবর্তী)। যে تابع হুবহু متبوع এর অর্থ বুঝায়। যেমন– جَاءَنِى زَيْدٌ اَخُوْكَ (তোমার ভাই যায়েদ আমার নিকট এসেছে)।

(২) بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ (আংশিক স্থলবর্তী)। যে تابع টি متبوع এর অর্থের অংশ বিশেষ হয়। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا رَاْسَهٗ (আমি যায়েদকে তার মাথায় আঘাত করেছি)।

(৩) بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ (সংশ্লিষ্ট স্থলবর্তী) ঃ যে تابع তার متبوع -এর সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝায়। যেমন– سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهٗ (যায়েদ তার কাপড় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهٗ اَلْبَدَلُ تَابِعٌ الخ ঃ অর্থাৎ بدل এমন تابع কে বলে যার দিকে متبوع এর প্রতি সম্বন্ধিত হুবহু বিষয়টি সম্বন্ধিত হয়। এবং উক্ত সম্বন্ধের দ্বারা تابع টিই উদ্দেশ্য হয়। متبوع টি কেবল ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়। সংজ্ঞায় تابع শব্দটি جنس - সকল تابع এর মধ্যে শামিল هُوَ الْمَقْصُوْدُ بِالنِّسْبَةِ হল فصل এর দ্বারা نعت، تاكيد ও عطفِ بيان খারিজ হয়ে গেল, কেননা, نعت وتاكيد এগুলোর মধ্যে متبوع উদ্দেশ্য হয়। আর دون متبوع এর দ্বারা عطف بالحروف খারিজ হয়ে গেল। কেননা এর মধ্যে تابع ও متبوع উভয় উদ্দেশ্য হয়, শুধু تابع নয়।

قَوْلُهٗ اَقْسَامُ الْبَدَلِ الخ ঃ بدل ৪ প্রকার। কারণ بدل দু অবস্থা থেকে খালি নয় হয়তো তার مدلول (উদ্দেশ্য) হুবহু مُبْدَل مِنْه- এর مدلول হবে বা নয়। প্রথমটি بَدَلُ الْكُلِّ আর ২য়টি দু'অবস্থা থেকে খালী নয়। তার مَدْلُوْل টি مبدل منه এর অংশ বিশেষ হবে বা না। প্রথমটি بدل البعض ২য়টি আবার পুনরায় দু'প্রকার– হয়তো بدل ও مبدل منه এর মধ্যে كُلِّيَّتْ وَبَعْضِيَّتْ (সম্পূর্ণ বা আংশিক) এর বাইরের কোন সম্পর্ক হবে বা না, ১মটি بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ ২য়টি بَدَلُ الْغَلَطِ

قَوْلُهٗ هُوَ مَدْلُوْلُ الخ ঃ অর্থাৎ تابع ও متبوع এর অর্থ প্রকৃত পক্ষে একই হবে। যেমন– جَاءَ زَيْدٌ اَخُوْكَ এর মধ্যে زَيْدٌ ও اَخُوْكَ এর একই সত্ত্বা বা জাত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ ঃ এ নাম করণের কারণ এই যে, مبدل منه টি সংক্ষিপ্তাকারে بدل এর অর্থ বুঝায় সুতরাং بدل এর জন্য مُبْدَل منه যেন সে হিসেবে مُشْتَمِلْ হল।

وَبَدَلُ الْغَلَطِ وهُوَمَا يُذْكَرُ بعدَ الْغَلَطِ نحوُ جَائِنِيْ زيدٌ جَعْفَرٌ ورَأَيْتُ رجلاً حِمَارًا والبَدَلُ اِنْ كَانَ نَكِرَةً مِنْ مَعْرِفَةٍ يَجِبُ نَعْتُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ" وَلَا يَجِبُ ذٰلِكَ فِيْ عَكْسِهِ وَلَا فِى الْمُتَجَانِسَيْنِ ـ

فَصْلٌ : عَطْفُ الْبَيَانِ تَابِعٌ غيرُصِفَةٍ يُوَضِّحُ متبوعَهُ وهوَ اَشْهَرُ اِسْمَىْ شَيْءٍ نحوُ قَامَ اَبُوحفصٍ عُمَرُ (رض) وقامَ عبدُ اللّٰهِ بنُ عُمَرَ (رض) وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا فِىْ مثلِ قولِ الشَّاعِرِ شِعْر: اَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ + عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوْعًا ـ

পরিচ্ছেদ – ৫ : عطف بيان

অনুবাদ ॥ (৪) بَدَلُ الْغَلَطِ (ভ্রম স্থলবর্তী)। এটা ঐ تابع যে ভুল ক্রমে متبوع এর স্থলে উল্লেখ করা হয়। যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ جَعْفَرٌ (আমার নিকট যায়েদ (না) জা'ফর এসেছে, ও رَاَيْتُ رجلاً حِمَارًا (আমি এক ব্যক্তিকে (না) একটি গাধাকে দেখেছি।

যদি بدل টি নাকেরা হয় এবং مُبْدَلُ مِنْهُ মা'রেফা হয় তবে বদলের صفت উল্লেখ করা ওয়াজিব। যেমন– আল্লাহর বাণী – بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ-এর বিপরীত অবস্থায় এবং উভয়টি এক জাতীয় হওয়া অবস্থায় এটা ওয়াজিব নয়।

عطفِ بيان -এর সংজ্ঞা : عطفِ بَيَان এমন تابع কে বলে যা সিফাত না হয়ে متبوع কে স্পষ্ট করে দেয় এবং এটা কোন বস্তুর দুটি নামের মধ্যে প্রসিদ্ধতম নাম হয়। যেমন– قَامَ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ (আবূ হাফস উমর দাঁড়িয়েছে) ও قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ (উমরের পুত্র আবদুল্লাহ দাঁড়িয়েছে) عطفِ بيان টি শাব্দিকভাবে بدل-এর সাথে কবির এ জাতীয় উক্তির ক্ষেত্রে মিশে যায় না। যেমন–

اَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ ✱ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوْعٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قَوْلُهُ وَالْبَدَلُ اِنْ كَانَ نَكِرَةً الخ : অর্থাৎ مُبْدَل مِنْه যদি معرفه হয় আর بدل টা نكره হয় তাহলে بدل এর একটি صفت আনতে হবে। যেমন– بالناصية ناصية كاذبة কারণ نكره টি معرفه এর তুলনায় انقص (নিম্ন মানের) হয়। অতএব তার সিফত আনার দ্বারা مقصود (بدل) টা غير (مبدل منه) থেকে انقص প্রমাণিত হবে না। আর مبدل منه টি نكره ও بدل টি হলে বা উভয়টি نكره বা معرفه হলে এ তিন ক্ষেত্রে بدل এর نعت উল্লেখ করা জরুরী নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে مقصود টা নিম্ন মানের হয় না।

قَوْلُهُ يُوَضِّحُ مَتْبُوْعَهُ الخ : অর্থাৎ صفت না হয়ে ও তার متبوع কে স্পষ্ট করে দিবে। صفت না হওয়ার অর্থ হল صفت এর ন্যায় তার متبوع এর সত্ত্বার অর্থ বুঝাবে না। (এর দ্বারা صفت ও عطفِ بيان এর মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল।)

قَوْلُهُ وَهُوَ اَشْهَرُ اِسْمَىْ الخ : অর্থাৎ কারো দু'নামের মধ্যে যে নামটি অধিক প্রসিদ্ধ সে নামটিই عطف بيان হবে। এটা মুফাসসাল গ্রন্থকারের ভাষ্য। অন্যান্য গ্রন্থকারের মতে এটা জরুরী নয়। অজীয গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উভয় নাম মিলে متبوع টা স্পষ্ট হওয়াই যথেষ্ট। যেমন– قَامَ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ – اَبُوحَفْص হল হযরত উমর রা. এর কুনিয়াত (উপনাম) কিন্তু তা عمر এর তুলনায় প্রসিদ্ধ নয় বরং নামটিই বেশী প্রসিদ্ধ। উভয়টি মিলে শুধু عمر এর তুলনায় আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

★ সংজ্ঞায় غَيْرُ صِفَتٍ দ্বারা صفت এবং يُوَضِّحُ مَتْبُوْعَهُ দ্বারা অন্যান্য সকল تابع বের হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ الخ ঃ কোন কোন নাহভীর মতে تَوَابِعْ মোট ৪ প্রকার। তারা عطف بَيَان কে ভিন্ন কোন تابع মানেন না; বরং তাকে بدل এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাঁরা উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্যও স্বীকার করেন না। আমাদের মুসান্নিফ র. জমহুরের অনুকরণে توابع কে মোট ৫ প্রকার বলেছেন এবং بدل ও عطف بيان এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করছেন যে, عطف ও بدل এর সাথে শাব্দিক দিক দিয়ে أَنَا ابْنُ التَّارِكِ জাতীয় বাক্যের সাথে মিশে যাওয়ার কোন ভয় নেই। আর অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্যতো সুস্পষ্ট। কেননা بدل এর মধ্যে বাক্যের সম্মন্ধ দ্বারা بدل টিই উদ্দেশ্য হয়। আর عطف بيان এর মধ্যে উদ্দেশ্য হয় কেবল متبوع কে বয়ান বা স্পষ্ট করা।

قَوْلُهُ لَفْظًا ঃ এর দ্বারা এটা স্পষ্টাকারে বুঝান উদ্দেশ্য যে, শাব্দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্যটা অস্পষ্ট হলেও নিম্নের شعر এর মধ্যে তা অস্পষ্ট নয়।

قوله فِي مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ ঃ এখানে مثل দ্বারা এমন বাক্য উদ্দেশ্য যার মধ্যে عطفِ بيان এর متبوع এমন مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ হবে যা معرب باللام সিফতের ছীগার مضاف اليه হবে। যেমন- اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ এ ধরনের বাক্যে عطفِ بيان জায়েয কিন্তু بدل নাজায়েয। শে'রের মধ্যে بشر হলاَلْبَكْرِى এর عطف بيان আর بدل اَلْبَكْرِى এর مضاف اليه টি এর صيغهُ صفت، اَلتَّارِكُ এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই তবে بِشْرٍ কে যদি اَلْبَكْرِى এর بدل স্থির করা হয় তাহলে এ অসুবিধা দেখা দেয় যে, بدل টা تَكْرِيْرِ عَامِلِ (ভিন্ন আমিল) এর হুকুমে হয়। আর اَلتَّارِكُ শব্দটি اَلْبَكْرِى এর দিকে مضاف হয়েছে। সুতরাং بِشْرِ কে তার থেকে بدل মানলে বাক্যটি التارك بشر এর ন্যায় হয়, অথচ এ ধরনের বাক্য সহীহ নয়। যেমন- اَلضَّارِبُ زَيْدٍ সহীহ নয়। পক্ষান্তরে عطفِ بيان এর আমিল যেহেতু مُكَرَّرٌ হয় না। এ কারণে বাক্যটি التارك بشر এর ন্যায় হবে না বরং اَلتَّارِكُ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ হবে যা জায়েয। কারণ এটা اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ এর মত হয়, আর এটা দোষণীয় নয়।

তারকীব ঃ শে'রের মধ্যে اَلطَّيْرُ হল مبتدا - عليه টা كَانَ মাহযূফের সাথে متعلق হয়ে خبر - مبتدا ও خبر মিলে اَلْبَكْرِى এর حال - تَرْقُبُهُ টা عليه এর ضميرمجرور থেকে حال - وُقُوْعًا - وَاقِعٌ এর বহুবচন, এটা ترقبه এর ফায়েলের যমীর থেকে حال অর্থাৎ বাক্যটা হবে فَوْقَهُ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ يَنْتَظِرُ خُرُوْجَ رُوْحِهِ

শে'রের অর্থঃ আমি এমন ব্যক্তির পুত্র যে বিশরের মত বীর পুরুষকে রণাঙ্গনে এমনভাবে হত্যা করে ছেড়ে দেয় যার মাথার উপর পাখী ঘোরা ফেরা করে তার প্রাণ বের হওয়ার অপেক্ষায়।

চিত্রে توابع এর প্রকার ভেদ-

التمرين (অনুশীলনী)
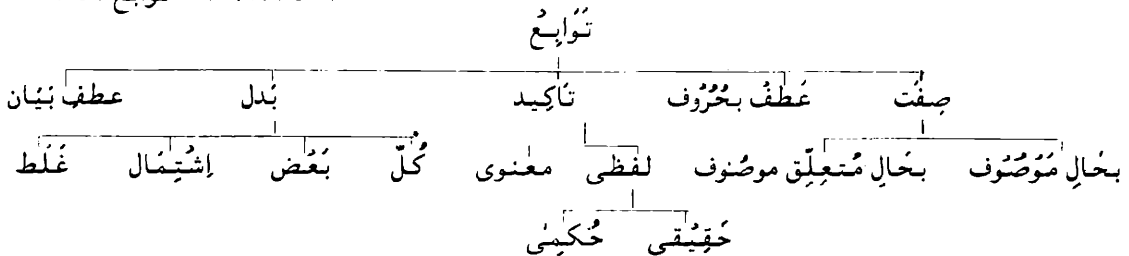
১. تابع এর পরিচয় দাও, تابع কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

২. نعت কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? এবং نعت এর জন্য কি কি শর্ত লিখ?

৩. تاكيد কাকে বলে উহা কত প্রকার ও কি কি? تاكيد এর শব্দ ব্যবহারের নিয়ম কি?

৪. بدل কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি ? এবং নিম্নের শে'রটির অর্থ ও উল্লেখের কারণ বিস্তারিত লিখ- أَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ + عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوْعًا

اَلْبَابُ الثَّانِىْ فِى الْاِسْمِ الْمَبْنِىْ

وَهُوَ اِسْمٌ وَقَعَ غَيْرَ مُرَكَّبٍ مَعَ غَيْرِهٖ مِثْلُ ا ب ت ث وَ مِثْلُ وَاحِدْ وَاِثْنَانِ وَثَلٰثَةٌ وَكَلَفْظَةِ زَيْدٌ وَحْدَهٗ فَاِنَّهٗ مَبْنِىٌّ بِالْفِعْلِ عَلٰى السُّكُوْنِ وَمُعْرَبٌ بِالْقُوَّةِ اَوْ شَابَهَ مَبْنِىَّ الْاَصْلِ بِاَنْ يَكُوْنَ فِى الدَّلَالَةِ عَلٰى مَعْنَاهُ مُحْتَاجًا اِلٰى قَرِيْنَةٍ كَالْاِشَارَةِ نَحْوُ هٰؤُلَآءِ وَنَحْوِهَا اَوْ يَكُوْنَ عَلٰى اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْرُفٍ اَوْ تَضَمَّنَ مَعْنَى الْحَرْفِ نَحْوُ ذَا وَمَنْ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى تِسْعَةَ عَشَرَ وَهٰذَا الْقِسْمُ لَايَصِيْرُ مُعْرَبًا اَصْلًا ـ وَحُكْمُهٗ اَنْ لَّا يَخْتَلِفَ اٰخِرُهٗ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ،

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মবনী ইসম প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ اِسْمِ مَبْنِى-এর সংজ্ঞা ঃ اسم مَبْنِى ঐ اسم কে বলে যা অন্যের সাথে সংযুক্ত নয়। যেমন– ا. ب. ت. ث এবং وَاحِدْ، اِثْنَانِ، ثَلٰثَةٌ ও শুধু زَيْدٌ ইত্যাদি। কেননা তা কার্যত سُكُوْنْ এর উপর মবনী। তবে মু'রাব হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অথবা যা مَبْنِى اَصْل -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। অর্থাৎ ইসমটি স্বীয় অর্থ প্রকাশে কোন قَرِيْنَة এর মুখাপেক্ষী হয়। যেমন– ইসমে ইশারা। যথা–هٰؤُلَآءِ ইত্যাদি কিংবা তার অক্ষর তিনের চেয়ে কম হয়। যেমন– مَنْ ও ذَا ইত্যাদি অথবা যা হরফের অর্থ বিশিষ্ট হয়। যেমন– اَحَدَ عَشَرَ হতে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত। এ প্রকার মবনী কোন সময়ই মু'রাব হয় না।

মবনীর হুকুম ঃ মবনীর হুকুম এই যে, عامل -এর বিভিন্নতায় তার শেষ বর্ণের اعراب পরিবর্তন হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুসান্নিফ র. اسم معرب এর বিভিন্নমুখী আলোচনা শেষ করে مبنى এর আলোচনা শুরু করেছেন। مبنى শব্দটি বাবে ضرب -এর اسم مفعول, মাদ্দা بناء অটল ও স্থির থাকা, পরিবর্তন না হওয়া। মূলতঃ مبنوى ছিল : مرمى- এর কায়দায় তা'লীল হয়েছে। আমিলের পরিবর্তনে শেষে পরিবর্তন হয় না বিধায় এ নাম রাখা হয়েছে।

قوله هو اسم الخ অর্থাৎ مبنى এমন اسم কে বলে যা অন্যের সাথে সংযুক্ত না হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তথা مبنى اصل এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

قوله غَيْرِ مُرَكَّب ঃ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আমিলের অধীনে আসা সত্ত্বে যা অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত না হয়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন– ب ـ ت ث প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, এসব বর্ণ দ্বারা এগুলোর নাম উদ্দেশ্য। مُسَمّٰى উদ্দেশ্য নয় কারণ এটা بحث اسم তথা اسم এর আলোচনা। আর مُسَمّٰى গুলো اسم নয় বরং حرف যেভাবে اَسْمَاءِ اَعْدَادْ তথা وَاحِد ـ اِثْنَان ـ ثَلٰثَةٌ ইত্যাদি এবং زيد ـ عمر ـ بكر ইত্যাদি আমিলের সাথে না থাকা অবস্থায় مبنى এগুলোও তদরূপ।

★ **ফায়েদা ঃ** ক. উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, মবনী দু'প্রকার। ক. এমন اسم যা অন্যের সাথে সংযুক্ত নয়, অপর কথায় যে ইসম আমিলমুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এটা ৩ ধরনের হতে পারে।

১. اَسْمَاءِ حُرُوفِ تَهَجِّى যেমন ا ب ت ث ইত্যাদি। (অবশ্য এর নাম উদ্দেশ্য মূল বর্ণ নয়।) যেমন– زيد হল اسم আর ব্যক্তি زيد হল مُسَمّٰى তদরূপ। الف হল নাম, আর বর্ণটি হল مُسَمّٰى -

২. اَسْمَاء عدد অর্থাৎ সংখ্যাবাচক পদসমূহ। যথা– وَاحِدٌ ، اِثْنَانِ ، ثَلٰثَةٌ প্রভৃতি।

৩. اَسْمَاء তথা বিশেষ্য পদসমূহ।

★ উল্লেখ্য যে, এ সবগুলো مركب তথা বাক্যে ব্যবহৃত হলে مُعْرَب নতুবা মবনী। এ হিসেবে مَبْنِي بِالْفِعْل অর্থাৎ বর্তমানে (غير مُرَكَّب অবস্থায়) মবনী, তবে معرب হওয়ার ও যোগ্যতা রাখে (مركب হলে)। وَمُعْرَبٌ بِالْقُوَّةِ

খ. দ্বিতীয় প্রকারের مبنى হল যা مبنى اصل এর সাথে বিশেষ সামঞ্জস্য রাখে। مبنيٌ اصل হল তিনটি– ১ جمله حروف (সমস্ত অব্যয় পদ) ২. فعل ماضى ও ৩. امر حاضر معروف উল্লেখ্য যে, مُفَصَّل প্রণেতার মতে مبنيٌ اصل টা جمله

★ مُشَابَهَتْ দ্বারা এমন مُنَاسَبَتْ উদ্দেশ্য যা مُؤَثِّرْ بِالْبِنَاء হয়। এ কয়েদ দ্বারা যে مُشَابَهَتْ এর মধ্যে দুর্বলতা আছে যথা– اسم فاعل ইত্যাদি বেরিয়ে গেল। কারণ এটা ক্ষেত্র বিশেষ ماضى معروف এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে مبنى হওয়ার দাবিদার। কিন্তু تَعْدَادِ حُرُوْف ও حَرَكَاتْ، سَكَنَات এবং অর্থের দিক দিয়ে مضارع এর সাথে মিল রাখে, এ দিক দিয়ে مضارع এর ন্যায় معرب হওয়ারও দাবিদার। সুতরাং এতে যমীর সাথে এর সাথে مشابهت দুর্বলতা পয়দা হওয়ায় مبنى হয়নি।

قوله بِاَنْ يَكُوْنَ فِى الدَّلاَلَةِ الخ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ র. مَبْنيُ اصل এর সাথে সামঞ্জস্যের ৩টি ধরন আলোচনা করছেন।

১. اسم টি নিজ অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর না হওয়া অর্থাৎ কোন قرينه বা ইঙ্গিতের মুখাপেক্ষী হওয়া। যেমন– اسم اشارة টা اِشَارَةْ حِسِّيْ (বাস্তব আঙ্গুল নির্দেশ)-এর দিকে, اسم موصول তার صله এর দিকে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে حرف -এর সাথে মিল রাখে বিধায় এগুলো মবনী।

২. তিন অক্ষরের কম অক্ষর বিশিষ্ট হওয়া। যেমন– ذا ـ من ইত্যাদি এগুলো فى ـ عن ও ইত্যাদির সাথে মিল রাখে বিধায় মবনী।

৩. حرف এর অর্থ উহ্য থাকা। যথা– اَحَدَ عَشَرَ হতে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে واو হরফ উহ্য রয়েছে। কেননা اَحَدَ عَشَرَ মূলে اَحَدٌ وَّ عَشَرٌ ছিল। এগুলো ছাড়া আরো ৪ দিক দিয়ে مُشَابَه হতে পারে।

৪. কোন مَبْنيُ اَصْل ـ اسم- এর স্থলে ব্যবহৃত শব্দের ওযনে আসা বা তার আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া। যথা– فَجَارِ (اَلْفُجُوْر অর্থে) نَزَالِ (اِنْزِلْ অর্থে) এর ওযনে হওয়ায় মবনী হয়েছে।

৫. مُبْنيُ اصل এর সাথে مشابه রাখে এমন কোন اسم এর স্থলে বসা, যেমন– يازيد এর মধ্যে زيد শব্দটি (اُدْعُوْكَ এর) كَ যমীরের স্থলে বসেছে।

৬. مُبْنيُ اصل ـ اسم এর দিকে مضاف হওয়া চাই তা بَاْوَاسِطَةْ (মাধ্যম ভিত্তিক) হৌক বা بِلاَوَاسِطَةْ (মাধ্যম বিহীন) যথা– يَوْمَئِذٍ এর يَوْم টা اِذْ كَانَ كَذَا এর দিকে مضاف হয়েছে।

৭. اسم টি مبنيُ اصل এর স্থলে ব্যবহৃত হওয়া। যথা– نَزَالِ ـ اِنْزِلْ অর্থে।

قوله وَهٰذَا الْقِسْمُ لاَيَصِيْرُ الخ ঃ অর্থাৎ مشابهُ مبنى টা কোন সময় معرب হয় না।
بِالْفِعْل এ নয় بِالْقُوَّةِ ও নয়।

قوله وَحُكْمُهُ اَنْ لاَّيَخْتَلِفَ الخ ঃ অর্থাৎ مشابهُ مبنى এর হুকুম হল আমিলের পরিবর্তনে তার শেষে প্রকাশ্য ও উহ্য কোনভাবেই পরিবর্তন হবে না। (কারণ এটা معرب এর সম্পূর্ণ বিপরীত) حُكْمُهُ এর যমীরটি ২য় প্রকার মবনী (مشابهُ مبنى) এর দিকে ফিরেছে। কেননা উভয় প্রকার مبنى এ হুকুমে শামিল হলে যে ইসম مركب না হওয়ার কারণে মবনী তারকীবের পর ও তা মবনী থাকা জরুরী হয়। অথচ مركب হওয়ার পর তা معرب -

قوله بِاخْتِلاَفِ الْعَوَامِلِ الخ ঃ আমিলের পরিবর্তনের কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, কোন কোন মবনীর শেষে আমিলের পরিবর্তন ছাড়াই পরিবর্তন হয়। যথা– مِنَ الرَّجل ، مَنِ الْمَرْءُ ইত্যাদির مَنْ (استفهامي) এর শেষে পরিবর্তন হচ্ছে তবে তা আমিলের কারণে নয়।

وَحَرَكَاتُهُ تُسَمّٰى ضَمًّا وَفَتْحًا وَكَسْرًا وَسُكُوْنُهُ وَقْفًا وَهُوَ عَلٰى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ : اَلْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ وَالْمَوْصُوْلَاتِ وَأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتِ وَالْمُرَكَّبَاتُ وَالْكِنَايَاتُ وَبَعْضُ الظُّرُوْفِ ـ

অনুবাদ ॥ মবনীর হরকতকে ضَمَّةٌ - فَتْحَةٌ ও كَسْرَةٌ নামে অভিহিত করা হয় এবং سُكُوْن-কে وَقْف বলা হয়।

মবনীর প্রকারভেদ ঃ মবনী আট প্রকার। যথা- (১) مُضْمَرَاتٌ (২) أَسْمَاءِ إِشَارَاتٌ (৩) مَوْصُوْلَاتٌ (৪) أَسْمَاءُ أَفْعَالٌ (৫) أَسْمَاءِ أَصْوَاتٌ (৬) مُرَكَّبَاتٌ (৭) كِنَايَاتٌ ও (৮) بَعْضِ ظُرُوْف

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَحَرَكَاتُهُ الخ ঃ অর্থাৎ মবনীর হরকতসমূহ। মবনীর হরকতগুলোকে القاب ও বলা হয়। যেমন কাফিয়াতে وَأَلْقَابُهُ বলা হয়েছে এবং أَنْوَاعٌ ও বলা হয়েছে।

★ উল্লেখ্য যে, مُعْرَبٌ ও مَبْنِيٌّ এর হরকতের ভিন্ন ভিন্ন এ নাম বসরীগণের পরিভাষা মতে কূফীগণের পরিভাষায় একটি অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

قوله وَهُوَ عَلٰى ثَمَانِيَةِ الخ : هُوَ যমীরের مَرْجِع হল اسم مَبْنِي চাই তা غَيْر مُرَكَّبٌ হৌক বা غَيْر مُشَابَهُ مَبْنِي الْأَصْل হৌক। সুতরাং মোট اسم مَبْنِي আট প্রকার। ; যমীরটি যদি إِسْم مُشَابَهُ مَبْنِي الْأَصْل এরদিকে ফিরে তাহলে أَسْمَاءِ أَصْوَات এ প্রকারভেদ থেকে বের হয়ে যায়। কেননা এর মবনী হওয়াটা مشابه হওয়ার কারণে নয়। বরং অন্যের সাথে مركب না হওয়ার কারণে।

★ أَسْمَائِے مَبْنِيَّة আট প্রকারে সীমাবদ্ধের দলিল (وَجْهِ حَصْر) এই যে, اسم مَبْنِي এর মবনী হওয়াটা مُرَكَّب না হওয়ার কারণে হবে, অথবা مُشَابَهُ بِمَبْنِي أَصْل এর কারণে হবে। প্রথমটি اسماء اصوات ২য় প্রকারটি হয় فعل এর সাথে مُشَابَه রাখবে নতুবা حرف এর সাথে। ১মটি أَسْمَائِے أَفْعَال - ২য়টি হয়তো গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে مشابه হবে নতুবা অর্থের দিক দিয়ে। ১মটি أَسْمَائِے كِنَايَات - ২য়টি হয়তো حرف এর অর্থ বিশিষ্ট হবে, নতুবা পরমুখাপেক্ষীতার দিক দিয়ে حرف এর مُشَابَه হবে। ১মটি مركبات - ২য়টি আবার جمله এর দিকে মুখাপেক্ষী হবে অথবা مبنى এর দিকে مُشَابَه হবে। ১মটি اسمائے مَوصولات ২য়টি হয়তো مُحْتَاجُ إِلَيْه উল্লেখ্য থাকবে বা না, ২য়টি أَسْماءِ ظُرُوْف -১মটি হয়তো إِشارهٔ حِسِّيَّه এর প্রতি مُحْتَاج হবে অথবা حاضر ، غائب বা متكلم হওয়ার قرينه এর প্রতি محتاج হবে। ১মটি اسمائے اشارات আর ২য়টি مضمرات -

قوله الْأَصْوَاتُ الخ ঃ أَصْوَات শব্দটি হয়তো بدل হিসেবে مجرور হবে অথবা اسماء এর উপর عطف হয়ে مرفوع হবে।

قوله بَعْضُ الظُّرُوْف ঃ بعض الظروف বলার কারণ এই যে, সমস্ত ظرف মবনী নয়। এখন প্রশ্ন জাগে যে,, তাহলে بعض الموصولات বলেন নি কেন? (যেমন أَيٌّ وَأَيَّةٌ) এভাবে بَعْضُ الْكِنَايَاتُ ও বলেননি কারণ কি? اسم كِنَايَه) অথচ فُلَانٌ ও فُلَانَةٌ (إِسْم كِنَايَه) মবনী নয়।

উত্তর এই যে. لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ হিসেবে এগুলোতে بَعْض বলেন নি। আর ظرف এর মধ্যে তো বেশীর ভাগই معرب -

فَصْلٌ ـ اَلْمُضْمَرُ اِسْمٌ وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلٰى مُتَكَلِّمٍ اَوْ مُخَاطَبٍ اَوْ غَائِبٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى اَوْ حُكْمًا وَهُوَعَلٰى قِسْمَيْنِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ مَالَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ اِمَّا مَرْفُوْعٌ نَحْوُ ضَرَبْتُ اِلٰى ضَرَبْنَ اَوْ مَنْصُوْبٌ نَحْوُ ضَرَبَنِىْ اِلٰى ضَرَبَهُنَّ وَاِنَّنِىْ اِلٰى اِنَّهُنَّ اَوْ مَجْرُوْرٌ نَحْوُ غُلَامِىْ وَلِىْ اِلٰى غُلَامُهُنَّ وَلَهُنَّ وَمُنْفَصِلٌ وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ اِمَّا مَرْفُوْعٌ نَحْوُ اَنَا اِلٰى هُنَّ اَوْ مَنْصُوْبٌ نَحْوُ اِيَّاىَ اِلٰى اِيَّاهُنَّ فَذٰلِكَ سِتُّوْنَ ضَمِيْرًا ـ وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَرْفُوْعَ الْمُتَّصِلَ خَاصَّةً يَكُوْنُ مُسْتَتِرًا فِى الْمَاضِىْ لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَضَرَبَ اَىْ هُوَ وَضَرَبَتْ اَىْ هِىَ وَفِى الْمُضَارِعِ الْمُتَكَلِّمِ مُطْلَقًا نَحْوُ اَضْرِبُ اَىْ اَنَا وَ نَضْرِبُ اَىْ نَحْنُ وَالْمُخَاطَبِ كَتَضْرِبُ اَىْ اَنْتَ

পরিচ্ছেদ – ১ ঃ ضمير (সর্বনাম পদ)

অনুবাদ ॥ ضمير -এর সংজ্ঞা ঃ ضمير (সর্বনাম) এমন ইসম কে বলে যাকে উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ অথবা এমন নাম পুরুষ বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে যার উল্লেখ তার পূর্বে শব্দগতভাবে বা অর্থগতভাবে অথবা বিধানগতভাবে অতীত হয়ে গিয়েছে।

ضمير -এর প্রকারভেদ ঃ ضمير প্রধানতঃ দু'প্রকার। ১. مُتَّصِل (সংযুক্ত), ২. مُنْفَصِل (পৃথক)। ضمير مُتَّصِل ঐ যমীরকে বলে যা একাকী বা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। এটা তিন প্রকার। যথা– (ক) مَرْفوع (কর্তৃবাচক)। যেমন– ضَرَبْتُ হতে ضَرَبْنَ পর্যন্ত।

(খ) مَنْصُوب (কর্মবাচক)। যেমন– ضَرَبَنِىْ হতে ضَرَبَهُنَّ পর্যন্ত এবং اِنَّنِىْ হ'তে اِنَّهُنَّ পর্যন্ত।

(গ) مَجْرُور (সম্বন্ধবাচক)। যেমন– غُلَامِىْ হতে غُلَامُهُنَّ পর্যন্ত এবং لِىْ হতে لَهُنَّ পর্যন্ত।

★ ضَمِير مُنْفَصِل ঐ যমীরকে বলা হয় যা একাকী বা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়। উভয়টি হয়ত–

(ক) مَرْفُوْع (কর্তৃকারক) হবে। যেমন– اَنَا হ'তে هُنَّ পর্যন্ত।

(খ) مَنْصُوب (কর্মকারক) হবে। যেমন– اِيَّاىَ হতে اِيَّاهُنَّ পর্যন্ত। অতএব যমীরের সংখ্যা হল সর্বমোট ৬০ (ষাট)টি। مَرْفُوْع مُتَّصِل -এর যমীর মাযীর واحد مذكرغائب ও واحد مونث غائب এর মধ্যে উহ্য থাকে। যেমন– ضَرَبَ এর মধ্যে هُوَ এবং ضَرَبَتْ এর মধ্যে هِىَ - আর مضارع مُتَكَلِّم এর মধ্যে সাধারণ ভাবে (উভয়টিতে) উহ্য থাকে। যেমন– اضرب এর মধ্যে انا এবং نضرب এর মধ্যে نحن, واحد مذكرحاضر যথা تَضْرِبُ এর মধ্যে اَنْتَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمُضْمَرُ اِسْمٌ الخ ঃ مُضْمَرٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال হতে اسم مفعول অর্থ লুকায়িত, লুপ্ত। অন্যান্য সকল مَبْنِى এর মধ্যে مُضْمَرَات কে আগে আনার কারণ এই যে, সব যমীর সর্বৈক্য মতে মবনী। যমীর তার অর্থ প্রকাশে حرف এর সামঞ্জস্যশীল, غائب এর যমীর تَقَدُّمِ ذِكْر তথা পূর্বোল্লেখের প্রতি মুখাপেক্ষী যেমন ضَرَبَ زَيْدٌ غُلَامَهُ ـ حاضر বা متكلم এর যমীর تَكَلُّم বা خِطَاب এর প্রতি মুখাপেক্ষী। পরিভাষায় যমীর এমন اسم কে বলে যা متكلم ، مخاطب বা غائب সত্বা বুঝানোর জন্য গঠিত। পূর্বে যার উল্লেখ হয়েছে। চাই প্রকাশ্য উহ্য বা বিধানগতভাবে।

قوله تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ঃ এটা غائب এর সিফত, اسم বলার দ্বারা ذَالِكَ . ذَيْنِكَ ইত্যাদির كاف خِطَابْ বের হয়ে গেল। কেননা এগুলো اسم নয় বরং حرف

قوله لِيَدُلَّ ঃ এখানে دَلَالَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ছীগার দিক দিয়ে নয় বরং মাদ্দাগতভাগে অর্থ বুঝানো। সুতরাং متكلم বা مخاطب শব্দটি যে متكلم বা مخاطب সত্ত্বাকে বুঝায় তা খারিজ হয়ে গেল। কেননা এগুলো ছীগা হিসেবে এ অর্থ বুঝায় মাদ্দা হিসেবে নয়।

قوله تَقَدَّمِ ذِكْرُ الخ ঃ এ দ্বারা اسمائے ظَاهِرَه খারিজ হয়ে গেল। কেননা এগুলো غائب এর জন্য গঠিত হলেও পূর্বে তার আলোচনা থাকা শর্ত নয়।

قوله لَفْظًا ঃ এটা চাই حقيقى হোক যথা ضَرَبَ زَيْدٌ غُلَامَهُ অথবা تقديرى যথা ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ এর মধ্যে زَيْد ফায়েল টি যদিও পরে এসেছে কিন্তু এর স্থান মূলত مفعول এর আগে।

قوله مَعْنًى ঃ অর্থের দিক দিয়ে তার مرجع আগে আসবে শব্দের দিক দিয়ে নয়। যথা- اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এর هُوَ যমীরটি اِعْدِلُوْا এর মাসদার عَدْل এর দিকে ফিরেছে।

قوله حُكْمًا ঃ حُكْمِى দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিধানগতভাবে মেনে নেয়া, ضمير شان ও مذكر হলে এটাকে ضمير قصه মুؤنث হলে বলা হয়। যথা- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এখানে هُوَ যমীরের مرجعটি مَاحَضَرَ فِى الذِّهْنِ এর দিকে ফিরেছে। বাক্যে حُقِيْقَةً বা تَقْدِيْرًا এর উল্লেখ নেই। حُكْمًا উল্লেখ আছে এভাবে যে, বাক্যের বিষয়বস্তু (مضمونِ جُمْلَه) কে আগে স্মৃতিতে কল্পনা করা হয়েছে, অতঃপর তার খবর দেয়া হয়েছে। এ দ্বারা কারো মর্যাদা বা মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য হয়। বাক্যের প্রথমেই যমীর এনে শ্রোতার মনযোগ আকৃষ্ট করা হয় যাতে পরবর্তী অংশ অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

قوله وَهُوَ قِسْمَيْنِ ঃ যমীর প্রধানত দু'প্রকার। ক. مُتَّصِلْ খ مُنْفَصِلْ - مُتَّصِلْ অর্থ মিলিত (وَصْل মাদ্দা হতে বাবে اِفْتِعَال এর اسم فاعل মূলত مُوْتَصِلٌ ছিল। বাবে اِفْتِعَال এর শুরুতে واو আসায় تا দ্বারা পরিবর্তন হয়ে অপর تاء এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে) অর্থাৎ যা অন্য শব্দের সাথে মিলিত ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। مُتَّصِلْ আবার তিন প্রকার- ১. مرفوع (حالتِ رفعى বিশিষ্ট) فاعل বা نائبِ فاعل এর যমীর। যথা- ضَرَبْتُ ضَرَبْتَ ২. مَنْصُوب (حالتِ نَصْبِى বিশিষ্ট) مفعول বা عاملِ ناصِب এর সাথে মিলিত যমীর। যথা- اِنَّنِىْ، اِنَّنَا، ضَرَبَنِىْ ضَرَبَنَا ৩. مجرور (حالتِ جَرِّى বিশিষ্ট) حرفِ جار বা مضاف এর সাথে মিলিত যমীর। যথা- غُلَامِىْ، غُلَامُنَا، لِىْ، لَنَا প্রভৃতি। ★ ২. مُنْفَصِلْ অর্থ পৃথক فَصْل মাদ্দা হতে বাবে اِنْفِعَال এর اسمِ فاعل অর্থাৎ যে যমীর পৃথক বা এককভাবে ব্যবহৃত হয়।

এভাবে مُنْفَصِلْ দুপ্রকার- ১. مرفوع مُنْفَصِلْ (حالتِ رَفعى বিশিষ্ট) فعل থেকে পৃথক فاعل এর যমীর। যথা- اَنَا . نَحْنُ ২. مَنْصُوبِ مُنْفَصِلْ

(حالتِ نَصْبِى বিশিষ্ট) فعل থেকে পৃথক مفعول এর যমীর যথা-ضَرَبْنَا، ضَرَبَنِىْ ইত্যাদি। অতএব মোট ৫ প্রকার যমীর হল -مُتَّصِلْ এর তিন ও مُنْفَصِلْ এর দুই।

قوله فَذَالِكَ سِتُّوْنَ ضَمِيْرًا ঃ ৫ প্রকার যমীরের প্রত্যেকটিতে هُمَا ও كُمَا এর تَكْرَارْ (পুণঃ উল্লেখ) বাদ দিলে ১২টি করে যমীর হলে ১২ × ৫ = ৬০টি যমীর হয়।

قوله وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَرْفُوْعُ الخ ঃ মুসান্নিফ র. এখান থেকে যমীরের বিধান বর্ণনা করছেন। যে, ضمير مرفوع متصل এর واحد مذكر غائب ও واحد مؤنث غائب এর মধ্যে কেবল যমীর مُسْتَتِرْ (উহ্য) থাকে। তবে শর্ত হল যখন তার পরে فاعل উল্লেখ না থাকবে। যেমন- زَيْدٌ ضَرَبَ এর মধ্যে هُوَ ও هِنْدٌ ضَرَبَتْ এর মধ্যে هِىَ লুকায়িত। ماضى এর বাকী সকল ছীগার মধ্যে যমীরটা بارِز (প্রকাশ্য) যথা ضَرَبَا এর মধ্যে الف ـ ضَرَبُوْا এর মধ্যে واو ইত্যাদি।

وَالْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَيَضْرِبُ اَىْ هُوَ وَتَضْرِبُ اَىْ هِىَ وَفِى الصِّفَةِ اَعْنِىْ اِسْمَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَغَيْرِهِمَا مُطْلَقًا وَلَايَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُ الْمُنْفَصِلِ اِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُتَّصِلِ كَاِيَّاكَ نَعْبُدُ وَمَا ضَرَبَكَ اِلَّا اَنَا وَاَنَا زَيْدٌ وَمَا اَنْتَ اِلَّا قَائِمًا ۔

অনুবাদ ॥ এবং واحد مذكر غائب যথা– يَضْرِبُ এর মধ্যে هُوَ এবং واحد مونث غائب যথা تَضْرِبُ এর মধ্যে هِىَ যমীর উহ্য রয়েছে। সিফাতের সীগা অর্থাৎ اسم فاعل ও اسم مفعول ইত্যাদির মধ্যে সর্বাবস্থায়ই যমীর উহ্য থাকে। যমীরে মুত্তাসিলের ব্যবহার অসম্ভব হওয়া অবস্থায়ই শুধু যমীরে মুনফাসিলের ব্যবহার বৈধ। যেমন–

اِيَّاكَ نَعْبُدُ - مَاضَرَبَكَ اِلَّا اَنَا - اَنَا زَيْدٌ - مَا اَنْتَ اِلَّا قَائِمًا -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ★ ফায়েদা ঃ ضَرَبَتْ ـ واحد مونث غائب এর মধ্যে যে تاء সাকিন থাকে তা যমীর নয় বরং فاعل টি مؤنّث হওয়ার আলামত মাত্র।

★ مضارع এর ৫টি ছীগায় যমীর مُسْتَتِرْ (উহ্য) ১. واحد متكلم ২. جمع متكلم ৩. واحد مذكر غائب ৪. واحد مؤنث غائب ৫. واحد مذكر حاضر এর বাকী ৯টি ছীগায় যমীর হল بَارِز

★ اسم فاعل ـ اسم مفعول ، صِفَتِ مُشَبَّه ইত্যাদির সকল ছীগার যমীর مُسْتَتِرْ -

উল্লেখ্য যে, ضَارِبَانِ এর ان ، ضَارِبُوْنَ এর ون ইত্যাদি যমীর নয় বরং تثنيه ، جمع ইত্যাদির আলামত, যমীর হলে তা কোন অবস্থায় পরিবর্তন হত না। কেননা সকল যমীর মবনী।

★ উল্লেখ্য যে, اسم فعل ، فعل تعجب ـ فعل ناقص ، نهى ، امر এগুলোর ماضى বা مضارع এর فرع -সে হিসেবে এগুলোতেও اصل এর ন্যায় সেসব ছীগাতে যমীর مستتر থাকে। যেমন– اَمِيْنَ ، مَااَحْسَنَهٗ ، اِضْرِبْ ، لِيَضْرِبْ ، لَيْسَ ، لَايَكُوْنُ প্রভৃতি।

قوله وَلَا يَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُ الخ ঃ অর্থাৎ যেখানে ضمير مُنْفَصِل ব্যবহার জায়েয নেই বা অসম্ভব একমাত্র সেখানেই ضمير منفصل ব্যবহার জায়েয। যেমন–১. اِيَّاكَ نَعْبُدُ ২. وَمَا ضَرَبَكَ اِلَّا اَنَا ـ ইত্যাদি একাধিক উদাহরণের দ্বারা মুসান্নিফ র. অসম্ভব বা تَعَذُّر হওয়ার বিভিন্ন কারণের দিকে ইশারা করেছেন। যথা–

১. حصر বা সীমিত করণের উদ্দেশ্যে। যেমন– اِيَّاكَ نَعْبُدُ (তোমারই ইবাদত করি।)

২. ضمير متصل ও তার عامل এর মাঝে فاصله আসলে। যেমন مَاضَرَبْتَ اِلَّا اَنَا ـ مَااَنْتَ اِلَّا قَائِمًا -

৩. ضمير উহ্য হলে। যেমন– اَنَا زَيْدٌ

৪. ضمير এর عامل টি হরফ হলে। যেমন– مَا اَنْتَ قَائِمًا

وَاعْلَمْ اَنَّ لَهُمْ ضَمِيْرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ وَيُسَمّٰى ضَمِيْرَ الشَّانِ فِي الْمُذَكَّرِ وَضَمِيْرَ الْقِصَّةِ فِي الْمُؤَنَّثِ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ صِيْغَةُ مَرْفُوْعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَأِ اِذَا كَانَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً اَوْ اَفْعَلَ مِنْ كَذَا وَيُسَمّٰى فَصْلًا لِاَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالصِّفَةِ نَحْوُ زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلَ مِنْ عَمْرٍو وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۔

অনুবাদ ॥ ضَمِيْرِ شَانْ ও ضَمِيْرِ قِصَّة -এর সংজ্ঞা ঃ জেনে রাখ যে, আরবী ভাষাবিদদের মতে আর একটি যমীর (সর্বনাম) আছে যা এমন একটি বাক্যের পূর্বে বসে যে বাক্যটি ঐ যমীরের ব্যাখ্যা করে থাকে। এ যমীরকে পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে ضَمِيْرِشَانْ (মর্যাদাজ্ঞাপক সর্বনাম) এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে ضمير قِصَّة (ঘটনাসূচক সর্বনাম) বলা হয়। যেমন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (যমীরে শানের উদাহরণ) এবং اِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ (যমীরে কেচ্ছার উদাহরণ)।

ضَمِيْرِ فَصْل -এর সংজ্ঞা ঃ খবর যখন মা'রেফা হয় অথবা مِنْ দ্বারা ব্যবহৃত اِسْمِ تَفْضِيْل হয়, তখন মুবতাদা ও খবরের মাঝে বচন ও লিঙ্গভেদে মুবতাদা অনুযায়ী مرفوع منفصل এর যমীর আনতে হয়। একে ضمير فصل (প্রভেদ সৃষ্টিকারী সর্বনাম) বলা হয়। কারণ এটি খবর ও সিফতের মধ্যে প্রভেদ করে দেয়। যেমন– زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ – كَانَ زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلَ مِنْ عَمْرٍو ও মহান আল্লাহর বাণী– كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (তুমিই তাদের একমাত্র রক্ষক)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّ لَهُمْ ضَمِيْرًا الخ ঃ অর্থাৎ বাক্যের পূর্বে কখনো ضمير ব্যবহার করা হয়, আর বাক্যটি তার تفسير হয়। واحد مذكر غائب এর যমীর হলে তাকে ضَمِيْرِ شَانْ আর واحِد مُؤنث غائب এর যমীর হলে তাকে ضَمِيرِ قِصّه বলে। যেমন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ও هِيَ هِنْدٌ مَلِيْحَةٌ ইত্যাদি। কেননা এ যমীরটি مَاحَضَرَ فِي الذِّهْنِ এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বা কোন ঘটনার প্রতি ইশারা করে।

قوله وَلَايَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاِ الخ ঃ অর্থাৎ মুবতাদা ও খবরের মাঝে مرفوع متصل এর ছীগা ব্যবহৃত হয়। যা বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ غائب ، حاضر ، متكلم হওয়ার দিক দিয়ে মুবতাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (موافق) হয়।

★ ফায়েদা ঃ মুসান্নিফ র. ضمير مرفوع না বলে صيغه مرفوع متصل বলেছেন এ কারণে যে, কেউ কেউ ضمير مرفوع কে অসম্পূর্ণ نسبت (সম্বন্ধ) বুঝানোর কারণে হরফ বলেন। আর কারো কারো মতে এগুলো اسم এ কারণে তিনি ছীগা শব্দ ব্যবহার করেছেন।

قوله اَوْ اَفْعَلَ مِنْ كَذَا ঃ অর্থাৎ خبر টি اسم تفضيل এর ছীগা হবে যা مِنْ এর সাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন– زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو

قوله زَيْدٌ هُوَالْقَائِمُ ঃএটা মুবতাদা ও খবরের মাঝে هُوَ যমীর মুনফাসিল আসার উদাহরণ। এখানে هُوَ যমীর এসে اَلْقَائِمُ কে زَيْد এর সিফত হওয়া সম্ভবনা দূর করেছে। কেননা মওসূফ ও সিফতের মাঝে فاصله আসেনা। এভাবে দ্বিতীয় উদাহরণে زيد মুবতাদা এবং পরে اَفْضَلَ مِنْ এর মাঝে هُوَ যমীর মুনফাসিল এবং كُنْتَ اَلرَّقِيْبَ এর মাঝে اَنْتَ যমীরে মুনফাসিল এসেছে।

فَصْلٌ - اَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ مَاوُضِعَ لِيَدُلَّ عَلٰى مُشَارٍ اِلَيْهِ وَهِيَ خَمْسَةُ اَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ وَذٰلِكَ ذَا لِلْمُذَكَّرِ وَذَانِ وَذَيْنِ لِمُثَنَّاهُ وَتَا وَتِيْ وَذِيْ وَتِهٖ وَذِهٖ وَتِهِيْ وَذِهِيْ لِلْمُؤَنَّثِ وَتَانِ وَتَيْنِ لِمُثَنَّاهُ وَاُولَاءِ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ لِجَمْعِهِمَا وَقَدْ يَلْحَقُ بِاَوَائِلِهَا هَاءُ التَّنْبِيْهِ نَحْوُ هٰذَا وَهٰذَانِ وَهٰؤُلَاءِ وَيَتَّصِلُ بِاَوَاخِرِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ وَهُوَ اَيْضًا خَمْسَةُ اَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ نَحْوُ كَ كُمَا كُمْ كِ كُمَا كُنَّ فَذٰلِكَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اَلْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ فِيْ خَمْسَةٍ وَهِيَ ذَاكَ اِلٰى ذَاكُنَّ وَذَانِكَ اِلٰى ذَانِكُنَّ وَكَذٰلِكَ الْبَوَاقِيْ- وَاعْلَمْ اَنَّ ذَا لِلْقَرِيْبِ وَذَالِكَ لِلْبَعِيْدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ -

---

পরিচ্ছেদ – ২ ঃ اَسْمَاءِ اِشَارَةْ (ইংগিত সূচক বিশেষ্য)

অনুবাদ॥ সংজ্ঞা ঃ اَسْمَاءِ اِشَارَةْ ইংগিত সূচক বিশেষ্য এমন ইসম কে বলে যা ইংগিতযোগ্য বস্তু বুঝানোর উদ্দেশ্যে গঠিত।

اَسْمَاءِ اِشَارَةْ -এর সংখ্যা ঃ اسماء اشارة পাঁচটি, যা ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– (১) ذَا واحد مذكر এর জন্য। (২) ذَانِ ও ذَيْنِ تثنيه مذكر -এর জন্য। (৩) تَا - تِيْ - ذِيْ - تِهٖ - ذِهٖ - تِهِيْ ও ذِهِيْ واحد مونث এর জন্য। (৪) تَانِ ও تَيْنِ - تثنيه مؤنث এর জন্য। (৫) اُولَاءِ ও ممدوده مقصوره উভয় লিঙ্গের বহুবচনের জন্য।

কোন কোন সময় اسماء اشارة -এর শুরুতে هائے تنبيه যুক্ত হয়। যেমন– هذا - هذان ও هؤلاء এবং শেষভাগে حرفِ خِطاب মিলিত হয়। حرفِ خِطاب পাঁচটি যা ছয় অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– كَ - كُمَا - كُمْ - كِ - كُنَّ পাঁচকে পাঁচ দ্বারা গুণ করাতে মোট পঁচিশটি হল এবং তা হচ্ছে ذَاكَ হতে ذَاكُنَّ পর্যন্ত এবং ذَانِكَ হতে ذَانِكُنَّ পর্যন্ত। অবশিষ্টগুলোকে এভাবেই ধরে নিতে হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ ذَا নিকটবর্তী বিষয়ের প্রতি ইংগিত করার জন, ذَالِكَ দূরবর্তী বিষয়ের প্রতি ইংগিত করার জন্য, আর ذَاكَ মধ্যবর্তী বিষয়ের প্রতি ইংগিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مَاوُضِعَ لِيَدُلَّ الخ ঃ অর্থাৎ যে সকল ইসমকে কোন বস্তুর প্রতি حِسِّىْ তথা প্রতক্ষভাবে ইশারা করার জন্য গঠন করা হয়েছে সে সকল ইসমকে اسم اشارہ বা বহুবচনে اسماء اشارة বলে। যে বস্তুর প্রতি ইশারা করা হয় তাকে مُشَارٌاِلَيْه বলে। সুতরাং ইশারার জন্য مشاراليه টা حِسِّى বস্তু বা বিষয় হওয়াই এর اصل – যার দিকে اِشارةٌ حِسِّيَّه সম্ভব নয় তা مَجاز বা রূপক বিবেচিত হবে। যেমন– ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ এখানে ذَالِكُمْ দ্বারা اللّٰه এর প্রতি اشاره করা হয়েছে। অথচ তিনি اشارةٌ حسيه থেকে পবিত্র। مَا হল جنس আর لِيَدُلَّ عَلٰى হল فصل –এর দ্বারা اسم اشاره ছাড়া সব খারিজ হয়ে গেল। আর ব্যাখ্যায় حِسيه এর কয়েদ দ্বারা غائب এর যমীর ও لامِ ذِهْنِى খারিজ হয়ে গেল।

★ উল্লেখ্য যে, النحو الوافى এর গ্রন্থকার اسم اشارة এর সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করেছেন– هُوَاِسْمٌ يُعَيِّنُ مَدْلُوْلَهٗ تَعْيِيْنًا مَقْرُوْنًا بِاِشَارَةٍ حِسِّيَّةٍ

قوله وَهِيَ خَمْسَةُ اَلْفَاظٍ ঃ অর্থাৎ মূল اسم اشارة ৫টি যথা– ১. ذَا ২. ذَانِ (বা ذَيْنِ) ৩. تَا ৪. تَانِ (বা تَيْنِ) ৫. اُولَاءِ (বা اُوْلٰى) এ ৫টি مذكر ও مؤنث উভয়ে জন্য আসে সে হিসেবে ৫টি ৬ অর্থে হল। ★

قَوْلُه وَيَلْحَقُ بِاَوَاخِرِهَا ঃ কখনো اسم اشاره এর শুরুতে هَائے تَنْبِيْه যুক্ত হয় যাতে مُخَاطَبْ (সম্বোধিত ব্যক্তি) এর مُشَارٌاِلَيْه(مُشَارٌالَهُ) এর প্রতি অধিক মনোযোগী হয়।

قوله وَيَتَّصِلُ بِاَوَاخِرِهَا الخ ঃ অর্থাৎ اسم اشاره এর শেষে حرفِ خِطاب (সম্বোধন সূচক অব্যয়) যুক্ত হয় যাতে مذكر ও مؤنث এবং جمع ، تثنيه ـ واحد টি اسم اشاره মূল। এক্ষেত্রে مخاطب এক বা একাধিক হওয়া বুঝা যায়। সবই হতে পারে। আর حرفِ خِطَاب ৫টি যথা– كَ كُمَا كُمْ كِ كُنَّ -

★ উল্লেখ্য যে, اسم اشاره এর শেষে حرفِ خطاب যুক্ত হওয়ার সময় كافِ اِسْمِي ও كافِ حَرْفِي এর মা প্রভেদের জন্য حرف خطاب এর পূর্বে لام যুক্ত হয়। যথা– ذالك ، تلك ইত্যাদি।

قوله فَذٰلِكَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ الخ ঃ অর্থাৎ اسم اشاره ৫টি, আর حرفِ خِطاب ও ৫টি। সুতরাং মোট ৫ × ৫ = ২৫ টি ছুরত হল। যেমন– ذَاكَ، ذَاكُمَا، ذَاكُمْ، ذَاكِ ـ ذَاكُنَّ এভাবে اُولَآئِكَ ، اُولَآءِكُمَا ..... ذَانِكَ، اِنِكُمَا ..... مؤنث এর ক্ষেত্রে تَاكَ ـ تَاكُمَا ، تَاكُمْ ..... এবং تَانِكَ،تَانِكُمَا ، تَانِكُمْ ..... হবে।

قوله وَاعْلَمْ اَنَّ ذَا لِلْقَرِيْبِ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে اسم اشاره তিন প্রকার–

১. قَرِيْب (নিকটবর্তী) এর জন্য كافِ خِطاب ও لام বিহীন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। যথা– ذا ، هذا ইত্যাদি।

২. مُتَوَسِّط (মধ্যবর্তী)-এর জন্য كافِ خِطاب এর সাথে ব্যবহৃত হয় যথা– ذاك ـ ذانك ......

৩. بَعِيْد (দূরবর্তী) এর জন্য كافِ خِطاب ـ لام(বা لام এর স্থলাভিষিক্ত (نون مُشَدَّدْ) যুক্ত হয়য় যথা– ذَانِّكَ، ذَالِكَ ইত্যাদি।

ছকের মাধ্যমে اسم اشاره এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র –

جمع	تثنيه	واحد	جنس	اَسْمَاءُ الْاِشَارَةِ
اُوْلَاءِ	ذَانِ، ذَيْنِ	ذَا	مذكر	لِلْقَرِيْبِ
اُولَآءِ	تَانِ، تَيْنِ	تَا	مؤنث	
هٰؤُلَآءِ	هٰذَانِ، هٰذَيْنِ	هٰذَا	مذكر	
هٰؤُلَآءِ	هٰتَانِ، هَاتَيْنِ	هٰذِهٖ	مؤنث	
اُولٰئِكَ	ذَانِكَ، ذَيْنِكَ	ذَاكَ	مذكر	لِلْمُتَوَسِّطِ
اُولَآئِكَ	تَانِكَ، تَيْنِكَ	تَاكَ	مؤنث	
اُولَآئِكَ	ذَانِكَ، ذَيْنِكَ	ذَالِكَ	مذكر	لِلْبَعِيْدِ
اُولَآئِكَ	تَانِكَ، تَيْنِكَ	تِلْكَ	مؤنث	

★ **ফায়েদা** ঃ ثَمَّ ، هِنَا ও هُنَا এ ৩টি শব্দ اسم اشاره এর অন্তর্গত, তবে مَكَانْ তথা স্থান বুঝানোর ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত, مَجَازًا (রূপকভাবে) زَمَانْ এর জন্য ও ব্যবহৃত হয়।

فَصْلٌ ـ اَلْمَوْصُوْلُ اِسْمٌ لَايَصْلُحُ اَنْ يَّكُوْنَ جُزْءًا تَامًّا مِنْ جُمْلَةٍ اِلَّا بِصِلَةٍ بَعْدَهُ وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ وَلَابُدَّ مِنْ عَائِدٍ فِيْهَا يَعُوْدُ اِلَى الْمَوْصُوْلِ مِثَالُهُ الَّذِىْ فِىْ قَوْلِنَا جَاءَ الَّذِىْ اَبُوْهُ قَائِمٌ اَوْقَامَ اَبُوْهُ وَالَّذِىْ لِلْمُذَكَّرِ وَاللَّذَانِ وَاللَّذَيْنِ لِمُثَنَّاهُ وَالَّتِىْ لِلْمُؤَنَّثِ وَاللَّتَانِ وَاللَّتَيْنِ لِمُثَنَّاهَا وَالَّذِيْنَ وَالْاُوْلٰى لِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَاللَّاتِىْ وَاللَّوَاتِىْ وَاللَّاءِ وَاللَّائِىْ لِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ ـ

পরিচ্ছেদ–৩ ঃ مَوْصُوْل (সম্বন্ধবাচক পদ)

অনুবাদ ॥ مَوْصُوْل-এর সংজ্ঞা ঃ مَوْصُوْل এমন ইসম (কে বলে) যা তার পরে উল্লিখিত صِلَة -এর সাথে যুক্ত হওয়া ছাড়া বাক্যের পূর্ণ অংশ হতে পারে না। صِلَة টি جُمْلَةٌ خبرية হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে موصول -এর প্রতি ফেরার জন্য একটি যমীর থাকা অপরিহার্য। যেমন– اَلَّذِىْ যা আমাদের উক্তি جَاءَ الَّذِىْ اَبُوْهُ قَائِمٌ اَوْ قَامَ اَبُوْهُ এর মধ্যে দ্রষ্টব্য।

واحد مذكر - اَلَّذِىْ -এর জন্য, اَللَّذَانِ ও اَللَّذَيْنِ - تثنيه مذكر -এর জন্য এবং اَلَّتِىْ হল واحد مونث এর জন্য, আর اَللَّتَانِ ও اَللَّتَيْنِ হল تثنيه مونث এর জন্য, اَلَّذِيْنَ ও اُوْلٰى جمع مذكر এর জন্য এবং اَللَّاتِىْ اَللَّوَاتِىْ - اَللَّاءِ ও اَللَّائِىْ جمع مونث এর জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمَوْصُوْلُ ঃ مَوْصُوْل শব্দটি বাবে ضَرَبَ হতে اسم موصول - মাদ্দা - وَصْلٌ - অর্থ মিলিত হওয়া। পরিভাষায় যে اسم তার পরবর্তী অংশ তথা صِلَة ছাড়া বাক্যের পূর্ণ جُزْء বা অঙ্গ হতে পারে না তাকে اسم موصول বলে। আর اسم موصول এর পরবর্তী অংশকে صِلَة বলে। এটা ও বাবে ضَرَبَ এর মাসদার وَصَلَ يَصِلُ صِلَةً হতে মূলত وَصْلٌ ছিল। واو কে حذف করে তার পরিবর্তে ة যুক্ত হয়েছে।

কাফিয়া গ্রন্থকারের ভাষায় ইসমে মওসূল হল هُوَ مَالَا يَتِمُّ اِلَّا بِصِلَةٍ عَائِدٍ আর صله -এর পরিচয় হল اَلصِّلَةُ هِىَ الَّتِىْ تُعَيِّنُ مَدْلُوْلَ الْمَوْصُوْلِ وَيُفَصِّلُ مُجْمَلَهُ وَتَجْعَلُهُ وَاضِحَ الْمَعْنٰى كَامِلَ الْاِفَادَةِ

বাক্যের جُزْءِ تَامّ (পূর্ণ অঙ্গ) হওয়ার অর্থ হল– مسند اليه বা مسند তথা فاعل ـ مفعول ـ مبتدا، خبر ـ ইত্যাদি হওয়া।

قوله وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ الخ ঃ অর্থাৎ اسم موصول এর পরের جمله টি সব সময় خَبْرِيَه হয়, اِنْشَائِيَه হতে পারে না। কারণ اِنْشاء কখনো অন্য কারো رَبْط (সংযুক্তি) গ্রহণ করে না। অথচ صله তার موصول এর সাথে مَرْبُوْط (সংযুক্ত) হয়।

قوله وَلَابُدَّ مِنْ عَائِدٍ ঃ عَائِدٌ শব্দটি عَوْدٌ (প্রত্যাবর্তন করা, ফিরা) মাসদার হতে اِسْمِ فَاعِل-صِلَة টি পূর্ণাঙ্গ একটি বাক্য হয়। আর صله তার موصول এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এ সম্পৃক্ততা বা رَبْط এর জন্য صله এর মধ্যে موصول কে বুঝানোর জন্য একটি যমীর থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তা موصول থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। যেমন– جَاءَ الَّذِىْ اَبُوْهُ قَائِمٌ এর মধ্যে اَلَّذِىْ হল اسم موصول আর اَبُوْهُ قَائِمٌ، مبتدا ও خبر মিলে جُمْلَهْ اِسميه হয়ে صله –অতঃপর موصول صله মিলে جَاءَ ফে'লের ফায়েল (যা বাক্যের একটি বিশেষ অঙ্গ)

এ বাক্যে اَبُوْهُ এর ة যমীরের مرجع হল اَلَّذِىْ-এর দ্বারা اَبُوْهُ قَائِمٌ বাক্যটির সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে পূর্বের অংশের সাথে। এভাবে– جَاءَ الَّذِىْ قَامَ اَبُوْهُ বাক্যে اَبُوْهُ এর যমীরের مرجع হল اَلَّذِىْ ـ جَاءَ فعل টি তার ফায়েল মিলে جملهُ فعليه হয়ে اَلَّذِىْ এর صِله হয়েছে।

وَمَا وَمَنْ وَاَىٌّ وَاَيَّةٌ وَذُوْ بِمَعْنَى الَّذِىْ فِىْ لُغَةِ بَنِىْ طَيٍّ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: فَاِنَّ الْمَاءَ مَاءُ اَبِىْ وَجَدِّىْ * وَبِئْرِىْ ذُوْ حَفَرْتُ وَذُوْ طَوَيْتُ اَىِ الَّذِىْ حَفَرْتُهٗ وَالَّذِىْ طَوَيْتُهٗ وَالْاَلِفُ وَاللَّامُ بِمَعْنَى الَّذِىْ صِلَتُهٗ اِسْمُ الْفَاعِلِ وَاِسْمُ الْمَفْعُوْلِ نَحْوُ جَائَنِىْ الضَّارِبُ زَيْدًا اَىِ الَّذِىْ يَضْرِبُ زَيْدًا اَوْجَائَنِىْ الْمَضْرُوْبُ غُلَامُهٗ وَيَجُوْزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ اِنْ كَانَ مَفْعُوْلًا نَحْوُ قَامَ الَّذِىْ ضَرَبْتُ اَىِ الَّذِىْ ضَرَبْتُهٗ

وَاعْلَمْ اَنَّ اَيًّا وَاَيَّةً مُعْرَبَةٌ اِلَّا اِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا" اَىْ هُوَ اَشَدُّ ـ

অনুবাদ ॥ مَا - مَنْ - اَىٌّ ও اَيَّةٌ এবং ذُوْ বনু তাইয়ের (আঞ্চলিক) ভাষায় اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কবির ভাষায়– فَاِنَّ الْمَاءَ مَاءُ اَبِىْ وَ جَدِّىْ * وَبِئْرِىْ ذُوْ حَفَرْتُ وَذُوْ طَوَيْتُ

এখানে ذُوْ حَفَرْتُ এর অর্থ اَلَّذِىْ حَفَرْتُهٗ এবং ذُوْ طَوَيْتُ এর অর্থ اَلَّذِىْ طَوَيْتُهٗ-

اَلِفْ ও لَامْ ,اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর صِلَة হয় اسم فاعل ও اسم مفعول- যেমন– جَاءَ نِىْ الضَّارِبُ زَيْدًا অর্থাৎ جَاءَ نِى الَّذِىْ يَضْرِبُ زَيْدًا অথবা جَاءَ نِى الْمَضْرُوْبُ غُلَامُهٗ অর্থাৎ جَاءَ نِى الَّذِىْ ضَرَبَ غُلَامُهٗ - صِلة এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর যদি مفعول হয় তবে তাকে বাক্য হতে বিলুপ্ত করা বৈধ। যেমন– فَاَىٌّ ضَرَبْتُهٗ অর্থাৎ اَلَّذِىْ ضَرَبْتُهٗ-

জ্ঞাতব্য ঃ اَىٌّ ও اَيَّةٌ শব্দ দু'টি মু'রাব, তবে যখন এ দু'টির صَدْرِ صِلَة তথা صِلة -এর প্রথম অংশ উহ্য থাকবে তখন মবনী হবে। যেমন– ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا (অনন্তর প্রত্যেক দল হ'তে সেই লোকদেরকে পৃথক করে ফেলব যারা তাদের মধ্যে রহমানের সাথে সবচেয়ে অধিক বিরুদ্ধাচরণ করত) অর্থাৎ هُوَ اَشَدُّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَمَا مَنْ الخ ঃ مَا ও مَنْ - اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দের দিক দিয়ে উভয়টি مُفرد কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে مفرد ، تثنيه ، جمع এবং مذكر ও مؤنث সবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

مَا ও مَنْ এর মধ্যে পার্থক্য ঃ ক. مَا টা غَيْرِ عَاقِل এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা– عَرَفْتُ مَا عَرَفْتَهٗ (তুমি যা চিনেছ আমি তা চিনেছি) আর مَنْ টা عَاقِل এর জন্য আসে। তবে কখনো কখনো مَجَازِى ভাবে একটি আরেকটির স্থলে বসে। যেমন– وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

★ ফায়েদা ঃ مَا প্রথমত ২ প্রকার– ক. اِسْمِيَّه খ. حَرْفِيَّه

ক اسميه আবার ৬ প্রকার– ১. مَوْصُوْلَةٌ যথা وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ২. اِسْتِفْهَامِيَّة যথা وَمَا تِلْكَ ৩. تَعَجُّبِيَّة যথা فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ৪. شَرْطِيَة যথা وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسٰى ৫. تَامَّة যথা فَنِعِمَّا هِىَ ৬. صِفَتِيَّة যথা اِضْرِبْهُ ضَرْبًا مَّا

খ. مَائے حَرْفِيَّه টি ৩ প্রকার। ১. مَصْدَرِيَّة যথা– وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ২. نَافِيَة টি আবার ২ প্রকার– ১. عامله যথা مَاهٰذَا بَشَرًا খ. غَيْرِ عَامِلَه যথা مَاتُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ৩. زَائِدَة এটা ২ প্রকার– ক. كَافَّة যথা اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ খ. غَيْرِ كَافَّة যথা فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ

اَىٌّ - اَلَّذِىْ অর্থে ও اَيَّةٌ - اَلَّتِىْ (مؤنث) অর্থে, যেমন اِضْرِبْ اَيَّتَهُنَّ فِى الدَّارِ- اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ

اَىٌّ ـ ও اَيَّةٌ এ দুটোর اسم موصول হিসেবে ব্যবহারটা বনী তাঈ এর ব্যবহার মতে।

قوله ذُوْ ـ ذُوْ ঃ দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. صَاحِب (মালিক) যথা– ذُوْمَال (সম্পদশালী) এ অর্থে এটা معرب এবং اَسْمَاءِ سِتَّه এর একটি, ২. اَلَّذِىْ বা اَلَّتِىْ অর্থে এটাও বনী তাঈ এর ব্যবহার মোতাবেক। এ অর্থে এটা মবনী

এবং واحد ، تثنيه ، جمع এবং مذكر، مؤنث সবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যথা- رَأَيْتُ ذُوْ قَامَ- جَاءَنِيْ ذُوْقَامَ-مَرَرْتُ بِذُوْ قَامَ ও শে'র ..... فَإِنَّ الْمَاءَ -

قوله اَلْمَاءُ الخ ঃ এর মধ্যেও ذُوْ শব্দটি اَلَّذِيْ অর্থে। শে'রটি সেনান ইবনে ফাহল তাঈ বা কারো মতে খাজা আবদুল মুত্তালিবের রচিত। শে'রের অর্থ- এই যে পানি নিয়ে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা আমার বাপ-দাদার মালিকানাধীন, অর্থাৎ পৈত্রিক সূত্রে আমি তার মালিক। আর যে কূপটি নিয়ে দ্বন্দ্ব হচ্ছে তা আমিই খনন করেছি। আমিই তার পাড় বেঁধেছি -طَوَيْتُ পাড় নির্মাণ অর্থে।

قوله يَجُوْزُ حَذْفُ الْعَائِدِ الخ অর্থাৎ صِلَه যদি مفعول হয় তাহলে صِلَه এর যমীর যা موصول এর দিকে ফিরে তাকে শব্দ থেকে حذف করা জায়েয। কারণ اَلْمَفْعُوْلُ فَضْلَةٌ তবে অর্থের দিক দিয়ে তা উহ্য ধর্তব্য হবে। যথা- قَامَ الَّذِيْ ضَرَبْتُ মূলত ضَرَبْتُهُ ছিল। তবে حَذْف এর কোন প্রতিবন্ধক থাকলে তখন حذف করা জায়েয নেই।

★ **ফায়েদা ঃ** مفعول به ছাড়াও কতিপয় স্থানে عَائِد (যমীর)কে حذف করা জায়েয। যথা-

১. عائِد এমন মুবতাদা হলে যার খবরটি جمله বা ظرف হয় ২. اى এর পরে হলে, ৩. صلة দীর্ঘ হওয়ার ভয় হলে যথা- هُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ৪. عائد টি مجرور হলে যদি حرف ও مجرور নির্দিষ্ট হয়। যথা- اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا এখানে تَأْمُرُنَا بِهِ ছিল ৫. যে যমীরের দিকে صِيْغَةُ صِفت মুযাফ হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা مفعول হলে যথা- اَلَّذِيْ اَنَا ضَارِبُ زَيْدٍ মূলত ضَارِبُهُ زَيْدٌ ছিল।

قوله وَاعْلَمْ اَنَّ اَيًّا وَ اَيَّةً الخ ঃ অর্থাৎ اَيٌّ وَاَيَّةٌ এ দুটি শব্দ معرب তবে এ দুটি যদি মুযাফ হয় আর صَدْرِ صِلَه (صِلَه এর প্রথম অংশ) উহ্য হয় কেবল সেক্ষেত্রে مبنى হয়। যেমন- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ এর মধ্যে মূলত هواشد ছিল।

★ এসময় مبنى হওয়ার কারণ এই যে, صَدْرِ صله টি حذف হলে সেটি مُحْتَاجُ إِلَى الْغَيْرِ হওয়ার দিক দিয়ে حرف এর مشابه হয়ে যায়, এ কারণে মবনী হয়।

★ উল্লেখ্য যে, اَيٌّ واَيَّةٌ এর ব্যবহারের ৪টি অবস্থা (ছূরত) হতে পারে- কেননা এ দুটি مضاف হয়ে ব্যবহৃত হবে বা না, এবং উভয় ক্ষেত্রে তার صَدْرِ صِلَه উল্লেখ থাকবে বা না। সুতরাং ২ × ২ = ৪ ছূরত হল। যেমন- ১. مضاف হয়ে صدر صِلَه উল্লেখ থাকবে না যথা- جَاءَنِيْ اَيٌّ هُوَ قَائِمٌ ২. مضاف হবে না صدرصله ও উল্লেখ থাকবে না, যথা- جَاءَنِيْ اَيٌّ قَائِمٌ ৩. مُضاف হবে صَدْرِ صِلَه উল্লেখ থাকবে। যথা- جَاءَنِيْ اَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ ৪. مضاف হবে صَدرصِله উল্লেখ থাকবে না। جَاءَنِيْ اَيُّهُمْ قَائِمٌ এসময় (মবনী)। চিত্রে اَيٌّ ও اَيَّةٌ এর ব্যবহার -

معرب/مبنى	مجرور	منصوب	مرفوع		مضاف/ غيرِ مُضاف	
معرب	مَرَرْتُ بِاَيٍّ هُوَ قَائِمٌ	رَأَيْتُ اَيًّا هُوَ قَائِمٌ	جَاءَنِيْ اَيٌّ هُوَ قَائِمٌ	صُدْرِصِلَه مذكور	غَيْرِ مُضَاف	مذكر/اَيٌّ
	مَرَرْتُ بِاَيٍّ قَائِمٌ	رَأَيْتُ اَيًّا قَائِمٌ	جَاءَ اَيٌّ قَائِمٌ	صدرِ صِلَهٔ غَيْرِ مَذكورْ		
	مَرَرْتُ بِاَيِّهِمْ هُوَ قَائِمٌ	رَأَيْتَ اَيَّهُمْ هُوَ قَائِمٌ	جَاءَنِيْ اَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ	صدر صله مذكور	مُضاف	
مبنى	مَرَرْتُ بِاَيُّهُمْ قَائِمٌ	رَأَيْتُ اَيُّهُمْ قَائِمٌ	جَاءَنِيْ اَيُّهُمْ قَائِمٌ	صدر صله غير مذكور		
معرب	مررتُ بِاَيَّةٍ هِىَ قائمة	رَأيتُ ايةً هِى قَائمةٌ	جَاءَتْنِي اَيَّةٌ هِىَ قَائمةٌ	صدر صله مذكور	غير مضاف	مؤنث/اَيَّةٌ
	مَرَرْتُ بِاَيَّةٍ قَائِمَةٌ	رَأيتُ اَيَّةً قَائِمَةٌ	جَاءَتْنِيْ اَيَّةٌ قَائِمَةٌ	صدر صله غير مذكور		
	مررتُ بِاَيَّتِهِنَّ هِى قائمةٌ	رَأيتُ ايَّتَهُنَّ هِىَ قائمةٌ	جَاءَتْنِيْ اَيَّتُهُنَّ هِىَ قَائِمَةٌ	صدر صله مذكور	مضاف	
مبنى	مررتُ بِاَيَّتُهُنَّ قائمةٌ	رَأيتُ اَيَّتُهُنَّ قَائِمَةٌ	جَاءَتْنِيْ اَيَّتُهُنَّ قائمةٌ	صدر صله غير مذكور	اى/اية	

فَصْلٌ ـ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ هُوَ كُلُّ اِسْمٍ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَوِالْمَاضِىْ نَحْوُ رُوَيْدَ زَيْدًا اَىْ أَمْهِلْهُ وَهَيْهَاتَ زَيْدٌ اَىْ بَعُدَ اَوْ كَانَ عَلٰى وَزْنِ فَعَالِ بِمَعْنَى الْاَمْرِ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِىِّ قِيَاسٌ كَنَزَالِ بِمَعْنَى اِنْزِلْ وَتَرَاكِ بِمَعْنٰى اُتْرُكْ وَيُلْحَقُ بِهٖ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً كَفَجَارِ بِمَعْنَى الْفُجُوْرِ اَوْصِفَةً لِلْمُؤَنَّثِ نَحْوُ يَافَسَاقِ بِمَعْنٰى فَاسِقَةٍ وَيَالَكَاعِ بِمَعْنٰى لَاكِعَةٍ اَوْ عَلَمًا لِلْاَعْيَانِ الْمُؤَنَّثَةِ كَقَطَامِ وَغَلَابِ وَحَضَارِ وَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ لَيْسَتْ مِنْ اَسْمَاءِ الْاَفْعَالِ وَاِنَّمَا ذُكِرَتْ هٰهُنَا لِلْمُنَاسَبَةِ ـ فَصْلٌ ـ اَلْاَصْوَاتُ كُلُّ لَفْظٍ حُكِىَ بِهٖ صَوْتٌ كَغَاقِ لِصَوْتِ الْغُرَابِ اَوْصُوِّتَ بِهِ الْبَهَائِمُ كَنَخْ لِاِنَاخَةِ الْبَعِيْرِ ـ

পরিচ্ছেদ–৪ : اسماء افعال (ক্রিয়াবাচক বিশেষ)

অনুবাদ॥ أَسْمَاءِ افْعَال-এর সংজ্ঞা : أَسْمَاءِ افْعَال এমন সব ইসম বা বিশেষ্যকে বলে যা امر ও ماضى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– رُوَيْدَ زَيْدًا অর্থাৎ أَمْهِلْهُ (তাকে ছেড়ে দাও) ও هَيْهَاتَ زَيْدٌ অর্থাৎ بَعُدَ (দূর হয়েছে) অথবা فَعَالِ এর ওযনে আমরের অর্থবোধক হবে এবং তা তিন অক্ষর বিশিষ্ট ফে'ল হতে কেয়াসের ভিত্তিতে গঠিত হবে। যেমন– نَزَالِ যা اِنْزِلْ (অবতীর্ণ হও) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تَرَاكِ যা اُتْرُكْ (ছেড়ে দাও) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

★ فَعَالِ এর ওযনটিও اسماء افعال এর সাথে যুক্ত যা مَصْدَرِ مَعْرِفه অর্থে ব্যবহৃত। যেমন– فَجَارِ -এর অর্থ اَلْفُجُوْرُ (দূরাচার) অথবা স্ত্রীলিঙ্গের সিফাত হতে রূপান্তরিত। যেমন– يَافَسَاقِ টি يَا فَاسِقَةٍ অর্থে (হে দুষ্কৃতিকারিণী) এবং يَالَكَاعِ টি يَا لَاكِعَةٍ (হে অপমানিতা নারী) অথবা স্ত্রীলিঙ্গের নামবাচক হবে। যেমন– قَطَامِ، غَلَابِ ও حَضَارِ এ (শেষোক্ত) তিনটি শব্দ أَسْمَاءِ افْعَال এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ওযনে মিল থাকায় এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ– ৫ : أَصْوَات (ধ্বনিসূচক পদ)

أَصْوَات এর সংজ্ঞা : اصوات ঐ সকল শব্দকে বলে যদ্বারা কোন ধ্বনি বা আওয়ায নকল করা হয়। যেমন– غاق কাকের আওয়াজ। অথবা যদ্বারা কোন জন্তুকে আওয়াজ দেয়া হয়। যেমন– نخ যা উট বসানোর জন্য বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ : قوله أَسْمَاءُ الْأَفْعَال (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) : এর তুলনায় اسماء أَصْوَات এর মবনী হওয়ার কারণটি শক্তিশালী হওয়ায় একে اسماء أَصْوَات এর আগে আনা হয়েছে, আর শক্তিশালী এ কারণে যে, এগুলো فعل ماضى বা امر এর সাথে অর্থ ও আমল উভয় দিক দিয়ে মিল রাখে। اسماء أصوات কেবল عَدَمِ تَرْكِيْب এর কারণে حروف এর সাথে مُشَابَه রাখে।

اسماء افعال টা مركب اضافى হয়ে মুবতাদা, যমীরটি فصل স্বরূপ ব্যবহৃত اعراب এর দিক দিয়ে এর কোন স্থান নেই। كُلُّ اِسْمٍ তার পরবর্তী অংশ মিলে খবর। كُلُّ اسْمٍ বলার দ্বারা حقيقى امر ও ماضى খারিজ হয়ে গেল। সংজ্ঞায় بِمَعْنَى الْاَمْرِ وَالْمَاضِى এর সাথে وَضْعًا একটা قيد উহ্য হবে যাতে ضَارِبٌ أَمْسِ এর ضَارِبٌ যা ماضى এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তা বের হয়ে যায়। কেননা এটা মাযীর অর্থ দিলেও وضع হিসেবে নয়। বরং أَمْسِ এর قرينه দ্বারা বুঝাচ্ছে।

قوله بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَوِ الْمَاضِى : এর দ্বারা اسماء افعال দু প্রকার হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য কিছু اسم فعل মুযারের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

১. إِسْمِ فِعْلِ بِمَعْنَى أَمْرٍ - امر অর্থে ব্যবহৃত اسم فعل গুলোর মধ্যে فَعَالِ ওযনটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা- ثُلَاثِي مُجَرَّد থেকে قِيَاس ভিত্তিক فَعَالِ এর ওযনে আসলে তা امر এর অর্থ দেয়। যথা- نَزَالِ، تَرَاكِ، كَتَابِ، مَنَاعِ প্রভৃতি। এগুলো সর্বৈক্য মতে মবনী।

২. فَعَالِ এর ওযনে مَعْدُول হয়ে মাসদারের অর্থ দিলে তা মবনী হবে। যথা- فَجَارِ، اَلْفُجُوْر অর্থে حَمَادِ الْمَحْمِدَةُ অর্থে।

৩. فَعَالِ এর ওযনে مؤنث এর সিফত বুঝালে তা মবনী। যথা- فَسَاقِ টি فَاسِقَةٍ অর্থে ও لَكَاعِ টি لَاكِعَةٍ (নিকৃষ্ট) অর্থে।

৪. فَعَالِ এর ওযনের مُؤَنَّثِ مَعْدول এর عَلَم (নাম)-গুলো মবনী। যথা- حَضَارِ (তারকার নাম كُوكَبَةٌ এর তাবীলে (مونث) ও غَلَابِ قَطَامِ (উভয়টি মহিলার নাম) শেষোক্ত তিনটি যদিও اسم فعل নয় তথাপি ওযন ও عَدْل এর ক্ষেত্রে فعل এর সাথে مُنَاسَبَت এর দরুন মবনী। কেননা এগুলোর ওযন হুবহু امر এর অর্থে ব্যবহৃত فَعَالِ এর ওযনে, আর عدل এর দিক দিয়ে مناسبت এর উদ্দেশ্য এই যে, فَعَالِ এর ওযনে امر এর অর্থটা مُبَالَغَة এর জন্য امر থেকেই عدول (পরিবর্তিত) হয়েছে। অর্থাৎ اِنْزِلْ،نَزَالِ থেকে اُتْرُكْ،تَرَاكِ থেকে ইত্যাদি। এভাবে মাসদারের অর্থে ব্যবহৃত فَعَالِ সিফতের অর্থে ব্যবহৃত فَعَالِ এবং নাম বাচক فَعَالِ সবগুলোই مَعْدُول রূপান্তরিত হয়েছে। فَسَاقِ ، فَاسِقَةٍ থেকে لَكَاعِ ، لَاكِعَةٍ থেকে فَجَارِ اَلْفُجُوْر থেকে ইত্যাদি।

★ **ফায়েদা ঃ** ক. امر এর অর্থে ব্যবহৃত কতিপয় اسم فعل নিম্নরূপ-

১. اٰمِيْن - تَقَبَّلْ অর্থে (কবুল করুন), ২. حَيَّ - اَقْبِلْ (আস), ৩. عَلَيْكَ - اِلْزَمْ (আকড়ে ধর), ৪. - اِسْرَعْ هَيَّا (তাড়াতাড়ি এস), ৫. صَهْ - اُسْكُتْ (চুপ কর), ৬. مَهْ - اِنْكَفِفْ (বিরত থাক), ৭. حَيَّهَلْ - اَقْبِلْ (দ্রুত এস), ৮. حَيَّهَلْ - اِيْتِ (দ্রুত এস), ৯. هَا - خُذْ (ধর), ১০. رُوَيْدَ - اَمْهِلْ (ছেড়ে দাও), ১১. هَلُمَّ - اَقْبِلْ (আস). ১২. تَعَيَّدْ - تَبَدَّحْ ، اَمْهِلْ (অবকাশ দাও।) অর্থে।

খ. فعل ماضى এর অর্থে ব্যবহৃত اسمائے افعال

১. هَيْهَاتَ - بَعُدَ (দূরবর্তী হল), ২. شَتَّانَ - اِفْتَرَقَ (বিচ্ছিন্ন হল), ৩. سَرْعَانَ - سَرُعَ (তাড়াতাড়ি করল)

গ. مضارع অর্থে যথা- ১. اُفٍّ - اَتَضَجَّرُ (আমি কষ্ট পাচ্ছি), ২. اَوَّهْ - اَتَاَلَّمُ (আমি ব্যথা পাচ্ছি), ৩. - اَتَعَجَّبُ (আমি অবাক হচ্ছি), ৩. وَائٍ (تَوَجَّعْتُ) (আমি ব্যথা অনুভব করছি) অর্থে।

উল্লেখ্য যে, ৩য় প্রকারটি اِنْشَاء এর জন্য ব্যবহৃত।

قوله الْاَصْوَات الخ ঃ اَصْوَات (ধ্বনিসূচকপদ) صَوْتٌ এর বহুঃ স্বর, আওয়াজ, ধ্বনি, পরিভাষায় যে সব শব্দ দ্বারা কোন স্বর বা ধ্বনি নকল করা হয় বা আওয়াজ দেয়া হয় তাকে اسماء اَصْوَات বলে।

★ এগুলো মবনী হওয়ার কারণ হল مركب না হওয়া বা حرف এর ন্যায় স্বরূপে বিদ্যমান থাকা। কেননা এগুলো معرب হয়ে বিভিন্ন হালতে পরিবর্তন হলে নকল ঠিক থাকবে না।

قوله صَوَّتَ بِهِ الْبَهَائِمُ ঃ بَهَائِم ، بَهِيْمَةٌ-এর বহুঃ অর্থ চতুষ্পদ প্রাণী, এখানে চতুষ্পদ খাছ নয় বরং مُطْلَقْ (স্বাভাবিক) প্রাণী উদ্দেশ্য। এমনকি অজ্ঞান-অবুঝ শিশুদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দও এতে শামিল। কোন কোন ব্যাখ্যাকার সকল ধ্বনিকে শামিল করার জন্য بَهَائِم এর পরে وَغَيْرِه শব্দ যোগ করেছেন।

কতিপয় ব্যবহৃত اَسْمائے اَصْوَاتْ নিম্নরূপ-

১. উটকে বসানোর জন্য نَخٌ، بَخٌ
২. উটকে পানি পান করানোর জন্য جِىْ - جُوْتَ
৩. উটের গতি থামানোর জন্য هَدَعْ
৪. গাধাকে পানি পান করাতে নেয়ার জন্য تَشْوُءْ - شَاءْ
৫. মুরগীর খাদ্য দেয়ার সময় ডাকার জন্য دَجْ ، قَوْسْ
৬. ভেড়াকে খাদ্যের দিকে ডাকার জন্য عَاحَا ، حَاحَا
৭. ধীর গতি সম্পন্ন উটকে হাকানোর জন্য هِيْلَ ، هَادْ ، جِهْ - প্রভৃতি।

فَصْلٌ - اَلْمُرَكَّبَاتُ كُلُّ اِسْمٍ رُكِّبَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فَاِنْ تَضَمَّنَ الثَّانِى حَرْفًا يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ كَاَحَدَ عَشَرَ اِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ اِلَّا اِثْنَى عَشَرَ فَاِنَّهَا مُعْرَبَةٌ كَالْمُثَنَّى وَاِنْ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذٰلِكَ فَفِيْهَا لُغَاتٌ اَفْصَحُهَا بِنَاءُ الْاَوَّلِ عَلَى الْفَتْحِ وَاِعْرَابُ الثَّانِى غَيْرَ مُنْصَرِفٍ كَبَعْلَبَكُّ نَحْوُ جَائَنِى بَعْلَبَكُّ وَرَاَيْتُ بَعْلَبَكَّ وَمَرَرْتُ بِبَعْلَبَكَّ ـ

فَصْلٌ - اَلْكِنَايَاتُ هِىَ اَسْمَاءٌ تَدُلُّ عَلَى عَدَدٍ مُبْهَمٍ وَهِىَ كَمْ وَكَذَا اَوْحَدِيْثٍ مُبْهَمٍ وَهُوَ كَيْتَ وَذَيْتَ،

পরিচ্ছেদ- ৬ ঃ مُرَكَّبَاتُ (যুক্ত পদ)

অনুবাদ॥ مُرَكَّبَاتُ এর সংজ্ঞা ঃ مُرَكَّبَاتُ ঐ সকল ইসমকে বলে যা এমন দু'টি শব্দ দ্বারা গঠিত যার মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নেই। যদি দ্বিতীয় শব্দটি কোন حرف উহ্য রাখে তবে তা فتح এর উপর مَبْنِى হবে। যেমন– اَحَدَ عَشَرَ হতে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত; اِثْنَا عَشَرَ ছাড়া। কেননা এটি দ্বি-বচনের ন্যায় মু'রাব। আর যদি দ্বিতীয় শব্দটি কোন বর্ণ উহ্য না রাখে তবে সে ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, প্রথমটি فتح এর উপর মবনী হবে এবং দ্বিতীয়টিতে غَيْرِ مُنْصَرِف -এর اِعراب হবে। যেমন– جَاءَنِى بَعْلَبَكُّ - رَاَيْتُ بَعْلَبَكَّ - مَرَرْتُ بِبَعْلَبَكَّ

পরিচ্ছেদ – ৭ ঃ كِنَايَاتُ (সংকেতসূচক পদ)

كِنَايَاتُ এর সংজ্ঞা ঃ كِنَايَاتُ এমন ইসমকে বলে যা কোন অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়। যেমন– كَمْ (কত) ও كَذَا (এত) অথবা অস্পষ্ট কথা বুঝায়, যেমন– كَيْتَ (এরূপ) ও ذَيْتَ (যেরূপ)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمُرَكَّبَاتُ كُلُّ الخ ঃ اَلْمُرَكَّبَاتُ এর الف ولام টি جِنْس এর জন্য, এতে কম-বেশী সবই শামিল। অন্যথায় المركبات মুবতাদা বহুঃ এর উপর كل اسم খবর একবচন-এর حَمْل সহীহ হয় না। (উপরে اَلْاَصْوَاتُ كُلُّ اِسْمٍ এর মধ্যে الف لام টি جِنْس এর জন্য) অতএব جَمْعِيَّت বাতিল হয়ে অর্থ হবে اَلْمُرَكَّبُ كُلُّ اِسْمٍ

قوله لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا الخ ঃ এ বাক্যটি كَلِمَتَيْنِ এর সিফত, অর্থাৎ مركب এমন সব اسم কে বলে যা এমন দুটি حَقِيْقِى বা حُكْمِى শব্দ দ্বারা গঠিত যে দুটির মাঝে تركيب এর আগে পরে কোন نِسْبَتُ বা সম্বন্ধ থাকে না। এর দ্বারা مُرَكَّبِ اِسْنَادِىْ ، مُرَكَّبِ صَوْتِىْ ও مركب مَنْع صَرْف، بِنَائِى توَصِيْفِى ও اِضَافِىْ বের হয়ে গেল। আর রয়ে গেল।

সংজ্ঞায় মুনান্নিফ র. مِنْ اِسْمَيْنِ না বলে مِنْ كَلِمَتَيْنِ বলেছেন এ কারণে যাতে দু ইসম বা একটি ইসম ও একটি فِعْل দ্বারা গঠিত উভয় مُرَكَّب এর অন্তর্ভূক্ত হয়। যথা– بَعْلَبَكُّ ও حَضَرَ مَوْتُ، بُخْتَ نَصَرَ -এভাবে একটি اسم ও একটি لَفْظ صَوْت দ্বারা مُرَكَّب যথা سِيْبَوَيْهِ، نِفْطَوَيْهِ ইত্যাদি শামিল হয়।

قوله فَإِنْ تَضَمَّنَ الثَّانِيْ الخ ঃ مُرَكَّبٌ এর দ্বিতীয় جُزْء যদি কোন حَرْف কে তার মধ্যে লুকায়িত রাখে তাহলে উভয় جزء (শব্দ) যবরের উপর মবনী হবে। যেমন- اَحَدَ عَشَرَ থেকে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে একটি واو হরফ লুকায়িত আছে। যথা اَحَدٌ وَّعَشَرٌ ইত্যাদি। তবে إِثْنَا عَشَرَ এর প্রথম অংশ إِثْنَا টি مُعْرَبٌ -

★ উপরোক্ত সংখ্যাগুলো مُبْنِى হওয়ার কারণ এই যে,, حرف যেহেতু মবনী সুতরাং তার মধ্যে কোন শব্দে উহ্য থাকলে তার আছরে সেটিও মবনী হয়ে যাবে। সুতরাং واو টি عَشَرَ তথা দ্বিতীয় অংশের মধ্যে উহ্য থাকায় মবনী হয়েছে। আর প্রথম অংশ মবনী এ জন্য যে, উভয় শব্দ মিলে এক শব্দে পরিণত হয়েছে। আর শব্দের মাঝে কোন পরিবর্তন হয় না বিধায় প্রথম অংশটিও মবনী। যবর যেহেতু اَخَفُّ الْحَرَكَاتِ এ কারণে যবরের উপরই মবনী হয়েছে।

★ আর إِثْنَا عَشَرَ এর মধ্যে إِثْنَا টা মূলত إِثْنَانِ ছিল। إِضَافَتْ এর সময় যেরূপ تثنيه বা جمع এর নূন পড়ে যায় তদরূপ এখানেও نون বিলুপ্ত হয়েছে। এ হিসেবে اسم معرب তথা مضاف এর সাথে এর مُشَابَهَاتُ (সামঞ্জস্য) শক্তিশালী হওয়ায় معرب রয়ে গেছে। কেননা مضاف টা مبنى হওয়াকে জরুরী করে না।

قوله وَاِنْ لَمْ يَتَضَمَّنْ الخ ঃ অর্থাৎ مُرَكَّبٌ এর দ্বিতীয় অংশ যদি কোন حرف কে লুকিয়ে না রাখে তাহলে উক্ত অংশটি معرب বা مبنى হওয়ার ব্যাপারে মত নৈক্য রয়েছে। যথা- ১. সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে غير منصرف রূপে معرب হবে। অর্থাৎ তাতে كسره ও تنوين আসবে না। সুতরাং কিছুটা হলেও مبنى এর নিকটবর্তী। আর প্রথম অংশটি যবরের উপর মবনী হবে। যথা- جَائَنِىْ بَعْلَبَكُّ، رَأَيْتُ بَعْلَبَكَّ ও مَرَرْتُ بِبَعْلَبَكَّ -

২. কারো কারো মতে উভয় অংশ معرب - প্রথম অংশটি দ্বিতীয় অংশের দিকে مضاف হবে। সুতরাং দ্বিতীয় অংশ مضاف اليه হিসেবে مجرور হবে। যথা- هٰذَا بَعْلُبَكٍّ، رَأَيْتُ بَعْلَبَكٍّ ও مَرَرْتُ بِبَعْلِبَكٍّ

৩. مُرَكَّبِ بِنَائِى (اَحَدَ عَشَرَ)-এর ন্যায় উভয় অংশ যবরের উপর মবনী।

৪. উভয় অংশ معرب তবে প্রথম অংশ মুযাফ ও দ্বিতীয় অংশ غير منصرف হবে। যথা-، مَرَرْتُ بِبَعْلِبَكٍّ رَأَيْتُ بَعْلَبَكٌّ . هٰذَا بَعْلُبَكٌّ

★ ফায়েদা مُرَكَّبِ صَوْتِى এর ব্যবহার খুবই কম হওয়ায় মুসান্নিফ (র.) এর কথা উল্লেখ করেন নি। مركب টি সবার মতে مبنى যথা- سيبويه প্রভৃতি।

قوله اَلْكِنَايَاتُ ঃ كِنَايَات শব্দটি كِنَايَةٌ এর বহুবচন। كَنٰى يَكْنِى كِنَايَةً অর্থ ইশারা করা, পরিভাষায় যেসব শব্দ অস্পষ্ট কথা বা সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত বুঝায় তাকে اسمائے كِنَايَاتْ বলে। এ ধরনের اسم গুলো মবনী।

সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা গেল যে, كِنَايَه দু'প্রকার। ক. كِنَايَةُ لِلْعَدَدْ (সংখ্যা জ্ঞাপক কেনায়া) ও খ. كِنَايَةُ لِلْحَدِيْثْ (কথা জ্ঞাপক কেনায়) এর শব্দ ৩টি كَمْ ،كَذَا ও كَاَيِّنْ, যথা -

كَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ـ عِنْدِىْ كَذَادِرْهَمًا ـ كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتَ

وَاعْلَمْ اَنَّ كَمْ عَلٰى قِسْمَيْنِ: اِسْتِفْهَامِيَّةٌ وَمَا بَعْدَهَا مَنْصُوْبٌ مُفْرَدٌ عَلٰى التَّمْيِيْزِ نَحْوُ كَمْ رَجُلًا عِنْدَكَ وَخَبَرِيَّةٌ وَمَا بَعْدَهَا مَجْرُوْرٌ مُفْرَدٌ نَحْوُ كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتَهُ اَوْ مَجْمُوْعٌ نَحْوُ كَمْ رِجَالٍ لَقِيْتُهُمْ وَمَعْنَاهُ اَلتَّكْثِيْرُ وَتَدْخُلُ مِنْ فِيْهِمَا تَقُوْلُ كَمْ مِنْ رَجُلٍ لَقِيْتُهُ وَكَمْ مِنْ مَالٍ اَنْفَقْتُهُ

অনুবাদ॥ كَمْ-এর প্রকারভেদ ঃ জেনে রেখ যে, كَمْ দু'প্রকার– (১) كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة -এর পরবর্তী শব্দটি تَمْيِيْز হিসেবে যবরবিশিষ্ট এবং একবচন হয়। যেমন– كَمْ رَجُلًا عِنْدَكَ (তোমার নিকট কতজন পুরুষ আছে?)

(২) كَمْ خَبَرِيَة -এর পরবর্তী শব্দটি যেরবিশিষ্ট ও একবচন হয়। যেমন– كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتُهُ (আমি অনেক সম্পদ খরচ করেছি) অথবা বহুবচন হয়। যেমন–كَمْ رِجَالٍ لَقِيْتُهُمْ (আমি অনেক পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি)। كَمْ خَبَرِية টি আধিক্যের অর্থ বুঝায়। উভয় প্রকার كَمْ এর পরে مِنْ ব্যবহৃত হয়। যেমন তুমি বলবে– كَمْ مِنْ رَجُلٍ لَقِيْتُهُ (তুমি কত লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছ।) ও كَمْ مِنْ مَالٍ اَنْفَقْتُهُ (আমি অনেক সম্পদ খরচ করেছি।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ★ كَمْ দু'ধরনের– ক. اِسْتِفْهَامِيه ও খ. خَبَرِيه

★ كَمْ اِسْتِفْهَامِيه এর বিধানসমূহ ঃ (تميز) হিসেবে

ক. كم استفهاميه এর পরের শব্দটি منصوب ও مفرد হয় যথা– كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ

খ. استفهام সব সময় صُدْرِ كَلَامْ (বাক্যের শুরুতে আসে) সুতরাং এটিও বাক্যের শুরুতে আসবে।

গ. مذكر ، مؤنث এধরনের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় থাকবে।

ঘ. قرينة এর ভিত্তিতে تميز কে حذف করা জায়েয।

★ كم خبرية টি অজ্ঞাত সংখ্যক বস্তু নির্দেশ করে।

ক. كم خبرية এর পরের শব্দটি সর্বদা مجرور হয়। যথা– كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتُ

খ. كم خبرية এর পরবর্তী اسم টি مفرد ও مجموع উভয়ই হতে পারে। যথা–كَمْ رِجَالٍ لَقِيْتُهُمْ

গ. قرينة এর ভিত্তিতে এর تميز কে حذف করা জায়েয। যথা– كَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتَ

ঘ. كم خبرية বাক্যের শুরুতে এসে تَكْثِيْر তথা আধিক্যের অর্থ দেয়।

قَوْلُهُ وَتَدْخُلُ مِنْ فِيْهِمَا ঃ অর্থাৎ كَمِ استفهاميه ও خبريه উভয়ের تميز এর পূর্বে কখনো কখনো مِنْ بَيَانِيَة ব্যবহৃত হয়। তখন উভয়ের تميز টি محرور হয় এবং قرينة দ্বারা كَمِ اِسْتِفْهَامِيه বা خَبَرِية বুঝতে হবে।

★ উল্লেখ্য যে, كَمْ ও তার تميز এর মাঝে কোন فعلِ مُتَعَدِّى আসলে তখন উভয়ের تميز এর মাঝে مِنْ আনা আবশ্যক। যাতে تميز ও مفعول به এর মাঝে اِلْتِبَاسْ না হয় (মিশে না যায়) যেমন– كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ

★ قَوْلُهُ وَكَذَا ঃ كَذَا শব্দটি মূলত كاف تشبيه ও اسم اشاره ذَا এর সমন্বয়ে গঠিত। এটাও كم خبرية এর ন্যায় অর্থ দেয় তবে পার্থক্য এই যে, ক. এটি কম-বেশী সব ধরনের সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন– انفقت كَذَا খ. এর تميز সর্বদা منصوب হয়। গ. বাক্যের মাঝে বা শেষে ব্যবহৃত হয়, ঘ. এর সাথে واوِ عاطفه এর مُكَرَّرْ (দিরুক্ত) হয়, ঙ. এর تميز এর পূর্বে مِنْ আসে না।

وَقَدْ يُحْذَفُ التَّمْيِيْزُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ نَحْوُكَمْ مَالُكَ اَىْ كَمْ دِيْنَارًا مَالُكَ وَكَمْ ضَرَبْتَ اَىْ كَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتَ ـ وَاعْلَمْ اَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَنْصُوْبًا اِذَا كَانَ بَعْدَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عَنْهُ بِضَمِيْرِهٖ نَحْوُ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ وَكَمْ غُلَامٍ مَلَكْتَ مَفْعُوْلًا بِهٖ وَنَحْوُ كَمْ ضَرْبَةً ضَرَبْتَ وَكَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتُ مَصْدَرًا وَكَمْ يَوْمًا سِرْتَ وَكَمْ يَوْمٍ صُمْتُ مَفْعُوْلًا فِيْهِ وَمَجْرُوْرًا اِذَا كَانَ قَبْلَهُ حَرْفُ جَرٍّ اَوْ مُضَافٌ نَحْوُ بِكَمْ رَجُلًا مَرَرْتَ وَعَلٰى كَمْ رَجُلٍ حَكَمْتَ وَغُلَامَ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ وَمَالَ كَمْ رَجُلٍ سَلَبْتَ وَمَرْفُوْعًا اِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنَ الْاَمْرَيْنِ مُبْتَدَأً اِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا نَحْوُ كَمْ رَجُلًا اَخُوْكَ وَكَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُهُ وَخَبَرًا اِنْ كَانَ ظَرْفًا نَحْوُ كَمْ يَوْمًا سَفَرُكَ وَكَمْ شَهْرٍ صَوْمِىْ ـ

অনুবাদ ॥ قرينة বা ইংগিত পাওয়া যাওয়ার কারণে কোন কোন সময় তামীযকে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন– كَمْ مَالُكَ অর্থাৎ كَمْ دِيْنَارًا مَالُكَ এবং كَمْ ضَرَبْتَ অর্থাৎ كَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتَ–

জেনে রাখ যে, كم উভয় অবস্থাতেই (كم خبرية হোক বা كم استفهامية) منصوب হয় যখন তার পরে এমন কোন فعل থাকে যা তার (كم এর) প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী যমীরের কারণে كم এর মধ্যে আমল করা হতে বিরত না থাকে। এ যবর বিশিষ্ট হওয়াটা مفعول به হিসেবে হয়। যেমন– (كم استفهامية) كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ ও كَمْ غُلَامٍ مَلَكْتَ (كم خبرية) অথবা মাসদার তথা مفعول مطلق হিসেবে। যেমন– كَمْ ضَرْبَةً ضَرَبْتَ (كم استفهامية) ও كَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتُ (كم خبرية) অথবা مفعول فيه হিসেবে। যেমন– كَمْ يَوْمًا سِرْتَ (كم استفهامية) ও كَمْ يَوْمٍ صُمْتُ (كم خبرية)

আর كم টি مجرور বা যের বিশিষ্ট হবে যখন তার পূর্বে حرف جر অথবা مضاف হবে। যেমন– بِكَمْ رَجُلًا مَرَرْتَ ও عَلٰى كَمْ رَجُلٍ حَكَمْتُ (হরফে জার আসার উদাহরণ) এবং غُلَامَ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ ও مَالَ كَمْ رَجُلٍ سَلَبْتُ (مضاف আসার উদাহরণ)।

আর كَمْ টি مرفوع বা পেশবিশিষ্ট হয় যখন উল্লেখিত বিষয়দ্বয়ের কোনটি না হয়। মুবতাদা হিসেবে مرفوع হবে যদি তা ظرف না হয়। যেমন– كَمْ رَجُلًا اَخُوْكَ ও كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُهُ এবং খবর হিসেবে مرفوع হবে যদি তা ظرف হয়। যেমন– كَمْ يَوْمًا سَفَرُكَ ও كَمْ شَهْرٍ صَوْمِىْ –

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَقَدْ يُحْذَفُ الخ ঃ অর্থাৎ تميز এর ব্যাপারে বাক্যে কোন قرينة বা আলামত থাকলে كم استفهامية বা كم خبرية এর تميز কে حذف করা জায়েয। যথা– كَمْ مَالُكَ এটা كم استفهاميه এর تميز, حذف করার উদাহরণ। এখানে قرينة এই যে, كم استفهامية কখনো معرفه এর পূর্বে আসে না অথচ এখানে مَالُكَ টা مركب اضافى হয়ে معرفه হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, এখানে কোন শব্দ তথা تميز উহ্য রয়েছে। আর তা হল دِيْنَارٌ ، دِرْهَمٌ ইত্যাদি মূল্য জ্ঞাপক শব্দ।

قوله كَمْ ضَرَبْتَ الخ ঃ এটা كم خبرية এর تميز কে حذف করার উদাহরণ। এখানে قرينة এই যে, كم خبرية কখনো فعل এর পূর্বে আসে না। অতএব বুঝা গেল যে, ضَرَبْتُ এর পূর্বে নিশ্চয়ই কোন تميز বা اسم উহ্য আছে। আর তাহল ضَرْبَةٌ –

★ **ফায়েদা** ঃ كم استفهامية টি استفهام এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে حرف استفهام এর সাথে مشابه হওয়ায় مبني আর كم خبريه কে ও এর সাথে শামিল করা হয়েছে। খ. كَيْتَ وَذَيْتَ উভয়টি মূলত ইয়া তাশদীদযুক্ত ছিল, واو عاطفه এর সাথে উভয়টি مُكَرَّر ব্যবহৃত হয়। যেমন– سَمِعْتُ كَيْتَ وَكَيْتَ আমি এমন এমন শুনেছি। উভয় تاء -এ বসে যবর, যের, পেশ তিনো হরকত হতে পারে।

قوله وَاعْلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, كم استفهامية ও كم خبرية উভয়টি محل (তথা اعراب স্থান) এর দিক দিয়ে منصوب ، مجرور ও مرفوع সবই হতে পারে, মুসান্নিফ র. এখান থেকে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন।

১. উভয় প্রকার كَمْ ، منصوب হয় যখন তার পরে এমন কোন فعل বা شبه فعل থাকে যা كم বা كم এর متعلق এর দিকে ফিরার যমীরের কারণে كم এর মধ্যে আমল করা থেকে প্রতিবন্ধক না হয়। অর্থাৎ فعل বা شبه فعل টি যদি كم এর যমীর বা যমীরের متعلق এর মধ্যে আমল না করে তাহলে তখন كم উল্লিখিত ফে'লের আমলের ন্যায় مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হবে। আর ফে'লের এ আমলটি تميز হিসেবে হবে। উদাহরণ স্বরূপ كم এর تميز হওয়ার যোগ্য হলে مفعول به টি উল্লিখিত ফে'লের مفعول به হবে। যদি তার মধ্যে مفعول مطلق হওয়ার যোগ্যতা থাকে তাহলে كم টি উক্ত فعل এর مفعول مطلق হবে। وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ যথা–

ক. كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ এটা كم استفهاميه টি مفعول به হওয়ার উদাহরণ, এখানে كم হল مُمَيِّزْ আর رَجُلًا তার تميز মিলে ضَرَبْتَ ফে'লের مفعول به সুতরাং مَحَلًّا منصوب ، كم–মবনী হওয়ায় اعراب হয়নি।

খ. كَمْ غُلَامٍ مَلَكْتُ এটা كَمِ خَبَرِية এর مفعول به হওয়ার উদাহরণ, এখানেও مميز ، تميز মিলে ملكت ফে'লের مفعول به -এ হিসেবে مَحَلًّا مَنصوب হল। উভয় ফে'লের পরে ، যমীর মাফউল উল্লেখ থাকলে তখন যমীরটিই মাফউল হত। আর كم টি محلا منصوب না হয়ে বরং মুবতাদা হিসেবে محلا مرفوع হত।

গ. كَمْ ضَرْبَةً ضَرَبْتَ قوله ونحو এটা كم استفهامية টি مفعول مطلق হিসেবে محلّا منصوب হওয়ার উদাহরণ।

قوله مَصْدَرًا ঃ দ্বারা مفعول مطلق উদ্দেশ্য, এটি তারকীবে يَكُوْنُ فعل محذوف এর خبر – এভাবে উপরোল্লিখিত مفعول به ও অর্থাৎ ইবারতটি ছিল ـ ويكون كم فى هذين المثالين مصدرا

قوله وَكَمْ يَوْمًا سِرْتَ ঃ এটা كم استفهامية টা مفعول فيه হিসেবে محلا منصوب এর উদাহরণ এভাবে সামনের সকল উদাহরণে লক্ষ কর।

২. قوله وَمَرْفُوْعٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ الخ ঃ অর্থাৎ منصوب বা مجرور হওয়ার কোন আমিল না থাকলে كم استفهامية ও كم خبرية টা মুবতাদা হিসেবে مرفوع হবে। তবে শর্ত হল كم টি ظرف এর অর্থে না আসা। যথা– كَمْ رَجُلًا أَخُوْكَ এখানে كَمْ رَجُلًا – مميز ও تميز মিলে مبتدا আর أَخُوْكَ – مركب اضافى হয়ে كم এর খবর – حير رجلا ضربته এখানে كَمْ رَجُلًا মুবতাদা আর ضربته ـ جملة فعليه ـ হয়ে খবর।

★ ظرف না হওয়ার শর্ত এজন্য যে, ظرف না হলে كم এর উপর مبتدا হওয়ার সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়।

২. قوله وَخَبَرًا اِنْ كَانَ ظَرْفًا ঃ অর্থাৎ كَمْ ـ مُمَيِّزْ ও تميز মিলে যদি ظرف হয় তাহলে كم টি محلا مرفوع হবে خبر হিসেবে। যথা– كَمْ يَوْمًا سَفَرُكَ (كم استفهامية) ও وَكَمْ شَهْرٍ صَوْمِيْ (كم خبرية) এখানে كم يَوْمًا ও كَمْ شَهْرٍ হল خبر مقدم আর سَفَرُكَ ও صَوْمِيْ হল مبتدا مؤخر –

فَصْلٌ ـ اَلظُّرُوفُ الْمَبْنِيَّةُ عَلٰى اَقْسَامٍ : مِنْهَا مَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بِاَنْ حُذِفَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ كَقَبْلُ وَبَعْدُ وَفَوْقُ وَتَحْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ" اَىْ مِنْ قَبْلِ كُلِّ شَىْءٍ وَمِنْ بَعْدِ كُلِّ شَىْءٍ هٰذَا اِذَا كَانَ الْمَحْذُوفُ مَنْوِيًّا لِلْمُتَكَلِّمِ وَاِلَّا لَكَانَتْ مُعْرَبَةً وَعَلٰى هٰذَا قُرِئَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَتُسَمّٰى الْغَايَاتِ ـ

পরিচ্ছেদ–৮ ঃ ظُرُوفِ مَبْنِيَّةْ

অনুবাদ ॥ ظُرُوفِ مَبْنِيَّةْ -এর প্রকারভেদ ঃ (প্রথম প্রকার) ظروفِ مَبْنِيَّةْ কয়েক প্রকার। যথা– (১) مضاف اليه -কে বিলুপ্ত করে যাকে اضافة হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। যেমন– قَبْلُ، بَعْدُ، فَوْقُ ও تَحْتُ -মহান আল্লাহ বলেন– لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ كُلِّ شَىْءٍ وَمِنْ بَعْدِ كُلِّ شَيْءٍ

এটা ঐ সময় (মবনী হবে) যখন مضاف টি বিলুপ্ত হয়ে তা বক্তার নিয়তে (مَحْذُوف مَنْوِىْ) হয়ে থাকবে, নচেৎ তা মু'রাব হবে। এ সময় আয়াতটি এভাবে পঠিত হবে لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ এ প্রকার ظرف – কে (অর্থাৎ যাকে اضافة হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে) غَايَاتٌ নামে অভিহিত করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلظُّرُوْفُ الْمَبْنِيَّةُ الخ ঃ অর্থাৎ যে সব ظرف মবনী তা কয়েক ভাগে বিভক্ত, ১. لازِمُ الْإِضَافَتْ হয়ে তার مضاف اليه উহ্য থাকে। এমন কতিপয় ظرف মবনী। যেমন– بَعْدُ ، وقَبْلُ এগুলোর সামঞ্জস্যশীল আরো কতিপয় ظرف যেমন– دُوْنَ ، اَمَام ، اَسْفَل ، وَرَاء،خَلْف ، فَوْقُ ، تَحْتُ ، شِمَال ، يَمِيْن . যথা– কুরআন মজীদে ব্যবহৃত لِلّٰهِ الْاَمْرُمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ– এটা মূলতঃ مِنْ قَبْلِ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ بَعْدِ كُلِّ شَيْءٍ. ছিল।

قوله وَهٰذَا اِذَا كَانَ الخ ঃ অর্থাৎ এগুলো ঐ সময় মবনী হবে যখন উহ্য مضاف اليه টি বক্তার অন্তরে (নিয়্যতে) বিদ্যমান থাকবে।

قوله وَاِلَّا لَكَانَتْ مُعْرَبَةً ঃ অর্থাৎ (ক) এগুলোর مضاف اليه নিয়্যতে বিদ্যমান না থাকলে তথা আদৌ না থাকলে বা (খ) উল্লেখ থাকলে معرب হবে। এ কারণে উপরোক্ত আয়াতকে কোন কোন ক্বারী لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ তানভীনসহ معرب পড়েছেন। مضاف اليه উল্লেখ থাকলে معرب হওয়ার উদাহরণ যেমন– جِئْتُ قَبْلَ زَيْدٍ وَبَعْدَ عَمْرٍو ও فَسَاغَ لِى الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا * اَكَادُ اَغُصُّ بِالْمَاءِ الْفُرَاتِ ـ ইত্যাদি।

★ এসকল ظرف মবনী হওয়ার কারণ হল حرف اضافت লুকিয়ে রাখা ও مضاف اليه তথা حرف এর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার দিক দিয়ে حرف এর সাথে مشابه রাখা।

আর পেশের উপর মবনী এজন্য যে, এর مضاف اليه যা حذف করা হয়েছে পেশ কঠিন হওয়ার দ্বারা তার কিছুটা جَبْرِ نُقْصَان তথা ক্ষতিপূরণ হবে।

قوله وَتُسَمّٰى الْغَايَاتِ الخ ঃ অর্থাৎ যে সব ظرف এর مضاف اليه উহ্য থাকে সেগুলোকে غَايَاتٌ বলে, কারণ غَايَةٌ অর্থ প্রান্ত, শেষ সীমা। আর مضاف اليه হল বাক্যের শেষ প্রান্ত, সুতরাং مضاف اليه বিলুপ্ত হওয়ায় ظرف গুলোই শেষ প্রান্তে পরিণত হয়েছে।

وَمِنْهَا حَيْثُ بُنِيَتْ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْغَايَاتِ لِمُلَازَمَتِهَا الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ فِي الْأَكْثَرِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ" وَقَدْ يُضَافُ إِلَى الْمُفْرَدِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ (مِصْرَعٌ) أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعًا أَيْ مَكَانَ سُهَيْلٍ، فَحَيْثُ هٰذَا بِمَعْنَى مَكَانٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يُضَافَ إِلَى جُمْلَةٍ نَحْوُ اِجْلِسْ حَيْثُ يَجْلِسُ زَيْدٌ ـ

অনুবাদ ॥ (২) দ্বিতীয় প্রকার হলো حَيْثُ -এর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যের প্রতি مضاف হওয়া অপরিহার্য, এ কারণে একে غَايَات এর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে মবনী করা হয়েছে। (যেমন–) মহান আল্লাহর বাণী– سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (আমি ওদেরকে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, ওরা বুঝতেও পারবে না।)

কোন কোন সময় حَيْثُ শব্দটি مفرد এর দিকে مضاف হয়ে থাকে। যেমন– কবির উক্তি أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعًا (তুমি কি সুহায়েল তারকার স্থান দেখনি? এ অবস্থায় যে, তা উদয় হচ্ছে) অর্থাৎ مَكَانَ سُهَيْلٍ এখানে حَيْثُ শব্দটি مَكَانٌ বা স্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর জন্য শর্ত হলো বাক্যের প্রতি مضاف হওয়। যেমন– اِجْلِسْ حَيْثُ يَجْلِسُ زَيْدٌ (তুমি ঐ স্থানে বস যে স্থানে যায়েদ বসে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ وَمِنْهَا حَيْثُ ঃ অর্থাৎ ظُروفِ مَبْنِيَة হতে আরেকটি হল حَيْثُ এটাও পেশের উপর মবনী হয়। অধিকাংশ নাহভীর মতে এটা مَكَانٌ (স্থান) বুঝায়। তবে أَخْفَشْ رح এর মতে ظرفِ زَمَانٌ ও مكان উভয় বুঝায়। এটাও غَايَة তথা قَبْلُ، بَعْدُ এর সাথে مُشَابَه রাখার কারণে مَبْنِي- কেননা এটাও অর্থের দিক দিয়ে جمله এর প্রতি মুযাফ হয়। যেমন– اِجْلِسْ حَيْثُ زَيْدٌ جَالِسٌ অর্থাৎ اِجْلِسْ مَكَانَ جُلُوْسِ زَيْدٍ আর যা جمله এর প্রতি মুযাফ হয় প্রকৃত অর্থে তা বাক্যের অন্তর্নিহিত মাসদারের প্রতি মুযাফ হয়। সুতরাং مضاف اليه মাহযূফ হওয়ার দিক দিয়ে এটি غَايَات এর সাথে مُشَابَه হয়ে গেল। অতএব এটি পেশের উপর মবনী হবে।

قَوْلُهُ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ الخ ঃ এ আয়াতে حَيْثُ টি لَا يَعْلَمُونَ বাক্যের প্রতি মুযাফ হয়েছে।

قوله وَقَدْ يُضَافُ الخ : حَيْثُ কখনো مفرد এর দিকেও মুযাফ ও যথা– শে'র :

أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعًا * نَجْمٌ يُضِيءُ كَالشِّهَابِ سَاطِعًا ـ

سُهَيْل একটি তারকার নাম, شِهَاب অগ্নি কুণ্ডলী, سَاطِعًا উঁচু, শে'রটির অর্থ– তুমি কি সুহায়ল নক্ষত্রের উদয়াচল লক্ষ করনি? উহা হল একটি নক্ষত্র যা অগ্নি কুণ্ডলীর ন্যায় প্রজ্জলিত। এখানে حَيْثُ শব্দটি مفرد- سُهَيْل শব্দের প্রতি মুযাফ হয়েছে।

قوله وَشَرْطُهُ أَنْ يُضَافَ الخ ঃ অর্থাৎ حَيْثُ এর অধিকাংশ ব্যবহার ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, حَيْثُ অধিকন্তু جمله এর প্রতি মুযাফ হয় চাই তা اسميه হৌক বা فعليه – আর এ শর্তটি এ জন্যে যে, এটি এমন স্থান বুঝানোর জন্য গঠিত যার মধ্যে বাক্যের সম্বন্ধ কায়েম হয়েছে। অতএব তার অর্থের নির্দিষ্টতার জন্য বাক্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে যেভাবে موصول ، صِلَه এর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

وَمِنْهَا إِذَا وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلَ وإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي صَارَ مُسْتَقْبِلًا نَحْوُ "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ" وَفِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ وَيَجُوزُ اَنْ تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ نَحْوُ اٰتِيكَ إِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ وَالْمُخْتَارُ الْفِعْلِيَّةُ نَحْوُ اٰتِيكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْتَكُونُ لِلْمُفَاجَاتِ فَيُخْتَارُ بَعْدَهَا الْمُبْتَدأُ نَحْوُ خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ وَمِنْهَا إِذْ وَهِيَ لِلْمَاضِي وَتَقَعُ بَعْدَ الْجُمْلَتَانِ الْاِسْمِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ نَحْوُ جِئْتُكَ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ ـ

অনুবাদ ॥ (৩) তৃতীয় প্রকার হচ্ছে إِذَا – এটা ভবিষ্যতকালের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ماضى -এর পূর্বে আসলে তা مُسْتقبل-এর অর্থে পরিণত হয়ে যায়। যেমন– إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ (যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে), إذا এর মধ্যে শর্তের অর্থ রয়েছে। إذا শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হলে এর পরে جملةُ اسمية হওয়া বৈধ। যেমন– اٰتِيكَ إِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ (আমি তোমার নিকট তখন আসব যখন সূর্য উদয় হবে), إِذَا কখনো مُفَاجَاتٌ (আকস্মিক) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় তার পরে মুবতাদা হওয়াই উত্তম। যেমন– خَرَجْتُ فَإِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ (আমি বের হলাম হঠাৎ একটি হিংস্র প্রাণী দণ্ডায়মান দেখলাম।)

(৪) চতুর্থ প্রকার হচ্ছে إِذْ -এটা مَاضِي এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এর পরে جملةُ اسميه ও جمله فعلية যে কোনটি ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন– جِئْتُكَ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَمِنْهَا إِذَا الخ ঃ আরেকটি হল إِذَا -এর মধ্যে শর্তের অর্থ থাকে এজন্য حروف شرط এর সাথে مشابه হওয়ার কারণে এটি মবনী। আর শর্তের অর্থের কারণেই এর পরে جملةُ فعليه আনা পছন্দনীয় তবে মৌলিকভাবে শর্তের জন্য গঠিত নয় বিধায় এর পরে جملةُ اسميه ও আসতে পারে। যেমন– اٰتِيكَ إِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ এ সময় إِذَا এর মধ্যে শর্তের থাকবে না।

قوله وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُفَاجَاةِ : مُفَاجَاةٌ ـ فُجَائَةٌ হতে বাবে مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার আকস্মিকভাবে কোনবস্তু হরণ করা বা পাওয়া। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন কিছু ঘটা বুঝায়। এ সময় এরপর إِذَا شَرْطِيَّه ও مُفَاجَاتِيَة হওয়া পছন্দনীয় যাতে উভয়ের এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন– خَرَجْتُ فَإِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ আমি বের হলাম হঠাৎ একটি বাঘ দাঁড়ান পেলাম। অবশ্য إِذَا مُفَاجَاتِيَة এরপর جمله فعلية ও হতে পারে। যথা [illegible] الرِّيحُ فَإِذَا يَمُوجُ الْبَحْرُ

★ উল্লেখ্য যে, إِذَا مُفَاجَاتِيَة এর শুরুতে অধিকাংশ সময় فاء এসে উহ্য শর্তের জবাব বা عطف বুঝায়।

قوله إِذْ وَهِيَ لِلْمَاضِي الخ ঃ ظروف مبنيه এর আরেকটি হল إذ এর ব্যবহারিক নিয়ম নিম্নরূপ–

إِذْ ماضى এর পূর্বে আসে এমনকি مضارع এর পূর্বে আসলেও তাকে ماضى এর অর্থে পরিণত করে ; হয়– فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ –তবে مضارع এর অর্থেও কখনো ব্যবহৃত হয়। যথা– اَتَيْتُ إِذْ يَقُومُ زَيْدٌ

২. إذ এর পরে جمله اسميه ও جمله فعلية উভয় হতে পারে।

★ **ফায়েদা** ঃ إِذَا ,إِذْ গঠনপ্রকৃতির ক্ষেত্রে حرف যথা إن ইত্যাদির সাথে مشابه রাখে বিধায় মবনী ব. إِذْ খুব কমক্ষেত্রে مُفَاجَاتٌ এর জন্য আসে। যথা– خَرَجْتُ فَإِذْ زَيْدٌ قَائِمٌ

وَمِنْهَا اَيْنَ وَاَنّٰى لِلْمَكَانِ بِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ نَحْوُ اَيْنَ تَمْشِيْ وَاَنّٰى تَقْعُدُ وَبِمَعْنَى الشَّرْطِ نَحْوُ اَيْنَ تَجْلِسْ اَجْلِسْ وَاَنّٰى تَقُمْ اَقُمْ وَمِنْهَا مَتٰى لِلزَّمَانِ شَرْطًا اَوْاِسْتِفْهَامًا نَحْوُ مَتٰى تَصُمْ اَصُمْ وَمَتٰى تُسَافِرُ اُسَافِرُ وَمِنْهَا كَيْفَ لِلْاِسْتِفْهَامِ حَالًا نَحْوُكَيْفَ اَنْتَ اَيْ فِيْ اَيِّ حَالٍ اَنْتَ وَمِنْهَا اَيَّانَ لِلزَّمَانِ اِسْتِفْهَامًا نَحْوُ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ـ

অনুবাদ ॥ (৫) পঞ্চম প্রকার হচ্ছে اَيْنَ ও اَنّٰى -এ দুটি স্থানের ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَيْنَ تَمْشِيْ (তুমি কোথায় চলছ?) ও اَنّٰى تَقْعُدُ (তুমি কোথায় বসবে?) এ শব্দ দু'টি শর্তের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَيْنَ تَجْلِسْ اَجْلِسْ (তুমি যেথায় বসবে আমিও সেথায় বসব) ও اَنّٰى تَقُمْ اَقُمْ (তুমি যেথায় দাঁড়াবে আমিও সেথায় দাঁড়াব।)

(৬) ষষ্ঠ প্রকার হচ্ছে مَتٰى–এটা কালের ক্ষেত্রে শর্ত বা اِسْتِفْهَام (প্রশ্নবোধক) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَتٰى تَصُمْ اَصُمْ (তুমি যখন রোযা রাখবে আমিও তখন রোযা রাখব) ও مَتٰى تُسَافِرُ (তুমি কখন ভ্রমণ করবে?)

(৭) সপ্তম প্রকার হচ্ছে كَيْفَ -এটি অবস্থা জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– كَيْفَ اَنْتَ অর্থাৎ فِيْ اَيِّ حَالٍ اَنْتَ (তুমি কোন্ অবস্থায় আছ?)

(৮) অষ্টম প্রকার হচ্ছে اَيَّانَ –এটা কালের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنُ (প্রতিদানদিবস বা কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে?)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَمِنْهَا اَيْنَ وَاَنّٰى ঃ اَيْنَ (কোথায়) اَنّٰى (যেথায়) এ দুটিও ظُرُوف مَبْنِيَّةٌ এর অন্তর্ভুক্ত। এ দুটি شرط ও استفهام উভয় অর্থ বুঝায়, আর এ কারণেই উভয়টি مبنى –

قوله لِلْمَكَانِ ঃ এটি مبتدائے محذوف এর خبر অর্থাৎ هُمَا كَائِنَانِ لِلْمَكَانِ এর সিফত, আর– بِمَعْنَى الشَّرْطِ ও الْاِسْتِفْهَامِ হল حَال –

★ اَيْنَ শব্দটি اِسْتِفْهَام এর অর্থে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে কোথায়, আর شرط এর জন্য হলে অর্থ হবে যেথায়।

★ اَنّٰى সাধারণত كَيْفَ (কিরূপে, যেরূপে) অর্থে আসে। যেমন– فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ অর্থাৎ كَيْفَ شِئْتُمْ (তোমরা যেভাবে চাও নারীদের থেকে তোমাদের ফসল উৎপন্ন কর।)

قَوْلُهُ كَيْفَ لِلْاِسْتِفْهَامِ حَالًا ঃ كَيْفَ টা حَال استفهام তথা কোন বস্তুর অবস্থা বা গুণ জিজ্ঞাসার জন্য আসে।

★ উল্লেখ্য যে, اَيْنَ ، مَتٰى ، كَيْفَ ، اَيَّانَ ইত্যাদি সকল ظرف এর মধ্যে استفهام বা شرط এর অর্থ থাকায় মবনী হয়।

★ اَيَّانَ শব্দটি প্রসিদ্ধ মতে হামযা ও নূনে যবর সহকারে। যথা– اَيَّانَ তবে যের সহকারে اِيَّانَ ব্যবহৃত হয়।

وَمِنْهَا مُذْ وَ مُنْذُ بِمَعْنَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ إِنْ صَلُحَ جَوَابًا لِمَتَى نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ أَوْمُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ مَتَى مَا رَأَيْتَ زَيْدًا اى أَوَّلُ مُدَّةِ إِنْقِطَاعِ رُؤْيَتِي إِيَّاهُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَبِمَعْنَى جَمِيعِ الْمُدَّةِ إِنْ صَلُحَ جَوَابًا لِكَمْ نَحْوُ مَارَأَيْتُهُ مُذْ أَوْ مُنْذُ يَوْمَانِ فِي جَوابِ مَنْ قَالَ كَمْ مُدَّةُ مَا رَايتَ زَيْدًا اىْ جَمِيعُ مُدَّةِ مارايتُهُ يومانِ ومنها لَدى ولَدُنْ بِمَعْنَى عندَ نحوُ اَلْمَالُ لَدَيْكَ، وَالْفرقُ بينَهُما اَنَّ عِنْدَ لاَيُشْتَرطُ فِيهِ الْحُضورُ وَيُشْتَرَطُ ذٰلكِ فِي لَدٰى ولَدُنْ وجاءَ فيهِ لُغاتٌ اُخَرُ لَدْنِ ولُدْنِ ولَدِنْ ولَدُ ولُدْ ولَدْ وَمِنْهَا قَطُّ لِلْمَاضِي الْمَنفِيِّ نَحْوُمَارَأَيْتُهُ قَطُّ

অনুবাদ ॥ (৯) নবম প্রকার হচ্ছে مُذْ ও مُنْذُ এ দু'টি যদি مَتٰى দ্বারা কৃত প্রশ্নের সঠিক জবাব হওয়ার যোগ্যতা রাখে তবে أَوَّلِ مُدَّتُ তথা সময়ের সূচনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কেউ প্রশ্ন করল مَتٰى مَا رَأَيْتَ زَيْدًا (তুমি কখন হতে যায়েদকে দেখনি?) এর উত্তরে বলা হলো مَا رَأَيْتُهُ مُذْ اَوْ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ। (আমি যায়েদকে জুমআর দিন হতে দেখিনি) অর্থাৎ তার সাথে আমার সাক্ষাত শেষ হওয়ার প্রথম সময় হল শুক্রবার। আর যদি كم দ্বারা কৃতপ্রশ্নের উত্তর হওয়ার যোগ্যতা রাখে তবে তা جَمِيعِ مُدَّت তথা সম্পূর্ণ সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কেউ প্রশ্ন করল– كَمْ مُدَّةٌ مَارَأَيْتَ زَيْدًا(তুমি কত দিন যাবৎ যায়েদকে দেখনি?) এর উত্তরে বলা হলো مَارَأَيْتُهُ مُذْ اَوْ مُنْذُ يَوْمَانِ (আমি দু'দিন যাবৎ তাকে দেখিনি) অর্থাৎ তাকে না দেখার পূর্ণ সময় হল দু'দিন।

(১০) দশম প্রকার হচ্ছে لَدٰى ও لَدُنْ যা عِنْدَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَلْمَالُ لَدَيْكَ (মাল তোমার নিকট)। তবে এদুটোর মধ্যে পার্থক্য এই যে, عِنْدَ শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বস্তুটি উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। আর لَدٰى ও لَدُنْ শব্দদ্বয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বস্তুটি উপস্থিত থাকা শর্ত। لَدٰى ও لَدُنْ -এর মধ্যে আরো কয়েকটি পঠন নিয়ম রয়েছে। যেমন– لَدْنِ، لُدْنِ، لَدَنْ، لَدِنْ، لَدُ، لُدْ، لَدْ

(১১) একাদশ প্রকার হচ্ছে قَطُّ -এটা না বোধক অতীতকালীন ক্রিয়ার (তাকীদের) জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ (আমি তাকে কখনও দেখিনি।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ مُذْ وَمُنْذُ ক. এ দুটো তার পূর্ববর্তী ফে'লের শুরু সময় বুঝায় যখন তা مَتٰى এর জবাবে আসার যোগ্য হয়। যথা– مَارَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ আমি একে দুদিন থেকে দেখিনি অর্থাৎ তাকে আমার না দেখার শুরু সময় হল শুক্রবার।

খ. كَمْ এর জবাবে আসার যোগ্য হলে তখন পূর্ণ সময় বুঝায় যথা কেউ প্রশ্ন করল– كَمْ مُدَّةً مَارَأَيْتَ زَيْدًا এর জবাবে مَارَأَيْتُهُ مُذْ اَوْ مُنْذُ يَوْمَانِ আমি দু'দিন যাবৎ তাকে দেখিনি, অর্থাৎ না দেখার পূর্ণ সময় হল দু'দিন।

★ لَدٰى وَلَدُنْ ইত্যাদির মধ্যে কোন কোনটি قلت بناء তথা বর্ণ কম হওয়ায় حرف এর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে মবনী। আর কিছু এগুলোর সাথে অর্থে ও ব্যবহারে মিল থাকায় মবনী।

★ قَوْلُهُ قَطُّ ঃ ماضى منفى এর মধ্যে اِسْتِغْرَاقْ তথা পূর্ণ অতীতকালকে অর্থের মধ্যে বেষ্টন করে নেয়ার ফায়েদা দেয়, এটা দু'ধরনে পড়া যায়। ক. قاف এর উপর যবর ও طاء এর উপর তাশদীদসহ পেশ। খ. قاف এর উপর যবর ও طاء এর উপর জযম সহকারে যথা– قَطْ এটাও قِلَّتِ بناء এর কারণে মবনী।

وَمِنْهَا عَوْضُ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِي نَحْوُ لَا أَضْرِبُهُ عَوْضُ - وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيْفَ الظُّرُوْفُ إِلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إِلَى إِذْ جَازَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى "هٰذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ" وَكَيَوْمَئِذٍ وَحِيْنَئِذٍ وَكَذٰلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَعَ مَا وَأَنْ وَأَنَّ تَقُوْلُ ضَرَبْتُهُ مِثْلَ مَاضَرَبَ زَيْدٌ وَغَيْرَ أَنْ ضَرَبَ زَيْدٌ وَمِنْهَا أَمْسِ بِالْكَسْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ-

---

অনুবাদ ॥ (১২) দ্বাদশ প্রকাশ হচ্ছে عَوْضُ – এটা নাবোধক ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়ার (তাকীদের) জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– لَا أَضْرِبُهُ عَوْضُ (আমি তাকে কখনও প্রহার করব না।) জেনে রাখ যে, মবনী নয় এমন যরফকে যখন কোন বাক্যের দিকে অথবা إذ শব্দের দিকে اضافت (সম্বন্ধ) করা হয় তখন তার জন্য فتح -এর উপর মবনী হওয়া বৈধ। যেমন– আল্লাহর বাণী هٰذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ (এটা সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা কাজে আসবে।) যেমন– حِيْنَئِذٍ ও يَوْمَئِذٍ– অনুরূপভাবে مِثْلُ ও غَيْرُ শব্দদ্বয় যখন مَا – أَنْ ও أَنَّ -এর সাথে ব্যবহৃত হয় তখন তার জন্য فتح-এর উপর মবনী হওয়া বৈধ। যেমন– তুমি বলবে ضَرَبْتُهُ مِثْلَ مَاضَرَبَ زَيْدٌ এবং ضَرَبْتُهُ غَيْرَ أَنْ ضَرَبَ زَيْدٌ

(১৩) ত্রয়োদশ ও সর্বশেষ প্রকার হচ্ছে أَمْسِ (গতকল্য।) হেজাযবাসীদের মতে এর س টি যেরযুক্ত হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ★ عَوْضُ এটা নাবাচক مُسْتَقْبِلِ مَنْفِي এর إِسْتِغْرَاقْ বুঝায় (অর্থাৎ নাবাচক অর্থে ভবিষ্যৎকালকে বেষ্টন করে নেয়। যথা– لَا اضربُهُ عَوْضُ (আমি কখনো তাকে মারব না)। এর مضاف اليه টা محذوف مَنْوِى (উহ্য ও নিয়তের মধ্যে) থাকার কারণে মবনী।

قوله وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا الخ ঃ যে সব ظرف মবনী নয় তাকে جمله বা إذ এর প্রতি اضافت করলে তখন উক্ত ظرف টি মবনী হয়ে যায়, কেননা جمله টা মুফাসসাল গ্রন্থকারের মতে مبنى اصل – যেমন هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ এর মধ্যে يَوْم হল ظرف - مضاف আর يَنْفَعُ الخ - جملهٔ فعليه হয়ে مضاف اليه এ কারণে يوم টা مبنى হয়েছে। يَوْمَئِذٍ এটা মূলত يَوْمُ إِذَا كَانَ كَذَا ছিল ও حِيْنَئِذٍ মূলতঃ حِيْنَ إِذْ كَانَ كَذَا ছিল। এগুলো إذ এর মাধ্যমে كَانَ كَذَا বাক্যের প্রতি মুযাফ হওয়ায় মবনী হয়েছে। তবে মবনী হওয়াটা আবশ্যিক নয়। সুতরাং معرب ও হতে পারে। কারণ এটা মূলত ইসম, কেবল مبنى এর দিকে মুযাফ হওয়ায় মবনী হয়েছে। এ ধরনের শব্দ মবনী হওয়াটা আবশ্যিক হয় না।

★ قوله وَكَذَا لِكَ مِثْلُ الخ ঃ এভাবে مثل، غير শব্দ দুটি مائے مَصْدَرِية ، أن ناصبة ও أَنَّ এর কোনটির সাথে مُضاف হয়ে ব্যবহৃত হলে এগুলোকে فتحه এর উপর مبنى পড়া জায়েয।

★ أَمْسِ (গতকাল) হিজাযীগণের মতে সীনে যের সহকারে মবনী, কারো কারো মতে معرب ও معرفه তবে এর পরে الف لام যুক্ত হলে বা نكره বানালে তখন সবার মতে معرب যেমন– مَضَى الْأَمْسُ الْمُبَارَكُ ، كُلُّ غَدٍ صَارَ أَمْسًا - مَضَى أَمْسُنَا প্রভৃতি।

التمرين (অনুশীলনী)

১. اسم مبنى এর পরিচয় দাও, উহা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।

২. موصول ও صلة এর পরিচয় দাও, اسماء موصوله কয়টি ও কি কি? বিধান ও উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩. المركبات এর পরিচয় দাও, مركبات দ্বারা কোন কোন مركب উদ্দেশ্য এবং তার হুকুম কি উদাহরণসহ লিখ।

৪. كنايات এর সংজ্ঞা লিখ। كم خبرية ও كم استفهامية এর تميز এর বিধান কি এবং كم তারকীবে محل এর দিক দিয়ে কি কি হতে পারে উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

وَالْخَاتِمَةُ فِيْ سَائِرِ أَحْكَامِ الْإِسْمِ وَلَوَاحِقِهِ غَيْرَ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَفِيْهَا فُصُوْلٌ ـ

فَصْلٌ ـ اِعْلَمْ أَنَّ الْإِسْمَ عَلٰى قِسْمَيْنِ مَعْرِفَةٌ وَنَكِرَةٌ اَلْمَعْرِفَةُ إِسْمٌ وُضِعَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَهِيَ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ اَلْمُضْمَرَاتُ وَالْأَعْلَامُ وَالْمُبْهَمَاتُ أَعْنِيْ أَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ وَالْمَوْصُوْلَاتِ وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ وَالْمُضَافُ إِلٰى أَحَدِهَا إِضَافَةً مَعْنَوِيَّةً وَالْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ وَالْعَلَمُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَايَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ بِوَضْعٍ وَاحِدٍ وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ اَلْمُضْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ نَحْوُ أَنَا وَنَحْنُ ثُمَّ الْمُخَاطَبُ نَحْوُ أَنْتَ ثُمَّ الْغَائِبُ نَحْوُ هُوَ ثُمَّ الْعَلَمُ ثُمَّ الْمُبْهَمَاتُ ثُمَّ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ ثُمَّ الْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ وَالْمُضَافُ فِيْ قُوَّةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ ـ

اَلْخَاتِمَةُ – পরিশিষ্ট

অনুবাদ ॥ পরিশিষ্টটি মু'রাব ও মবনী ব্যতীত ইসম ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবশিষ্ট বিধান সম্বন্ধে। এতে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ–১ ঃ مَعْرِفَهْ ও نَكِرَهْ

জ্ঞাতব্য ঃ اِسْم দু'প্রকার। যথা (১) مَعْرِفَهْ (নির্দিষ্ট)। (২) نَكِرَهْ (অনিদির্ষ্ট)।

مَعْرِفَةٌ-এর সংজ্ঞা ঃ مَعْرِفَهْ ঐ ইসমকে বলে যাকে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে।

مَعْرِفَةٌ-এর প্রকারভেদ ঃ মা'রেফা ছয় প্রকার। যথা– (১) مُضْمَرَاتٌ (২) اَعْلَامٌ, (৩) مُبْهَمَاتٌ অর্থাৎ اَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ ও اَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَاتِ, (৪) مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ (৫) উল্লেখিত চার বিষয়ের যে কোন একটির দিকে إِضَافَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ দ্বারা مُضَاف শব্দ, (৬) مُعَرَّفٌ بِالنِّدَاءِ (হরফে নেদাযোগে মা'রেফা), (৭) عَلَمٌ বা এমন নামবাচক বিশেষ্য যাকে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে যা একই গঠনে উক্ত বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে না। মা'রেফসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মা'রেফা হলো مُتَكَلِّمْ এর যমীর। যেমন– اَنَا ও نَحْنُ অতঃপর مُخَاطَبْ এর যমীর। যেমন– اَنْتَ, তৎপর غَائِبْ এর যমীর; যেমন– هُوَ – তারপর عَلَمْ যেমন– زَيْد – অতঃপর مُبْهَمَاتٌ (যেমন هٰذَا ও اَلَّذِيْ) -এর পর مُعَرَّفْ بِاللَّامِ যেমন– اَلرَّجُلُ সর্বশেষ مُعَرَّفْ بِالنِّدَاءِ (যেমন– يَارَجُلُ) – মা'রেফা হওয়ার ব্যাপারে মুযাফের শক্তি মুযাফ ইলাইহের ন্যায়।

نَكِرَةٌ এর সংজ্ঞা ঃ نَكِرَهْ এমন ইসমকে বলে যাকে কোন অনির্দিষ্ট বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন– رَجُلٌ ও فَرَسٌ –

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ سَائِرِ ঃ سَائِر শব্দটি سُؤْرٌ (ঝুটা) হতে গঠিত। অর্থ অবশিষ্ট غَيْرَ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ হল اَلْأَحْكَامِ এর সিফত।

قوله مَعْرِفَةٌ وَنَكِرَةٌ الخ ঃ مَعْرِفَة যেহেতু মূল লক্ষ ও অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে এ জন্য মুসান্নিফ র. এটিকে আগে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ হিসেবে معرفه এর আলোচনা مَبْنِي ، مُنْصَرِف، غير مُنْصَرِف ইত্যাদির ও আগে আনা উচিৎ ছিল। তবে مَعْرِفَه এর পরিচয় ইত্যাদি পূর্বের আলোচনা সমূহের উপর مَوْقُوف বিধায় সেগুলোকে আগে আনা হয়েছে।

قوله اَلْمَعْرِفَةُ اِسْمٌ الخ ঃ شَيْئٍ مُعَيَّنٍ এর قَيْد দ্বারা نَكِرَه বের হয়ে গেল।

★ উল্লেখ্য যে, সংজ্ঞায় وضع দ্বারা وَضْعِ كُلِّيْ ও وَضْعِ جُزْئِيْ উভয় শামিল। অর্থাৎ নির্দিষ্ট হওয়াটা عَام (ব্যাপকতা সম্পন্ন) যেমন- ক. নির্দিষ্ট ব্যক্তি হতে পারে যথা- زيد খ. অথবা مَعْهُوْدِ خَارِجِيْ (হতেপারে) যথা اَنْتَ ، اَنَا ، اَلرَّجُلُ প্রভৃতি। গ. নির্দিষ্ট جنس (জাতি) হতে পারে। যথা- اُسَامَةٌ এক জাতীয় সিংহের নাম।

قوله وَالْمُبْهَمَاتُ وَهِيَ سِتَّةٌ الخ : مُبْهَمَاتٌ - اِبْهَامْ (অস্পষ্ট রাখা) থেকে গৃহীত اَسْمَاءِ اِشَارَة ও اَسْمَائِے مَوْصُوْلَة কে একত্রে مُبْهَمَاتٌ বলে। কারণ اِشَارَه টি اِشَارَهُ حِسِّيَّةٌ (বাহ্যিক ইঙ্গিত করা) ছাড়া শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট থাকে। এভাবে اسمِ مَوْصُوْل ও صِلَة ছাড়া অস্পষ্ট থাকে।

قوله بِاللَّامِ ঃ لام টি কয়েকে ধরনের হতে পারে। (ক) عَهْدِ ذِهْنِيْ যথা اُدْخُلِ السُّوْقَ (খ) عَهْدِ خَارِجِيْ যথা- كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ (গ) جنس যথা- اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْاَةِ ঘ. اِسْتِغْرَاقِيْ যথা- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ (এ সকল لام) معرفه এর ফায়েদা দিবে।

قوله وَالْمُضَافُ اِلٰى الخ ঃ অর্থাৎ উপরোক্ত ৫ প্রকারের কোন একটির দিকে اسمِ نكره টা مضاف হলে সেটি معرفة ও হয়ে যায়।

قوله اِضَافَتٍ مَعْنُوِيَّةٍ ঃ এর দ্বারা اِضَافَتِ لَفْظِيَّة বের হয়ে গেল। কারণ اِضَافَةِ لَفْظِيْ এর দ্বারা মুযাফটি معرفة হয় না।

قوله وَالْعَلَمُ مَاوُضِعَ الخ ঃ علم এমন ইসমকে বলে যাকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে এবং একইবার গঠনের দ্বারা অন্য কাউকে শামিল করে না।

সংজ্ঞায় مَاوُضِعَ হল جِنْس - সমস্ত معرفة এতে শামিল রয়েছে, لَايَتَنَاوَلُ غَيْرَهٗ হল فصل-এর দ্বারা عَلَمٌ ছাড়া সব খারিজ হয়ে গেছে।

قوله بِوَضْعٍ وَاحِدٍ ঃ এর দ্বারা একটি প্রশ্ন নিরসন উদ্দেশ্য যে, زيد ، عمر ইত্যাদি একই নামের বহু মানুষ আছে। সুতরাং নির্দিষ্ট ব্যক্তি হল কিরূপে? মুসান্নিফ র. এর উত্তর দিচ্ছেন যে, যদিও একই নামের একাধিক মানুষ আছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে নাম রাখা হয়েছে। একই গঠনের মধ্যে তখন অন্য কেউ তাতে শরীক ছিল না। সুতরাং নির্দিষ্টতায় কোন অসুবিধে নেই।

قوله اَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الخ ঃ জমহুরের মতে পর্যায়ক্রমে সর্বাধিক নির্দিষ্ট হল ১. ضمير متكلم اَنَا نَحْنُ কেননা এতে শ্রোতার জন্য اِلْتِبَاسٌ তথা অন্য কারো সাথে মিশে যাওয়ার ভয় নেই। এরপর ضَمِيْرِ خِطَابْ যথা- اَنْتَ ، اَنْتُمَا، اَنْتُمْ এতে اِلْتِبَاس এর সামান্য সম্ভাবনা থাকে। ৩. ضمير غائب যথা- هُوَ ، هُمَا ، هُمْ ইত্যাদি ৪. علم (নাম) ৫. اسمِ اشاره ও اسم موصول ৬. مُعَرَّفْ بِاللَّامِ ৭. مُعَرَّفْ بِالنِّدَاء ও ৮. مُضَافْ بِاِضَافَتِ مَعْنُوِيْ

قوله والمضاف فى قوة الخ ঃ অর্থাৎ মুযাফ اسم টি معرفه হওয়ার ক্ষেত্রে مضاف اليه এর ন্যায়। সুতরাং مُضَافْ اِلَيْه টা যে পর্যায়ের معرفه, مضاف টি ও সে পর্যায়ের معرفه গণ্য হয়।

قوله وَالنَّكِرَةُ مَاوُضِعَ الخ ঃ এর মধ্যে وَمَا وُضِعَ لِشَيْئٍ হল جنس আর غَيْرِ مُعَيَّنٍ হল فَصْل এর দ্বারা معرفه বের হয়ে গেল।

★ <u>ফায়েদা</u> ঃ نَكِرَة এর আলামত হল- ১. الف لام যুক্ত হওয়ার যোগ্য হওয়া। ২. শুরুতে رب আসা ৩. كم خبريه আসা, ৪. حال হওয়া ৫. تميز হওয়া ৬. لَابِمَعْنٰى لَيْسَ এর اسم হওয়া ৭. جُمْلَه বা شِبْهِ جُمْلَةٌ হওয়া এক কথায় مُعْرِفه এর আলামত মুক্ত হওয়া।

فَصْلٌ - أَسْمَاءُ الْعَدَدِ مَا وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلٰى كَمِّيَّةِ آحَادِ الْأَشْيَاءِ وَأُصُولُ الْعَدَدِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ إِلٰى عَشَرَةٍ وَمِائَةٌ وَأَلْفٌ وَاسْتِعْمَالُهُ مِنْ وَاحِدٍ اِلٰى اِثْنَيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ أَعْنِي لِلْمُذَكَّرِ بِدُونِ التَّاءِ وَلِلْمُؤَنَّثِ بِالتَّاءِ تَقُولُ فِي رَجُلٍ وَاحِدٌ وَفِي رَجُلَيْنِ اِثْنَانِ وَفِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٌ وَفِي امْرَأَتَيْنِ اِثْنَتَانِ وَثِنْتَانِ وَمِنْ ثَلٰثَةٍ اِلٰى عَشَرَةٍ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ أَعْنِي لِلْمُذَكَّرِ بِالتَّاءِ تَقُولُ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ اِلٰى عَشَرَةِ رِجَالٍ وَلِلْمُؤَنَّثِ بِدُونِهَا تَقُولُ ثَلٰثُ نِسْوَةٍ اِلٰى عَشْرِ نِسْوَةٍ وَبَعْدَ الْعَشَرَةِ تَقُولُ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلًا اِلٰى تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَإِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَاثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً وَثَلٰثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً اِلٰى تِسْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً - وَبَعْدَ ذٰلِكَ تَقُولُ عِشْرُونَ رَجُلًا وَعِشْرُونَ امْرَأَةً بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ اِلٰى تِسْعِينَ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَأَحَدٌ وَّعِشْرُونَ رَجُلًا وَإِحْدٰى وَّعِشْرُونَ امْرَأَةً وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَاثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً وَّثَلٰثَةٌ وَّعِشْرُونَ رَجُلًا وَثَلٰثٌ وَّعِشْرُونَ امْرَأَةً اِلٰى تِسْعَةٍ وَّتِسْعِينَ رَجُلًا وَتِسْعٍ وَّتِسْعِينَ امْرَأَةً

পরিচ্ছেদ– ২ ঃ أَسْمَاءُ عَدَدْ

অনুবাদ ॥ أَسْمَاءِ عَدَدْ-এর সংজ্ঞা ঃ أَسْمَاءِ عَدَدْ ঐ সকল ইসমকে বলে যা বস্তুসমূহের একক সংখ্যার পরিমাণ বুঝানোর জন্য গঠিত। মৌলিক সংখ্যা হল ১২টি– وَاحِدٌ হ'তে عَشَرَةٌ পর্যন্ত এবং مِائَةٌ (শত) ও أَلْفٌ (হাজার) সংখ্যাদ্বয়।

أَسْمَاءُ عَدَدْ-এর ব্যবহার পদ্ধতি ঃ أَسْمَاءِ عَدَدْ এর ব্যবহার পদ্ধতি এই যে, (ক) وَاحِدٌ হতে اِثْنَيْنِ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ مذكر -এর জন্য تاء ব্যতীত এবং مؤنث -এর জন্য تاء সহ, যেমন– একজন পুরুষের বেলায় বলবে واحد এবং দু'জন পুরুষের বেলায় বলবে اثنان-একজন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে বলবে واحدة এবং দু'জন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে বলবে اِثْنَانِ ও ثِنْتَانِ - আর (খ) ثَلٰثَةٌ হতে عشرة পর্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার হল নিয়মের বিপরীত। অর্থাৎ পুংলিঙ্গের জন্য تاء সহ, যেমন– ثلثة رِجَالٍ হতে عَشَرَةُ رِجَالٍ পর্যন্ত এভাবেই বলবে। আর স্ত্রীলিঙ্গের জন্য تاء ছাড়া, যেমন– ثَلٰثُ نِسْوَةٍ হতে عَشْرُ نِسْوَةٍ পর্যন্ত এভাবেই বলবে। (গ) عشرة -এরপর বলবে (مذكر এর ক্ষেত্রে)– أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا - اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - ثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلًا - এভাবে تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا পর্যন্ত এবং (مُؤَنَّث এর ক্ষেত্রে) إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً – اِثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً– ثَلٰثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً -এভাবে تِسْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً পর্যন্ত।

(ঘ) তারপর مذكر ও مونث এর ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য না করে বলবে عِشْرُونَ رَجُلًا ও عِشْرُونَ امْرَأَةً - এভাবে تِسْعِينَ رَجُلًا ও تِسْعِينَ امْرَأَةً পর্যন্ত এরূপ এবং أَحَدٌ وَّعِشْرُونَ رَجُلًا - إِحْدٰى وَّعِشْرُونَ امْرَأَةً - اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا - اِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً - ثَلٰثَةٌ وَّعِشْرُونَ رَجُلًا - ثَلٰثٌ وَّعِشْرُونَ امْرَأَةً এভাবে تِسْعَةٌ وَّتِسْعِينَ رَجُلًا এবং تِسْعٌ وَّتِسْعِينَ امْرَأَةً-

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْعَدَدُ ঃ عَدَدْ অর্থ সংখ্যা। উভয় دال তাশদীদযুক্ত হলে অর্থ হয় গণনা করা, পরিসংখ্যন করা, তখন বাবে نَصَرَ হতে ব্যবহৃত হয়। যথা– اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ -পরিভাষায় যে, اِسْم বস্তুর একক পরিমাণ বুঝানোর জন্য গঠিত তাকে اِسْم عَدَدْ বলে।

ثُمَّ تَقُوْلُ مِائَةُ رَجُلٍ وَمِائَةُ امْرَأَةٍ وَاَلْفُ رَجُلٍ وَاَلْفُ اِمْرَأَةٍ وَمِائَتَا رَجُلٍ وَمِائَتَا اِمْرَأَةٍ وَاَلْفَا رَجُلٍ وَاَلْفَا اِمْرَأَةٍ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ - فَاِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْاَلْفِ يُسْتَعْمَلُ عَلٰى قِيَاسِ مَاعَرَفْتَ وَيُقَدَّمُ الْاَلْفُ عَلَى الْمِائَةِ وَالْمِائَةُ عَلَى الْاَحَادِ وَالْاَحَادُ عَلَى الْعَشَرَاتِ تَقُوْلُ عِنْدِيْ اَلْفٌ وَّمِائَةٌ وَّ اَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ رَجُلًا وَاَلْفَانِ وَمِائَتَانِ وَاِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا وَثَلٰثُ مِائَةٍ وَّاِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً وَاَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَّتِسْعُ مِائَةٍ وَّخَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اِمْرَأَةً وَعَلَيْكَ بِالْقِيَاسِ -

অনুবাদ ॥ (ঙ) অতঃপর বলবে– مِائَةُ رَجُلٍ - مِائَةُ اِمْرَأَةٍ - اَلْفُ رَجُلٍ - اَلْفُ اِمْرَأَةٍ - مِائَتَا رَجُلٍ - مِائَتَا اِمْرَأَةٍ - اَلْفَارَجُلٍ - اَلْفَا اِمْرَأَةٍ - পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ছাড়া। (চ) আর যখন সংখ্যা مِائَةٌ ও اَلْفٌ-এর উপরে যাবে তখন পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। আর اَلْفٌ কে مِائَةٌ -এর ও مِائَةٌ -কে এককসমূহের এবং এককসমূহকে দশকসমূহের পূর্বে আনতে হবে। যেমন তুমি বলবে– عِنْدِيْ اَلْفٌ وَّ مِائَةٌ وَّاَحَدٌ وَّ عِشْرُوْنَ رَجُلًا - আর اَلْفَانِ وَمِائَتَانِ وَاِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَّ تِسْعُ مِائَةٍ وَّ خَمْسٌ وَّ اَرْبَعُوْنَ اِمْرَأَةً - ثَلٰثُمِائَةٍ وَّاِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً অন্যান্য সংখ্যাগুলোতে এ নিয়মই অনুসরণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ★ উল্লেখ্য যে, সংখ্যাকে عَدَدٌ ও যার পরিসংখ্যান তথা গণনা করা হয় তাকে مَعْدُوْدٌ বা تَمِيْزٌ বলে। معدود এর ব্যতিক্রমে عَدَدٌ শব্দের লিঙ্গের পরিবর্তন হয়। নিম্নে ছকের সাহায্যে উদাহরণসহ মৌলিক বিধানগুলো উল্লেখ করা হল–

ক্রম:		ধারা	عدد (সংখ্যা)	معدود (গণিত বস্তু)	পুং উদাহরণ
১	১-২	عَلَى الْقِيَاسِ	مذكر مؤنث	مذكر مؤنث	رَجُلٌ وَاحِدٌ اِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ
২.	৩-১০	خِلَافِ قِيَاسِ	مؤنث مذكر	مذكر مؤنث	ثَلٰثَةُ رِجَالٍ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
৩.	১১-১২	عَلَى الْقِيَاسِ	مذكر مؤنث	مذكر مؤنث	اَحَدَ عَشَرَرَجُلًا اِحْدٰى عَشْرَةَ اِمْرَأَةً
৪.	১৩-১৯	خِلَافِ قِيَاسُ	১ম অংশ مؤنث ১ম অংশ مذكر	مذكر مؤنث	ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ اِمْرَأَةً
৫.	২০-৯০	দশমিক সংখ্যাতে	পুং স্ত্রীঃ পার্থক্য নেই	مذكر	عِشْرُوْنَ رَجُلًا/اِمْرَأَةً
৬.	২১-২২	عَلَى الْقِيَاسُ	مذكر مؤنث	مذكر مؤنث	اَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ رَجُلًا اِحْدٰى وَّعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً
৭.	২৩-২৯ ৯৩-৯৯	خِلَافِ قِيَاسُ	১মটি مؤنث ১মটি مذكر	مذكر مؤنث	ثَلَاثَةٌ وَّعِشْرُوْنَ رَجُلًا ثَلَاثٌ وَّعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً
৮.	১০০-১০০০	(اَلْفٌ) ও مِائَةٌ	بِـلَافَرْقٍ পার্থক্য নেই	مذكر مؤنث	مِائَةُ رَجُلٍ وَمِائَةُ اِمْرَأَةٍ اَلْفُ رَجُلٍ وَاَلْفُ اِمْرَأَةٍ

আগে হাজার তার পরে শত, তারপর একক, শেষে দশমিক সংখ্যা হবে এবং ১১–১৯ ছাড়া অবশিষ্ট সকল সংখ্যা যুক্ত হলে واو عَاطِفَه দ্বারা যুক্ত হবে। যথা– ১, ১, ২১ জন পুরুষের ক্ষেত্রে اَلْفٌ وَّمِائَةٌ وَّاَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ رَجُلًا ১, ১, ২১জন স্ত্রীর ক্ষেত্রে اَلْفٌ وَمِائَةٌ وَّاَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً -

وَاعْلَمْ اَنَّ الْوَاحِدَ وَالْاِثْنَيْنِ لَامُمَيِّزَ لَهُمَا لِاَنَّ لَفْظَ الْمُمَيِّزِ يُغْنِيْ عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِيْهِمَا تَقُوْلُ عِنْدِيْ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ وَاَمَّا سَائِرُ الْاَعْدَادِ فَلَابُدَّ لَهَا مِنْ مُمَيِّزٍ فَتَقُوْلُ مُمَيِّزُ الثَّلٰثَةِ اِلَى الْعَشَرَةِ مَخْفُوْضٌ مَجْمُوْعٌ تَقُوْلُ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ وَثَلٰثُ نِسْوَةٍ اِلَّا اِذَا كَانَ الْمُمَيِّزُ لَفْظَ الْمِائَةِ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ مَخْفُوْضًا مُفْرَدًا تَقُوْلُ ثَلٰثُ مِائَةٍ وَّتِسْعُ مِائَةٍ وَالْقِيَاسُ ثَلٰثُ مِئَاتٍ اَوْمِئِيْنَ وَمُمَيِّزُ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ مَنْصُوْبٌ مُفْرَدٌ تَقُوْلُ اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَاِحْدٰى عَشْرَةَ اِمْرَاَةً وَتِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ رَجُلًا وَتِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ اِمْرَاَةً وَمُمَيِّزُ مِائَةٍ وَاَلْفٍ وَتَثْنِيَتِهِمَا وَجَمْعُ الْاَلْفِ مَخْفُوْضٌ مُفْرَدٌ تَقُوْلُ مِائَةُ رَجُلٍ وَمِائَةُ اِمْرَاَةٍ وَاَلْفُ رَجُلٍ وَاَلْفُ اِمْرَاَةٍ وَمِائَتَا رَجُلٍ وَمِائَتَا اِمْرَاَةٍ وَاَلْفَا رَجُلٍ وَاَلْفَا اِمْرَاَةٍ وَثَلٰثَةُ اٰلَافِ رَجُلٍ وَثَلٰثُ اٰلَافِ اِمْرَاَةٍ وَقِسْ عَلٰى هٰذَا ـ

অনুবাদ ॥ জ্ঞাতব্য ঃ (مُمَيِّزُ এর ব্যবহার বিধি) (ক) وَاحِدٌ ও اِثْنَيْنِ এর কোন مُمَيِّز নেই। কেননা مُمَيِّزْ এর শব্দটি এ দু'সংখ্যার মধ্যে সংখ্যার উল্লেখ করাকে নিষ্প্রয়োজনীয় করে দেয়। যেমন তুমি বলবে, عِنْدِىْ رَجُلٌ বা عِنْدِىْ رَجُلَانِ (খ) তবে অন্যান্য সমুদয় সংখ্যার বেলায় مُمَيِّزْ উল্লেখ করা প্রয়োজন। অতএব ثَلٰثَةٌ হতে عَشَرَةٌ পর্যন্ত সংখ্যার مُمَيِّزْ বহুবচন ও যেরবিশিষ্ট হবে। যেমন– তুমি বলবে– ثَلٰثُ رِجَالٍ . ثَلٰثُ نِسْوَةٍ কিন্তু تَمِيْز শব্দটি যখন مِائَةٌ হবে তখন তা একবচন ও যেরবিশিষ্ট হবে। যেমন– তুমি বলবে, ثَلٰثُ مِائَةٍ – تِسْعُ مِائَةٍ তবে নিয়ম অনুযায়ী مِاٰتٍ বা مِئِيْن হওয়া উচিত ছিল। (গ) আর اَحَدَ عَشَرَ হ'তে تِسْعَةٌ وَّ تِسْعِيْنَ পর্যন্ত সংখ্যার مُمَيِّزْ একবচন ও যবরবিশিষ্ট হবে। যেমন– তুমি বলবে اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا – اِحْدٰى عَشْرَةَ اِمْرَاَةً আর تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ رَجُلًا – تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ اِمْرَاَةً ইত্যাদি। (ঘ) مِائَةٌ ও اَلْفٌ এদুটোর দ্বি-বচন ও اَلْفٌ-এর বহুবচনের مميز একবচন ও যেরবিশিষ্ট হবে। যেমন– তুমি বলবে– مِائَةُ رَجُلٍ – مِائَةُ اِمْرَاَةٍ – اَلْفُ رَجُلٍ – اَلْفُ اِمْرَاَةٍ – مِائَتَا رَجُلٍ – مِائَتَا اِمْرَاَةٍ – اَلْفَا رَجُلٍ – اَلْفَا اِمْرَاَةٍ – ثَلٰثَةُ اٰلَافِ رَجُلٍ – ثَلٰثُ اٰلَافِ اِمْرَاَةٍ অবশিষ্টগুলোকে এর উপর অনুমান কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّ الْوَاحِدَ الخ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ র. مَعْدُوْد তথা تَمِيْز এর ব্যবহার বিধি বর্ণনা করেছেন। عدد এর ন্যায় تميز এর বিভিন্ন বিধান রয়েছে। যথা–

(১) ১ ও ২ তথা وَاحِدٌ ও اِثْنَانِ এবং وَاحِدَةٌ ও اِثْنَتَانِ এর কোন تَمِيْز ব্যবহৃত হয় না। বরং মূল শব্দটি এক বচন দ্বিবচন আনার দ্বারা সংখ্যা বুঝা যায়। সুতরাং وَاحِدٌ رَجُلٌ ، اِثْنَانِ رَجُلَانِ ব্যবহৃত হয় না। تَمِيْز শব্দটিই মাদ্দার দিক দিয়ে جِنْس ও ছীগা (গঠন গত দিক দিয়ে সংখ্যা) বুঝায়।

উল্লেখ্য যে, رَجُلٌ وَاحِدٌ ও نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ এ ধরনের ব্যবহারটি তাকীদ স্বরূপ মাত্র। تميز হিসেবে নয়।

(২) ৩ – ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর تميز (مِائَةٌ ছাড়া) جمع ও مجرور হয়, কারণ تميز টি عدد এর مضاف اليه হয়। আর جمع হয় এ জন্য যে, ثَلٰثَةٌ থেকে مائة এ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বহুবচন বুঝায়।

(৩) مِائَةٌ শব্দের تميز টি নিয়মের বিপরীত সব সময় مفرد ও مجرور হয়।

قِيَاس তথা নীতি অনুযায়ী এসব সংখ্যার تميز টি جمع مؤنث سالم হলে مأت ও جمع مذكر سالم হলে مِئِيْنَ হত।

(৪) ১১ – ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর تميز টি مفرد ও منصوب হয়। منصوب এ কারণে যে, এসব ক্ষেত্রে اضافت নির্দিষ্ট।

আর مفرد এজন্য যে, تميز এর ক্ষেত্রে مفرد হওয়াই নিয়ম (اصل) উপরন্তু এর দ্বারা جنس এর বর্ণনাও হয়ে যায়। অতএব বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মূল থেকে পরিবর্তন উচিত নয়।

قوله مِائَةٌ وَأَلْفٌ(৫) ঃ এ দুটোর تثنيه ও أَلْفٌ এর جمع এর تميز যথাক্রমে مِائَتَانِ - أَلْفَانِ ও أُلُوْفٌ এর تميز টি مفرد ও مجرور হয়।

مفرد হিসেবে جِنْس সুতরাং ব্যাপক সংখ্যাগুলো যে, কারণে এ مفرد আর কারণে,এর اضافت হয় مجرور আনর উপর আরবগণ ক্ষান্ত করেন।

★ উল্লেখ্য যে, مِائَةٌ শব্দকে তার تميز এর সাথে বহুবচন ব্যবহারের কোন প্রচলন নেই। একারণে جمعهما না বলে جمع الالف বলা হয়েছে। সুতরাং ثَلَاثَةُ اٰلَافٍ বলা হয় কিন্তু ثَلٰثَةُ مِائَتَيْنَ বলা হয় না। বরং ثَلَاثُ مِائَةٍ বলা হয়।

اَلرَّقْمُ	اَعْدَادُ الْمُذَكَّرِ	اَلتَّمْيِيْزُ اَلْمُذَكَّرُ	اَلرَّقْمُ	اَعْدَادُ الْمُؤَنَّثِ	اَلتَّمْيِيْزُ اَلْمُؤَنَّثُ
١	أَحَدٌ		١	إِحْدٰى	
٢	اِثْنَانِ		٢	اِثْنَتَانِ	
٣	ثَلٰثَةٌ	رِجَالٍ	٣	ثَلٰثٌ	نِسَاءٍ
٤	أَرْبَعَةٌ	رِجَالٍ	٤	أَرْبَعٌ	نِسَاءٍ
٥	خَمْسَةٌ	رِجَالٍ	٥	خَمْسٌ	نِسَاءٍ
٦	سِتَّةٌ	رِجَالٍ	٦	سِتٌّ	نِسَاءٍ
٧	سَبْعَةٌ	رِجَالٍ	٧	سَبْعٌ	نِسَاءٍ
٨	ثَمَانِيَةٌ	رِجَالٍ	٨	ثَمَانٍ	نِسَاءٍ
٩	تِسْعَةٌ	رِجَالٍ	٩	تِسْعٌ	نِسَاءٍ
١٠	عَشْرٌ	رِجَالٍ	١٠	عَشَرَةٌ	نِسَاءٍ
١١	أَحَدَ عَشَرَ	رَجُلًا	١١	إِحْدٰى عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
١٢	اِثْنَا عَشَرَ	رَجُلًا	١٢	اِثْنَتَا عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
١٣	ثَلٰثَةَ عَشَرَ	رَجُلًا	١٣	ثَلٰثَ عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
١٤	أَرْبَعَةَ عَشَرَ	رَجُلًا	١٤	أَرْبَعَ عَشْرَةَ	امرأة
١٥	خَمْسَةَ عَشَرَ	رَجُلًا	١٥	خَمْسَ عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
١٦	سِتَّةَ عَشَرَ	رَجُلًا	١٦	سِتَّ عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
١٧	سَبْعَةَ عَشَرَ	رَجُلًا	١٧	سَبْعَ عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
١٨	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ	رَجُلًا	١٨	ثَمَانِيَ عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
١٩	تِسْعَةَ عَشَرَ	رَجُلًا	١٩	تِسْعَ عَشْرَةَ	اِمْرَأَةً
٢٠	عِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٠	عِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢١	أَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢١	إِحْدٰى وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً

اَلرَّقْمُ	اَعْدَادُ الْمُذَكَّرِ	اَلتَّمْيِيْزُ اَلْمُذَكَّرُ	الرقم	اَعْدَادُ الْمُؤَنَّثِ	اَلتَّمْيِيْزُ اَلْمُؤَنَّثُ
٢٢	اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٢	اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢٣	ثَلٰثَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٣	ثَلٰثٌ وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢٤	أَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٤	أَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢٥	خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٥	خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢٦	سِتَّةٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٦	سِتٌّ وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢٧	سَبْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٧	سَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢٨	ثَمَانِيَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٨	ثَمَانٌ وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٢٩	تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	رَجُلًا	٢٩	تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٠	ثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٠	ثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣١	أَحَدٌ وَّثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣١	إِحْدٰى وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٢	اِثْنَانِ وَّثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٢	اِثْنَتَانِ وَثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٣	ثَلٰثَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٣	ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٤	أَرْبَعَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٤	أَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٥	خَمْسَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٥	خَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٦	سِتَّةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٦	سِتٌّ وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٧	سَبْعَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٧	سَبْعٌ وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٨	ثَمَانِيَةٌ وَّثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٨	ثَمَانٌ وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٣٩	تِسْعَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ	رَجُلًا	٣٩	تِسْعٌ وَّثَلٰثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤٠	أَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٠	أَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤١	أَحَدٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤١	احدى واربعون	اِمْرَأَةً
٤٢	اِثْنَانِ وَّأَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٢	اِثْنَتَانِ وَّأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً

اَلرَّقْمُ	اَعْدَادُ الْمُذَكَّرِ	اَلتَّمْيِيْزُ الْمُذَكَّرُ	اَلرَّقْمُ	اَعْدَادُ الْمُؤَنَّثِ	اَلتَّمْيِيْزُ الْمُؤَنَّثُ
٤٣	ثَلٰثَةٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٣	ثَلٰثٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤٤	أَرْبَعَةٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٤	ااَرْبَعُ وَّأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤٥	خَمْسَةٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٥	خَمْسٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤٦	سِتَّةٌ وَّ أَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٦	سِتٌّ وَأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤٧	سَبْعَةٌ وَّ أَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٧	سَبْعٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤٨	ثَمَانِيَةٌ وَّ أَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٨	ثَمَانٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٤٩	تِسْعَةٌ وَّ أَرْبَعُوْنَ	رَجُلًا	٤٩	تِسْعٌ وَّأَرْبَعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٠	خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٠	خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥١	أَحَدٌ وَّ خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥١	إِحْدٰى وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٢	إِثْنَانِ وَّخَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٢	إِثْنَتَانِ وَّخَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٣	ثَلٰثَةٌ وَّ خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٣	ثَلٰثٌ وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٤	أَرْبَعَةٌ وَّخَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٤	أَرْبَعٌ وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٥	خَمْسَةٌ وَّ خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٥	خَمْسٌ وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٦	سِتَّةٌ وَّ خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٦	سِتٌّ وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٧	سَبْعَةٌ وَّ خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٧	سَبْعٌ وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٨	ثَمَانِيَةٌ وَّ خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٨	ثَمَانٌ وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٥٩	تِسْعَةٌ وَّ خَمْسُوْنَ	رَجُلًا	٥٩	تِسْعٌ وَّ خَمْسُوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٠	سِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٠	سِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦١	أَحَدٌ وَّ سِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦١	إِحْدٰى وَّ سِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٢	إِثْنَانِ وَ سِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٢	إِثْنَتَانِ وَ سِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٣	ثَلٰثَةٌ وَّ سِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٣	ثَلٰثٌ وَّ سِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٤	أَرْبَعَةٌ وَّ سِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٤	أَرْبَعٌ وَّ سِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٥	خَمْسَةٌ وَّ سِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٥	خَمْسٌ وَّ سِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٦	سِتَّةٌ وَّسِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٦	سِتٌّ وَّ سِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٧	سَبْعَةٌ وَّسِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٧	سَبْعٌ وَّسِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٨	ثَمَانِيَةٌ وَّسِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٨	ثَمَانٌ وَّسِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٦٩	تِسْعَةٌ وَّسِتُّوْنَ	رَجُلًا	٦٩	تِسْعٌ وَّسِتُّوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٠	سَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٠	سَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧١	أَحَدٌ وَّ سَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧١	إِحْدٰى وَّسَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً

اَلرَّقْمُ	اَعْدَادُ الْمُذَكَّرِ	اَلتَّمْيِيْزُ الْمُذَكَّرُ	اَلرَّقْمُ	اَعْدَادُ الْمُؤَنَّثِ	اَلتَّمْيِيْزُ الْمُؤَنَّثُ
٧٢	إِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٢	إِثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٣	ثَلٰثَةٌ وَّ سَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٣	ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٤	أَرْبَعَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٤	أَرْبَعٌ وَّسَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٥	خَمْسَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٥	خَمْسٌ وَّ سَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٦	سِتَّةٌ وَّسَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٦	سِتٌّ وَّ سَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٧	سَبْعَةٌ وَّ سَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٧	سَبْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٨	ثَمَانِيَةٌ وَّ سَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٨	ثَمَانٌ وَّ سَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٧٩	تِسْعَةٌ وَّ سَبْعُوْنَ	رَجُلًا	٧٩	تِسْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٠	ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٠	ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩١	أَحَدٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨١	إِحْدٰى وَ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٢	إِثْنَانِ وَ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٢	إِثْنَتَانِ وَ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٣	ثَلٰثَةٌ وَّثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٣	ثَلٰثٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٤	أَرْبَعَةٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٤	أَرْبَعٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٥	خَمْسَةٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٥	خَمْسٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٦	سِتَّةٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٦	سِتٌّ وَّ ثَلَاثُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٦	سَبْعَةٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٦	سَبْعٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٨	ثَمَانِيَةٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٨	ثَمَانٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٨٩	تِسْعَةٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	رَجُلًا	٨٩	تِسْعٌ وَّ ثَمَانُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٠	تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٠	تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩١	أَحَدٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩١	إِحْدٰى وَّ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٢	إِثْنَانِ وَ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٢	إِثْنَتَانِ وَ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٣	ثَلٰثَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٣	ثَلٰثٌ وَّ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٤	أَرْبَعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٤	أَرْبَعٌ وَّ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٥	خَمْسَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٥	خَمْسٌ وَّ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٦	سِتَّةٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٦	سِتٌّ وَّ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٧	سَبْعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٧	سَبْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٨	ثَمَانِيَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٨	ثَمَانٌ وَ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
٩٩	تِسْعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ	رَجُلًا	٩٩	تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ	اِمْرَأَةً
١٠٠	مِائَةٌ	رَجُلٍ	١٠٠	مِائَةٌ	اِمْرَأَةٍ

فَصْلٌ ـ اَلْاِسْمُ اِمَّا مُذَكَّرٌ وَاِمَّا مُؤَنَّثٌ فَالْمُؤَنَّثُ مَافِيْهِ عَلَامَةُ التَّانِيْثِ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَالْمُذَكَّرُ مَابِخِلَافِهِ وَعَلَامَةُ التَّانِيْثِ ثَلٰثَةٌ : اَلتَّاءُ كَطَلْحَةَ وَالْاَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ كَحُبْلٰى وَالْاَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ كَحَمْرَاءَ وَالْمُقَدَّرَةُ اِنَّمَا هُوَ التَّاءُ فَقَطْ كَاَرْضٌ وَدَارٌ بِدَلِيْلِ اُرَيْضَةٍ وَدُوَيْرَةٍ

পরিচ্ছেদ– ৩ : مؤنث ও مذكر

অনুবাদ॥ লিঙ্গভেদে ইসম দু'প্রকার। যথা (ক) مذكر, (খ) مؤنث

সংজ্ঞা : যার মধ্যে مُؤَنَّث এর আলামত থাকে তাকে مُؤَنَّثٌ বলে চাই তা প্রকাশ্য হৌক বা উহ্য। আর যা مؤنث -এর বিপরীত হয় তা-ই مذكر (পুংলিঙ্গ)।

عَلَامَتِ تَانِيْث : عَلَامَتِ تَانِيْث তিনটি। (১) تاء যেমন– طَلْحَةٌ (২) اَلِفِ مَقْصُوْرَة যেমন– حُبْلٰى (৩) اَلِفِ مَمْدُوْدَة যেমন– حَمْرَاءُ, উহ্য আলামত শুধু ة যেমন– اَرْضٌ ও دَارٌ এ শব্দ দু'টির মধ্যে একটি উহ্য ة রয়েছে। তার প্রমাণ এই যে, এ দুটোর তাসগীর যথাক্রমে اُرَيْضَةٌ ও دُوَيْرَةٌ আসে–

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله اِمَّا مُذَكَّرٌ وَاِمَّا مُؤَنَّثٌ : مُذَكَّر (পুংলিঙ্গ) خلقة (সৃষ্টিগত) ও رُتْبَةٌ মর্যাদাগত উভয় দিকে দিয়ে مؤنث এর উপরে। এ কারণে مذكر কে আগে আনা হয়েছে। তবে সামনে فالمؤنث দ্বারা مؤنث এর আলামত আগে বর্ণনা করা হয়েছে اِخْتِصَار (সংক্ষিপ্ত) এর প্রতি লক্ষ করে। কারণ مؤنث ছাড়া অবশিষ্ট সবই مذكر – তাছাড়া مؤنث এর সংজ্ঞাটি وُجُوْدِى (আলামত বিদ্যমান থাকা) আর مذكر এর সংজ্ঞা হল عَدَمِى (আলামত না থাকা) আর وُجُوْدِى টা عَدَمِى এর উপর مقدم হয়।

قوله لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا : অর্থাৎ مؤنث এর আলামতটি প্রকাশ্য হতে পারে বা উহ্য ও থাকতে পারে।

★ ফায়েদা : (ক) عَلَامَتِ لَفْظِى দু'প্রকার– ১. حَقِيْقِى যথা فَاطِمَةٌ ২. حُكْمِى যথা– عَقْرَبٌ এর চতুর্থ হরফটি عَلَامَتِ تَانِيْث এর হুকুমে গণ্য হয়। এ কারণে চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের تصغير এর সময় তার تاء টি জাহির হয় না। কারণ এতে تائے لفظى ও تائے حقيقى একত্রে হয়ে যায়। আর এমনটা দোষণীয়।

قوله عَلَامَةُ التَّانِيْثِ ثَلٰثَةٌ : اَلتَّاءُ দ্বারা هَاءِ مُتَحَرِّكَةُ مَرْبُوْطَةُ তথা গোল تَ উদ্দেশ্য, ওয়াকফের সময় এটি هَا হয়ে যায়।

قوله اَلْاَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ : অর্থাৎ যে الف এর পরে হামযা আসে না। এর জন্য ৩টি শর্ত– ১, ৩ হরফের পরে হওয়া। যথা– حُبْلٰى – সুতরাং فَتٰى (যুবক) مؤنث নয় ২. الحاق এর জন্য না হওয়া ৩. زَائِدَةٌ না হওয়া। যেমন– صُغْرٰى –

قوله اَلْاَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ : অর্থাৎ যে আলিফের পরে هَمْزَةْ زَائِدَة থাকে যথা حَمْرَاءُ (লাল বর্ণের মহিলা)

★ ফায়েদা : (ক) মুসান্নিফ র. এর কেবল اَلتَّاءُ বলার দ্বারা কিছুসংখ্যক নাহভীদের মতের বিপরীত মতালম্বী হওয়া বুঝায়। কারণ তাদের মতে هَا ও تَ দুটি ভিন্ন ভিন্ন আলামত।

(খ) আল্লামা যমখশরী র. ذِىْ ও هٰذِى এর يَاءُ কে عَلَامَتِ تَانِيْث বলেন, মুসান্নিফ র. উক্ত মতের সাথে একমত না বিধায় তা উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত উক্ত শব্দগুলো مؤنث হওয়াটা ياء এর কারণে নয়, বরং গঠনগতভাবেই (صِيغى، وَصْفِى) مؤنث আলামতের কারণে নয়।

قوله وَالْمُقَدَّرَةُ اِنَّمَا هُوَ الخ : অর্থাৎ مؤنث এর আলামতগুলোর মধ্যে কেবল تاء টি উহ্য থাকে। আর تاء উহ্য আছে কিনা তার দলিল হল শব্দটির تصغير এর মধ্যে تاء আসা। যথা– دَارٌ، اَرْضٌ এগুলো مؤنث – কারণ এ দুটোর تَصْغِير আসে اُرَيْضَةٌ ও دُوَيْرَةٌ –

★ তবে চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের تصغير এর ক্ষেত্রে ة আসেনা। বরং চতুর্থ অক্ষরটিই ة এর হুকুমে শামিল। যেমন– عَقْرَبٌ، زَيْنَبٌ، سُعَادٌ প্রভৃতি।

ثُمَّ الْمُؤَنَّثُ عَلٰى قِسْمَيْنِ حَقِيْقِيٌّ وَهُوَمَا بِإِزَائِهٖ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ كَامْرَأَةٍ وَنَاقَةٍ وَلَفْظِيٌّ وَهُوَ مَابِخِلَافِهٖ كَظُلْمَةٍ وَعَيْنٍ وَقَدْ عَرَفْتَ اَحْكَامَ الْفِعْلِ اِذَا اُسْنِدَ اِلَى الْمُؤَنَّثِ فَلَا نُعِيْدُهَا

فَصْلٌ ـ اَلْمُثَنّٰى اِسْمٌ اُلْحِقَ بِاٰخِرِهٖ اَلِفٌ اَوْ يَاءٌ مَفْتُوْحٌ مَا قَبْلَهَا وَنُوْنٌ مَكْسُوْرَةٌ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ مَعَهٗ اٰخَرُ مِثْلُهٗ نَحْوُ رَجُلَانِ وَرَجُلَيْنِ وَهٰذَا فِى الصَّحِيْحِ وَاَمَّا الْمَقْصُوْرَةُ فَاِنْ كَانَتْ اَلِفُهٗ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ وَكَانَ ثُلَاثِيًّا رُدَّ اِلٰى اَصْلِهٖ كَعَصَوَانِ فِىْ عَصَا

অনুবাদ ॥ **مُؤَنَّثُ-এর প্রকারভেদ ঃ** অতঃপর مُؤَنَّثُ দু'প্রকার। (১) حَقِيْقِيٌ এটা ঐ مُؤَنَّث কে বলে যার বিপরীতে পুংলিঙ্গ প্রাণী থাকে। যেমন– اِمْرَأَةٌ (নারী) نَاقَةٌ (উষ্ট্রী) (এর বিপরীত رَجُلٌ (পুরুষ) ও جَمَلٌ উট) (২) لَفْظِيٌ এটা ঐ مُؤَنَّثُ কে বলে যা مُؤنثِ حَقِيْقِي -এর বিপরীত হয়। (অর্থাৎ যার বিপরীতে কোন প্রাণীবাচক পুংলিঙ্গ থাকে না তাকে مُؤنثِ لَفْظِي বলে)। যেমন– ظُلْمَةٌ (অন্ধকার) ও عَيْنٌ (চোখ) فعل কে যখন مُؤَنَّثُ এর সাথে সম্পর্কিত করা হয় তখন তার বিধান কি তা তোমরা পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছ। অতএব এখানে আমি তার পুনঃ উল্লেখ করছি না।

পরিচ্ছেদ - ৪ ঃ مُثَنّٰى (দ্বি-বচন)

مُثَنّٰى-এর সংজ্ঞা ও গঠন প্রণালী ঃ مُثَنّٰى ঐ ইসমকে বলে যার (একবচনের) শেষে اَلِفْ অথবা يَاءْ যুক্ত হয়ে পূর্বাক্ষর যবরবিশিষ্ট হয় এবং পরে একটি যের বিশিষ্ট ن হয়, যাতে বুঝা যায় যে, তার সাথে অনুরূপ আর একটি আছে। যেমন– رَجُلَانِ এবং رَجُلَيْنِ এ নিয়মটি শুধু صَحِيْح শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর اسمِ مَقْصُوْر -এর আলিফটি যদি واو থেকে পরিবর্তিত হয় এবং ইসমটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট হয় তবে দ্বি-বচন করার সময় তাকে তার মূলরূপে ফিরিয়ে নিতে হবে। যেমন– عَصَا-এর দ্বি-বচন عَصَوَانِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله ثُمَّ الْمُؤَنَّثُ عَلٰى قِسْمَيْنِ الخ ঃ مؤنث দু'প্রকার। ক. حَقِيْقِي খ. لَفْظِيٌ ক. حَقِيْقِي বলে যার বিপরীতে পুরুষ প্রাণী থাকে। চাই তাতে مؤنث এর যে কোন আলামত থাকুক না কেন। অপর কথায় خِلْقَةٌ ও حَقِيْقَةٌ যেটি مُؤَنَّث তাকে حَقِيْقِي বলা হয়।

★ মুসান্নিফ র. এর مِنَ الْحَيَوَانِ বলার দ্বারা نَخْلٌ এর نَخْلَةٌ – مؤنث এ জাতীয় উদ্ভিদ ও জড় বস্তুর مؤنث গুলো এর থেকে বের হয়ে গেল।

قوله وَلَفْظِيٌّ ঃ অর্থাৎ যার বিপরীতে পুরুষ প্রাণী না থাকে চাই তাতে প্রকাশ্য আলামত থাক যথা– ظُلْمَةٌ (অন্ধকার) বা উহ্য যথা– عَيْنٌ (শহর চোখ) এটি শাব্দিক দিক দিয়ে মুয়ান্নাছ বিধায় مُؤنَّثِ لَفْظِي বলে।

★ **ফায়েদা ঃ** عَلَامَتُ ছাড়াও কখনো কখনো কোন مؤنث গণ্য হয় এটা দু'প্রকার। ১. تَاوِيْلِيٌ ২. حُكْمِيٌ

১. تَاوِيْلِي বলে যা প্রকৃত مؤنث নয় তবে বালাগাতের প্রয়োজন সাপেক্ষে مذكر এর مُرَادِفْ শব্দকে مؤنث শব্দের দ্বারা তাবীল করা হয়। যথা–اَتَتْنِىْ كِتَابٌ اُسَرُّبِهَا এখানে بِهَا এর مرجع হল كِتَاب অথচ এটি مذكر – অতএব কথাটিকে ঠিক রাখার জন্য كتاب এর সমার্থবোধক শব্দ (مُرَادِفْ) رِسَالَةٌ দ্বারা তাবীল করা হয়।

২. حُكْمِىْ বলতে এমন مُذَكَّرٌ শব্দ বুঝায় যাকে مؤنث এর দিকে اضافت করার ফলে তাকেও مؤنث সাব্যস্ত করা হয়। যথা– وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيْدٌ এখানে كُلٌّ শব্দটি مذكر যা نَفْسٌ মুযাফ ইলায়হি মিলে جَاءَتْ এর ফায়েল হয়েছে। অথচ এটি مذكر কিন্তু مضاف إليه টি (نَفْسٌ) مُؤَنَّثٍ مَعْنُوِى এ হিসেবে كُلٌّ কেও مؤنث ধরে ফে'ল مؤنث আনা হয়েছে।

★ এভাবে مُقَسَّمْ তথা প্রকারভেদের মূলের প্রতি লক্ষ করে ও مؤنث ধরা হয়। যথা– اسم ، فعل ، حرف কেননা এসবের مُقَسَّمْ হল كَلِمَةٌ আর তাহলে مؤنث –

১. مُثَنّٰى এর সংখ্যাটি مَجْمُوْعٌ এর আগে ২. مُفْرَدْ এর নিটকবর্তী হওয়ায় এবং ৩. مُفْرَدْ এর গঠন সর্বদা অপরিবর্তিত থাকার কারণে মুসান্নিফ র. এর বর্ণনা আগে এনেছেন। يثنى ثنى বাবে ضرب হতে অর্থ দ্বিতীয় হওয়া, বাবে تَفْعِيْلُ থেকে অর্থ দ্বিগুণ হওয়া।

قوله اَلْمُثَنّٰى اِسْمٌ الخ ঃ এটা اسم এর দ্বিতীয় বিভক্তি ঃ প্রথমটি ছিল লিঙ্গ প্রসঙ্গে আর এটি হল বচন প্রসঙ্গে। বচনের দিক দিয়ে اسم তিন প্রকার اَفْرَادْ (একবচন) مُثَنّٰى (দ্বিবচন) ৩. مَجْمُوْعٌ (বহুবচন) মুসান্নিফ র. اَفْرَادْ এর কথা এ কারণে উল্লেখ করেননি যে, مُثَنّٰى ও مَجْمُوْعٌ ছাড়া অবশিষ্ট সব اَفْرَادْ তা বুঝা যাবে। এতে বর্ণনা সংক্ষিপ্তও হল।

★ **ফায়েদা** ঃ বর্ণিত সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা গেল যে, শেষে শুধু اَنْ বা يَنْ থাকাই مُثَنّٰى হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং ক. শব্দটির وَاحِد থাকতে হবে এবং খ. وَاحِد এর দ্বিগুণ অর্থ বুঝাতে হবে। সুতরাং كِلَا وَكِلْتَا এবং اِثْنَانِ، اِثْنَتَانِ এ জাতীয় শব্দ যদিও দুই বুঝায় কিন্তু তা مُثَنّٰى নয়। এভাবে عِمْرَانْ ، مَرْوَان، شَعْبَانْ ইত্যাদি শব্দ ও বের হয়ে যায়। কারণ এগুলো অর্থের দিক দিয়ে দ্বিগুণ বুঝায় না। তবে قَمَرَيْنِ (চন্দ্র, সূর্য) عُمَرَانِ (আবু বকর, উমর) ইত্যাদি تَغْلِيْبًا তথা প্রাধান্য দেয়ার নীতিতে مُثَنّٰى ধর্তব্য হবে।

قوله هٰذَا فِى الصَّحِيْحِ الخ ঃ অর্থাৎ মূল শব্দে পরিবর্তন না হয়ে শেষে ان বা ين দ্বারা مؤنث কেবল صحيح শব্দের মধ্যে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ র. এর এ বক্তব্যটি বুঝে আসে না। কারণ جَارِىْ مَجْرَ اِى صَحِيْح ও اِسْمِ مَنْقُوْصٍ يَائِىْ এর মধ্য ও এ নিয়মে تثنيه হয়। যথা– قَاضِيَانِ ও دَلْوَانِ ইত্যাদি।

قوله مِثْلُهٗ ঃ এর দ্বারা বিপরীত অর্থমুখী শব্দের تثنيه না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বুঝায়। যথা– قُرْءٌ অর্থ হায়েয ও তুহর। সুতরাং قُرْءَانِ অর্থ হায়েয ও তুহর বুঝাবে না। বরং দুই হায়েয বা দুই তুহর অর্থ হবে।

قوله مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ الخ ঃ এক্ষেত্রে واو টি حقيقى হতে পারে, যথা– عَصَا মূলত عَصَوٌ ছিল, অথবা حُكْمِى তথা মূল অজ্ঞাত উভয়টি শামিল।

قوله وَكَانَ ثُلَاثِيًّا ঃ এখানে ثُلَاثِىْ দ্বারা স্বাভাবিক তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক ثلاثى উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং رُبَاعِىْ ও ثُلَاثِىْ مُزِيْد বের হয়ে গেল।

قوله كَعَصَاوَانِ الخ এখানে مفرد এর মধ্যে যে, واو লুপ্ত ছিল তা জাহির হয়ে ان বা ين দ্বারা مُثَنّٰى হয়েছে।

★ رُبَاعِىْ এর مُثَنّٰى এর ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ياء জাহির হয় না। কারণ এতে কাঠিন্যতা সৃষ্টি হয়। যথা– مُعَلّٰى ও مُصْطَفٰى ইত্যাদি।

وَاِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ اَوْ وَاوٍ وَهُوَ اَكْثَرُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ اَوْلَيْسَتْ مُنْقَلِبَةً عَنْ شَيْءٍ تُقْلَبُ يَاءً كَرَحَيَانِ فِيْ رَحًى وَمُلْهَيَانِ فِيْ مُلْهًى وَحُبَارَيَانِ فِيْ حُبَارٰى وَحُبْلَيَانِ فِيْ حُبْلٰى - وَاَمَّا الْمَمْدُوْدُ فَاِنْ كَانَتْ هَمْزَتُهُ اَصْلِيَّةً تُثْبَتُ كَقُرَّاءَانِ فِيْ قُرَّاءٍ وَاِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيْثِ تُقْلَبُ وَاوًا كَحَمْرَاوَانِ فِيْ حَمْرَاءَ وَاِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ اَصْلٍ وَاوًا اَوْيَاءً جَازَفِيْهِ الْوَجْهَانِ كَكِسَاوَانِ وَكِسَاءَانِ وَيَجِبُ حَذْفُ نُوْنِهِ عِنْدَ الْاِضَافَةِ تَقُوْلُ جَاءَنِيْ غُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمَا مِصْرٍ -

---

অনুবাদ ॥ আর যদি الف টি ياء বা واو দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং শব্দটি তিনের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট হয় কিংবা কোন অক্ষরের পরিবর্তিত রূপ না হয়, তবে দ্বি-বচনের সময় الف কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। যেমন– رَحًى (চাক্কি) এর দ্বি-বচন رَحَيَانِ - مُلْهًى (নিমগ্নকৃত ব্যক্তি) -এর দ্বি-বচন مُلْهَيَانِ - حُبَارٰى (এক প্রকার পাখি) এর দ্বিবচন حُبَارَيَانِ এবং حُبْلٰى (গর্ভবতী) এর দ্বি-বচন حُبْلَيَانِ-

আর ইসমটি যদি ممدود (আলিফে মামদূদা বিশিষ্ট) হয় এবং তার হামযাটি মৌলিক হয় তবে হামযাটি বহাল থাকবে। যেমন– قُرَّاءٌ -এর দ্বি-বচন قُرَّاءَانِ – আর যদি হামযাটি স্ত্রীলিঙ্গের জন্য হয় তবে তা واو দ্বারা পরিবর্তিত হবে। যেমন–حَمْرَاءُ-এর দ্বি-বচন حَمْرَاوَانِ -তবে যদি তা واو বা ياء -এর পরিবর্তে আসে তাহলে হামযা বহাল রাখা বা واو দ্বারা পরিবর্তন করা উভয় বৈধ। যেমন– كِسَاوَانِ ও كِسَاءَانِ-

اِضَافَة -এর সময় দ্বি-বচনের ن বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। যেমন– তুমি বলবে جَاءَنِيْ غُلَامَا زَيْدٍ (যায়েদের দু'জন গোলাম আমার কাছে এসেছে) এবং جَاءَنِيْ مُسْلِمَا مِصْرٍ (শহরের দু'জন মুসলিম আমার কাছে এসেছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ ঃ অর্থাৎ اِسْمِ مَقْصُوْرَة এর আলিফটি যদি واو বা ياء দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হয় অথবা কোন হরফ থেকে পরিবর্তিত না হয় উভয় ক্ষেত্রে الف مقصورة টি تثنيه এর মধ্যে ياء দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। যথা– ক. رَحَيَانِ

رَحًى এর (পান চাক্কি) এর تثنيه এটা ياء থেকে পরিবর্তিত الف ও তিনের অধিক হরফ বিশিষ্ট এর উদাহরণ খ. مُلْهَيَانِ এটা مُلْهًى এর تثنية – اِلْهَاءٌ মাসদার হতে اسم مفعول অর্থ অমনোযোগী, উদাসীন গ. حُبَارٰى ، حُبَارَيَانِ (পাখি বিশেষ) حُبْلَيَانِ ، حُبْلٰى এর تثنية (গর্ভবতী নারী) এ দুটো আলিফ কোন হরফ থেকে পরিবর্তিত না হওয়ার এবং তিনের অধিক হরফ বিশিষ্টের উদাহরণ।

উপরোক্ত তিনো ক্ষেত্রে تثنيه এর আলিফকে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে اجتماع ساكنين না হয়ে যায়। প্রথম ছুরতে পরিবর্তন করে আলিফকে মূল ياء এর উপর রাখা হয়েছে। আর ২য় ও ৩য় ছুরতে এর দ্বারা تخفيف লাভ হয়েছে।

قوله كَكِسَاوَانِ الخ ঃ এটি كِسَاءٌ এর تثنيه মূলতঃ كِسَاوٌ ছিল, অর্থ কম্বল। এভাবে رِدَاوَانِ ও رِدَاءَانِ দুভাবে পড়া যায়। এটি رِدَاءٌ এর تثنيه মূলত ছিল رِدَايٌ ছিল (চাদর)।

قوله وَيَجِبُ حَذْفُ نُوْنِهِ الخ ঃ اِضَافَتْ কালে تثنيه এর নূন বিলুপ্তির কারণ تنوين এর ন্যায় تثنيه এর নূনের দ্বারা ও اسم টি تام হয়, আর تام টি مضاف হওয়ার প্রতিবন্ধক, কারণ অন্যের দিকে সম্পর্কিত হওয়া نَقْص (ত্রুটি) এর আলামত। অতএব উভয়ের মাঝে বৈপরিত্ত রয়েছে। সুতরাং اضافت করলে نون বিলোপ করা আবশ্যক।

وَكَذٰلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيْثِ فِيْ تَثْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْاَلْيَةِ خَاصَّةً تَقُوْلُ خُصْيَانِ وَاِلْيَانِ لِاَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَكَاَنَّهُمَا شَيْئٌ وَاحِدٌ ـ وَاعْلَمْ اَنَّهُ اِذَا اُرِيْدَ اِضَافَةُ مُثَنًّى اِلَى الْمُثَنّٰى يُعَبَّرُ عَنِ الْاَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا" وَ "فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا" وَذٰلِكَ لِكَرَاهَةِ اِجْتِمَاعِ تَثْنِيَتَيْنِ فِيْمَا تَاَكَّدُ الْاِتِّصَالُ بَيْنَهُمَا لَفْظًا وَّمَعْنًى ـ فَصْلٌ ـ اَلْمَجْمُوْعُ اِسْمٌ دَلَّ عَلٰى اٰحَادٍ مَقْصُوْدَةٍ بِحُرُوْفٍ مُفْرَدَةٍ بِتَغْيِيْرٍ مَّا

অনুবাদ ॥ অনুরূপভাবে শুধু خُصْيَةٌ (অন্ডকোষ) ও اِلْيَةٌ (নিতম্ব) শব্দদ্বয়ের দ্বি-বচনের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গের ة কে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন– তুমি বলবে خُصْيَانِ ও اِلْيَانِ - কেননা এ দু'টি জোড়া বিশিষ্ট হওয়ায় পরস্পরের জড়িত। যেন উভয়টি একই বস্তু।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন দ্বি-বচন শব্দকে দ্বি-বচনের দিকে اضافة করা হলে তখন প্রথমটিকে جمع শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন– মহান আল্লাহর বাণী فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا (তোমাদের উভয়ের অন্তঃকরণ বক্র হয়ে গিয়েছে) এবং فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (তাদের উভয়ের হস্ত কর্তন কর)। এটা এ কারণে যে, যে দু'টি শব্দের মধ্যে শব্দ ও অর্থগত মিল আছে, সে দু'টি শব্দের মধ্যে দু'টি দ্বি-বচন একত্রে আসা অপসন্দনীয়।

পরিচ্ছেদ – ৫ ঃ مَجْمُوْعٌ (বহুবচন)

مَجْمُوع -এর সংজ্ঞা ঃ مَجْمُوْعٌ এমন ইসমকে বলে যার এক বচনের অক্ষরসমূহে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূর্ণ বহুসংখ্যক একক বুঝায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَكَذٰلِكَ تُحْذَفُ الخ ঃ অর্থাৎ خُصْيَةٌ (অণ্ডকোষ) ও اِلْيَةٌ (পাছা, নিতম্ব) এর تاء টি اضافت এর সময় حذف করা জায়েয। কারণ شِدَّتِ اِتِّصَالْ (তথা শব্দ দুটি জোড়া বিশিষ্ট) এজন্য تثنيه হওয়া সত্ত্বে مفرد এর ন্যায় গণ্য হয়। আর علامتِ تانيث শব্দের মাঝে আসে না, এ কারণে বিলুপ্ত করা জায়েয। তবে تثنيه কে مفرد এর পর্যায় গণ্য না করলে তখন তার মধ্যে সর্বৈক্য মতে ة ঠিক রাখাও জায়েয।

قوله بِلَفْظِ الْجَمْعِ الخ ঃ এক্ষেত্রে جمع না এনে مفرد আনা ও জায়েয, কিন্তু تثنيه আনা ঠিক নয়। কারণ مضاف ও مضاف اليه এর মাঝে لفظ ও معنى উভয়দিক দিয়ে اِتِّصَال টা مُؤَكَّدْ (জোরদার) আর যে দুবস্তুর মাঝে اِتِّصَال مُؤَكَّد থাকে সে ক্ষেত্রে দু'টি সমপর্যায়ের مُثَنّٰى কে একত্রে আনা অপছন্দনীয়। যেমন– فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا এর মধ্যে لَفْظًا তথা শাব্দিক اِتِّصَال (মিল) তো اضافت এর কারণে। আর مَعْنًى (অর্থগত) اِتِّصَال এভাবে যে, অর্থের দিক দিয়ে مضاف টা مضاف اليه এর جُزْء (অংশ) হয়। এভাবে فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এর মধ্যেও (يَدٌ মানুষের جُزْء)। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে مُفْرَد এর তুলনায় جمع আনাই উত্তম। কারণ جمع ও تثنيه এর মধ্যে অর্থগত মিল আছে। কেননা مَافَوْقَ الْوَاحِدِ টা جمع গণ্য হয়।

قوله اَلْمَجْمُوْعُ اِسْمٌ الخ ঃ مجموع বাবে فتح হতে اسم مفعول অর্থ- একত্রিত, সন্নিবেশিত। পরিভাষায় مجموع এমন اسم কে বলে যার এক বচনের মধ্যে কোন পরিবর্তনের দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বহু একক সংখ্যক বুঝায়।

قوله اٰحَادٍ مَقْصُوْدَةٍ ঃ দ্বারা اسم جنس খারিজ হয়ে গেল, যথা– اِنْسَانٌ ، بَقَرٌ প্রভৃতি। কারণ এগুলো এক ও একাধিক সবই বুঝায়। আর حُرُوفٍ مُفْرَدَةٍ দ্বারা اَسْمَاءِ عَدَدْ এবং قَوْمٌ ، رَهْطٌ এ জাতীয় শব্দ বেরিয়ে গেল। কারণ এগুলোর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য যে, পরিবর্তনটা ২ ধরনের হতে পারে। ক. لَفْظِى যথা رَجُلٌ থেকে رِجَالٌ. খ. تَقْدِيْرِى যথা فُلْكٌ (নৌকাসমূহ)। এর وَاحِد ও فُلْكٌ আসে। সুতরাং واحد এর বেলায় এটা قُفْلٌ ওযনে এবং جمع এর বেলায় اُسْدٌ (اَسَدٌ সিংহ) এর ওযনে গণ্য হবে। প্রকাশ থাকে যে, حُرُوفِ مُفْرَد টা عام ক.مُحَقَّق (নিশ্চিত) হতে পারে যেমন–رِجَالٌ বা فَرْضِى যথা نِسَاءٌ এর واحد نِسْوَةٌ. মেনে নেয়া হয়েছে।

قوله بِحُرُوْفٍ مُفْرَدَةٍ ঃ এটা دَلَّ অথবা مَقْصُوْدَةٍ এর متعلّق আর بِتَغْيِيْرٍ مَّا এটা مُتَلَبِّسَةٌ উহ্য شِبْهِ فعل এর সাথে متعلّق হয়ে حروف থেকে حَال - مَا টি تنكير (অনির্দিষ্টতা) এর জন্য।

اَمَّا لَفْظِيٌّ كَرِجَالٍ فِيْ رَجُلٍ اَوْ تَقْدِيْرِيٌّ كَفُلْكٍ عَلٰى وَزْنِ اُسْدٍ فَاِنَّ مُفْرَدَهٗ اَيْضًا فُلْكٌ لٰكِنَّهٗ عَلٰى وَزْنِ قُفْلٍ فَقَوْمٌ وَرَهْطٌ وَنَحْوُهٗ وَاِنْ دَلَّ عَلٰى اٰحَادٍ لٰكِنَّهٗ لَيْسَ بِجَمْعٍ اِذْ لَامُفْرَدَ لَهٗ ثُمَّ الْجَمْعُ عَلٰى قِسْمَيْنِ مُصَحَّحٌ وَهُوَ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَاءُ وَاحِدِهٖ وَمُكَسَّرٌ وَهُوَمَايَتَغَيَّرُ فِيْهِ بِنَاءُ وَاحِدِهٖ وَالْمُصَحَّحُ عَلٰى قِسْمَيْنِ مُذَكَّرٌ وَهُوَ مَا اُلْحِقَ بِاٰخِرِهٖ وَاوٌ مَضْمُوْمٌ مَاقَبْلَهَا وَنُوْنٌ مَفْتُوْحَةٌ كَمُسْلِمُوْنَ اَوْيَاءٌ مَكْسُوْرٌ مَاقَبْلَهَا وَنُوْنٌ كَذٰلِكَ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ مَعَهٗ اَكْثَرَ مِنْهُ نَحْوُ مُسْلِمِيْنَ وَهٰذَا فِي الصَّحِيْحِ -

---

অনুবাদ ॥ এ পরিবর্তন শব্দগত হতে পারে, যেমন– رَجُلٌ -এর বহুবচন رِجَالٌ - অথবা উহ্য ভাবেও হতে পারে, যেমন– اُسْدٌ -এর ওযনে فُلْكٌ - কেননা তা একবচনেও فُلْكٌ আসে তবে তা قُفْلٌ -এর ওযনে। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী قَوْمٌ ও رَهْطٌ অনুরূপ শব্দ যদিও বহুসংখ্যক একককে বুঝায় তা বহুবচনের শব্দ নয়। কেননা এগুলো একবচনীয় কোন শব্দ নেই।

جمع-এর প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা ঃ جمع দু'প্রকার। যথা– (১) جُمْعِ مُصَحَّحْ, (২) جُمْعِ مُكَسَّرْ

جُمْعِ مُصَحَّحْ -এর সংজ্ঞা ঃ جُمْعِ مُصَحَّحْ ঐ جمع কে বলে যার একবচনের ওযন (ভিত্তি) পরিবর্তন হয় না। যেমন– مُسْلِمٌ হতে مُسْلِمُوْنَ -

جمع مُكَسَّرْ ঐ جمع কে বলে যার একবচনের ওজন পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন– رجل হ'তে - رِجَالٌ আর جمع مُصَحَّحْ দু'প্রকার। যথা (১) مذكر, (২) مؤنث

(১) جمع مذكر ঐ ইসম যার (একবচনের) শেষে একটি واو যুক্ত হয়ে তার পূর্বাক্ষর পেশবিশিষ্ট হয় এবং পরে একটি যবরযুক্ত ن হয়। যেমন– مُسْلِمُوْنَ অথবা শেষে ياء যোগ করা হয় যে ياء -এর পূর্বাক্ষর যেরবিশিষ্ট হয় এবং পরে একটি যবরযুক্ত ن হয়, যাতে বুঝায় যায় যে, তার (একবচনের) সাথে অনুরূপ আরো অনেক রয়েছে। যেমন– مُسْلِمِيْنَ -এ নিয়ম শুধু جُمْعِ صَحِيْحْ -এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইসমটি مَنْقُوْص হলে বহুবচনের সময় তার ياء কে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন– قَاضُوْنَ ও دَاعُوْنَ ইসমটি যদি مَقْصُوْر হয় তবে তার اَلِفْ কে বিলুপ্ত করে তার পূর্বাক্ষর যবর দিতে হবে, যাতে যবরটি লুপ্ত আলিফ বুঝায়। যেমন– مُصْطَفَوْنَ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ★ সংজ্ঞায় اِسْمٌ دَلَّ হল جِنْس এটা جمع ও اسم جنس কে শামিল করে। আর دَلَّ عَلٰى احاد مقصودة এর দ্বারা اسم جنس খারিজ হয়ে গেল। কারণ এটা اٰحَادِ غَيْرِ مَقْصُوْدَةٍ বুঝায়, কেননা اسمِ جِنْس মূল গঠন হিসেবে جنس বুঝায়, শুধু افراد বুঝায় না। بِحُرُوْفِ مُفْرَدَةٍ দ্বারা اسمِ جُمْع খারিজ হয়ে গেল। কারণ এর কোন واحد নেই।

قوله ثُمَّ الْجَمْعُ عَلٰى قِسْمَيْنِ الخ ঃ শাব্দিক বা গঠনের দিক দিয়ে جمع দু'প্রকার ১. صحيح, এর অপর নাম سَالِم - واحد এর ওযন جمع এর মধ্যে صحيح (ঠিক) سَالِمْ (নিরাপদ) থাকায় এ নাম রাখা হয়েছে। ২. দ্বিতীয় হল مُكَسَّرْ - واحد এর ওযন যার মধ্যে ঠিক থাকে না। مُكَسَّرْ বাবে تفعيل হতে اسم مفعول -মাদ্দা كَسْر অর্থ ভাঙ্গা। واحد এর ওযন বা গঠন جمع এর মধ্যে ভেঙ্গে যাওয়ায় এ নাম রাখা হয়েছে।

قوله وَهُوَ مَا اُلْحِقَ بِاٰخِرِهٖ الخ ঃ মুসান্নিফ র. এখান থেকে صحيح مذكر বা سالم এর গঠনপরিচয় দিচ্ছেন। যথা– ১. শব্দটি صحيح হলে حالت رفعى তে শেষে واو مَاقَبل مَضْمُوْم ও نُوْنِ مفتوحة যুক্ত হবে। যথা مُسْلِمُوْنَ অথবা حالتِ نَصْبِى وَجَرِّى তে يَاىْ مَاقَبل مَكْسُوْر ও نون مَفْتُوْحَة যুক্ত হবে। যথা– مُسْلِمِيْنَ

أَمَّا الْمَنْقُوصُ فَحُذِفَ يَاؤُهُ مِثْلُ قَاضُونَ وَدَاعُونَ وَالْمَقْصُورُ يُحْذَفُ أَلِفُهُ وَيَبْقَى مَاقَبْلَهَا مَفْتُوحًا لِيَدُلَّ عَلَى أَلِفٍ مَحْذُوفَةٍ مِثْلُ مُصْطَفَوْنَ وَيُخْتَصُّ بِأُولِي الْعِلْمِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ سِنُوْنَ وَأَرْضُوْنَ وَثُبُوْنَ وَقُلُوْنَ فَشَاذٌّ وَيَجِبُ أَن لَّايَكُوْنَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُهُ فَعْلَاءُ كَأَحْمَرَ وَحَمْرَاءُ وَلَافَعْلَانَ مُؤَنَّثُهُ فَعْلَى كَسَكْرَانَ وَسَكْرَى وَلَافَعِيْلًا بِمَعْنَى مَفْعُوْلٍ كَجَرِيْحٍ بِمَعْنَى مَجْرُوْحٍ وَلَافَعُوْلًا بِمَعْنَى فَاعِلٍ كَصَبُوْرٍ بِمَعْنَى صَابِرٍ وَيَجِبُ حَذْفُ نُوْنِهِ بِالْإِضَافَةِ نَحْوُ مُسْلِمُوْ مِصْرٍ - وَمُؤَنَّثٌ وَهُوَمَا أُلْحِقَ بِآخِرِهِ أَلِفٌ وَتَاءٌ نَحْوُ مُسْلِمَاتٌ وَشَرْطُهُ إِنْ كَانَ صِفَةً وَلَهُ مُذَكَّرٌ أَنْ يَّكُوْنَ مُذَكَّرُهُ قَدْ جُمِعَ بِالْوَاوِ وَالنُّوْنِ نَحْوُ مُسْلِمُوْنَ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ أَنْ لَايَكُوْنَ مُؤَنَّثًا مُجَرَّدًا عَنِ التَّاءِ كَالْحَائِضِ وَالْحَامِلِ وَإِنْ كَانَ إِسْمًا غَيْرَ صِفَةٍ جُمِعَ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ بِلَا شَرْطٍ كَهِنْدَاتٍ

অনুবাদ ॥ ইসমটি مَنْقُوْص হলে বহুবচনের সময় তার يَاء কে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন– قَاضُوْنَ ও دَاعُوْنَ ইসমটি যদি مَقْصُوْر হয় তবে তার أَلِفْ কে বিলুপ্ত করে তার পূর্বাক্ষর যবর দিতে হবে, যাতে যবরটি লুপ্ত আলিফ বুঝায়। যেমন– مُصْطَفَوْنَ - বহুবচন বানানোর এ নিয়মটি ذَوِى الْعُقُوْلِ তথা জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তবে আরবরা قُلُوْنَ ও ثُبُوْنَ-أَرْضُوْنَ-سِنُوْنَ যা বলে থাকেন তা شاذ বিরল।

(ين বা ون দ্বারা جمع বানানোর জন্য অপরিহার্য হল– ১. উক্ত ইসমটি افعل ওযনে না হওয়া যার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَاءُ ওযনে আসে, যেমন– أَحْمَرُ-এর স্ত্রীলিঙ্গ حَمْرَاءُ এবং ২. فَعْلَانٌ এর ওযনে না হওয়া যার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَى ওযনে আসে। যেমন– سَكْرَانٌ -এর স্ত্রীলিঙ্গ سَكْرَى ওযনে আসে ৩. فَعِيْلٌ এর ওযনে না হওয়া যা مَفْعُوْل -এর অর্থ দেয়, যেমন– جَرِيْحٌ শব্দটি مَجْرُوْحٌ অর্থে; ৪. فَعُوْلٌ এর ওযনে না হওয়া যা فاعل অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন– صَبُوْرٌ শব্দটি صَابِرٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় إِضَافَة -এর সময় বহুবচনের ن বিলুপ্ত করা অপরিহার্য। যেমন– مُسْلِمُوْ مِصْرٍ (শহরের মুসলমানরা)। جمع ঐ جُمِع مُؤنث مُصَحَّحْ কে বলে যার একবচনের শেষে الف ও تاء যুক্ত হয়। যেমন– مُسْلِمَاتٌ -এর জন্য শর্ত হল, যদি ইসমটি صِفَة (গুণবাচক) হয় এবং তার পুংলিঙ্গ থাকে, তবে তার পুংলিঙ্গের বহুবচনে واو ও نون যুক্ত হয়। যেমন– مُسْلِمُوْنَ -আর যদি তার পুংলিঙ্গ না থাকে তবে শর্ত হল, শব্দটি تا বিহীন না হওয়া। যেমন– حائض ও حَامِل - আর যদি শব্দটি صفة না হয়ে ইসম হয় তবে তার বহুবচন শর্তহীনভাবে الف ও تاء দ্বারা হবে। যেমন– هِنْدَاتٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ২. শব্দ إِسْم مَنْقُوْص (শেষে ياء مكسور) হলে তার جمع سالم হবে উপরোক্ত নিয়মেই; তবে ياء বিলুপ্ত হবে। কারণ যেরের পরে ياء এর নীচে যের পড়া কঠিন। এ জন্য تَخْفِيْفًا হযফ করা হয়। যথা– قَاضُوْنَ ، دَاعُوْنَ মূলত قَاضِيُوْنَ ও دَاعِيُوْنَ ছিল। ৩. শব্দটি إِسْم مَقْصُور (আলিফে মাকসূরা বিশিষ্ট) হলে الف টি বিলুপ্ত হয়ে তার ডানে যবর হবে। যেমন مُصْطَفَوْنَ মূলত ছিল مُصْطَفَاوْنَ (কারণ আলিফ বিলুপ্ত না হলে الف ও واو এর মাঝে إِجْتِمَاعِ سَاكِنَيْن হয়ে যায়।

★ উল্লেখ্য যে, اسم مقصور এর আলিফটি مَلْفُوْظ ও হতে পার যেমন– اَلْمُصْطَفَى অথবা مُقَدَّرْ ও হতে পারে যথা مُصْطَفَى

قوله وَيُخْتَصُّ بِأُولِي الْعِلْمِ ঃ এখান থেকে جمع مذكر سالم হওয়ার শর্তাবলী বর্ণনা করছেন যথা– ১. শব্দের শেষে ين বা ون দ্বারা جمع হওয়াটা ذَوِى الْعُقُوْل (বিবেক সম্পন্ন প্রাণী) এর জন্য খাছ।

قوله وَأَمَّا قَوْلُهُمْ سِنُوْنَ الخ ঃ দ্বারা سُؤَالِ مُقَدَّرٌ তথা উপরোক্ত কথার ভিত্তিতে সৃষ্ট উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিচে যে, سَنَةٌ (বছর) এর বহুবচন سِنُوْنَ ، أَرْضٌ এর বহুবচন أَرْضُوْنَ (যমীন) ثُبَةٌ (দল) এর বহুবচন ثُبُوْنَ এবং (ডান্ডাগুলি) এর বহুবচন قُلُوْنَ এগুলোর কোনটা عَاقِلٍ নয় তথাপি ون বা ين দ্বারা جمع হল কেন? এর উ দিচ্ছেন যে, এগুলো شاذ আর اَلشَّاذُّ كَالْمَعْدُوْمِ فَلَايُقَاسُ عَلَيْهِ সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না।

★ **ফায়েদা** ঃ কিছু শব্দ প্রকৃতপক্ষে جمع নয় তথাপি শেষে ون বা ين থাকায় সেগুলোকে اعراب এর ে جَمْع سالم এর হুকুমে শামিল করা হয়। যথা- ১. عِشْرُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত দশমিক সংখ্যাগুলো। ২. কতি ون বিশিষ্ট مفرد শব্দ যথা- خَلْدُوْنَ ، عَبْدُوْنَ ، حَمْدُوْن প্রভৃতি ৩. শেষে ون বা ين বিশিষ্ট স্থানের নাম য فِلِسْطِيْن ـ صِفِّيْن ـ يَاسْمِيْن ـ زَيْتُوْن প্রভৃতি।

قوله وَيَجِبُ أَنْ لَّا يَكُوْنَ ঃ এর জন্য ২য় শর্ত হল- যে اسم এর جمع سَالِم বানানো উদ্দেশ্য হয় তার ও এমন اَفْعَلُ এর ওযনে না হওয়া যার مُؤَنَّثٌ টি فَعْلَاءُ এর ওযনে আসে। যেমন- أَحْمَرُ এর مُؤَنَّث - رَاءُ আসে। অতএব أَحْمَرُ এর ون جمع বা ين দ্বারা হবে না। যাতে اسم مقصور এর সাথে এর পার্থক্য হয়ে যায়।

৩. শব্দটি এমন فَعْلَانٌ এর ওযনে না হওয়া যার مؤنث আসে فَعْلٰى -সুতরাং سَكْرَانٌ এর جمع ، ون ব দ্বারা হবে না। কারণ এর مؤنث আসে سَكْرٰى -যাতে এর মধ্যে এবং فَعْلَانٌ ও فَعْلَانَةٌ এর যে বহুবচন ون ব দ্বারা হয় উভয়ের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন- نَدْمَانٌ এর বহুবচন نَدْمَانُوْنَ আসে।

৪. فَعِيْلٌ এর ওযনে না হওয়া যা مَفْعُوْلٌ এর অর্থে আসে। যেমন جَرِيْحٌ টা مَجْرُوْحٌ (আহত) অর্থে।

৫. فَعُوْلٌ এর ওযনে না হওয়া যা فاعل এর অর্থে আসে। যেমন- صَبُوْرٌ ، صَابِرٌ এর অর্থে। কেন فَعُوْلٌ ও فَعِيْلٌ উভয়টিতে مذكر ও مؤنث একই রকম আসে। যথা رَجُلٌ جَرِيْحٌ ، اِمْرَأَةٌ جَرِيْحٌ এবং رَ اِمْرَأَةٌ صَبُوْرٌ ও صَبُوْرٌ

★ **ফায়েদা** ঃ উপরোক্ত ৫ শর্ত ছাড়া আরো কতিপয় শর্ত নিম্নরূপ-

৬. শব্দটি مذكر হওয়া অর্থাৎ تائے تانيث না হওয়া চাই مُقَدَّرَةٌ হৌক বা مَلْفُوْظَةٌ যথা- طَلْحَةٌ

৭. শব্দটি اِسْمِ مَحْض তথা صفت না হলে তা علم হওয়া, সুতরাং رجل এর বহুবচন رجلون হবে না। তবে এর বহু زَيْدُوْنَ হতে পারে

উপরোক্ত শর্তাবলীর কারণ এই যে, جمع سالم হল সবচেয়ে উন্নত جمع - আর مُذَكَّرٌ عَاقِلٌ হল সর্বোৎ শব্দ। অতএব উত্তমের জন্য উত্তম পন্থায় جمع হওয়াও উত্তম।

قوله وَيَجِبُ حَذْفُ نُوْنِهِ কারণ تثنيه এর ন্যায় جمع নূন ও تام বুঝায় اضافت যা এর পরিপন্থী এর সময়।

قوله وَمُؤَنَّثٌ الخ ঃ এর عطف হল وَالْمُصَحَّحُ عَلٰى قِسْمَيْنِ এর পরে উল্লিখিত مذكر এর উপর।

★ উল্লেখ্য যে, جمع مُؤَنَّثٌ سَالِمٌ এর জন্য ذوى العُقُوْل হওয়া শর্ত নয় এমনকি مذكر এর জন্যও শুদ্ধ হ পারে। যথা- اَلْكَوَاكِبُ الطَّالِعَاتُ

قوله وَشَرْطُهُ الخ ঃ অর্থাৎ جمع مؤنث سالم হওয়ার জন্য শর্ত হল ১. তার مذكر টি ون বা ين দ্বারা হওয়া আর مذكر না থাকলে শব্দটি ; শুন্য مؤنث না হওয়া যথা حائض (ঋতুবর্তী মহিলা) حامل (গর্ভবতী মহিলা) এগু مؤنث এর জন্য খাছ বিধায় عَلَامَتِ تَانِيْث থাকা শর্ত নয়।

★ এ শর্তের কারণ এই যে, مذكر হল اصل আর مؤنث তার فرع সুতরাং فرع যদি ات দ্বারা তাহলে তার مذكر টি অবশ্যই ون বা ين দ্বারা আসা উচিত। দ্বিতীয় শর্তের কারণও একই। কেন حَامِل ও حَائِض এর কোন مذكر নেই। সুতরাং তার جمع ، ون বা ين দ্বারা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

قوله وَاِنْ كَانَ اِسْمًا الخ ঃ অর্থাৎ শব্দটি اسم مَحْض হলে (اسم صفت না হলে) বিনা শর্তে ات দ্বারা ত مؤنث আসতে পারে। যথা طَلْحَاتٌ ، هِنْدَاتٌ ইত্যাদি।

وَالْمُكَسَّرُ صِيغَتُهُ فِي الثُّلَاثِيِّ كَثِيرَةٌ تُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ كَرِجَالٍ وَأَفْرَاسٍ وَفُلُوسٍ وَفِي غَيْرِ الثُّلَاثِيِّ عَلَى وَزْنِ فَعَالِلُ وَفَعَالِيلُ قِيَاسًا كَمَا عَرَفْتَ فِي التَّصْرِيفِ ثُمَّ الْجَمْعُ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ جَمْعُ قِلَّةٍ وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا وَأَبْنِيَتُهُ أَفْعُلٌ وَأَفْعَالٌ وَأَفْعِلَةٌ وَفِعْلَةٌ وَجَمْعَا الصَّحِيحِ بِدُونِ اللَّامِ كَزَيْدُونَ وَمُسْلِمَاتٌ وَجَمْعُ كَثْرَةٍ وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَى فَوْقَ الْعَشَرَةِ وَأَبْنِيَتُهُ مَا عَدَا هٰذِهِ الْأَبْنِيَةِ۔

অনুবাদ ॥ **جَمْعِ مُكَسَّرْ-এর গঠন প্রণালী :** جَمْعِ مُكَسَّرْ-এর ওযন ثُلَاثِيِّ এর মধ্যে বিপুলসংখ্যায় রয়েছে। যা শ্রবণের ভিত্তিতে বুঝা যায়। যেমন– رِجَالٌ - أَفْرَاسٌ ও فُلُوسٌ – আর ثُلَاثِيِّ ছাড়া অন্যান্য শব্দাবলী নিয়মের ভিত্তিতে فَعَالِلُ ও فَعَالِيلُ ওযনে ব্যবহৃত হয়। যেমন– তোমরা সরফ শাস্ত্রে অবগত হয়েছ।

অর্থের দিক দিয়ে جمع-এর প্রকারভেদ : পুনরায় جمع দু'ভাগে বিভক্ত– (১) جَمْعِ قِلَّةٌ (স্বল্প সংখ্যাজ্ঞাপক) (২) جَمْعِ كَثْرَةٌ (বহুসংখ্যা-জ্ঞাপক)।

جَمْعِ قِلَّةٌ এর সংজ্ঞা : جَمْعِ قِلَّةٌ ঐ جمع কে বলা হয় যা দশ বা তার কম সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ওযনসমূহ হল أَفْعُلٌ - أَفْعَالٌ - أَفْعِلَةٌ - فِعْلَةٌ এবং দু'প্রকার جَمْعِ صَحِيحٍ যখন তা لام শূন্য হবে। যেমন– زَيْدُونَ ও مُسْلِمَاتٌ

جَمْعِ كَثْرَةٌ-এর সংজ্ঞা : جَمْعِ كَثْرَةٌ ঐ جمع কে বলা হয় যা দশের অধিক সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত ওযনসমূহ ছাড়া অন্যান্য ওযনগুলো جَمْعِ كَثْرَةٌ-এর ওযন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله وَالْمُكَسَّرُ صِيغَتُهُ الخ : অর্থাৎ ثلاثى مُجَرَّدْ হতে جَمْعِ مُكَسَّرْ এর নির্দিষ্ট কোন ওযন নেই তবে তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হলে সাধারণত فَعَالِلُ ও فَعَالِيلُ এর ওযনে তার جمع আসে।

قوله أَبْنِيَتُهُ الخ : অর্থাৎ جَمْعِ قِلَّتْ এর ওযন হল মোট ৬টি। যথা– أَفْعُلٌ، أَفْعَالٌ، أَفْعِلَةٌ ও فِعْلَةٌ এবং الف ولام মুক্ত جمع سالم এর দুটি –

★ **ফায়েদা :** ক. فَعْلٌ ওযনের وَاحِد এর جمعসাধারণত أَفْعُلٌ এর ওযনে আসে। যথা– نَهْرٌ ـ بَحْرٌ ইত্যাদির جمع ـ أَبْحُرٌ ـ أَنْهُرٌ

খ. চার অক্ষর বিশিষ্ট مُؤَنَّثِ مَعْنَوِى যার مَاقَبْلِ آخِر (শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষর) حرفِ مَدّ থাকে, যেমন– ذِرَاعٌ ـ عِقَابٌ ـ عِنَاقٌ ও يَمِيْنٌ এর جمع আসে أَذْرُعٌ ـ أَعْقُبٌ ـ أَعْنُقٌ – أَيْمُنٌ ،

২. أَفْعَالٌ এর ওযনে সাধারণত (ক) ثُلَاثِيِّ ، أَجْوَفِ ثُلَاثِيِّ ও مُضَاعَفِ ثُلَاثِيِّ ، مِثَالِ وَاوِى যথা ثَوْبٌ ـ غَمٌّ ، وَقْتٌ এর جمع আসে,যথাক্রমে أَثْوَابٌ، أَغْمَامٌ ও أَوْقَاتٌ (খ) فعل، فعل ও فعل ওযনের واحد جمل ، نمر ও عضد এর جمعআসে اجمال ، انمار ও اعضاد فعل ও فعل

গ. فَعَلٌ ـ فِعَلٌ ـ فِعِلٌ،فُعُلٌ ও فِعْلٌ ও فُعْلٌ ওযনের শব্দ যেমন جَمَلٌ ـ عِنَبٌ ـ إِبِلٌ ـ بِئْرٌ – عُنُقٌ ও قُفْلٌ এর جمع আসে أَجْمَالٌ ـ أَعْنَابٌ ، آبَالٌ ، أَعْنَاقٌ ও أَقْفَالٌ -

৩. فَعْلٌ ، فَعَلٌ ، فُعَالٌ ও فَعِيْلٌ ওযনের جمع সাধারণত আসে فِعْلَةٌ এর ওযনে। যথা شَيْخٌ ـ غُلَامٌ ـ صَبِيٌّ ও وَلَدٌ ، হতে وِلْدَةٌ، شِيْخَةٌ، غِلْمَةٌ ও صِبْيَةٌ

قوله مَافَوْقَ الْعَشَرَةِ الخ : অর্থাৎ جَمْعِ كَثْرَتْ দশের উর্ধ্বের সংখ্যা বুঝায়, তবে إِسْتِعَارَتْ স্বরূপ একটি অপরটির স্থলেও ব্যবহৃত হয়। যথা ثَلٰثَةُ قُرُوْءٍ এখানে قُرُوْءٍ হল جَمْعِ كَثْرَتْ অথচ ثَلٰثَةٌ এসে তথা তিন সংখ্যক قُرْءٌ (حيض) বুঝাচ্ছে বসরীগণের মতে إِشْتِقَاقْ (শব্দের উৎপত্তি) এর দিক দিয়ে মাসদার اصل হওয়ায় এটাকে আগে উল্লেখ করেছেন।

فَصْلٌ ـ اَلْمَصْدَرُ اِسْمٌ يَدُلُّ عَلَى الْحَدَثِ فَقَطْ وَيُشْتَقُّ مِنْهُ الْاَفْعَالُ كَالضَّرْبِ وَالنَّصْرِ مَثَلًا وَاَبْنِيَتُهُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ تُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسِيَّةٌ كَالْاِفْعَالِ وَالْاِنْفِعَالِ وَالْاِسْتِفْعَالِ وَالْفَعْلَلَةِ وَالتَّفَعْلُلِ مَثَلًا ، فَالْمَصْدَرُ اِنْ لَمْ يَكُنْ مَفْعُولًا مُطْلَقًا يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ اَعْنِىْ يَرْفَعُ الْفَاعِلَ اِنْ كَانَ لَازِمًا نَحْوُ اَعْجَبَنِىْ قِيَامُ زَيْدٍ وَيَنْصِبُ مَفْعُولًا اَيْضًا اِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا نَحْوُ اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا وَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ عَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ ضَرْبٌ عَمْرًوا وَلَا عَمْرًوا ضَرْبُ زَيْدٍ وَيَجُوْزُ اِضَافَتُهُ اِلَى الْفَاعِلِ نَحْوُ كَرِهْتُ ضَرْبَ زَيْدٍ عَمْرًوا وَاِلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ نَحْوُ كَرِهْتُ ضَرْبَ عَمْرٍو زَيْدٌ وَاَمَّا اِنْ كَانَ مَفْعُوْلًا مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ الَّذِىْ قَبْلَهُ نَحْوُ ضَرَبْتُ ضَرْبًا عَمْرًوا فَعَمْرٌو مَنْصُوْبٌ بِضَرَبْتُ ـ

পরিচ্ছেদ – ৬ ঃ مَصْدَرٌ (ক্রিয়ামূল)

অনুবাদ॥ مَصْدَرٌ এর সংজ্ঞা ঃ مَصْدَرٌ এমন একটি ইসম যা (কোন ক্রিয়া) শুধু সৃষ্টি হওয়ার অর্থ বুঝায় এবং তা হতে فعل নির্গত হয়। যেমন– اَلضَّرْبُ (প্রহার করা) ও اَلنَّصْرُ (সাহায্য করা)।

مَصْدَرٌ এর ওযনসমূহ ঃ ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ হতে মাসদারের নির্দিষ্ট কোন ওযন নেই বরং আরবদের নিকট থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে তা অবগত হতে হয়। তবে ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ ছাড়া অন্যান্য বাব থেকে নিয়মানুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন– اَلْاِفْعَالُ - اَلْاِنْفِعَالُ - اَلْاِسْتِفْعَالُ - اَلْفَعْلَلَةُ - اَلتَّفَعْلُلُ

مصدر এর আমল ঃ মাসদারটি যদি مَفعولِ مُطْلَق না হয় তবে তা স্বীয় فعل এর ন্যায় আমল করবে। অর্থাৎ لَازِمْ (অকর্মক) হলে فاعل কে রফা' দিবে। যেমন– اَعْجَبَنِىْ قِيَامُ زَيْدٍ (যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়া আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে) আর مُتَعَدِّىْ (সকর্মক) হলে مفعول কে নসব দিবে। যেমন– اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا (যায়েদ কর্তৃক আমরকে প্রহার আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে), আর মাসদারের معمول (অর্থাৎ فاعل ও مفعول) কে মাসদারের পূর্বে আনা বৈধ নয়। সুতরাং اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ ضَرْبٌ عَمْرًوا এবং عَمْرًوا ضَرْبُ زَيْدٍ اَعْجَبَنِىْ বলা যাবে না। তবে মাসদারকে فاعل -এর দিকে اضافة করা বৈধ। যেমন– كَرِهْتُ ضَرْبَ زَيْدٍ عَمْرًوا (যায়েদ কর্তৃক আমরকে প্রহার করা আমি ঘৃণা করি) এবং مفعول به -এর দিকে اضافة করা বৈধ। যেমন– كَرِهْتُ ضَرْبَ عَمْرٍو زَيْدٌ-

আর যদি মাসদারটি مَفعولِ مُطْلَق হয় তবে তা পূর্ববর্তী فعل -এর মা'মূল হবে। যেমন– ضَرَبْتُ ضَرْبًا عَمْرًوا এখানে عَمْرًوا শব্দটি ضَرَبْتُ ফে'ল দ্বারা যবরপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمَصْدَرُ الخ ঃ مَصْدَر শব্দটি صدور (বের হওয়া) মূল ধাতু হতে اسم ظرف এর ছীগা। অর্থ বের হওয়ার স্থান বা শব্দের উৎপত্তিস্থল, পরিভাষায়–

مصدر ঃ اَلْمَصْدَرُ اِسْمٌ يَدُلُّ عَلٰى الْحَدَثِ فَقَطْ الخ এমন اسم কে বলে যা শুধু কোন ক্রিয়া সৃষ্টির ধাতুগত অর্থ বুঝায় এবং তা থেকে বিভিন্ন فعل (ক্রিয়া) নির্গত হয়। অর্থাৎ কাল বা কর্তার প্রতি সম্বন্ধ (نِسْبَتُ اِلٰى الْفَاعِلِ) বুঝায় না, حَدَث অর্থ যা অন্যের সাথে কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) হয়। চাই তা তার থেকে প্রকাশিত হৌক যেমন مَشْىٌ ـ ضَرْبٌ প্রভৃতি বা প্রকাশিত না হৌক যেমন مُوت ، جَسَامَتٌ (মোটা হওয়া) প্রভৃতি।

★ সংজ্ঞায় اَلْمَصْدَرُ اِسْمٌ لِلْحَدَثِ এর মধ্যে সকল اَسْمَاءِ مُشْتَقٌ দাখিল ছিল, فَقَطْ বলার দ্বারা সমস্ত مُشْتَقَّات বের হয়ে গেল।

وَيُشْتَقُّ مِنْهُ الْاَفْعَالُ ঃ বলার দ্বারা বসরীগণের মাযহাব মুসান্নিফের কাছে পসন্দনীয় হওয়া বুঝা গেল। কেননা তাদের মতে মাসদার اصل আর কূফীগণের মতে اِشْتِقَاق (উৎপত্তি) এর দিক দিয়ে فعل হল اصل –

★ اِشْتِقَاق : شَقٌّ মূল ধাতু হতে গঠিত। অর্থ ফাড়া, বিদীর্ণ হওয়া। পরিভাষায় এক শব্দ হতে অন্য শব্দের উৎপত্তি হওয়া। **শর্তঃ** اِشْتِقَاق এর শর্ত হল মূলশব্দ ও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল থাকা।

اِشْتِقَاق-**এর প্রকারভেদ ঃ** اِشْتِقَاق ৩ প্রকার–

১. اِشْتِقَاق صَغِير ঃ مُشْتَقّ ও مُشْتَقّ مِنْه এর মধ্যে সকল হরফ تَرْتِيب (ধারাবাহিক) অনুযায়ী থাকা। যথা– ضَرْبٌ থেকে ضَارِبٌ ২. اِشْتِقَاق كَبِير ـ مُشْتَقّ ও مُشْتَقّ مِنْهُ এর মধ্যে অক্ষরের তারতীব ঠিক না থাকা, যথা جَذْبٌ থেকে جَبْذٌ ৩. اِشْتِقَاق اَكْبَر ঃ مُشْتَقّ এর মধ্যে مُشْتَقّ مِنْه এর অধিকাংশ বর্ণ থাকবে আর কিছু বর্ণ একই মাখরাজের হবে। যথা نَهْقٌ থেকে نَعْقٌ -সংজ্ঞায় প্রথমটি উদ্দেশ্য।

قوله وَاَبْنِيَتُهُ الخ ঃ ثُلَاثِىُّ مُجَرَّدٌ এর মাসদারের সুনির্দিষ্ট কোন ওযন নেই বরং আরবীভাষীদের থেকে শ্রবণের উপর নির্ভর। ইমাম سيبويه এর মতে এমন ওযন ৩২টি, কারো মতে ৫০টি, কারো মতে ৩৫টি, ইলমুছছীগা গ্রন্থকার র. এর ৪৪টি ওযন কাব্যাকারে গ্রথিত করেছেন।

قوله اَعْجَبَنِىْ قِيَامُ زَيْدٍ ঃ এর মধ্যে قِيَام মাসদার, زَيْدٌ হল তার ফায়েল। এ কারণে مَرْفُوع ـ زَيْدٌ হয়েছে। আর মাসদার তার ফায়েল মিলে اعجب। ফে'লের ফায়েল হয়েছে।

قوله اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا ঃ এখানে ضَرْبٌ মাসদার زيد তার فاعل, আর عمروا হল مفعول به –

قوله وَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الخ ঃ কেননা মাসদার হল عَامِلِ ضَعِيْف -সুতরাং معمول এর স্থান পরিবর্তন হলে তার জন্য عمل করা অসম্ভব। যেমন اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ ضَرْبٌ এর মধ্যে ضَرْبٌ এর ফায়েল زيد তার আগে আসায় এ তারকীব সহীহ নয়। এভাবে اَعْجَبَنِىْ عَمْرًوا ضَرْبٌ زَيْدٍ বলাও নাজায়েয। কারণ ضَرْبٌ এর مفعول عَمْرًوا তার উপর مقدم হয়েছে।

قوله وَيَجُوْزُ اِضَافَتُهُ ঃ মাসদার তার معمول এর দিকে মুযাফ হলে مضاف اليه হিসেবে معمول টি مجرور হবে, চাই فاعل হৌক বা مفعول –

قوله وَاَمَّا اِنْ كَانَ مَفْعُوْلُ الخ ঃ কেননা فعل হল عامل قوى আর মাসদার عامل ضعيف সুতরাং عامل قوى থাকতে عَامِلِ ضَعِيْف এর عمل দেয়া বৈধ নয়।

فَصْلٌ ـ اِسْمُ الْفَاعِلِ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلٍ لِيَدُلَّ عَلٰى مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الْحُدُوْثِ وَصِيْغَتُهُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلٰى وَزْنِ فَاعِلٍ كَضَارِبٍ وَنَاصِرٍ وَمِنْ غَيْرِهِ عَلٰى صِيْغَةِ الْمُضَارِعِ مِنْ ذٰلِكَ الْفِعْلِ بِمِيْمٍ مَضْمُوْمٍ مَكَانَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَكَسْرِ مَاقَبْلَ الْاٰخِرِ كَمُدْخِلٍ وَمُسْتَخْرِجٍ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوْفِ اِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ اَوِ الْاِسْتِقْبَالِ

পরিচ্ছেদ-৭ : اِسْمِ فَاعِل (কর্তৃকারক বিশেষ্য)

অনুবাদ ॥ اِسْمِ فَاعِل এর সংজ্ঞা : اسم فاعل (কর্তৃকারক বিশেষ্য) فعل হতে নির্গত এমন একটি ইসম বা এমন কোন সত্তাকে বুঝায় যার দ্বারা ফে'লটি অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

اسم فاعل এর রূপ : ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ হতে اسم فاعل এর ছীগা فَاعِلٌ এর ওযনে আসে। যেমন- ضَارِبٌ ও نَاصِرٌ - ثُلَاثِى مُجَرَّد ছাড়া অন্যান্য শব্দে আলামতে মুযারে'র স্থলে একটি পেশবিশিষ্ট মীম হবে এবং শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যের হবে। যেমন- مُدْخِلٌ ও مُسْتَخْرِجٌ

اسم فاعل এর আমল : اسم فاعل-টি যদি বর্তমান বা ভবিষ্যতকালের অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তা فعل مَعْرُوْف এর ন্যায় আমল করে। (অর্থাৎ فاعل কে رفع এবং مفعول কে نصب প্রদান করে, তবে শর্ত এই যে, তা নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের যে কোন একটির উপর নির্ভরশীল হ'তে হবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله اِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلٍ : সংজ্ঞায় مُشْتَقْ হল اسم جنس সমস্ত اَسْمَاء مُشْتَقَّةْ এতে শামিল রয়েছে। আর مِنْ فِعْلٍ দ্বারা فِعْلِ لُغْوِى উদ্দেশ্য। কেননা কূফীগণের মতে اسم فاعل ইত্যাদি فعل থেকে مُشْتَقّ - فعل اِصْطِلَاحِىْ থেকে নয়। তাদের মতে اِشْتِقَاقْ এর দিক দিয়ে فعل আসল আর لُغْوِىْ বসরীগণের মতে মাসদার আসল। বসরীগণের মতটিই জমহুরের কাছে পসন্দনীয়। মুসান্নিফ র. مِنْ مَصْدَرٍ না বলে فِعْلٍ বলার উদ্দেশ্য হল فعل এর সংশ্লিষ্টতায় মাসদার থেকে উদগত।

قوله يَدُلُّ عَلٰى مَنْ قَامَ الخ : এটি فصل-এর দ্বারা اسم مفعول বের হয়ে গেল, কারণ اسم مفعول টি لمن وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ (ফে'ল তার উপর পতিত হওয়া)র জন্য গঠিত। এভাবে اسم تفضيل ও اسم مُبَالَغَةْ ইত্যাদি বের হয়ে যায়। কারণ এর উভয়টিতে الزِيَادَة এর قيد থাকে।

قوله بِمَعْنَى الْحُدُوْثِ : এর দ্বারা صِفَتِ مُشَبَّهَةْ বের হয়ে গেল। কারণ صفتِ مُشَبَّهَة এর মধ্যে مع الدَّوَامْ এর قَيْد থাকে। حُدُوْثْশব্দটি বিভিন্ন অ র্থ আসে। সৃষ্টি হওয়া, সংঘটিত হওয়া, এখানে নিত্য নতুন ঘটা।

قوله مُدْخِلٌ وَمُسْتَغْفِرٌ : দুটি উদাহরণ এ জ ; য এনেছেন যে, প্রথমটি হুবহু مضارع এর ওযনে রয়েছে; কেবল ياء এর স্থলে ميم আর ২য়টি مضارع معروف ে.কে দুদিক থেকে ভিন্ন। ياء এর স্থলে ميم ও ميم এর উপর পেশ হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো একটি উদাহরণ ত।নার প্রয়োজন ছিল। যেমন مُتَفَاضِلٌ এর মধ্যে مَاقَبْلِ آخِر (শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষর) এর حركت ও পরিবর্তন হয়েছে। এ উদাহরণটি দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হত।

قوله اِنْ كَانَ بِمَعْنَى الخ : দ্বারা اسم فاعل তার ফে'লের ন্যায় আমল করার জন্য দুটি শর্তের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ১. اسم فاعل টি বর্তমান বা ভবিষ্যতকালের অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। (ফলে مضارع এর সাথে مُشَابَهَتْ (সামঞ্জস্য) বৃদ্ধি পাবে)

وَمُعْتَمِدًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ أَوْ ذِي الْحَالِ نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ ضَارِبًا أَبُوهُ عَمْرًوا أَوْمَوْصُولٍ نَحْوُ مَرَرْتُ بِالضَّارِبِ أَبُوهُ عَمْرًوا أَوْمَوْصُوفٍ نَحْوُ عِنْدِي رَجُلٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرًوا أَوْ هَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ نَحْوُ أَقَائِمٌ زَيْدٌ أَوْحَرْفِ النَّفْيِ نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًى نَحْوُ زَيْدٌ ضَارِبُ عَمْرٍو أَمْسِ،

অনুবাদ ॥ (১) মুবতাদার উপর নির্ভরশীল হবে। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ (যায়েদ তার পিতা দণ্ডয়মান) (২) অথবা ذُو الْحَالِ এর উপর। যেমন جَاءَنِي زَيْدٌ ضَارِبًا أَبُوهُ عَمْرًوا (যায়েদ এ অবস্থায় আমার নিকট এসেছে যে, তার পিতা আমরের প্রহারকারী)। (৩) অথবা موصول এর উপর। যেমন– مَرَرْتُ بِالضَّارِبِ أَبُوهُ عَمْرًوا (আমি তাকে অতিক্রম করেছি যার পিতা আমরের প্রহারকারী)। (৪) অথবা موصوف এর উপর নির্ভরশীল হবে। যেমন– عِنْدِي رَجُلٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرًوا (আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যার পিতা আমরের প্রহারকারী)। (৫) অথবা هَمْزَةُ إِسْتِفْهَامٍ (প্রশ্নবোধক হামযা)র উপর। যেমন– أَقَائِمٌ زَيْدٌ (যায়েদ কি দণ্ডায়মান?)। (৬) অথবা حَرْفِ نَفِي এর উপর। যেমন– مَاقَائِمٌ زَيْدٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)। اسم فاعل যদি অতীতকালের অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন إِضَافَةِ مَعْنَوِي সহ ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে যায়। যেমন– زَيْدٌ ضَارِبُ عَمْرٍوا أَمْسِ (যায়েদ গতকল্য আমরের প্রহারকরেছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ২. مُبْتَدَا ـ ذُو الْحَالِ، مَوْصُوْف، هَمْزَةُ إِسْتِفْهَامْ . حَرْفِ نَفِي ইত্যাদি (সামনে বর্ণিত) ছয় জিনিষের কোন একটি তার শুরুতে থাকতে হবে। যাতে مضارع এর সাথে مُشَابَهَتْ বৃদ্ধি পায় এবং আমলের জন্য আরো শক্তি লাভ হবে। কেননা এর দ্বারা এটি فعل এর ন্যায় তার পার্শ্বস্থ শব্দের সাথে مسند (সম্পর্কিত) হবে আর حَرْفِ نَفِي বা هَمْزَةُ إِسْتِفْهَام সাধারণত فعل এর পূর্বেই আসে।

قوله زَيْدٌ قَائِمٌ ঃ এটা মুবতাদার উপর টেক লাগানোর উদাহরণ। زَيد মুবতাদা এটি قَائِمٌ شِبْهِ فِعْل এর فَاعِل -

قوله جَائَنِي زَيْدٌ ضَارِبًا الخ ঃ এটি ذُوالْحَالِ এর উপর টেক লাগানোর (সহায়তা গ্রহণের) উদাহরণ। এর মধ্যে زيد হল ذُوالْحَالِ - فاعل . أَبُوهُ ـ مُرَكَّب إِضافي হয়ে ضَارِبًا এর فاعل . عَمْرًوا হল - مفعول به . ضَارِبًا -তার فاعل ও مفعول به মিলে (شِبْهِ جمله হয়ে) حال হয়েছে।

★ এ উদাহরণে ২টি বিষয় লক্ষণীয়– ক. اسم فاعل টি زيد মুবতাদা উপর টেক লাগিয়েছে। খ. এর اب শব্দটি ضَارِبٌ এর ফায়েল হওয়ায় واو দ্বারা مرفوع এবং عَمْرًوا মাফউল হওয়ায় منصوب হয়েছে।

قوله وَمَوْصُوْلٍ نَحْوُ مَرَرْتُ الخ ঃ অর্থাৎ اسم فاعل তার পূর্বোল্লিখিত اسم موصول এর উপর টেক লাগাবে। যথা– مَرَرْتُ ... উদাহরণে اَلضَّارِبُ، اسم فاعل টি ال بِمَعْنَى اَلَّذِيْ এর উপর টেক লাগিয়েছে। আর اسم فاعل তার معمول নিয়ে جمله হয়েছে।

قوله عِنْدِي رَجُلٌ ضَارِبٌ الخ ঃ এর মধ্যে رَجُلٌ، موصوف، ضَارِبٌ، اسم فاعل (شبه فعل) أَبُوهُ، مركب اضافى হয়ে তার فاعل আর عَمْرًوا، مفعول মিলে شبه جمله হয়ে صفت অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مبتدائے مُبْتدا مؤخّر - خبرِ مُقدَّم এর সাথে متعلق হয়ে شبه فعل উহ্য مُوْجُوْدٌ হয়ে مركب اضافى، عِنْدِيْ অতপর مؤخر ও خبرمقدم মিলে جملهُ اسميهُ خبرية -

قوله أَقَائِمٌ زَيْدٌ ঃ قَائِمٌ ফে'লটি هَمْزَةُ حرفِ استفهام -এর উপর টেক লাগিয়ে زَيْدٌ (ফায়েলের) উপর আমল করেছে। قَائِمٌ - شبه فعل তার فاعل মিলে جملهُ إِسْتِفْهَامِيه انشائية হয়েছে।

قوله فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِيْ الخ ঃ অর্থাৎ اسم فاعل যদি অতীতকালের অর্থে আসে তাহলে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালের শর্ত না পাওয়ার কারণে আমল করবে না। বরং তখন مفعول এর প্রতি মুযাফ হবে। আর ফায়েলটি তখন মুবতাদা হয়ে আগে চলে আসবে। যেমন উদাহরণে লক্ষ্য কর–

هٰذَا إِذَا كَانَ مُنَكَّرًا أَمَّا إِذَا كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ يَسْتَوِى فِيهِ جَمِيعُ الْأَزْمِنَةِ نَحْوُ زَيْدُنِ الضَّارِبُ أَبُوهُ عَمْرًوا الْآنَ أَوْ غَدًا أَوْ أَمْسِ ـ فَصْلٌ ـ إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ إِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلٍ مُتَعَدٍّ لِيَدُلَّ عَلٰى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَصِيْغَتُهُ مِنَ الْمُجَرَّدِ الثُّلَاثِيِّ عَلٰى وَزْنِ مَفْعُوْلٍ لَفْظًا كَمَضْرُوْبٍ أَوْ تَقْدِيْرًا كَمَقُوْلٍ وَمَرْمِيٍّ وَمِنْ غَيْرِهِ كَإِسْمِ الْفَاعِلِ بِفَتْحِ مَاقَبْلَ الْآخِرِ كَمُدْخَلٍ وَمُسْتَخْرَجٍ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُوْلِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ إِسْمِ الْفَاعِلِ نَحْوُ زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ الْآنَ أَوْغَدًا أَوْأَمْسِ ـ

অনুবাদ ॥ اسم فاعل টি নাকেরা হওয়া অবস্থায় উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য; কিন্তু যদি তা الف ও لام যোগে মা'রেফা হয় তবে সে ক্ষেত্রে সব কালই সমান। যেমন– زَيْدٌ زَيْدُ الضَّارِبُ أَبُوهُ عَمْرًوا الْآنَ অথবা زَيْدُنِ الضَّارِبُ أَبُوهُ عَمْرًوا غَدًا অথবা زَيْدُنِ الضَّارِبُ أَبُوهُ عَمْرًوا أَمْسِ

পরিচ্ছেদ - ৮ ঃ إِسْمِ مَفْعُوْلٍ (কর্মকারক বিশেষ্য)

اسم مفعول এর সংজ্ঞা ঃ اسم مفعول ঐ ইসমকে বলে যা فِعْلِ مُتَعَدِّىْ হ'তে গঠিত হয়ে এমন সত্তা বুঝায় যার উপর কর্তার ক্রিয়া পতিত হয়।

اسم مفعول এর সীগা ঃ ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ হতে এর সীগা مفعول এর ওযনে হয়ে থাকে। ওযনটি প্রকাশ্য হোক, যেমন– مَضْرُوْبٌ (প্রহৃত) অথবা উহ্যভাবে হোক যেমন–مَقُوْلٌ (কথিত) ও مَرْمِىٌّ (নিক্ষিপ্ত)। আর ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ ব্যতীত অন্যান্য ফে'ল হতে اسم مفعول এর সীগা اسم فاعل -এর ন্যায়। তবে তার শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হয়। যেমন– مُدْخَلٌ ও مُسْتَخْرَجٌ-

আমল ঃ إِسْمِ مَفْعُوْلٍ - اسم فاعل এর মধ্যে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে فعل مَجْهُوْل এর ন্যায় আমল করে থাকে। যেমন– (বর্তমান কালের উদাহরণ) زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ الْآنَ (যায়েদের ভৃত্য এখন প্রহৃত), (ভবিষ্যতকালের উদাহরণ) زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ غَدًا (যায়েদের ভৃত্য আগামীকাল প্রহৃত হবে)। এবং (অতীতকালের উদাহরণ) زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ أَمْسِ (যায়েদের ভৃত্য গতকাল প্রহৃত হয়েছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ★ ফায়েদা ঃ اسم فاعل এর আমলের জন্য বর্তমান বা ভবিষ্যতকালের অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার শর্তটি مفعول به এর মধ্যে আমলের জন্য শর্ত। فاعل এর মধ্যে আমলের জন্য এ শর্ত নয়।

قوله أَمَّا إِذَا كَانَ مُعَرَّفًا الخ ঃ অর্থাৎ اسم فاعل টি مُعَرَّفْ بِاللَّامِ হলে তখন তার আমলের জন্য حَالْ বা إِسْتِقْبَالْ এর প্রয়োজন নেই। কারণ তখন اسم فاعل টি فعل معروف এর অর্থ বিশিষ্ট হয়। আর فعل مَعْرُوْف এর মধ্যে সকল কাল সমান।

إِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلٍ ঃ সংজ্ঞার اسم مُشْتَقّ দ্বারা اسم جَامِد বের হয়ে গেল, عَلٰى مَنْ وَقَعَ বলার দ্বারা অন্যান্য সমস্ত صِيغَةُ صفت বের হয়ে সংজ্ঞাটি جامع مانع হয়ে গেল। মুসান্নিফ র. فعل مُتَعَدِّى এর জন্য বলেছেন যে, فعل لازم থেকে مفعول এর ছীগা গঠিত হয় না।

★ اسم تفضيل যেটা اسم مفعول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন أَشْهَرُ অর্থ অধিক প্রসিদ্ধ (زِيَادَهْ مَشْهُوْر) এটা যদিও لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ এর মধ্যে দাখিল থাকে তবে এর সাথে مَعَ الزِّيَادَةِ এর قيد থাকায় এটিও বের হয়ে যায়। কারণ اسم مفعول এর মধ্যে এ قيد নেই।

قوله عَلٰى وَزْنِ مَفْعُوْلٍ : এখানে قِيَاسًا বা غَالِبًا শব্দ উহ্য আছে। কারণ কখনো কখনো فَعِيْلٌ ওযনেও আসে। যথা جَرِيْحٌ، مَجْرُوْحٌ অর্থে ও قَتِيْلٌ، مَقْتُوْلٌ অর্থে ضَحِيْكٌ - مَضْحُوْكَةٌ. قَبِيْضٌ. مَقْبُوْضٌ অর্থে।

قوله اَوْ تَقْدِيْرًا كَمَقُوْلٍ : কেননা مَقُوْلٌ মূলত مَقْوُوْلٌ ও مَرْمِيٌّ মূলত مَرْمُوْيٌ ছিল।

قوله يِفَتْحِ مَاقَبْلَ الخ : এটা لَفْظًا বা تَقْدِيْرًا উভয় হতে পারে। لَفْظًا (প্রকাশ্য) যেমন مُدْخَلٌ - تَقْدِيْرًا (উহ্য) যেমন مُخْتَارٌ এটা মূলত مُخْتَيَرٌ ছিল।

قوله بِالشَّرَائِطِ الخ : অর্থাৎ ক. حَالٌ বা اِسْتِقْبَال এর অর্থে আসা ও খ. তার পূর্বে ، موصول ، مبتدا ذو الحال ،و حرف استفهام ،موصوف বা نفى مائے এ ৬টির কোন একটির উপর টেক লাগান।

★ উল্লেখ্য যে, حال বা استقبال এর শর্তটি কেবল مفعول به তে نصب দেয়ার জন্য نائب فاعل কে رفع দেয়ার জন্য এ শর্ত নয়।

★ ماضى এর অর্থে ব্যবহৃত হলে তখন مفعول به এর প্রতি اضافت معنوى হয়ে সেটি مجرور হয়। যেমন زَيْدٌ مُعْطٰى دِرْهَمٍ اَمْسِ (গতকাল যায়েদ কে দেরহাম দেয়া হয়েছে)

★ مُعَرَّفُ بِاللَّامِ হলে তার মধ্যে সকল زمانة সমান। তখন সেটি ماضى এর অর্থে হয়ে আমল করবে। যেমন زَيْدُنِ الْمُعْطٰى دِرْهَمًا غُلَامُهُ الْاٰنَ - زَيْدُنِ الْمُعْطٰى غُلَامُهُ دِرْهَمًا اَمْسِ - زَيْدُنِ الْمُعْطٰى دِرْهَمًا غَدًا উদাহরণ গুলোতে مُعْطٰى হল نائب فاعل - دِرْهَمًا হল ২য় مفعول -

★ ফায়েদা : فِعْلٌ مُتَعَدِّى চার প্রকার। যথা ১. (এক مفعول এর প্রতি متعدى) ২. (দুই مفعول এর প্রতি متعدى তবে এক মাফউলের উপর সীমিত করা জায়েয ৩. দুই مفعول এর প্রতি متعدى হতে এক মাফউলের উপর সীমিত করা জায়েয নয়। ৪. তিন مفعول এর প্রতি متعدى - অত্র ৪ প্রকর اسم مفعول পূর্বোক্ত ৬টির সাথে গুণ করলে মোট ৪ × ৬ = ২৪টি ছুরত হয়। নিম্নে ছকের আকারে তা উল্লেখ করা হল

اِعْتِمَادْ	مُتَعَدِّىْ اِلٰى مَفْعُوْلٍ	مُتَعَدِّىْ اِلٰى مَفْعُوْلَيْنِ الَّذِىْ يَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلٰى وَاحِدٍ	مُتَعَدِّىْ اِلٰى مَفْعُوْلَيْنِ الَّذِىْ لَا يَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلٰى وَاحِدٍ	مُتَعَدِّىْ اِلٰى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيْلَ
مُبْتَدَأ	زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ اَبُوْهُ	عَمْرٌو مُعْطًى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	بَكْرٌ مَعْلُوْمٌ نِ ابْنُهُ فَاضِلًا	خَالِدٌ مُخْبَرٌ نِ ابْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
مَوْصُوْف	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مَضْرُوْبٍ اَبُوْهُ	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُعْطٰى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مَعْلُوْمٍ نِ ابْنُهُ فَاضِلًا	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُخْبَرِنِ ابْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
مَوْصُوْل	جَاءَنِى الْمَضْرُوْبُ اَبُوْهُ	جَاءَنِى الْمُعْطٰى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	جَاءَنِىْ زَيْدُ الْمَعْلُوْمُ نِ ابْنُهُ فَاضِلًا	جَاءَنِى الْمُخْبَرُنِ ابْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
ذُوالْحَال	جَاءَنِىْ زَيْدٌ مَضْرُوْبًا اَبُوْهُ	جَاءَنِىْ زَيْدٌ مُعْطٰى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	جَاءَنِىْ زَيْدٌ مَعْلُوْمٌ نِ ابْنُهُ فَاضِلًا	جَاءَنِىْ زَيْدٌ مُخْبَرًا ابْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
همزهٔ استفهام	اَ مَضْرُوْبٌ زَيْدٌ	اَمُعْطًى زَيْدٌ دِرْهَمًا	اَمَعْلُوْمٌ زَيْدٌ فَاضِلًا	اَمُخْبَرٌ زَيْدٌ عَمْرًوا فَاضِلًا
حرف نَفى	مَا مَضْرُوْبٌ زَيْدٌ	مَا مُعْطًى زَيْدٌ دِرْهَمًا	مَا مَعْلُوْمٌ زَيْدٌ فَاضِلًا	مَا مُخْبَرٌ زَيْدٌ عَمْرًوا فَاضِلًا

فَصْلٌ - اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلٍ لَازِمٍ لِيَدُلَّ عَلٰى مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ وَصِيْغَتُهَا عَلٰى خِلَافِ صِيْغَةِ اِسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَاِنَّمَا تُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ كَحَسَنٍ وَصَعْبٍ وَظَرِيْفٍ وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا بِشَرْطِ الْاِعْتِمَادِ الْمَذْكُوْرِ -

---

পরিচ্ছেদ - ৯ : صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ (স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য)

অনুবাদ ॥ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ এর সংজ্ঞা : صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ এমন ইসমকে বলে যা فِعْلِ الْاَزِمْ হ'তে গঠিত হয়ে এমন সত্তাকে বুঝায় যার দ্বারা উক্ত فعل টি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ এর সীগা : اسم فاعل ও اسم مفعول এর সীগার বিপরীত (অর্থাৎ এর জন্য কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই)। শুধু আরবদের থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে অবহিত হওয়া যায়। যেমন– حَسَنٌ (সুন্দর) صُعْبٌ (কঠিন) ও ظَرِيْفٌ (চালাক)।

صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ এর আমল : সিফাতে মুশাব্বাহা (اسم فاعل এর অধ্যায়ে) উল্লেখিত নির্ভরশীলতার শর্তের ভিত্তিতে কোন কালের শর্ত ছাড়াই স্বীয় فعل এর ন্যায় আমল করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : اِسْمٌ مُشْتَقٌّ الخ : সংজ্ঞায় اسم শব্দটি جنس, এর মধ্যে اسم مُشْتَقٌّ ، غَيْرِ مُشْتَقٌّ সবই দাখিল। مشتق হল ১ম فصل- এর দ্বারা اسم غير مشتق বের হয়ে গেল। مِنْ فِعْلٍ لَازِمٍ ২য় فصل এর দ্বারা اسم مفعول খারিজ হয়ে গেল, عَلٰى مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ ৩য় فصل, এর দ্বারা اسم ظرف ও اسم آله খারিজ হয়ে গেল। بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ হল ৪র্থ فصل. এর দ্বারা اسم فاعل. اسم تفضيل ، اسم مُبَالَغَةٌ ইত্যাদি খারিজ হয়ে সংজ্ঞাটি جَامِعٌ مَانِعٌ হয়ে গেল।

قوله اَلْمُشَبَّهَةُ : مُشَبَّهَةٌ বাবে تَفْعِيْلٌ হতে اسم مفعول অর্থ تَشْبِيْهٌ প্রদত্ত। جمع ، مؤنث ، مذكر এবং واحد ، تثنيه এরদিক দিয়ে اسم فاعل এর সাথে সামঞ্জস্য প্রদত্ত হওয়ায় এ নাম রাখা হয়েছে।

قوله وَصِيْغَتُهَا الخ : অর্থাৎ صفتِ مُشَبَّهَه এর ওযনের নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই বরং শ্রবণের উপর নির্ভর। এ কারণে মুসান্নিফ র. عَلٰى خِلَافِ صِيْغَةِ বলেছেন। ইলমুছ ছীগা গ্রন্থকার র. صفتِ مُشَبَّه এর ২৩টি ওযন উল্লেখ করেছে। যথা–

صَعْبٌ، صِفْرٌ، صُلْبٌ ، حَسَنٌ، خَشِنٌ، نَدُسٌ، زَنِمٌ ، بِلِزٌ، حُطَمٌ، اَحْمَرُ ، كَابِرٌ، كَبِيْرٌ ، غَفُوْرٌ، جَيِّدٌ، هِجَانٌ، جَبَانٌ، شُجَاعٌ ، عَطْشَانٌ، عَطْشٰى ، حُبْلٰى، حَمْرَاءُ، عُشَرَاءُ

قوله وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ الخ : موصول ছাড়া ৫টির যে কোনটির উপর টেক লাগানোর শর্তে অর্থাৎ صفت مشبه فعل لازم এর ন্যায় আমল করে। তবে এর জন্য حال বা اِسْتِقْبَال এর অর্থের কোন শর্ত নেই। কেননা এটা চিরস্থায়ী গুণ বুঝায়। পক্ষান্তরে حال বা استقبال এর অর্থ حُدُوْثٌ তথা ক্ষণস্থায়ী বুঝায়। আর موصول এর উপর টেক লাগানোর শর্ত এ কারণে নেই যে, صفت مشبه এর পূর্বে الف لام, الذى অর্থে আসে না।

★ উল্লেখ্য যে, صفت مشبه তার فعل এর আমলের তুলনায় বেশী আমল করে। কারণ صفت مشبه মাফউল হিসেবে তার معمول কে نصب দেয়। অথচ لازم হওয়ার কারণে উক্ত মাসদারের থেকে গঠিত فعل এর مفعولই হয় না।

وَمَسَائِلُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَنَّ الصِّفَةَ إِمَّا بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدَةٌ عَنْهَا وَمَعْمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمَّا مُضَافٌ أَوْ بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدٌ عَنْهُمَا فَهٰذِهِ سِتَّةٌ وَمَعْمُولُ كُلٍّ مِّنْهَا إِمَّا مَرْفُوعٌ أَوْ مَنْصُوبٌ أَوْ مَجْرُورٌ فَذٰلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَفْصِيلُهَا نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدُنِ الْحَسَنُ وَجْهُهُ ثَلٰثَةُ أَوْجُهٍ كَذٰلِكَ اَلْحَسَنُ الْوَجْهِ وَالْحَسَنُ وَجْهٍ وَحَسَنٌ وَجْهٍ وَحَسَنُ الْوَجْهِ وَحَسَنٌ وَجْهٌ وَهِيَ عَلٰى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا مُمْتَنِعٌ اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ وَالْحَسَنُ وَجْهِهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ حَسَنُ وَجْهِهِ وَالْبَوَاقِي أَحْسَنُ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَمِيرٌ وَاحِدٌ وَحَسَنٌ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَمِيرَانِ وَقَبِيحٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَمِيرٌ وَالضَّابِطَةُ أَنَّكَ مَتٰى رَفَعْتَ بِهَا مَعْمُولَهَا فَلَا ضَمِيرَ فِي الصِّفَةِ وَمَتٰى نَصَبْتَ أَوْجَرَرْتَ فَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ نَحْوُ زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ ـ

অনুবাদ ॥ صِفَةِ مُشَبَّهَةٌ এর মাসয়ালাসমূহ ঃ صِفَةِ مُشَبَّهَةٌ এর আঠারটি মাসয়ালা বা অবস্থা রয়েছে। কেননা صِفَةِ مُشَبَّهَةٌ টি হয়ত الف ও لام যুক্ত হবে অথবা الف ও لام শূন্য হবে এবং এগুলোর প্রত্যেকটির معمول হয়ত مضاف হবে, অথবা الف ও لام যুক্ত হবে, অথবা এতদুভয় হতে মুক্ত হবে। এতে মোট ছয় অবস্থা হল। এখন এ ছয়টির প্রত্যেকটির معمول হয়ত পেশ বিশিষ্ট হবে বা যবরবিশিষ্ট হবে, অথবা যেরবিশিষ্ট হবে এভাবে (উপরোক্ত ছয় অবস্থাকে এ তিন অবস্থা দ্বারা গুণ করলে) সর্বমোট অবস্থা হয় আঠারটি। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যেমন– جَاءَنِي زَيْدُنِ الْحَسَنُ وَجْهُهُ -এর তিনটি অবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে– اَلْحَسَنُ الْوَجْهُ - اَلْحَسَنُ وَجْهٌ - حَسَنُ الْوَجْهِ - حَسَنٌ وَجْهُهُ - اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ - حَسَنٌ وَجْهٌ

حَسَنٌ এর ক্ষেত্রে ১৮ অবস্থার প্রকারভেদ ঃ صِفَةِ مُشَبَّهَةٌ -পাঁচ ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে مُمْتَنِعٌ (নিষিদ্ধ)। নিষিদ্ধ অবস্থা দু'টি। যথা– اَلْحَسَنُ وَجْهِ ও اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ - দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে مُخْتَلَفٌ فِيهِ (মতবিরোধপূর্ণ)। মতবিরোধপূর্ণ অবস্থা একটি। যথা– حَسَنُ وَجْهِهِ - অবশিষ্টগুলো সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যদি তাতে একটি যমীর হয় তবে أَحْسَنُ - (অতি উত্তম)। আর যদি দু'টি যমীর হয় তবে حسن (উত্তম)। যদি তাতে আদৌ কোন যমীর না থাকে তবে قَبِيحٌ (মন্দ)। এ ক্ষেত্রে বিধান এই যে, তুমি যখন صِفَةِ مُشَبَّهَةٌ দ্বারা তার مَعْمُول কে পেশ দিবে তখন صفت এর মধ্যে কোন যমীর হবে না। আর যখন যবর বা যের দিবে তখন তাতে موصوف এর যমীর থাকবে। যেমন– زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নিম্নে صفت مشبهه এর ১৮টি ছুরত ও তার বিধানকে ছকের মাধ্যমে দেখান হল।

صفۃِ مُشَبَّہ	اَقْسَامِ مَعْمُول	حالت رفعی	حالت نصبی	حالت جری
مُعَرَّف بلام	مضاف	زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهُهُ-ا	زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهَهُ-ح	زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهِهِ-مم
	معرف بلام	زَيْدٌ الْحَسَنُ الْوَجْهُ-ق	زَيْدٌ الْحَسَنُ الْوَجْهَ-ا	زَيْدٌ الْحَسَنُ الْوَجْهِ-ا
	دونوں سے خالی	زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهٌ-ق	زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهًا	زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهٍ-مم
غیرمعرّف بلام	مضاف	زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ-ا	زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ-ح	زَيْدٌ حَسَنُ وَجْهِهِ-مخ
	معرف بلام	زَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْهُ-ق	زَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْهَ-ا	زَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْهِ-ا
	دونوں سے خالی	زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهٌ-ق	زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهًا-ا	زَيْدٌ حَسَنُ وَجْهٍ-ا

বিঃ দ্রঃ উপরে ছকে প্রদত্ত ق দ্বারা قبيح (অশুদ্ধ) ا দ্বারা أَحْسَنُ (সর্বোত্তম) ح দ্বারা حَسَنٌ (উত্তম) مم দ্বারা مُمْتَنِعٌ (নিষিদ্ধ) ও مخ দ্বারা مُخْتَلَفٌ فِيْهِ (মতভেদ) বুঝান উদ্দেশ্য। এগুলোর বিস্তারিত কারণ নিম্নে লক্ষ কর।

قوله وَهِيَ عَلٰى خَمْسَةِ الخ ঃ হুকুম বা বিধানের দিক দিয়ে উপরোক্ত আঠারটি ছুরত ৫ ভাগে বিভক্ত। ১. مُمْتَنِعٌ (নিষিদ্ধ) এটা ২টি ছুরতে তথা اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ ও اَلْحَسَنُ وَجْهُهُ - কারণ এতে نكره এর প্রতি معرفه এর اضافت হয়েছে। إِضَافَتِ مَعْنُوِيَّة এর মধ্যে এটা নাজায়েয। সুতরাং ممتنع এর সাথে সামঞ্জস্যের দরুন এর মধ্যে ও নিষিদ্ধ।

আর ২য়টির মধ্যে اضافت এর দ্বারা مضاف টি معرفه হওয়ার বা مضاف اليه থেকে যমীর বিলুপ্তির দ্বারা تخفيف হওয়ার কোনটি পাওয়া যায়নি। এ কারণে এটা নাজায়েয হয়েছে।

قوله وَمُخْتَلَفٌ فِيْهِ الخ ঃ ১৮ ছুরতের মধ্যে ১টি مُخْتَلَفٌ فِيْهِ তথা মতবিরোধপূর্ণ। আর সেটি হল حَسَنُ وَجْهِهِ ، سِيبُوَيْه ও বসরী নাহুভীগণের মতে অপসন্দনীয় হওয়া সত্ত্বে شِعْر এর মধ্যে প্রয়োজনে জায়েয। অপসন্দনীয় হওয়ার কারণ হল إِضَافَتِ لَفْظِيَّه সাধারণত تَخْفِيْف এর ফায়েদা দেয়। সুতরাং উচ্চ পর্যায়ের تخفيف হওয়াই উত্তম। আর তা হয় مضاف থেকে তানভীন ও مضاف اليه থেকে যমীর বিলুপ্তির মাধ্যমে। কিন্তু এখানে مضاف اليه থেকে যমীর বিলুপ্ত হয়নি। অথচ তা সম্ভব ছিল। এ কারণে এটা قَبِيْح তথা অপসন্দনীয়। আর কূফীগণের মতে এটা সাধারণভাবে (بِلَاقَبَاحَتْ) জায়েয। কারণ فِي الْجُمْلَه তথা কোন রকম تخفيف পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। আর এখানে তানভীন বিলুপ্তির মাধ্যমে তা হাসিল হয়েছে।

قوله وَالْبَوَاقِيْ أَحْسَنُ ঃ অর্থাৎ অবশিষ্ট ১৫টি ছুরতের মধ্যে এক যমীর বিশিষ্ট ৯টি أَحْسَنُ (সর্বোত্তম) কারণ موصوف এর সাথে সম্বন্ধের জন্য ১ যমীরই যথেষ্ট, আর ২ যমীর বিশিষ্ট ৬ ছুরত حَسَنٌ (উত্তম)। (এক যমীর مضاف এর সঙ্গে, আর ছীগায়ে সিফতের মধ্যে এক যমীর।

قوله فَلَا ضَمِيْرَ فِي الصِّفَةِ الخ ঃ কারণ তখন معمول টিই তার ফায়েল, আর নসব বা জরের ছূরতে صيغه صفت এর মধ্যকার যমীর فاعل হয়ে তা موصوف এর দিকে ফিরবে। এক্ষেত্রে موصوف অনুপাতে ছীগায়ে সিফত مذكر - مؤنث বা تشنيه - جمع হবে। কারণ مرجع এর সাথে যমীরের مطابقت (মিল) জরুরী। যেমন- (১) زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهًا (২) هِنْدٌ حَسَنَةٌ وَجْهًا (৩) زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ (৪) هِنْدٌ حَسَنَةٌ وَجْهُهَا (৫) اَلزَّيْدَانِ حَسَنَانِ وَجْهًا (৬) اَلزَّيْدُوْنَ حَسَنُوْنَ وَجْهًا ইত্যাদি।

فَصْلٌ - إِسْمُ التَّفْضِيلِ إِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلٍ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِزِيَادَةٍ عَلَى غَيْرِهِ وَصِيغَتُهُ أَفْعَلُ فَلَا يُبْنَى إِلَّا مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ الَّذِي لَيْسَ بِلَوْنٍ وَلَا عَيْبٍ نَحْوُ زَيْدٌ أَفْضَلُ النَّاسِ فَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِيِّ أَوْ كَانَ لَوْنًا أَوْ عَيْبًا يَجِبُ أَنْ يُبْنَى أَفْعَلُ مِنْ ثُلَاثِيٍّ مُجَرَّدٍ لِيَدُلَّ عَلَى مُبَالَغَةٍ وَشِدَّةٍ وَكَثْرَةٍ ثُمَّ يُذْكَرُ بَعْدَهُ مَصْدَرُ ذٰلِكَ الْفِعْلِ مَنْصُوبًا عَلَى التَّمْيِيزِ كَمَا تَقُولُ هُوَ أَشَدُّ إِسْتِخْرَاجًا وَأَقْوَى حُمْرَةً وَأَقْبَحُ عَرَجًا .

পরিচ্ছেদ - ১০ : إِسْمِ تَفْضِيلٍ (আধিক্যবাচক বিশেষ্য)

অনুবাদ ॥ إِسْمِ تَفْضِيلٍ এর সংজ্ঞা : اسم تفضيل এমন ইসমকে বলে যা অন্যের তুলনায় অধিক গুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানোর জন্য ফে'ল হতে গঠিত হয়।

اسم تفضيل এর সীগা : اسم تفضل এর ছীগা اسم تفضل এর ছীগা افعل এর ওযনে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা শুধু এমন ثُلَاثِى مُجَرَّدْ হতে গঠিত হয় যা রং বা দোষের অর্থজ্ঞাপক নয়। যেমন- زَيْدٌ أَفْضَلُ النَّاسِ যদি ফে'লটি তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হয়, অথবা রং বা দোষের অর্থজ্ঞাপক হয়, তবে সে ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলো ثُلَاثِى مُجَرَّدْ থেকে أَفْعَلُ ওযনে একটি শব্দ গঠন করা- যেন তা প্রাবল্য, কাঠিন্য বা আধিক্যের অর্থ বুঝায় এবং তার পরে ঐ ফে'লের একটি মাসদারকে তমীয হিসেবে যবরবিশিষ্ট আকারে উল্লেখ করা। যেমন- তুমি বলবে هُوَأَشَدُّ إِسْتِخْرَاجًا (বের করার দিক দিয়ে সে খুবই কঠিন), هُوَ أَقْوَى حُمْرَةً (লাল বর্ণ হওয়ার দিকদিয়ে তা খুবই প্রবল) এবং هُوَ أَقْبَحُ عَرَجًا (সে বিকলাঙ্গ হওয়ার দিক দিয়ে খুবই কুৎসিত)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : ★ উল্লেখ্য যে, এখানে عَيْبٌ (দোষ) দ্বারা বাহ্যিক দোষ উদ্দেশ্য বাতেনী দোষ নয়, অতএব عَيْبٌ দ্বারা কোন প্রশ্ন আসবে না।

قوله إِسْمٌ مُشْتَقٌّ الخ : সংজ্ঞায় إِسْمٌ হল جنس ، مُشْتَقٌّ হল ১ম فصل, এর দ্বারা إِسْمِ جَامِدٍ ও إِسْمِ مَصْدَرٍ বের হয়ে গেল। بِزِيَادَةٍ দ্বারা اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفتِ مُشَبَّهَه ও مُبَالَغَة বের হয়ে গেল। এভাবে زَائِدٌ ও كَامِلٌ এ ধরনের শব্দ ও বের হয়ে গেল। কেননা زِيَادَةٍ عَلَى غَيْرِهِ দ্বারা উক্ত اسم مشتق দ্বারাই আধিক্য বুঝান উদ্দেশ্য ভিন্ন শব্দ দ্বারা নয়।

قوله صِيغَتُهُ أَفْعَلُ : এর সাথে خَيْرٌ ، شَرٌّ ইত্যাদিও দাখিল, কেননা خَيْرٌ মূলত أَخْيَرُ ও شَرٌّ মূলত أَشَرُّ ছিল।

★ ثُلَاثِى مَزِيد বা رُبَاعِى থেকে اسم تفضيل এর ওযনে না আসার কারণ হল حرف কম করে এ ওযনে ছীগা বানালে তাতে অর্থ ও শব্দ উভয় দিক দিয়ে অসুবিধে সৃষ্টি হয়। আর হরফ না কমালে এ ওযনে সীগা বানান সম্ভব নয়।

قوله لَيْسَ بِلَوْنٍ الخ : অর্থাৎ যে সব শব্দ রং বা দোষ বুঝায় তা থেকেও اسم تفضيل আসে না। কারণ রং-দোষের অর্থবিশিষ্ট শব্দ اسم تفضيل ছাড়াই উক্ত ওযনে আসে। যেমন- أَحْمَرُ ، أَعْوَرُ প্রভৃতি। অতএব এ ওযনে اسم تفضيل বানালে উভয়ে মাঝে إِلْتِبَاس হয়ে যায়। কোনটা تفضيل আর কোনটা تفضيل নয় তা বুঝা যাবে না। উল্লেখ্য যে, এখানে عَيْبٌ (দোষ) দ্বারা বাহ্যিক দোষ উদ্দেশ্য, বাতেনী দোষ নয়। অতএব ابلد ، اجهل দ্বারা কোন প্রশ্ন আসবে না।

قوله أَفْعَلُ مِنْ ثُلَاثِيٍّ الخ : অর্থাৎ تفضيل এর অর্থের প্রয়োজন পড়লে আধিক্য, কাঠিন্য, প্রাবল্য ইত্যাদি অর্থবোধক শব্দ থেকে اسم تفضيل বানিয়ে কাঙ্খিত রং-দোষ বা মাসদারের শুরুতে তা যোগ করতে হবে। যথা- هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ إِسْتِخْرَاجًا ، هُوَ أَقْبَحُ مِنْهُ عَرَجًا ، هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ تَعْلِيمًا ইত্যাদি।

وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ لِلْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ قَلِيلًا نَحْوُ أَعْذَرُ وَأَشْغَلُ وَأَشْهَرُ ـ وَاسْتِعْمَالُهُ عَلَى ثَلٰثَةِ أَوْجُهٍ إِمَّا مُضَافٌ كَزَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ أَوْ مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ نَحْوُ زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ أَوْ بِمِنْ نَحْوُ زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ وَمُطَابَقَةُ اِسْمِ التَّفْضِيلِ لِلْمَوْصُوفِ نَحْوُ زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَالزَّيْدَانِ أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَأَفْضَلَا الْقَوْمِ وَالزَّيْدُونَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَأَفْضَلُوا الْقَوْمِ وَفِي الثَّانِي يَجِبُ الْمُطَابَقَةُ نَحْوُ زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ وَالزَّيْدَانِ الْأَفْضَلَانِ وَالزَّيْدُونَ الْأَفْضَلُونَ

অনুবাদ ॥ বিধানগতভাবে তা (اسم تفضيل) فاعل -এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়, যেমন– উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন কোন সময় مفعول -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– أَعْذَرُ (অধিক অপারগ), أَشْغَلُ (অধিক ব্যস্ত) أَشْهَرُ (অধিক প্রসিদ্ধ)।

اسم تفضيل এর ব্যবহার পদ্ধতি ঃ اسم تفضيل তিন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। যথা– (ক) مُضاف হয়ে, যেমন– زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ (যায়েদ জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) (খ) লাম যুক্ত মা'রেফা হয়ে, যেমন– زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ (শ্রেষ্ঠ যায়েদ)। (গ) من (হরফে জার)-সহ। যেমন– زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو (যায়েদ আমরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ)। প্রথমোক্ত ব্যবহার পদ্ধতিতে اسم تفضيل টি একবচন হওয়া অথবা موصوف -এর অনুযায়ী হওয়া উভয়ই বৈধ। যেমন–
اَلزَّيْدُونَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ অথবা, اَلزَّيْدَانِ أَفْضَلُ الْقَوْمِ - أَفْضَلَا الْقَوْمِ অথবা زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ - أَفْضَلُوا الْقَوْمِ– আর দ্বিতীয় ব্যবহার পদ্ধতিতে اسم تفضيل টি موصول অনুযায়ী হওয়া অপরিহার্য। যেমন– زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ - اَلزَّيْدَانِ الْأَفْضَلَانِ - اَلزَّيْدُونَ الْأَفْضَلُونَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَقِيَاسُهُ لِلْفَاعِلِ ঃ কেননা مفعول এর জন্য না হওয়ার কারণ হল কোন্‌টি فاعل এর অর্থে, কোন্‌টি مفعول এর অর্থে তা বুঝা মুশকিল হয়ে যাবে। সুতরাং فاعل টি أَشْرَفُ ও أَعْلٰى (উন্নত) হওয়ার কারণে তার জন্যই খাছ করা হয়েছে। তবে خلافِ قياس মাফউল অর্থেও আসে।

قوله أَوْ بِمِنْ الخ ঃ তিন তরীকার মধ্যে من দ্বারা ব্যবহার হল اصل, অতপর اضافت ও সর্বশেষ لام দ্বারা।

★ উল্লেখ্য যে, উক্ত তিন তরীকা ছাড়া اسم تفضيل এর ব্যবহার অশুদ্ধ (নাজায়েয)। তবে বিশেষ قرينه বা আলামত সাপেক্ষে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ (যার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়) কে حذف করা জায়েয। যেমন– اَللّٰهُ أَكْبَرُ মূলতঃ اَللّٰهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ছিল। এটা উল্লেখ করা ছাড়াই বুঝে আসে বিধায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

قوله لَا يَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الخ ঃ অর্থাৎ اسم تفضيل টি اضافت সহকারে ব্যবহৃত হলে তখন موصوف তথা مضاف এর সাথে এর مُطَابَقَتْ জরুরী নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে واحد مذكر আনা জায়েয। আবার مطابقت হিসেবে আনা ও জায়েয। তবে শুধু مضاف اليه এর উপর প্রাধান্য উদ্দেশ্য না হয়ে যদি مُطْلَقْ (সাধারণ) প্রাধান্য উদ্দেশ্য হয় তখন এ দু ছূরতের কোনটি জায়েয নয়। বরং তখন তার حكم (বিধান) مُعَرَّفْ بِاللَّامْ এর حكم এর ন্যায় যা সামনে আসছে। যথা– رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ أَفْضَلُ قُرَيْشٍ এর মধ্যে যদিও قريش বাহ্যিকভাবে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমস্ত মানুষজাতি উদ্দেশ্য। আর توضيح এর উল্লেখটা কেবল توضيح তথা স্পষ্ট করার লক্ষে।

قوله وَفِي الثَّانِيْ يَجِبُ الخ ঃ এক্ষেত্রে مُطَابَقَتْ জরুরী এ জন্য যে, লিঙ্গ ও বচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে موصوف এর সাথে صفت এর সামঞ্জস্যতা আবশ্যক। مِنْ এর সাথে ব্যবহারে যে مُشَابَهَتْ ছিল এক্ষেত্রে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ উল্লেখের দ্বারা তা দূর হয়ে গেছে।

وَفِي الثَّالِثِ يَجِبُ كَوْنُهُ مُفْرَدًا مُذَكَّرًا أَبَدًا نَحْوُ زَيْدٌ وَهِنْدٌ وَالزَّيْدَانِ وَالْهِنْدَانِ وَالزَّيْدُوْنَ وَالْهِنْدَاتُ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو وَعَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلٰثَةِ يُضْمَرُ فِيْهِ الْفَاعِلُ وَهُوَ يَعْمَلُ فِيْ ذٰلِكَ الْمُضْمَرِ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْمُظْهَرِ أَصْلًا إِلَّا فِيْ مِثْلِ قَوْلِهِ مَارَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِيْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِيْ عَيْنِ زَيْدٍ فَإِنَّ الْكُحْلَ فَاعِلٌ لِأَحْسَنَ وَهٰهُنَا بَحْثٌ ـ

অনুবাদ ॥ তৃতীয় ব্যবহার পদ্ধতিতে اسم تفضيل টি সর্বদা একবচন পুংলিঙ্গ হওয়া অপরিহার্য। যেমন–

اَلزَّيْدَانِ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو - هِنْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو - زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو -
اَلْهِنْدَاتُ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو - اَلزَّيْدُوْنَ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو - اَلْهِنْدَانِ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو

উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতির প্রত্যেকটিতে فاعل এর যমীর থাকতে হবে, যেই যমীরের মধ্যে সেটি আমল করবে। প্রকাশ্য ইসমের মধ্যে আদৌ কোন আমল করবে না। তবে আরবদের উক্তি– مَارَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِيْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِيْ عَيْنِ زَيْدٍ -এর মধ্যে প্রকাশ্য ইসমেও আমল করতে দেখা যায়। কেননা اَلْكُحْلُ শব্দটি اَحْسَنُ এর فاعل হয়েছে। এখানে আরো আলোচনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَفِي الثَّالِثِ يَجِبُ الخ ঃ কারণ مِنْ تَفْضِيْلِيَّةٌ টা اسم تفضيل এরই جُزْء (অঙ্গ) এর ন্যায়। সুতরাং اسم تفضيل এর শেষাক্ষরটি وسط كلمه (শব্দের মধ্যভাগ) এর হুকুমে হওয়ায় তার শেষে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন না জায়েয।

قوله وَعَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلٰثَةِ الخ ঃ অর্থাৎ اسم تفضيل কখনো اسمِ ظاهِر এর মধ্যে আমল করে না চাই اسم ظاهر হৌক বা مُضْمَرِ بَارِزْ হৌক।

★ اسم ظاهر বা ضمير بارز এর মধ্যে আমল না করার কারণ হল– اسم تفضيل এর আমল দুধরনের। যথা– ক. عَملِ رفع বা খ. عملِ نَصب – نصب আবার দু প্রকার ক. مفعول হিসেবে বা খ. حال ، تميز বা ظرف হিসেবে। اسم تفضيل কখনো مفعول হিসেবে আমল করে না। চাই তা ظاهر হৌক বা مضمر কেননা কেবল مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ ই مفعول এর হয়। আর مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ উল্লেখ থাকলে তা مَجْرُوْرْ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ جَارٍّ হয়। সুতরাং منصوب হয় না। আর اسم تفضيل টা حال ، تميز বা ظرف এর মধ্যে কোন শর্ত ছাড়াই আমল করে। যেমন– زَيْدٌ اَحْسَنُ مِنْكَ الْيَوْمَ رَاكِبًا এখানে اَحْسَنُ টা اَلْيَوْمُ যরফ ও رَاكِبًا হাল এর মধ্যে আমল করেছে। تميز এর মধ্যে আমলের উদাহরণ যেমন– اَنَا اَعَزُّ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا এতে مَالًا ও نَفَرًا হল تميز ـ

★ حال ও تميز এর মধ্যে বিনা শর্তে আমলের কারণ এই যে, এগুলো হল معمولِ ضَعِيف এ কারণে فعل এর সাথে مُشَابَهَتْ রেখে আমলের প্রয়োজন নেই। বরং সামান্য مُشَابَهَتْ যথেষ্ট। আর তা مَعْنَىٔ حُدُوْثْ এর মধ্যে فعل এর ন্যায় শরীক থাকার দিকদিয়ে হাসিল হয়ে যায়। এমন কি فعل এর সাথে কোন مشابهت ছাড়াও مميز তার تميز এর মধ্যে আমল করে। যেমন– عِنْدِيْ رِطْلٌ زَيْتًا এর মধ্যে رطل তার تميز زَيْتًا কে نصب দিয়েছে। সুতরাং যা فعل এর সাথে কিছুটা হলেও মিল রাখে তা আমলের ক্ষেত্রে তুলনামূলক শক্তিশালী। আর عملِ رفع না করার কারণ হল فاعل হিসেবে رفع দিলে معمول টি তিন ধরনের হতে পারে ضمير مُسْتَتِرِ .২ ضمير بارزْ ও ৩. اسم ظاهر ، ضمير مُسْتَتِرْ এর মধ্যে বিনা শর্তে আমল করে। কারণ এটি معمولِ ضَعِيف সুতরাং এর জন্য عاملِ قَوِيْ এর প্রয়োজন নেই। তবে ضمير بَارِزْ ও اسم ظاهِر এর মধ্যে বিনা শর্তে আমল করে না। উক্ত শর্তগুলোকে মুসান্নিফ র. مثل قولهم এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।

قوله إِلَّا فِيْ مِثْلِ قَوْلِهِمْ ঃ এটা لايعمل فى المظهر اصلا থেকে استثناء করা হয়েছে। অর্থাৎ اسم تفضيل সাধারণত اسم ظاهر এর মধ্যে আমল করে না তবে এ ধরনের বাক্যে আমল করে।

★ মুসান্নিফ র. مَارَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ বাক্যের দ্বারা তিনটি শর্তের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। শর্ত তিনটি হল– ১. اسم تفضيل টি শাব্দিক ক্ষেত্রে এক বস্তুর صفت হবে। আর অর্থের ক্ষেত্রে তার مُتَعَلِّقْ (সংশ্লিষ্ট) এর صفت

হবে. ২. مُتَعَلَّق উক্ত বস্তু হিসেবে مُفَضَّلُ এবং অন্য বস্তু হিসেবে مُفَضَّلُ عَلَيْهِ হবে। ৩. اسم تفضيل টি منفى হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় শর্ত টি نفى দাখিল হওয়ার আগের অবস্থা সাপেক্ষে হবে। আর نفى দাখিল হওয়ার পরে অবস্থাটি সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। যেমন مَارَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِىْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِىْ عَيْنِ زَيْدٍ অত্র উদাহরণে আগে اِثْبَات এর অর্থটি খেয়াল করলে অর্থটি বুঝা সহজ হবে। এর অর্থ হল- "আমি এমন একজন মানুষ কে দেখেছি যার চোখের সুরমা যায়েদের চোখের সুরমার চেয়ে সুন্দর" এর মধ্যে اَحْسَنُ، اسم تفضيل টি শাব্দিক ক্ষেত্রে رَجُلًا এর সিফত, আর অর্থের ক্ষেত্রে رَجُل এর متعلق তথা كُحْل (সুরমা)-এর সিফত, كُحْل টি رَجُل ও زيد এর মাঝে مشترك (শরীক)। যায়েদের চোখের দিকদিয়ে كُحْل টি مُفَضَّلُ عَلَيْهِ আর عَيْنِ رَجُل এর দিকদিয়ে مُفَضَّلُ যেমন অর্থের দ্বারা স্পষ্ট হল। এতে নফীর শর্ত ছাড়া বাকী শর্ত দুটি বিদ্যমান রয়েছে। নফী আসার পর اسم تفضيل টি مثبت থেকে منفى হয়ে যাবে। এবং نفى সহ তিনো শর্ত পাওয়া যাবে। نفى-এর পরে كُحْل টি عَيْنِ رَجُل এর দিক দিয়ে مفضل عليه এবং عين زيد হিসেবে مفضل হবে। তখন উদ্দেশ্য হবে- যায়েদের চোখের প্রশংসা করা। বাক্যটিতে ما হল نافية ـ رَجُلًا হল رَأَيْتُ এর مفعول به، اَحْسَنُ، حَسَنٌ-এর অর্থে ফায়েল হিসেবে اَلْكُحْلُ ، اسم ظاهر -এর মধ্যে আমল করেছে। সিফতের নফী দ্বারা فَضِيْلَت দূর হয়ে মূল فعل এর অর্থে পরিণত হয়েছে। কেননা تفضيل এর মধ্যে আধিক্যের অর্থটা একটা قيد এর ন্যায়, আর قيد এর উপর نفى আসলে তা قيد এর দিকে ধাবিত হয়ে মূল فعل বাকী থেকে যায়।

সুতরাং منفى এর ক্ষেত্রে اسم تفضيل এর আমলের কারণ হল এ সময় তা فعل এর অর্থে হয়ে সাধারণ فعل এর ন্যায় আমল করে। যেমন- مَارَأَيْتُ اَحْسَنَ مِنْ زَيْدٍ (আমি যায়েদের চেয়ে সুন্দর কাউকে দেখিনি) স্বাভাবিকভাবে এর দ্বারা প্রাধান্য বা সমতা কোনটিই লক্ষ্য থাকে না। বরং সৌন্দর্য প্রকাশই মূখ্য উদ্দেশ্য হয়। এভাবে অত্র উদাহরণের অর্থ হবে مَارَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِىْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِثْلُ حُسْنِهِ فِىْ عَيْنِ زَيْدٍ সুতরাং اَحْسَنَ টা حَسَنَ এর অর্থে হয়ে فاعل হিসেবে اَلْكُحْلُ কে رفع দিয়েছে।

قوله وَهٰهُنَا بَحْثٌ ঃ অর্থাৎ উপরোক্ত উদাহরণে আরো কিছু কথা আছে। সংক্ষিপ্তের প্রতি লক্ষ রেখে তা আলোচিত হল না। আর তা সম্ভবত এই যে, উদাহরণকে আরো সংক্ষেপে ও পেশ করা যায়। যেমন- مَارَأَيْتُ كَعَيْنِ زَيْدٍ اَحْسَنَ فِيْهَا الْكُحْلُ এর মধ্যে منه এর যমীর এবং فى কে حذف করে দেয়া হয়েছে। এভাবে مَارَأَيْتُ كَعَيْنِ زَيْدٍ اَحْسَنَ فِيْهَا الْكُحْلُ ও বলা যায়। এটা আরো সংক্ষিপ্ত হয়। অথচ অর্থে কোন প্রভেদ নেই।

التمرين (অনুশীলনী)

১. اسم مبنى এর পরিচয় দাও এবং তার حكم ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ লিখ।
২. اسم اشاره কাকে বলে উহা কত প্রকার ও কি কি এবং ها ও كاف যুক্ত হওয়ার বিষয়াদি বিস্তারিত লিখ।
৩. اسم موصول ও صلة এর পরিচয় দাও এবং صله এর বিধানসমূহ উদাহরণসহ লিখ।
৪. اسم موصول কাকে বলে, উহা কয়টি ও কি কি? مبنى معرب হওয়ার দিকদিয়ে তার বিস্তারিত বিধান লিখ।
৫. مركبات কাকে বলে? এখানে مركبات দ্বারা কি কি উদ্দেশ্য এবং সেগুলো معرب নাকি مبنى বিস্তারিত লিখ।
৬. كنايات এর পরিচয় দাও, كم কত প্রকার? كم خبر يه এর বিধানগুলো উদাহরণসহ লিখ।
৭. عدد ও معدود এর পরিচয় দাও এবং عدد - معدود এর ব্যবহারবিধি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৮. مثنى এর পরিচয় দাও এবং مفرد কে مثنى তে পরিণত করার নিয়ম উদাহরণসহ লিখ।
৯. مجموع এর সংজ্ঞা কি এবং তা جامع مانع হল কিভাবে বুঝিয়ে দাও। গঠন ও সংখ্যার দিক দিয়ে جمع এর প্রকারভেদ লিখ।
১০. مصدر কাকে বলে এবং উহা কি আমল করে? আমলের বিধানসহ লিখ।
১১. اسم فاعل এর পরিচয় দাও এবং উহার আমল ও তার শর্তাবলী বিস্তারিত লিখ।
১২. اسم تفضيل এর সংজ্ঞা ও আমলের বিধান লিখে নিম্নের বাক্য দ্বারা কি উদ্দেশ্য বর্ণনা দাও।
اِلَّا فِى مِثْلِ قَوْلِهِمْ مَارَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِىْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِىْ عَيْنِ زَيْدٍ

اَلْقِسْمُ الثَّانِىْ فِى الْفِعْلِ

وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيْفُهُ وَاَقْسَامُهُ ثَلٰثَةٌ مَاضٍ وَمُضَارِعٌ وَاَمْرٌ اَلْاَوَّلُ اَلْمَاضِىْ وَهُوَ فِعْلٌ دَلَّ عَلٰى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَ وَهُوَ مَبْنِىٌّ عَلَى الْفَتْحِ اِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَحَرِّكٌ وَلَا وَاوٌ كَضَرَبَ وَمَعَ الضَّمِيْرِ الْمَرْفُوْعِ الْمُتَحَرِّكِ عَلَى السُّكُوْنِ كَضَرَبْتُ وَعَلَى الضَّمِّ مَعَ الْوَاوِ كَضَرَبُوْا وَالثَّانِىْ اَلْمُضَارِعُ وَهُوَ فِعْلٌ يُشْبِهُ الْاِسْمَ بِاِحْدٰى حُرُوْفِ اَتَيْنَ فِىْ اَوَّلِهٖ لَفْظًا فِىْ اِتِّفَاقِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ نَحْوُ يَضْرِبُ وَيَسْتَخْرِجُ كَضَارِبٍ وَمُسْتَخْرِجٍ وَفِىْ دُخُوْلِ لَامِ التَّاكِيْدِ فِىْ اَوَّلِهِمَا تَقُوْلُ اِنَّ زَيْدًا لَيَقُوْمُ كَمَا تَقُوْلُ اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ وَفِىْ تَسَاوِيْهِمَا فِىْ عَدَدِ الْحُرُوْفِ وَمَعْنًى فِىْ اَنَّهٗ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ كَاِسْمِ الْفَاعِلِ وَلِذٰلِكَ سَمَّوْهُ مُضَارِعًا ـ وَالسِّيْنُ وَسَوْفَ تُخَصِّصُهٗ بِالْاِسْتِقْبَالِ نَحْوُ سَيَضْرِبُ وَسَوْفَ يَضْرِبُ وَاللَّامُ الْمَفْتُوْحَةُ بِالْحَالِ نَحْوُ لَيَضْرِبُ وَحُرُوْفُ الْمُضَارِعَةِ فِى الرُّبَاعِىِّ مَضْمُوْمَةٌ نَحْوُ يُدَحْرِجُ وَيُخْرِجُ لِاَنَّ اَصْلَهٗ يُاَخْرِجُ وَمَفْتُوْحَةٌ فِىْ مَاعَدَاهُ كَيَضْرِبُ وَيَسْتَخْرِجُ

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ক্রিয়া প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ فعل -এর প্রকারভেদ ঃ فعل এর সংজ্ঞা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। فعل তিন ভাগে বিভক্ত- (১) مَاضِىْ (২) مُضَارِع (৩) اَمْر - (১) ماضى এমন فعل কে বলে যা তোমার পূর্ববর্তীকাল অর্থাৎ অতীতকাল বুঝায়। যদি فعل এর সাথে ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ কিম্বা واو না থাকে, তাহলে তা যবরের উপর মবনী হবে; যেমন- ضرب আর ضمير مرفوع مُتَّصِل যুক্ত হলে ساكن এর উপর মবনী হবে। যেমন- ضرب ফে'ল টির সাথে واو যুক্ত হলে পেশের উপর মবনী হবে; যেমন- ضَرَبُوْا

দ্বিতীয় প্রকার হল مضارع - مضارع এমন ফে'লকে বলে যা তার প্রথমে اتين থেকে কোন এক হরফ যুক্ত হওয়ায় اسم এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, (এ সামঞ্জস্যতা দু'ভাবে হতে পারে- শাব্দিকভাবে ও অর্থগতভাবে) শাব্দিকভাবে (তিন দিক দিয়ে, যথা) – (১) হরকত ও সুকূনের দিক দিয়ে মিল থাকায়, যেমন- يَضْرِبُ ও يَسْتَخْرِجُ (শব্দদ্বয় যথাক্রমে ضَارِبٌ ও مُسْتَخْرِجٌ -এর অনুরূপ হয়েছে) (২) উভয়ের শুরুতে لام تاكيد আসার দিক দিয়ে। যেমন তুমি বলে থাক اِنَّ زَيْدًا لَيَقُوْمُ যেভাবে বলে থাক اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ (৩) হরফ বা অক্ষরের সংখ্যার দিক দিয়ে। আর অর্থগত দিক দিয়ে এভাবে যে, فعل টি اسم فاعل -এর ন্যায় বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের মধ্যে مُشْتَرَكٌ বা শরীক থাকে। এ জন্যই নাহুশাস্ত্রবিদগণ এ فعل কে مضارع নাম রেখেছে। س ও سَوْفَ মুযারে' কে ভবিষ্যতকালের সাথে খাছ করে দেয়। যেমন- سَوْفَ يَضْرِبُ ও سَيَضْرِبُ (সে অনতিবিলম্বে প্রহার করবে) আর যবর বিশিষ্ট لام - مضارع কে বর্তমানকালের সাথে খাছ করে দেয়। যেমন- لَيَضْرِبُ (অবশ্যই সে প্রহার করবে)। رباعى (চার অক্ষরবিশিষ্ট) শব্দে مضارع -এর হরফগুলো পেশযুক্ত হয়। যেমন- يُدَحْرِجُ ও يُخْرِجُ - يُخْرِجُ মূলে يُاَخْرِجُ ছিল। তা ছাড়া অন্যান্য শব্দে مضارع এর হরফগুলোতে যবর হবে। যেমন- يَضْرِبُ ও يَسْتَخْرِجُ-

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاَقْسَامُهُ ثَلٰثَةٌ الخ ঃ কেননা فعل টা হয় اِنْشَائِى হবে, না হয় اِخْبَارِى হবে। প্রথমটি হল امر -আর اِخْبَارِى হলে তা দু'প্রকার- শুরুতে عَلامتِ مضارع থাকবে বা না, থাকলে مضارع না থাকলে ماضى-

قوله اَلْاَوَّلُ الْمَاضِىُ ঃ ماضى থেকেই সকল فعل গঠিত এ কারণে ماضى কে আগে আনা হয়েছে।

قوله دَلَّ عَلٰى زَمَانٍ الخ ঃ অর্থাৎ যে فعل বর্তমান কালের পূর্বের কাল বুঝায় তাকে ماضى তথা (অতীতকালীন ক্রিয়া) বলে।

সংজ্ঞায় فعل দ্বারা امس বের হয়ে গেল। কেননা এটি فعل নয়; বরং اسم ، دَلَّ عَلٰى زَمَانٍ এর মধ্যে সকল فعل শামিল। উল্লেখ্য যে, অতীতকাল বুঝানটা গঠন প্রকৃতি হিসেবে হতে হবে। ব্যবহারিক হিসেবে নয়। অতএব لَمْ يَضْرِبْ ইত্যাদি বেরিয়ে গেল। এভাবে اِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ ও ماضى থেকে বেরিয়ে যায় না। কারণ এগুলো ماضى এর জন্যই গঠিত। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে اِنْ شَرْطِيَه আসার দরুন مستقبل এর অর্থ দিচ্ছে। قَبْلَ زَمَانِكَ অর্থাৎ قَبْلَ زَمَانٍ اَنْتَ فِيْهِ "তুমিযে কালে আছ তার পূর্বের কাল এর দ্বারা" ماضى ছাড়া সকল فعل বের হয়ে গেল।

قوله وَهُوَ مَبْنِىٌّ عَلٰى الخ ঃ কারণ এটি مُعْرَب এর خَاصِيَّت তথা فَاعِلِيَّتْ، مَفْعُوْلِيَّت ও اضافت থেকে মুক্ত থাকে। এ কারণে مبنى হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর فتحه টা اَخَفُّ الْحَرَكَاتِ এ কারণে فتحه এর উপর مبنى হয়েছে।

قوله اِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ضَمِيْرٌ ঃ কেননা হরকতযুক্ত فاعل এর যমীর থাকলে شِدَّتِ اِتِّصَالْ এর কারণে তা فعل এর جُزْءٌ (অঙ্গ) ধর্তব্য হয়, অতএব সাকিন হলে تَوَالِى حَرَكَاتِ اَرْبَعَةٌ (একাধারে চার হরকত) হয়ে যায়। আর তা কঠিন হওয়ায় নাজায়েয। এ কারণে সাকিন হয়। পক্ষান্তরে مفعول এর যমীর যুক্ত হলে যেমন ضَرَبَكَ বা واو ছাড়া কোন যমীর ساكن হলে যেমন ضَرَبَا তখন তার فتحه এর উপর مبنى হওয়াটা বহাল থাকবে।

قوله وَالثَّانِى اَلْمُضَارِعُ ঃ مضارع থেকে امر গঠিত হয়। এ কারণে امر এর আগে مضارع উল্লিখিত হয়েছে। এটা বাবে مُفَاعَلَة থেকে اسم فاعل - অর্থ ضَرْعٌ স্তন। একই মায়ের স্তন থেকে যেমন দুটি শিশু দুধ পান করতে পারে তদরূপ একই শব্দ থেকে দুটিকালের অর্থ পাওয়া যায় এ কারণে একে দুগ্ধদানকারীনি এর সাথে তুলনা করে এ নাম রাখা হয়েছে। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে مُضَارِع অর্থ مُشَابِهٌ -এ ফে'লটি تَعْدَادِحُرُوْف، حَرَكَاتْ، سُكُنَاتْ ও مُعْنٰى ইত্যাদি দিক দিয়ে اسم فاعل এর সাথে মিল বা مشابه রাখায় এ নাম রাখা হয়েছে।

قوله يُشْبِهُ الْاِسْمَ الخ ঃ দ্বারা মুসান্নিফ র. اسم فاعل এর সাথে مضارع এর বিভিন্ন দিকদিয়ে মিল রাখার বিষয়টি আলোকপাত করেছেন।

প্রথমত শাব্দিক মিল ৩ দিক দিয়ে যথা-১. اِتِّفَاقِ حَرَكَاتْ وَسَكَنَاتْ (হরকত ও সাকিনের ক্ষেত্রে) যেমন- يَضْرِبُ ও ضَارِبٌ এবং يَسْتَخْرِجُ ও مُسْتَخْرِجٌ এর মধ্যে ১মটি متحرك ২য় অক্ষরটি উভয়টিতে ساكن ৩য় অক্ষর উভয়টিতে مكسور ইত্যাদি। ২. উভয়ের শুরুতে لام تاكيد আসার দিক দিয়ে ৩. تَعْدَادِ حُرُوْف তথা বর্ণের সংখ্যার দিক দিয়েও اسم فاعل ও তার مضارع এর মধ্যে একই মিল রয়েছে।

দ্বিতীয় মিল হল অর্থের দিক দিয়ে কেননা উভয়টিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অর্থ পাওয়া যায়।

ফায়েদা ঃ ১.অধিকাংশের মতে مضارع টা حال ও استقبال এর মধ্যে مُشْتَرِكْ - সুতরাং উভয়কাল اصل -কোনটি مجاز বা রূপক নয়। ২. আর কিছু সংখ্যকের মতে حال হল اصل আর استقبال হল مجاز বা রূপক ৩. আবার কিছু সংখ্যকের মতে এর বিপরীত। অর্থাৎ اِسْتِقْبَال হল اصل -আর حال হল مَجَاز (রূপক)

وَإِنَّمَا اَعْرَبُوْهُ مَعَ اَنَّ اَصْلَ الْفِعْلِ الْبِنَاءُ لِمُضَارَعَتِهٖ اَىْ لِمُشَابَهَتِهِ الْاِسْمَ فِيْمَا عَرَفْتَ وَاَصْلُ الْاِسْمِ الْاِعْرَابُ وَذٰلِكَ اِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهٖ نُوْنُ تَاكِيْدٍ وَلَا نُوْنُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ وَاِعْرَابُهٗ ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَزْمٌ نَحْوُ هُوَ يَضْرِبُ وَلَنْ يَّضْرِبَ وَلَمْ يَضْرِبْ ـ

فَصْلٌ ـ فِىْ اَصْنَافِ اِعْرَابِ الْفِعْلِ وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَّكُوْنَ الرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ وَالْجَزْمُ بِالسُّكُوْنِ وَيَخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الصَّحِيْحِ غَيْرِ الْمُخَاطَبَةِ تَقُوْلُ هُوَ يَضْرِبُ وَلَنْ يَّضْرِبَ وَلَمْ يَضْرِبْ وَالثَّانِىْ اَنْ يَّكُوْنَ الرَّفْعُ بِثُبُوْتِ النُّوْنِ وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ بِحَذْفِهَا وَيَخْتَصُّ بِالتَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُفْرَدَةِ الْمُخَاطَبَةِ صَحِيْحًا كَانَ اَوْ غَيْرَهٗ تَقُوْلُ هُمَا يَفْعَلَانِ وَهُمْ يَفْعَلُوْنَ وَاَنْتِ تَفْعَلِيْنَ وَلَنْ يَفْعَلَا وَلَنْ يَّفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلِىْ وَلَمْ تَفْعَلَا وَلَمْ تَفْعَلُوْا وَلَمْ تَفْعَلِىْ

অনুবাদ ॥ فعل এর মৌলিকত্ব مبنى হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা (নাহুশাস্ত্রবিদগণ) مضارع কে معرب স্থির করেছেন। কারণ এটি اسم এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এ সম্বন্ধে তুমি পূর্বে অবগত হয়েছ। اسم এর মৌলিকত্ব হল معرب হওয়া। আর তা ঐ সময় যখন তার সাথে নূনে তাকীদও جمع مونث এর নূনযুক্ত হবে না। اسم এর اعراب তিন প্রকার– রফা, নসব ও জযম। যেমন– هُوَ يَضْرِبُ - لَنْ يَّضْرِبَ ও لَمْ يَضْرِبْ-

পরিচ্ছেদ - ১ঃ فعل এর اعراب

فعل এর اعراب এর প্রকারভেদ ঃ فعل এর اعراب চার ভাগে বিভক্ত–

প্রথম প্রকার ঃ رفع হবে পেশ দ্বারা, نصب হবে যবর দ্বারা ও جزم হবে ছাকিন দ্বারা, এ ধরনের اعراب কেবল واحد مونث حاضر ছাড়া সব কটি مفرد صحيح শব্দের সাথে খাছ। যেমন, তুমি বলে থাক- هُوَ يَضْرِبُ - لَنْ يَّضْرِبَ - لَمْ يَضْرِبْ -

দ্বিতীয় প্রকার ঃ رفع হবে نون কে বহাল রাখার দ্বারা এবং نصب ও جزم হবে نون বিলোপের দ্বারা। অত্র اعراب টি تثنيه، جمع مذكر ও واحدمونث حاضر এর সাথে খাছ। চাই সহীহ হোক কিম্বা অন্য কিছু। যেমন তুমি বলবে– هُمَا يَفْعَلَانِ - هُمْ يَفْعَلُوْنَ - اَنْتِ تَفْعَلِيْنَ (حَالتِ رفعى) - لَنْ يَّفْعَلَا، لَنْ يَّفْعَلُوْا ও لَنْ تَفْعَلِىْ (حالتِ نصبى) আর لَمْ تَفْعَلَا - لَمْ تَفْعَلُوْا ও لَمْ تَفْعَلِىْ (حالت جرى) -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله ذٰلِكَ اِذَا الخ ঃ কেননা نون تاكيد টি شِدَّتِ اِتِّصَال তথা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হওয়ার কারণে একই শব্দে গণ্য হয়, আর এক্ষেত্রে اعراب দিতে গেলে একই শব্দের মাঝে اعراب দেয়া হয়ে যায় যা নাজায়েয। আবার নূনের উপর ও দেয়া যায় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে এটি ভিন্ন শব্দ। আর نون تاكيد দুটি حرف হওয়ায় مبنى – আর نون جمع مؤنث টি ماضى এর সাথে মিল রাখায় তার ডানে سكون চায়, এ কারণে اعراب গ্রহণ করে না।

قوله اَصْنَاف ঃ এটি صنف এর বহুঃ অর্থ প্রকার। مضارع এর اعراب তিনটি– رفع ، نصب ও جزم = جر যেরূপ اسم এরজন্য খাছ তদরূপ جزم টি فعل এর জন্য খাছ।

قوله اَلْاَوَّلُ اَنْ يَّكُوْنَ الخ ঃ رفع হবে ضمه এর মাধ্যমে অর্থ হল حالت رفع এর অবস্থায় اعراب হবে পেশের মাধ্যমে। সুতরাং এখানে رفع অর্থ পেশ নয়। বরং উক্ত حالت এর اعراب ইত্যাদি উদ্দেশ্য। এভাবে نصب ও جزم অর্থ হল উক্ত اعراب বা তার অবস্থার বহিঃপ্রকাশ হবে যবর ও সুকূন দ্বারা।

উল্লেখ্য যে, প্রথম প্রকারে উল্লিখিত اعراب হল কেবল ৫ ছীগার জন্য অর্থাৎ যেগুলোতে نون, نون اعرابى তাثنيه ও نُوْنِ جمع مؤنث আসে না।

وَالثَّالِثُ اَنْ يَّكُوْنَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيْرِ الضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ لَفْظًا وَالْجَزْمُ بِحَذْفِ اللَّامِ وَيَخْتَصُّ بِالنَّاقِصِ الْيَائِيْ وَالْوَاوِيْ غَيْرَ تَثْنِيَةٍ وَجَمْعٍ وَمُخَاطَبَةٍ تَقُوْلُ هُوَ يَرْمِيْ وَيَغْزُوْ وَلَنْ يَّرْمِيَ وَيَغْزُوَ وَلَمْ يَرْمِ وَيَغْزُ، وَالرَّابِعُ اَنْ يَّكُوْنَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيْرِ الضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ بِتَقْدِيْرِ الْفَتْحَةِ وَالْجَزْمُ بِحَذْفِ اللَّامِ وَيَخْتَصُّ بِالنَّاقِصِ الْاَلِفِيْ غَيْرَ تَثْنِيَةٍ وَجَمْعٍ وَمُخَاطَبَةٍ نَحْوُ هُوَ يَسْعٰى وَلَنْ يَّسْعٰى وَلَمْ يَسْعَ ـ

فَصْلٌ ـ اَلْمَرْفُوْعُ عَامِلُهٗ مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ تَجَرُّدُهٗ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ نَحْوُ هُوَ يَضْرِبُ وَيَغْزُوْ وَيَرْمِيْ وَيَسْعٰى ـ

فَصْلٌ ـ اَلْمَنْصُوْبُ عَامِلُهٗ خَمْسَةُ اَحْرُفٍ اَنْ وَلَنْ وَكَيْ وَاِذَنْ وَاَنِ الْمُقَدَّرَةُ نَحْوُ اُرِيْدُ اَنْ تُحْسِنَ اِلَيَّ

অনুবাদ ॥ তৃতীয় প্রকার ঃ رفع হবে উহ্য পেশ দ্বারা, نصب হবে প্রকাশ্য যবর দ্বারা এবং جزم হবে لام কলেমা লুপ্ত হওয়ার দ্বারা। এই إعراب টি نَاقِص يَائِيْ ও نَاقِص وَاوِيْ এর সাথে খাছ, তবে শর্ত হল তা واحد مؤنث حاضر ও تثنية - جمع হবে না। যেমন তুমি বলে থাকো–

(حالتِ جزمى)-لَمْ يَرْمِ وَلَمْ وَيَغْزُ ও ن (حالتِ نَصْبى) لَنْ يَّرْمِيَ وَلَنْ يَّغْزُوَ (حالتِ رفعى)-هُوَ يَرْمِيْ وَيَغْزُوْ

চতুর্থ প্রকার ঃ رفع হবে উহ্য পেশ দ্বারা, نصب হবে উহ্য যবর দ্বারা এবং جزم হবে لام কালেমা বিলোপের দ্বারা এ اعراب টি نَاقِص اَلِفِيْ-এর সাথে খাছ যখন তা تثنيه، جمع ও واحدمونث حاضر না হবে। যেমন– هُوَ يَسْعٰى - لَنْ يَّسْعٰى ও لَمْ يَسْعَ -

পরিচ্ছেদ-২ ঃ مُضَارِعْ مُرْفوع

مُضارِع مُرفوع-এর আমেল হল مَعْنَوِيْ বা উহ্য। আর তা হল عامِل نَاصِبْ ও جَازِم হতে মুক্ত হওয়া। যেমন– هُوَ يَضْرِبُ وَيَغْزُوْ وَ يَرْمِيْ وَيَسْعٰى -

পরিচ্ছেদ– ৩ ঃ عَامِل نَاصِبْ لِلْمُضَارِعِ

فعل مضارع منصوب-এর আমেলসমূহ ঃ فعل مضارع এর নসবদাতা আমিল ৫টি। যথা– اِذَنْ اَنْ - لَنْ - اِذَنْ كَيْ এবং উহ্য اَنْ যেমন– (১) اُرِيْدُ اَنْ تُحْسِنَ اِلَيَّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلرَّابِعُ اَنْ يَكُوْنَ الخ ঃ এ ক্ষেত্রে اعراب এর কারণ হল এগুলো হরকত গ্রহণ করে না। আর لَمْ يَسْعَ এর মধ্যে جازم হরকত না পাওয়ায় আলিফকে বিলোপ করেছে।

قوله اَلْمُضَارِعُ الْمَنْصُوْبُ عَامِلُهُ الخ ঃ আমিলে নাসিবের মধ্যে ان হল আসল। বাকীগুলো তার হুকুমে শামিল। اَنْ অবশম্ভবীভাবে فعل مضارع কে নসব দেয় যখন তা ظن ও علم এর দ্বারা গঠিত শব্দের পূর্বে না হয় কারণ علم বা ظن পরে আসলে সেটি ان ناصبة নয় বরং اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ যেমন عَلِمْتُ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى অবশ্য ظَنَّ فعل এর পরে اَنْ আসলে তাকে اَنْ مُخَفَّفَةٌ বা اَنْ نَاصِبَةٌ যে কোন একটি গণ্য করা বৈধ। যেমন– ظَنَنْتُ اَنْ سَيَقُوْمُ

وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ وَأَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَإِذَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكَ وَتُقَدَّرُ أَنْ فِيْ سَبْعَةِ مَوَاضِعَ بَعْدَ حَتّٰى نَحْوُ أَسْلَمْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَامِ كَيْ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ لِيَذْهَبَ وَلَامِ الْجَحْدِ نَحْوُ مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَالْفَاءِ الْوَاقِعَةِ فِيْ جَوَابِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِسْتِفْهَامِ وَالنَّفْيِ وَالتَّمَنِّيْ وَالْعَرْضِ نَحْوُ أَسْلِمْ فَتَسْلِمَ وَلَاتَعْصِ فَتُعَذَّبَ وَهَلْ تَعَلَّمُ فَتَنْجُوَ وَمَا تَزُوْرُنَا فَنُكْرِمَكَ وَلَيْتَ لِيْ مَالًا فَأُنْفِقَهُ وَأَلَاتَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا

অনুবাদ ॥ (২) أَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ (৩) أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ (৪) إِذَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكَ- সাত স্থানে أَنْ উহ্য থাকে। যথা – (১) حَتّٰى এর পরে, যেমন- أَسْلَمْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ (২) لَامِ كَيْ এর পরে। যেমন- قَامَ زَيْدٌ لِيَذْهَبَ (৩) لَامِ جَحْد এর পরে। যেমন- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (৪) এমন فا এর পরে যা ৬টি বস্তুর (কোনটির) উত্তরে বসে, উক্ত বস্তুগুলো হল- امر - نَهي ও عرض - تَمَنِّيْ - إِسْتِفْهَام - نَفي - যেমন- (১) أَسْلِمْ فَتَسْلِمَ (ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে শান্তি পাবে)। (২) لَا تَعْصِ فَتُعَذَّبَ (অন্যায় করো না, করলে শাস্তি পাবে)। (৩) هَلْ تَعَلَّمُ فَتَنْجُوَ (তুমি কি ইলম অর্জন করছ? তুমি পরিত্রাণ পাবে)। (৪) مَا تَزُوْرُنَا فَنُكْرِمَكَ (তুমি আমাদের সাথে সাক্ষাত করো না কেন, যাতে তোমাকে সম্মান করতে পারি।) (৫) لَيْتَ لِيْ مَالًا فَأُنْفِقَهُ (হায়! আমার যদি সম্পদ থাকত আমি তা ব্যয় করতাম)। (৬) أَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا (ওহে তুমি আমাদের সাথে আসছো না কেন? তোমার ভাল হত)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلثَّانِيْ لَنْ ঃ لَنْ সাধারণভাবে مضارع কে نصب দেয় এবং نفي কে تاكيد করার জন্য আসে।

★ سيبويه رح এর মতে لَنْ স্বঅবস্থায় বহাল আছে। অর্থাৎ মূলেই لَنْ ছিল।

فَرَّاء رح এর মতে لَنْ মূলত لَا ছিল। الف কে نون দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। خليل رح এর মতে মূলত لَاأَنْ ছিল। উভয় আলিফকে সহজার্থে খিলাফে কিয়াস হযফ করা হয়েছে।

قوله كَيْ ঃ এটাও সাধারণভাবে مضارع কে نصب দেয়। كَيْ মূলত سَبَبِيَّت (কারণ বর্ণনা) এর জন্য আসে অর্থাৎ পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের কারণ বুঝায়।

قوله إِذَنْ ঃ এটা দু'শর্তে مضارع কে نصب দেয়- ১. তার পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের معمول না হওয়া। ২. مضارع টা مستقبل এর জন্য খাছ হওয়া। যেমন কেউ বলল أَسْلَمْتُ (আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি) তার উত্তরে বলা হল- إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ (তাহলে বেহেশতে প্রবেশ করবে।) এখানে تَدْخُلَ ফে'লটি منصوب হয়েছে। আর পরবর্তী অংশ পূর্বের معمول হলে তখন مضارع টা مرفوع হবে। যেমন أَنَا أٰتِيْكَ غَدًا (আমি কাল তোমার কাছে আসব) এর উত্তরে إِذَنْ أُكْرِمُكَ (তখন আমি তোমাকে সম্মান করব) এখানে أَنَا হল مبتدا আর إِذَنْ أُكْرِمُكَ তার خبر - مبتدا টি خبر এর আমল হওয়ায় أُكْرِمُ টা مرفوع হবে। এভাবে مضارع টা حال এর অর্থে আসলেও مرفوع হবে। যেমন আলাপ কালে বললে إِذَنْ أَظُنُّكَ كَاذِبًا ঃ (আমি তোমাকে মিথ্যুক মনে করছি।

পঞ্চম হল أَنْ مُقَدَّرَةٌ এটাও أَنْ مَلْفُوظَةٌ এর ন্যায় مضارع কে نصب দেয়, أَنْ সাত জায়গায় উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়।

১. حَتّٰى এর পরে। حَتّٰى দু অর্থে আসে, ক. যাতে (تَاكِه) যেমন– اَسْلَمْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْجَنَّةَ। খ. এমনকি (يهانتك كِه) যেমন– مَرَرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْبَلَدَ (আমি চলতে থাকলাম এমন কি শহরে প্রবেশ করলাম)

২. لَامِ كَيْ এর পূর্ববর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের কারণ হয়। যথা – قَامَ زَيْدٌ لِيَذْهَبَ

৩. لَامِ جُحْدٍ - جُحْدٌ অর্থ অস্বীকার করা, পরিভাষায় نفى এর تاكيد এর জন্য كَانَ نَفْيِ এর পরে ব্যবহৃত لام কে لَامِ جُحْدٍ বলে। যেমন– مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

★ উপরোক্ত তিনো জায়গায় لام উহ্য থাকার কারণ এই যে, এ لام টি হল حرف جر আর حرف جر ফে'লের পূর্বে আসে না। এ কারণে এর পূর্বে أَنْ مَصْدَرِيَه উহ্য মেনে فعل কে মাসদারে পরিণত করা হয়। আর মাসদার اسم হওয়ায় তখন বাক্য শুদ্ধ হয়ে যায়।

৪. امر، نهى، استفهام ، نفى، تمنى ، عرض ও এর জবাবে যে واو আসে উক্ত واو এর পরে أَنْ উহ্য থেকে পরবর্তী فعل কে نصب দেয়।

ক. امر এর জবাবে যথা اَسْلِمْ فَتَسْلَمَ (তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে শান্তি লাভ করবে।)

খ. نهى এর জবাবে যথা– وَلَا تَعْصِ فَتُعَذَّبَ (নাফরমানী করনা, করলে শাস্তি প্রাপ্ত হবে)

গ. استفهام এ জবাবে যথা– هَلْ تَعْلَمُ فَتَنْجُوْا (তুমি কি ইল্‌ম অর্জন করেছ? করলে নাজাত পাবে?)

ঘ. نفى এর জবাবে। যথা– مَاتَزُوْرُنَا فَنُكْرِمَكَ (তুমি আমাদের সাথে সাক্ষাত কর না কেন? যাতে তোমাকে সম্মান করতে পারি।)

ঙ. تمنى এর জবাবে। যথা– لَيْتَ لِيْ مَالًا فَاُنْفِقَهُ (হায়! আমার যদি সম্পদ থাকতো আমি তা ব্যয় করতাম)

চ. عرض এর জবাবে। যথা– اَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا (ওহে! তুমি আমাদের কাছে আস না কেন? আসলে তোমার মঙ্গল হত)

★ উল্লেখ্য যে, কখনো تَرَجِّيْ এর জবাবে যে فاء আসে তার পরেও أَنْ উহ্য থাকে যথা– لَعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى এখানে فَاَطَّلِعَ এর فاء এরপরে أَنْ উহ্য রয়েছে।

حرف تحضيض এর জবাবে আগত فاء এরপরে أَنْ উহ্য থাকে। যথা – هَلَّادَرَسْتَ الْكِتٰبَ فَتَفُوْزَ فِى الْاِخْتِبَارِ (তুমি বই পড়া কেন? পড়লে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে)

<u>★ ফায়েদা ঃ</u> উপরোক্ত ক থেকে চ পর্যন্ত ৬টি স্থানে ان উহ্য থাকার কারণ হল فاء এর পূর্বের বাক্য হল اِنْشَائِيَة আর পরবর্তী বাক্যগুলো خبرية অথচ اِنْشَائِيَة এর উপর خبرية এর عطف না জায়েয। এ কারণে أَنْ উহ্য মেনে فعل কে মাসদারের অর্থে পরিণত করে পূর্বের فعل এর মাসদারের উপর عطف মানা হয়। তখন عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ গণ্য হয়ে বাক্য সহীহ হয়ে যায়। যেমন– اَسْلِمْ فَتَسْلَمَ বাক্যটি হবে – (১) لِيَكُنْ مِنْكَ اِسْلَامٌ فَسَلَامَتُكَ مِنَ النَّارِ এভাবে (২) لَا يَكُنْ مِنْكَ عِصْيَانٌ فَعَذَابٌ مِّنَ اللّٰهِ (৩) هَلْ يَكُنْ مِنْكَ عِلْمٌ فَنَجَاتُكَ مِنَ الْجَهَالَةِ (৪) لَيْسَ مِنْكَ زِيَارَةٌ فَاِكْرَامٌ مِّنِّيْ (৫) لَيْتَ لِيْ ثُبُوْتُ مَالٍ فَاِنْفَاقٌ مِّنِّيْ (৬) اَلَا يَكُوْنُ مِنْكَ نُزُوْلٌ فَاِصَابَةُ خَيْرٍ مِّنِّيْ

وَبَعْدَ الْوَاوِ الْوَاقِعَةِ فِيْ جَوَابِ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ كَذٰلِكَ نَحْوُ اَسْلِمْ وَتَسْلَمَ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَبَعْدَ اَوْ بِمَعْنٰى اِلٰى اَنْ اَوْ اِلَّا اَنْ نَحْوُ لَاَحْبِسَنَّكَ اَوْ تُعْطِيَنِيْ حَقِّيْ وَوَاوِ الْعَطْفِ اِذَا كَانَ الْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ اِسْمًا صَرِيْحًا نَحْوُ اَعْجَبَنِيْ قِيَامُكَ وَتَخْرُجَ وَيَجُوْزُ اِظْهَارُ اَنْ مَعَ لَامِ كَيْ نَحْوُ اَسْلَمْتُ لِاَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ نَحْوُ اَعْجَبَنِيْ قِيَامُكَ وَتَخْرُجَ وَيَجُوْزُ اِظْهَارُ اَنْ فِيْ لَامِ كَيْ اِذَا اتَّصَلَتْ بِلَا النَّافِيَةِ نَحْوُ لِئَلَّا يَعْلَمَ ـ

অনুবাদ ॥ (৫) এবং ঐ واو এর পরে যা উপরোল্লিখিত ৬টি বস্তুর উত্তরে আসে, যেমন– أَسْلِمْ وَ تَسْلَمَ -এভাবে শেষ পর্যন্ত, (৬) أَوْ এর পরে যা إِلٰى বা إِلَّا এর অর্থে আসে, যেমন– لَأَحْبِسَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِيْ حَقِّيْ (৭) واو عاطفة এরপরে أَنْ উহ্য থাকে, যখন معطوف عليه প্রকাশ্য اسم হয়, যেমন– أَعْجَبَنِيْ قِيَامُكَ وَتَخْرُجَ - আর لام كَيْ ও واو عاطفة এর সাথে أَنْ কে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা জায়েয বা বৈধ। যেমন– أَسْلَمْتُ لِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ - أَعْجَبَنِيْ قِيَامُكَ وَأَنْ تَخْرُجَ - আর لَامِ كَيْ যখন لَائے نَفِي এর সাথে যুক্ত হবে তখন أَنْ কে প্রকাশ্য আনা ওয়াজিব। যেমন– لِئَلَّا يَعْلَمَ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَبَعْدَ الْوَاوِ الْوَاقِعَةِ ঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত এ বিষয়সমূহ যথা امر - نهى ইত্যাদি ৬টির জবাবে (فاء এর স্থলে) واو আসলে তারপরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। এর উদাহরণ হুবহু উপরের উদাহরণের ন্যায়, কেবল فاء এর স্থলে واو বসবে। যথা– أَسْلِمْ وَتَسْلَمَ ইত্যাদি।

★ উল্লেখ্য যে, ক. অত্র واو কে وَاوُ الْجَمْعِ বা وَاوُ الصَّرْفِ বলা হয়। খ. واو এর পরে أَنْ উহ্য থাকার জন্য ২টি শর্ত ১. উপরের ৬টির কোন একটির পরে আসা। ২. واو এর আগে পরের فعل এর কাল (زمانه) এক হওয়া। গ. এসব ক্ষেত্রে أَنْ উহ্য থাকার কারণ একই যা فاء এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তী فعل কে মাসদারে পরিণত করে عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ হিসেবে বাক্য সহীহ রাখা। যেমন– أَسْلِمْ وَتَسْلَمَ এর মধ্যে হবে لِيَجْتَمِعَ الْإِسْلَامُ وَالسَّلَامَةُ ও لَا تَعْصِ وَتُعَذَّبَ এর মধ্যে لَا يَجْتَمِعُ مِنْكَ الْعِصْيَانُ وَالْعَذَابُ ইত্যাদি।

قوله وَبَعْدَ أَوْ ঃ অর্থাৎ إِلٰى বা إِلَّا এর অর্থ প্রদানকারী أَوْ এর পরে أَنْ উহ্য থাকে।

★ প্রকাশ থাকে যে, إِلٰى أَنْ বা إِلَّا أَنْ এর অর্থে ব্যবহৃত أَوْ পরে আরেকটি أَنْ উহ্য থাকা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এতে পরপর ২টি أَنْ একত্রে হয়ে যায়। অথচ তা শুদ্ধ নয় এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই। ★ او এর পরে أَنْ উহ্য থাকার উদাহরণ যেমন– لَأَحْبِسَنَّكَ إِلٰى أَنْ تُعْطِيَنِيْ حَقِّيْ এখানে تُعْطِيَنِيْ حَقِّيْ এর অর্থ হবে إِلٰى وَقْتِ আর إِلَّا এর অর্থ নিলে বাক্য হবে– لَأَحْبِسَنَّكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا فِيْ وَقْتِ إِعْطَائِكَ حَقِّيْ উল্লেখ্য যে, إِلَّا এর অর্থে আসাটা سيبويه رح এর মত, আর অন্যান্যদের অভিমত হল إِلٰى অর্থে আসে। ★ واو এর পরে أَنْ উহ্য থাকার কারণ– এই যে, او টা إِلٰى বা إِلَّا এর অর্থে আসলে فعل টি مجرور বা مُسْتَثْنٰى হয়ে যায়, অথচ এটা اسم এর বৈশিষ্ট্য । এ কারণে ان উহ্য মেনে فعل কে مصدر এর অর্থে পরিণত করা জরুরী হয়ে পড়ে।

قوله وَوَاوِ الْعَطْفِ الخ ঃ وَاوِ عَاطِفَةٌ এর পরে أَنْ উহ্য থাকার জন্য শর্ত হল معطوف عليه টি প্রকাশ্য اسم হওয়া, যাতে فعل এর عطف - اسم উপর না হয়ে যায়। ★ উল্লেখ্য যে, اسم صريح হওয়ার উদ্দেশ্য اسمِ تاويلى না হওয়া। কারণ তখন أَنْ উহ্য মানার প্রয়োজন পড়ে না। যেমন– أَعْجَبَنِيْ أَنْ يَضْرِبَ زَيْدٌ وَأَنْ تَشْتِمَ এক্ষেত্রে يشتم এর عطف হবে يَضْرِبَ এর উপর, তখন تَشْتِمَ টি معطوف عليه এর পূর্বের أَنْ এর কারণে منصوب হবে।

قوله مَعَ لَامِ كَيْ ঃ لَامِ كَيْ এর সাথে أَنْ উল্লেখ করা জায়েয হওয়া কে খাছ করেছেন এজন্য যে, لَامِ جُحْد বা لام تاكيد এর পরে أَنْ কে উল্লেখ করা জায়েয নেই। কেননা এটি كَانَ مَنْفِيْ এর خبر টা فعل হলে তার সাথে খাছ।

قوله وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَنْ الخ ঃ ওয়াজিব এ জন্য যে, أَنْ উল্লেখ না করলে দুই لام একত্রে এসে শব্দটি কঠিন হয়ে যায়। যেমন– لِئَلَّا يَعْلَمَ মূলত لِأَنْ لَا يَعْلَمَ ছিল।

وَاعْلَمْ اَنَّ اَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هِيَ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَاِنَّمَا هِيَ الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ نَحْوُ عَلِمْتُ اَنْ سَيَقُوْمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى" وَاِنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ فِيْهِ الْوَجْهَانِ اَلنَّصْبُ بِهَا وَاَنْ تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ نَحْوُ ظَنَنْتُ اَنْ سَيَقُوْمُ ـ

فَصْلٌ ـ اَلْمَجْزُوْمُ عَامِلُهُ لَمْ وَلَمَّا وَلَامُ الْاَمْرِ وَلَا فِي النَّهْيِ وَكَلِمُ الْمُجَازَاتِ وَهِيَ اِنْ وَمَهْمَا وَاِذْمَا وَحَيْثُمَا وَاَيْنَ وَمَتٰى وَمَا وَمَنْ وَاَيٌّ وَاَنّٰى وَاِنِ الْمُقَدَّرَةُ نَحْوُ لَمْ يَضْرِبْ وَلَمَّا يَضْرِبْ وَلِيَضْرِبْ وَلَا تَضْرِبْ وَاِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ ـ

অনুবাদ ॥ জ্ঞাতব্য ঃ عِلْم এর পরে যে اَنْ আসে তা مضارع কে যবর দানকারী اَنْ নয়; বরং তা اَنِ الْمُثَقَّلَةُ مُخَفَّفَة মিনَ -যেমন- عَلِمْتُ اَنْ سَيَقُوْمُ আল্লাহ তাআলা বলেন- عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى আর ظَنٌّ শব্দের পরে اَنْ আসলে দু'প্রকার إعراب বৈধ। (১) فعل مضارع কে নসব দেয়া, (২) عِلْم এর পরে অবস্থিত اَنْ এর বিধান দেয়া অর্থাৎ যবর দেয়া। যেমন- ظَنَنْتُ اَنْ سَيَقُوْمُ

পরিচ্ছেদ - ৪ ঃ عَامِلِ جَازِمٌ لِلْمُضَارِعِ

فِعْلِ مُضَارِعِ مَجْزُوْم এর আমেল সমূহ ঃ জযমযুক্ত مُضَارِع এর আমেল সমূহ নিম্নরূপ- (১) لَمْ (২) لَمَّا (৩) لامِ امر (৪) كَلِمَاتِ شَرْط তথা- شرط ও جزاء জ্ঞাপক শব্দাবলী। যথা- اِنْ - مَهْمَا - اِذْمَا - حَيْثُمَا - اَيْنَ - مَتٰى - مَا - مَنْ - اَيٌّ - اَنّٰى - اَنِ مُقَدَّرَة

যেমন- لم يضرب - لما يضرب - ليضرب - لاتضرب - ان تضرب اضرب -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّ اَنِ الْوَاقِعَةَ الخ ঃ যে সব শব্দ عِلْم তথা يَقِيْن এর فَائِدَة দেয় তার পূর্বে ব্যবহৃত اَنْ টি اَنِ مَصْدَرِيَّة নয় বরং اَنِ مُثَقَّلَة مِنَ الْمُخَفَّفَة -কেননা اَنِ مُخَفَّفَة টি تَحْقِيْق (নিশ্চিত) বুঝানোর জন্য আসে। সুতরাং এর পরে عِلْم বা يقين এর অর্থবোধক শব্দ হওয়াই মুনাসিব।

★ উল্লেখ্য যে, علم দ্বারা এশব্দটি খাছ নয় বরং সকল فِعْلِ يَقِيْن যথা- تَحْقِيق ، اِنْكِشَاف ، شَهَادَت ، رُؤْيَت ، وِجْدَان ، تَبْيِيْن ও ظُهُوْر ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

قوله بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ الخ ঃ এক্ষেত্রে اَنِ نَاصِبَة বা اَنِ مُخَفَّفَة উভয়টি জায়েয। তবে ظَنّ যেহেতু عِلْم এর নিকটবর্তী অর্থ বুঝায় এ কারণে اَنِ مُخَفَّفَة গণ্য করাই رَاجِح বা প্রাধান্য প্রাপ্ত। তবে ইয়াকীন না হওয়ার প্রতি লক্ষ করলে اَنِ مَصْدَرِيَّة গণ্য করা উত্তম।

★ ফায়েদা ঃ عِلْم ও ظَنّ এর অর্থবোধক শব্দ ছাড়া অন্যান্য শব্দের পরে اَنْ আসলে তা اَنِ مَصْدَرِيَّة গণ্য হবে। যথা- رَجَاء ، طَبْع ، شَكّ ، خَوْف ، خَشِيَّت ، وحُكْم ইত্যাদি। যেমন- رَجَوْتُ اَنْ تَقُوْمَ - طَمِعْتُ اَنْ تَقْعُدَ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ كَلِمُ الْمُجَازَاتِ ঃ দ্বারা ঐ সকল শব্দ উদ্দেশ্য যা অন্য বাক্যের جَزَاء বা অঙ্গ এবং পূর্বের বাক্যের শর্ত বুঝায়, এক কথায় شَرْط ও جَزَاء জ্ঞাপক শব্দসমূহ। এগুলোর মধ্যে কোনটি اسم, কোনটি حرف - এ কারণে كَلِم (শব্দ) এনেছেন যাতে উভয়টি শামিল হয়। كَلِمُ الْمُجَازَاتُ এসে شَرْط ও جَزَاء এর উভয় فعل কে جزم দেয়।

وَاعْلَمْ اَنَّ لَمْ تُقَلِّبُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا وَلَمَّا كَذٰلِكَ اِلَّا اَنَّ فِيْهَا تَوَقُّعًا بَعْدَهُ وَدَوَامًا قَبْلَهُ نَحْوُ قَامَ الْاَمِيْرُ وَلَمَّا يَرْكَبْ وَاَيْضًا يَجُوْزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا خَاصَّةً تَقُوْلُ نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا اَوْ لَمَّا يَنْفَعْهُ النَّدَمُ وَلَاتَقُوْلُ نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمْ -

---

অনুবাদ ॥ জেনে রাখ যে, لَمْ অবশ্যই فعل مضارع কে ماضِى مَنْفِى তে পরিবর্তিত করে। আর لَمَّا ও এরূপ আমল করে; তবে পার্থক্য এতটুকু যে, لَمَّا এর মধ্যে কথা বলার পর থেকে আশার সঞ্চার হয় এবং পূর্বে منفى স্থায়িত্ব থাকে। যেমন- قَامَ الْاَمِيْرُ وَلَمَّا يَرْكَبْ অর্থাৎ আরোহণ না করা পর্যন্ত নেতা দাঁড়িয়ে রইলেন (তবে আরোহণের আশা করছেন।) বিশেষতঃ لَمَّا এর পরে অবস্থিত فعل কে লুপ্ত করা বৈধ। যেমন তুমি বলতে পার- نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا অর্থাৎ لَمَّا يَنْفَعْهُ النَّدَمُ (যায়েদ অপমানিত হলো, তবে অপমান তাকে উপকার করেনি) কিন্তু তুমি এরূপ বলতে পারবে না যে, نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمْ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَنَّ لَمْ تُقَلِّبُ الْمُضَارِعَ الخ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ র. لَمْ ও لَمَّا এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করছেন। لَمْ ও لَمَّا উভয়টি مضارع কে ماضى منفى তে পরিণত করে দেয়। তবে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ-

১. لَمَّا এর মধ্যে তার পরবর্তী ফে'ল সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বুঝায় কিন্তু لَمْ এর মধ্যে এরূপ সম্ভাবনা বুঝায় না, আবার অসম্ভব ও বুঝায় না।

২. لَمَّا তার পূর্বের কাল কে নফীর মধ্যে اِسْتِغْرَاقْ (বেষ্টন) করে নেয়। অর্থাৎ নেতিবাচক হওয়ার সময় থেকে কথোপকথনের কাল পর্যন্ত نفى কে বেষ্টন করে নেয়। তবে সম্ভবনাহীন ক্ষেত্রেও لَمَّا ব্যবহৃত হয়। যেমন- نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا يَنْفَعْهُ النَّدَمُ (যায়েদ লজ্জিত হয়েছে তবে লজ্জিত হওয়াটা উপকারে আসে নি)

৩. لَمَّا এর পরের فعل কে قرينة পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে হযফ করা জায়েয। কিন্তু لَمْ-এর পরবর্তী فعل কে হযফ করা জায়েয নেই। যেমন- اِجْتَهَدَ زَيْدٌ وَلَمَّا এখানে لَمَّا-এর পরে يَنْتَفِعْ উহ্য আছে।

৪. لَمَّا এর পূর্বে حرف شرط ব্যবহৃত হয় না কিন্তু لم এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

★ ফায়েদা ঃ ক. لَمَّا দু'ধরনের হতে পারে حرف ও اسم. حرف হলে তা فعل এর সাথে খাছ। আর اسم হলে তা ظرف হয়ে او অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সময় এর পরে فعل ماضى হওয়া আবশ্যক চাই তা শব্দগত হোক বা অর্থগত। তখন তার جواب টি جملهٔ فعليه বা جملهٔ اسميه উভয় হতে পারে। فعليه হলে তা اِذَا مُفَاجَاتِيَهْ এর সাথে হয়। যেমন- فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ

অথবা فاء এর সাথে হবে, আর جواب টি جملهٔ اسميه হলে কখনো তার جواب টি فا সহ ماضى এর ছীগা হয়, কখনো مضارع হয়।

وَأَمَّا كَلِمُ الْمُجَازَاتِ حَرْفًا كَانَتْ أَوْ اِسْمًا فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ لِتَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْأُوْلَى سَبَبٌ لِلثَّانِيَةِ وَتُسَمَّى الْأُوْلَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً ثُمَّ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ مُضَارِعَيْنِ يَجِبُ الْجَزْمُ فِيهِمَا لَفْظًا نَحْوُ إِنْ تُكْرِمْنِي أُكْرِمْكَ وَإِنْ كَانَا مَاضِيَيْنِ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِمَا لَفْظًا نَحْوُ إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا يَجِبُ الْجَزْمُ فِي الشَّرْطِ نَحْوُ إِنْ تَضْرِبْنِي ضَرَبْتُكَ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ مَاضِيًا جَازَ فِي الْجَزَاءِ الْوَجْهَانِ نَحْوُ إِنْ جِئْتَنِي أُكْرِمْكَ أَوْ أُكْرِمُكَ ـ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَمْ يَجُزِ الْفَاءُ فِيهِ نَحْوُ إِنْ أَكْرَمْتَنِي أَكْرَمْتُكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا" وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا بِلَا جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ نَحْوُ إِنْ تَضْرِبْنِي أَضْرِبْكَ أَوْ فَأَضْرِبُكَ وَإِنْ تَشْتِمْنِي لَا أَضْرِبْكَ أَوْ فَلَا أَضْرِبُكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ وَذٰلِكَ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ: اَلْأُوْلٰى أَنْ يَكُوْنَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا مَعَ قَدْ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ" وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُوْنَ مُضَارِعًا مَنْفِيًّا بِغَيْرِ لَا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ"

অনুবাদ ॥ كَلِمُ الْمُجَازَاتِ বা শর্তের শব্দসমূহ اسم হোক কিম্বা حرف দু'টো বাক্যের প্রথমে আসে এবং প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যের سبب বা কারণ বুঝায়। প্রথমটিকে شرط ও দ্বিতীয়টিকে جزاء বলে। যদি শর্ত ও জাযা উভয়ই مضارع হয়; তাহলে দু'টোতেই শাব্দিকভাবে জযম দেয়া ওয়াজিব। যেমন- إِنْ تُكْرِمْنِي أُكْرِمْكَ আর যদি উভয়ই (শর্ত ও জাযা) ماضى হয়, তাহলে শাব্দিকভাবে কোনটির মধ্যে আমল করবে না। যেমন- إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ যদি কেবলমাত্র জাযাটি ماضى হয়; তাহলে শর্তের শেষে জযম দেয়া ওয়াজিব। যেমন- إِنْ تَضْرِبْنِي ضَرَبْتُكَ - আর যদি কেবল শর্ত ماضى হয়, তাহলে জাযাতে দু'প্রকার إعراب বৈধ। যেমন- إِنْ جِئْتَنِي أُكْرِمْكَ/ أُكْرِمُكَ -

জ্ঞাতব্য ঃ (ক) জাযাটি قَدْ বিহীন ماضى হলে তাতে فا আনা বৈধ নয়। যেমন- إِنْ أَكْرَمْتَنِي أَكْرَمْتُكَ - মহান আল্লাহ বলেন- وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا (যে ব্যক্তি তার মধ্যে [কাবাঘরে] প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে।) (খ) যদি জাযাটি مضارع مثبت হয় কিংবা لَا সহকারে منفى হয় তাহলে তাতে দু'অবস্থা বৈধ। যেমন- إِنْ تَضْرِبْنِي أَضْرِبْكَ অথবা إِنْ تَضْرِبْنِي فَأَضْرِبُكَ ও إِنْ تَشْتِمْنِي لَا أَضْرِبْكَ অথবা فَلَا أَضْرِبُكَ আর (গ) জাযাটি উল্লিখিত দু'প্রকারের কোনটি না হলে তাতে فا আনা ওয়াজিব। আর তা (وُجوبِ فا) চার অবস্থায়-

(১) জাযাটি قد সহকারে ماضى হলে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (যদি সে চুরি করে থাকে তা হলে অবশ্যই তার ভাই ইতিপূর্বে চুরি করেছে।)

(২) জাযাটি لَا ছাড়া مُضارع مَنْفِى হলে, যেমন- আল্লাহর বাণী- وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন খোঁজ করবে,অনন্তর তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاَمَّا كَلِمُ الْمُجَازَاتِ الخ ঃ অর্থাৎ شرط ও جزاء এর শব্দগুলি চাই حرف হৌক বা اسم সব সময় দু বাক্যের পূর্বে আসে। প্রথমটি দ্বিতীয়টির سَبَبٌ (কারণ) হয় আর ২য়টি হয় مُسَبَّبٌ -

قوله لَمْ يَعْمَلْ فِيْمَا ঃ কেননা فعل ماضى মবনী হওয়ায় এর মধ্যে আমিলের কোন আছর জাহির হয় না।

قوله وَاِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ ঃ এক্ষেত্রে جزم হওয়াটা বেশী শুদ্ধ ও উত্তম। কেননা শর্তের শব্দ বিদ্যমান রয়েছে এবং مضارع হওয়ায় তার ক্ষেত্র ও রয়েছে। তবে مرفوع পড়া ও জায়েয। কারণ শর্ত টা মাযী হওয়ায় যখন তাতে جزم হয়নি সুতরাং তার অনুকরণে جزاء এর মধ্যেও جزم হওয়া জরুরী নয়। বরং عامِلِ مَعْنُوِى হিসেবে مرفوع পড়া জায়েয।

قوله لَمْ يَجُزِ الْفَاءُ ঃ কেননা حرف شرط এসে ماضى এর অর্থের মধ্যে আছর করে তাকে مضارع এর অর্থে পরিণত করেছে। এ কারণে বাহ্যিক আলামত বা رابطة এর প্রয়োজন নেই।

قوله جَازَ فِيْهِ الْوَجْهَانِ ঃ فاء আনা না আনার জন্য শর্ত হল مضارع مُثْبَتٌ হলে তা ১. لَامِ اَمْر থেকে খালি হওয়া ২. دُعَا বা تَمَنِّىْ না হওয়া ৩. শুরুতে سِيْن বা سَوْفَ না হওয়া, অথবা مضارع مَنْفِى হওয়া। কেননা এসব ক্ষেত্রে اِنْ আসার পূর্বেই فعل টি مُسْتَقْبِل থাকায় তার মধ্যে شرط এর কোন আছর পাওয়া যায় না। এ কারণে এসব ক্ষেত্রে ف আনা জরুরী। পক্ষান্তরে এসব শর্তগুলো পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে فَا আনা না আনা উভয় জায়েয। কারণ ماضى এর মধ্যে যেভাবে شرط এর আছর পাওয়া যায় (অর্থ পরিবর্তন দ্বারা) এসব ক্ষেত্রে সেভাবে পাওয়া যায় না, কারণ এসব ফে'লের মধ্যে আগে থেকেই ভবিষ্যৎকালের অর্থ রয়েছে। তবে حرف شرط এসে তাকে এর জন্য করে দিয়েছে সে হিসেবে فاء আনা না আনা উভয় জায়েয।

★ উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ র. مَنْفِيًّا بِلَا বলেছেন এ কারণে যাতে مَنْفِى بِلَمْ বেরিয়ে যায়, কারণ এটি অর্থের দিক দিয়ে মাযী হয়ে اِذَا كَانَ مَاضِيًا এর মধ্যে দাখিল রয়েছে। এভাবে مَنْفِى بِلَنْ এর দ্বারা বের হয়ে যায়। কারণ مَنْفِى بِلَنْ হলে শুরুতে فا আনা জরুরী। যেমন সামনে আসছে।

قوله فِى اَرْبَعِ صُوَرِ الخ ঃ অর্থাৎ নিম্নোক্ত ৪ ছুরতে جزاء এর উপর فاء আনা জরুরী। اَلْاَوَّلُ الخ থেকে তার বর্ণনা শুরু হয়েছে।

★ উল্লিখিত উদাহরণসমূহে فاء এর পূর্বের অংশ شرط ও পরবর্তী অংশ হল جزاء-এসব ক্ষেত্রে فاء আনা ওয়াজিব এ জন্য যে, এসব ক্ষেত্রে حرف شرط টি فعل এর মধ্যে শব্দগত বা অর্থগত কোন দিক দিয়ে আছর করে না। এজন্য شرط এবং جزاء এর মাঝে সম্পর্ক (ربط) এরজন্য মাধ্যম (رابطه) থাকা জরুরী।

ফায়েদা ঃ ক. কিতাবে বর্ণিত স্থানসমূহ ছাড়াও مضارع مثبت টি سين বা سوف যুক্ত হলে তার পূর্বেও فا আনা জরুরী। খ. فاء আনা জরুরী হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, যেখানে حرف شرط শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন প্রকার আছর (পরিবর্তন) করে না সেখানে فاء আনা জরুরী। আর যেখানে حرف شرط কিছুটা আছর করে সেখানে فاء আনা জায়েয। যেখানে حرف شرط ও جزاء এর মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয়ে আছর করে সেখানে جزاء এর পূর্বে فاء আনা নাজায়েয।

وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَّكُوْنَ جُمْلَةً إِسْمِيَّةً كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا" اَلرَّابِعَةُ أَنْ يَّكُوْنَ جُمْلَةً إِنْشَائِيَّةً إِمَّا أَمْرًا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ" وَإِمَّا نَهْيًا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ" -

وَقَدْ يَقَعُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ مَوْضِعَ الْفَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ" وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ أَنْ بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِيْ هِيَ الْأَمْرُ نَحْوُ تَعَلَّمْ تَنْجَ وَالنَّهْيُ نَحْوُ لَاتَكْذِبْ يَكُنْ خَيْرًا لَّكَ وَالْإِسْتِفْهَامُ نَحْوُ هَلْ تَزُوْرُنَا نُكْرِمْكَ وَالتَّمَنِّيْ نَحْوُ لَيْتَكَ عِنْدِيْ أَخْدِمْكَ وَالْعَرْضُ نَحْوُ أَلَا تَنْزِلُ بِنَا تُصِبْ خَيْرًا

অনুবাদ ॥ (৩) জাযাটি جملهٔ اسمية হলে। যেমন আল্লাহর বাণী– مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (যে ব্যক্তি একটা সৎকাজ করবে, অনন্তর তার জন্য তার দশগুণ নেকী হবে।)

(৪) জাযাটি جملهٔ انشائية হলে। এটা আবার দু'প্রকার– (ক) হয়ত তা আদেশ সূচক হবে অথবা (খ) নিষেধ-জ্ঞাকপ হবে। আদেশসূচক, যেমন আল্লাহর বাণী– قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ (আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস; তাহলে আমাকে অনুকরণ কর।) নিষেধজ্ঞাপক, যেমন আল্লাহর বাণী– فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (অনন্তর যদি তোমরা তাদেরকে বিশ্বাসী রমণী হিসেবে জান; তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিয়ো না।)

কখনো اذا শব্দটি فا এর স্থলে جملهٔ اسمية -এর সাথে যুক্ত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী– إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ (তাদের হাতসমূহ অতীতে যা কিছু করেছে সে কারণে যদি তাদের অমঙ্গল হয়; তাহলে তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।)

أَنْ কেবল ৫টি ফে'লের পরে উহ্য থাকে। সেগুলো হচ্ছে–

(১) امر যেমন– تَعَلَّمْ تَنْجَ (বিদ্যা শিক্ষা কর সফলতা লাভ করবে।)

(২) نهى যেমন– لَا تَكْذِبْ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ (মিথ্যা বলো না, এতে তোমার কল্যাণ হবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَقَدْ يَقَعُ إِذَا الخ ঃ এখানে إِذَا টি ঃ مُفَاجَاتِيَة (তথা আকস্মিক/ হঠাৎ কিছু ঘটা বুঝানোর জন্য আসে) ظرفيه নয়। কারণ হল– ظرفية এর অর্থটি إِذَا এর নিকটবর্তী, কেননা فاء আসে تَعْقِيْب বুঝানোর জন্য, আর اذا ও এক বিষয়ের পর অন্য বিষয় ঘটা বুঝায়।

وَبَعْدَ النَّفْيِ فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ نَحْوُ لَاتَفْعَلْ شَرًّا يَكُنْ خَيْرًا لَّكَ وَذٰلِكَ إِذَا قُصِدَ أَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبٌ لِلثَّانِيْ كَمَا رَأَيْتَ فِي الْأَمْثِلَةِ فَإِنَّ مَعْنٰى قَوْلِنَا تَعَلَّمْ تَنْجُ هُوَ إِنْ تَتَعَلَّمْ تَنْجُ وَكَذٰلِكَ الْبَوَاقِيْ فَلِذٰلِكَ امْتَنَعَ قَوْلُكَ لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ لِامْتِنَاعِ السَّبَبِيَّةِ إِذْ لَايَصِحُّ أَنْ يُّقَالَ إِنْ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ ـ

অনুবাদ॥ (৩) إِسْتِفْهَام যেমন– هَلْ تَزُوْرُنَا نُكْرِمْكَ (তুমি কি আমাদের সাথে সাক্ষাত করবে? তাহলে তোমাকে সম্মান করব।)

(৪) تَمَنِّيْ যেমন– لَيْتَكَ عِنْدِيْ أَخْدِمْكَ (হায়, তুমি যদি আমার নিকট থাকতে, তবে আমি তোমার সেবা করতাম।)

(৫) عَرْض যেমন– أَلَا تَنْزِلُ بِنَا تُصِبْ خَيْرًا (তুমি কি আমাদের সাথে সাক্ষাত করবে না? করলে তোমার ভাল হতো।।)

আবার কোন সময় نفي এর পরে (إِنْ উহ্য থাকে) যেমন– لَاتَفْعَلْ شَرًّا يَكُنْ خَيْرًا لَّكَ - অত্র ৫টি স্থানে প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যের জন্য سَبَب (কারণ) হবে, যেমন উদাহরণগুলোতে দেখতে পেয়েছ। কেননা আমাদের কথার অর্থ হচ্ছে تَعَلَّمْ تَنْجُ এর অর্থ হল, إِنْ تَتَعَلَّمْ تَنْجُ এমনিভাবে অবশিষ্ট উদাহরণগুলোতে বুঝতে হবে।

আর এ কারণেই তোমার এরূপ উক্তি নিষিদ্ধ যে, لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ (কুফরী করো না অন্যথায় আগুনে প্রবেশ করবে।) কারণ এখানে سبب পাওয়া যাচ্ছে না। সেহেতু এরূপ বলা শুদ্ধ হবে না যে, إِنْ - لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله إِنَّمَا تُقَدَّرُ إِنْ الخ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ র. إِنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে جزم দেয়ার ৫টি স্থান বর্ণনা করছেন। এ সবগুলো স্থানে প্রথম বাক্যের বিষয়বস্তুটি দ্বিতীয় বাক্যের বিষয়বস্তুর জন্য কারণ ঘটে। কেননা এটা شَرْطِ مُقَدَّر (উহ্য শর্ত) এর নামান্তর।

قوله وَبَعْدَ النَّفْيِ الخ ঃ সম্ভবত এ অংশটি ভুলবশত এখানে ঢুকে গেছে। কেননা نفي এর পরে إِنْ حرفِ شرط উহ্য থাকা শুদ্ধ নয়। কারণ নফী হল خبرِ مُحْض (নিছুক সংবাদ) বুঝায়। এর মধ্যে কোন কামনা (طلب) থাকে না। অথচ إِنْ এর মধ্যে তলব থাকে, সুতরাং উভয়টি একত্র হবে কিরূপে?

قوله وَذَالِكَ إِذَا قُصِدَ الخ ঃ অর্থাৎ উপরোক্ত ৫ ক্ষেত্রে إِنْ شَرْطِيَّة ঐ সময় উহ্য থাকে যখন প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যের জন্য কারণ হয়। যদি سَبَبِيَّتْ বা কারণ হওয়া উদ্দেশ্য না হয় তখন مجزوم হবে না বরং مرفوع হবে। আর مرفوع হওয়াটা হয়ত ক. حال হিসেবে হবে। যেমন– فَذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ এখানে يَلْعَبُوْنَ টা حال অর্থে হয়ে খ. অথবা সিফত হিসেবে مرفوع হবে যদি সিফত হওয়ার যোগ্য হয়। যেমন– فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِيْ এখানে يَرِثُنِيْ হল وَلِيًّا এর সিফত। গ. অথবা إستيناف হিসেবে যেমন قُمْ يَدْعُوْكَ الْأَمِيْرُ এখানে يَدْعُوْكَ الْأَمِيْرُ ভিন্ন বাক্য হয়েছে যা দাঁড়ানোর কারণ নির্দেশ করছে।

قوله فَلِذَالِكَ امْتَنَعَ قَوْلُكَ الخ ঃ এখানে شرط না পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় কি তার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বাক্য দ্বারা যদি দ্বিতীয় বাক্যের কারণ উদ্দেশ্য না হয় তাহলে إِنْ شَرْطِية কে উহ্য মানা صحيح হবে না এবং মানলে উক্ত বাক্য শুদ্ধ হবে না। যেমন– لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ এখানে إِنْ উহ্য মেনে سَبَبِيت উদ্দেশ্য নিলে অর্থ বিপরীত হয়ে যায়। কেননা তখন বাক্যের অর্থ হবে যদি তুমি কুফরী না কর তাহলে দোযখে যাবে (নাউযুবিল্লাহ)

وَالثَّالِثُ الْأَمْرُ وَهُوَ صِيغَةٌ يُطْلَبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ بِأَنْ تَحْذِفَ مِنَ الْمُضَارِعِ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ ثُمَّ تَنْظُرَ فَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ سَاكِنًا زِيدَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ مَضْمُومَةً إِنِ انْضَمَّ ثَالِثُهُ نَحْوُ أُنْصُرْ وَمَكْسُورَةً إِنِ انْفَتَحَ أَوِ انْكَسَرَ كَإِعْلَمْ وَاِضْرِبْ وَاِسْتَخْرِجْ وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا فَلَاحَاجَةَ إِلَى الْهَمْزَةِ نَحْوُعِدْ وَحَاسِبْ وَالْأَمْرُ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَلَامَةِ الْجَزْمِ كَاِضْرِبْ وَاُغْزُ وَارْمِ وَاِسْمَعْ وَاِضْرِبَا وَاِضْرِبُوْا وَاِضْرِبِيْ -

---

অনুবাদ ॥ (ফে'ল এর) তৃতীয় প্রকার হচ্ছে امر (আদেশসূচক ক্রিয়া।) ঐ امر صيغة কে বলে যদ্বারা فاعلِ مُخَاطَبْ (সম্বোধনকৃত কর্তা) থেকে কোন কাজ তলব করা বুঝায়। (আমরের গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপ)- প্রথমতঃ مضارع থেকে তার حرف (علامةِ مضارع) দূরীভূত করতঃ তুমি লক্ষ্য করবে যদি حرف مضارع -এর পরে ছাকিন হয়; তাহলে তৃতীয় হরফ পেশ যুক্ত হলে همزهُ وصل مضموم সংযোজন করবে। যেমন- اُنْصُرْ, আর যদি যবর কিংবা যেরযুক্ত হয়; তাহলে همزهُ وصل مكسور বৃদ্ধি করবে। যেমন- اِعْلَمْ - اِضْرِبْ - اِسْتَخْرِجْ - আর যদি حرف مضارع -এর পরবর্তী হরফ متحرك হয়; তাহলে همزه وصل আনার প্রয়োজন নেই। যেমন- عِدْ - حَاسِبْ -

فعل পর্বের দ্বিতীয় প্রকার হল امر (আদেশসূচক ক্রিয়া)। আমর সাধারণতঃ জযম-সহকারে মবনী হয়। যেমন- اِضْرِبْ - اُغْزُ - اِرْمِ - اِسْمَعْ - اِضْرِبَا - اِضْرِبُوْا - اِضْرِبِيْ -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَالثَّالِثُ الْأَمْرُ ঃ فعل এর তৃতীয় প্রকার হল امر ـ امر অর্থ আদেশ করা, পরিভাষায় এটি امر غائب ، امر حاضر ও متكلم সবগুলোকে বুঝায় চাই معروف হৌক বা مجهول -তবে امر حاضر معروف কে اَمْر بِالصِّيْغَةِ আর বাকী সবগুলোকে اَمْر بِالْحُرُوْفِ বলে। কেননা বাকীগুলো امر লাম আসার দ্বারা বুঝায়, حاضر معروف এর ন্যায় এর মূল রূপে কোন পরিবর্ত হয় না। মূলত امرحاضر معروف টিই প্রকৃত আমর। বাকীগুলো مضارع এর মধ্যে শামিল। এ কারণে গ্রন্থকার امر حاضر معروف এর সংজ্ঞাও গঠন প্রণালী বর্ণনা করেছেন।

সংজ্ঞায় উল্লিখিত صيغة শব্দটি হল جِنْس -এটি محدود ، غَيْرِ مَحْدُوْد সবগুলো কে শামিল করে يُطْلَبُ بِهَا এর মধ্যে بَاء টি اِسْتِعَانَتْ এর জন্য অর্থাৎ উক্ত ছীগার সাহায্যে এটা একটা فصل -এর দ্বারা ماضى ও مضارع বেরিয়ে গেল। الفعل এর দ্বারা نهى বের হয়ে গেল, مِنَ الْفَاعِلِ ৩য় فصل এর দ্বারা امر مجهول বের হয়ে গেল। اَلْمُخَاطَبُ ৪র্থ فصل -এর দ্বারা امر غائب معروف ও مجهول বের হয়ে সংজ্ঞাটি امر حاضر معروف এর জন্য খাছ হয়ে গেল।

قوله مَبْنِيٌّ عَلَى عَلَامَةِ الخ ঃ উল্লেখ্য যে علامتِ جزم শব্দটি عام এটা দু'ধরনের হতে পারে। ক. وُجُوْدِى যথা সুকুন হওয়া খ. سُقُوْطِى ، حرف عِلّت ও نونِ إعرابى বিলুপ্ত হওয়া। اِضْرِبْ এর মধ্যে علامتِ جزم হল سكون (এটা وُجُوْدِى) আর اُغْزُ থেকে واو ، اِرْمِ থেকে ياء ও اِسْعَ থেকে الف বিলুপ্ত হওয়া جزم এর আলামত। আর اِضْرِبَا ، اِضْرِبُوْا ও اِضْرِبِيْ হতে نون اعربى বিলুপ্ত হওয়াই جزم এর আলামত।

فَصْلٌ ـ فِعْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ هُوَ فِعْلٌ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ وَيَخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّيْ وَعَلَامَتُهُ فِي الْمَاضِيْ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ مَضْمُومًا فَقَطْ وَمَا قَبْلَ أٰخِرِهِ مَكْسُورًا فِي الْأَبْوَابِ الَّتِيْ لَيْسَتْ فِيْ أَوَائِلِهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ وَلَا تَاءٌ زَائِدَةٌ نَحْوُ ضُرِبَ وَ دُحْرِجَ وَأُكْرِمَ وَأَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهِ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ أٰخِرِهِ كَذٰلِكَ فِيمَا فِي أَوَّلِهِ تَاءٌ زَائِدَةٌ نَحْوُ تُفُضِّلَ وَتُضُورِبَ ـ وَأَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا وَمَاقَبْلَ أٰخِرِهِ كَذٰلِكَ مَافِيْ أَوَّلِهِ هَمْزَةُ وَصْلٍ نَحْوُ أُسْتُخْرِجَ وَأُقْتُدِرَ وَالْهَمْزَةُ تَتْبَعُ الْمَضْمُومَ إِنْ لَمْ تُدْرَجْ ـ

পরিচ্ছেদ - ৫ : فِعْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

অনুবাদ ॥ فِعْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ এমন فعل কে বলে যার فاعل বিলুপ্ত হয়ে তার স্থলে مفعول কে স্থান দেয়া হয়। এটা مُتَعَدِّيْ এর সাথে খাছ। فعل ماضى তে তার চিহ্ন হলো নিম্নরূপ–

(১) فعل এর প্রথম হরফটি পেশযুক্ত ও শেষ অক্ষরের পূর্বাক্ষর যেরযুক্ত হবে, তবে শর্ত হল এটা ঐ সকল باب থেকে হবে যেগুলোর প্রথমে همزهٔ وصل বা অতিরিক্ত تا না হয়। যেমন– دُحْرِجَ– ضُرِبَ –أُكْرِمَ

(২) ماضى এর প্রথম ও দ্বিতীয় হরফ পেশযুক্ত ও শেষ অক্ষরের পূর্বাক্ষর অনুরূপ অর্থাৎ যেরবিশিষ্ট হবে যে, باب গুলোর প্রথমে অতিরিক্ত تا থাকে। যেমন– تُفُضِّلَ – تُضُورِبَ –

(৩) ماضى এর প্রথম ও তৃতীয় হরফ পেশযুক্ত এবং তার শেষের পূর্বাক্ষর অনুরূপ তথা যেরবিশিষ্ট হবে যে সকল باب এর প্রথমে همزهٔ وصل থাকে। যেমন– أُسْتُخْرِجَ – أُقْتُدِرَ। আর হামযাটি পেশযুক্ত হবে যদি তাকে সরানো না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله فِعْلُ مَالَمْ يُسَمَّ الخ : অর্থাৎ এমন মাফউলের ফে'ল যার ফায়েল উল্লেখ করা হয়নি (فِعْلُ الْمَفْعُولِ الَّذِيْ لَمْ يُذْكَرْ فَاعِلُ ذٰلِكَ الْمَفْعُولِ)۔ فعلএর প্রথম প্রকারভেদ ماضى،مضارع ، امر এর বর্ণনার পর এখান থেকে فعل এর দ্বিতীয় প্রকারভেদ (কর্তা উল্লেখ করা না করার প্রসঙ্গ) আলোচনা করছেন।

قوله يَخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّيْ الخ : কারণ فعل لازم থেকে مجهول বানালে তার فاعل এর স্থলে বসার মত কোন مسند اليه বা مفعول থাকে না। অথচ مسند اليه ছাড়া فعل হয় না।

قوله وَعَلَامَتُهُ الخ : فعل مجهول এর মধ্যে শাব্দিক এ পরিবর্তনের কারণ হল যাতে فعل معروف ও مجهول এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, নতুবা অর্থের মধ্যে التباس দেখা দিবে।

قوله تُفُضِّلَ وَتُضُورِبَ الخ : এগুলোর মধ্যে যদি শুধু علامتِ مضارع কে পেশ দিয়ে ক্ষান্ত করা হয়, তাহলে معروف থেকে প্রভেদ হলেও تفعل এর ماضى مجهول টি تفعيل এর مضارع معروف ، تفاعل এর সাথে مضارع معروف এর সাথে , এবং تفعل এর ماضى مجهول টি فَعْلَلَةٌ এর مفاعلة এর ماضى مجهول টি مضارع معروف সাথে মিশে যায়, এ কারণে فاكلمة কেও পেশ দেয়া হয়েছে।

قوله أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا الخ : কেননা ৩য় হরফ কে পেশ না দিলে ওয়াকফের সময় ঐ বাবের امر এর সাথে মিশে যায়। কেননা শব্দের মধ্যভাগে همزهٔ وصل থাকলে তা পড়ে যায় , যেমন ثُمَّ أُسْتُخْرِجَ এর মধ্যে تاء এর উপর পেশ না দিলে এবং وقف এর কারণে ساكن করলে امر ও ماضى مجهول এক হয়ে যায়।

قوله وَالْهَمْزَةُ تَتْبَعُ الْمَضْمُومَ : এটা পূর্বের কথার পরিশিষ্ট । অর্থাৎ ماضى مجهول এর মধ্যে همزه وصل টি হরকতের ক্ষেত্রে পেশ বিশিষ্ট হরফের تابع হবে। তবে ঐ সময় যখন হামযাটি উচ্চারণে বিলুপ্ত না হয়। হামযাটি পেশের تابع হয় এজন্য যে, হামযা যের বিশিষ্ট হলে যের থেকে পেশের দিকে পরিবর্তন হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে অথচ এটি অপছন্দনীয়।

وَفِي الْمُضَارِعِ اَنْ يَكُوْنَ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ مَضْمُوْمًا وَمَاقَبْلَ اٰخِرِهٖ مَفْتُوْحًا نَحْوُ يُضْرَبُ وَيُسْتَخْرَجُ اِلَّا فِيْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ وَالْاِفْعَالِ وَالتَّفْعِيْلِ وَالْفَعْلَلَةِ وَمُلْحَقَاتِهَا السَّبْعَةِ فَاِنَّ الْعَلَامَةَ فِيْهَا فَتْحُ مَاقَبْلَ الْاٰخِرِ نَحْوُ يُحَاسَبُ وَيُدَحْرَجُ وَفِي الْاَجْوَفِ مَاضِيْهِ قِيْلَ وَبِيْعَ وَبِالْاِشْمَامِ قِيْلَ وَبِيْعَ وَبِالْوَاوِ قُوْلَ وَبُوْعَ وَكَذٰلِكَ بَابُ اُخْتِيْرَ وَاُنْقِيْدَ دُوْنَ اُسْتُخِيْرَ وَاُقِيْمَ لِفَقْدِ فُعِلَ فِيْهِمَا وَفِيْ مُضَارِعِهٖ تُقْلَبُ الْعَيْنُ اَلِفًا نَحْوُ يُقَالُ وَيُبَاعُ كَمَا عَرَفْتَ فِي التَّصْرِيْفِ مُسْتَقْصًى ـ

فَصْلٌ ـ اَلْفِعْلُ اِمَّا مُتَعَدٍّ وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ مَعْنَاهُ عَلٰى مُتَعَلِّقٍ غَيْرِ الْفَاعِلِ كَضَرَبَ وَاِمَّا لَازِمٌ وَهُوَ مَابِخِلَافِهٖ كَقَعَدَ وَقَامَ ـ

অনুবাদ ॥ আর مضارع-এর মধ্যে প্রথম হরফ পেশযুক্ত হবে ও শেষ হরফের পূর্বের হরফ যবরযুক্ত হবে। যেমন– يُضْرَبُ، يُسْتَخْرَجُ কিন্তু بَابُ مُفَاعَلَة - اِفْعَال - تَفْعِيْل - فَعْلَلَة এবং তার ৮টি مُلْحِقَات -এর মধ্যে مضارع -এর ক্ষেত্রে চিহ্ন কেবল শেষের পূর্বাক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হওয়া। যেমন– - يُحَاسَبُ - يُدَحْرَجُ আর اَجْوَفْ এর ক্ষেত্রে তার ماضى তে (তিন প্রকার বৈধ যথা) (১) قِيْلَ - بِيْعَ (২) اِشْمَام সহকারে قِيْلَ ও بِيْعَ (৩) واو সহকারে যেমন– قُوْلَ - بُوْعَ – এমনিভাবে بَابُ اُخْتِيْرَ ও اُنْقِيْدَ কিন্তু اُسْتُخِيْرَ ও اُقِيْمَ তার ব্যতিক্রম, কারণ এ দু'টোর মধ্যে فُعِلَ এর ওযন পাওয়া যায় না। আর তার (اجوف) مضارع এর মধ্যে عين কালেমাটি الف দ্বারা রূপান্তরিত হবে। যেমন– يُقَالُ ও يُبَاعُ যেমনিভাবে ছরফে বিস্তারিত পরিচয় পেয়েছ।

পরিচ্ছেদ - ৬ ঃ مُتَعَدِّىْ ও لَازِمْ

فعل-এর প্রকারভেদ ঃ فعل হয়ত (ক) مُتَعَدِّىْ হবে। مُتَعَدِّىْ এমন فعل কে বলে যার অর্থ বুঝার জন্য فاعل ব্যতীত অন্য কোন متعلّق-এর উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন– ضَرَبَ অথবা (খ) لَازِمْ হবে। لازم হল متعدى এর বিপরীত। যেমন– قَعَدَ ও قَامَ.

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَفِي الْمُضَارِعِ اَنْ يَكُوْنَ الخ ঃ এর عطف হল فِي الْمَاضِيْ এর উপর । অর্থাৎ مضارع مجهول এর আলামত হল علامت مضارع পেশ বিশিষ্ট ও শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হওয়া । তবে শর্ত হল উপরোল্লিখিত বাব সমূহের অন্তর্গত না হওয়া। অন্যথায় কেবল শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হওয়াই এর আলামত হবে।

قوله وَفِي الْاَجْوَفِ مَاضِيْهِ الخ ঃ অর্থাৎ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ এর مُعْتَلِّ عَيْنِ وَاوِى বা يائى এর ماضى مجهول কে ৩ ধরনে পড়া যায়। ১. সর্বাধিক বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী قيل ওযনে আসে, ২. اِشْمَامْ এর সাথে, اِشْمَام দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফা কালেমার যের কে পেশের দিকে এবং আইন কালেমার ياء কে সামান্য واو এর উচ্চারনের দিকে এনে উচ্চারণ করবে। যাতে বুঝা যায় যে, ফা কালেমায় মূলে পেশ রয়েছে। ৩. عَيْنْ কালেমায় واو সহকারে যথা–قُوْلَ ، بُوْعَ ।

قوله دُوْنَ اُسْتُخِيْرَ وَ اُقِيْمَ الخ ঃ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে উপরোক্ত তিনো ছুরত জায়েয নয়। বরং কেবল এক ছুরত জায়েয। কারণ তিনো ছুরত জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হল শেষে فُعِلَ এর ওযন থাকতে হবে। কিন্তু এ গুলোতে শেষে এ ওযন নেই। কারণ اُسْتُخِيْرَ মূলে ছিল اُسْتُخْيِرَ এবং اُقِيْمَ মূলে ছিল اُقْوِمَ ।

قوله اَلْفِعْلُ اِمَّا مُتَعَدٍّ الخ ঃ এখান থেকে فعل এর ৩য় বিভক্তি তথা (مفعول) থাকা না থাকার বর্ননা করেছেন।

وَالْمُتَعَدِّىْ قَدْ يَكُوْنُ اِلٰى مَفْعُوْلٍ وَاحِدٍ كَضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا اَوْ اِلٰى مَفْعُوْلَيْنِ كَاَعْطٰى زَيْدٌ عَمْرًوا دِرْهَمًا وَيَجُوْزُ فِيْهِ الْاِقْتِصَارُ عَلٰى اَحَدِ مَفْعُوْلَيْهِ كَاَعْطَيْتُ زَيْدًا اَوْ اَعْطَيْتُ دِرْهَمًا بِخِلَافِ بَابِ عَلِمْتُ وَاِلٰى ثَلٰثَةِ مَفَاعِيْلَ نَحْوُ اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا عَمْرًوا فَاضِلًا وَمِنْهُ اَرٰى وَاَنْبَاَ وَنَبَّاَ وَاَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ.

অনুবাদ॥ আর مُتَعَدِّىْ কখনো এক مفعول-এর দিকে হয়, যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا বা দু' مفعول -এর দিকে যেমন– اَعْطٰى زَيْدٌ عَمْرًوا دِرْهَمًا (যায়েদ আমরকে একটি দিরহাম প্রদান করলো) এর দু'মাফউলের একটির উপর সীমিত (সংক্ষেপ) করা বৈধ। যেমন– اَعْطَيْتُ زَيْدًا কিংবা اَعْطَيْتُ دِرْهَمًا কিন্তু بَابِ عَلِمْتُ তার ব্যতিক্রম। আবার কখনো তিন مفعول -এর দিকে মুখাপেক্ষী থাকে, যেমন– اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا عَمْرًوا فَاضِلًا -এর অন্তর্ভুক্ত হল– خَبَّرَ - حَدَّثَ - اَخْبَرَ - نَبَّاَ - اَنْبَاَ - اَرٰى

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ★ ফায়েদাঃ ক. مُتَعَدِّىْ শব্দটি বাবে تَفَعُّلْ এর اسمِ فاعِل–শাব্দিক অর্থ সীমা অতিক্রমকারী। সকল فعل এর জন্য فاعل থাকা لَازِمْ (আবশ্যক) আর مفعول به হল তার পরবর্তী স্তরের। مفعول به থাকা فاعل এর ন্যায় অপরিহার্য নয়। একারণে যে فعل তার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় দ্বারা পূর্ণ হয়ে তাকে لازم আর যা অত্যাবশ্যকীয় সীমা ছাড়িয়ে অন্যের(مفعول) এর প্রতি অগ্রসর হয় তাকে متعدى বলে।

খ. فعلِ لازم কয়েকটি জিনিস দ্বারা متعدى হয়, ১. حرف جر দ্বারা যথা- ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ - ذَهَبَ এর পরে ب আসায় اَذْهَبَ অর্থে পরিণত হয়েছে। ২. تَضْعِيْفِ عَيْنْ (كلمهٔ عين দ্বিরুক্তি দ্বারা) যথা- فَرَّحْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে খুশী করেছি) ৩. هَمْزهٔ اِفْعَال হামযা দ্বারা যথা اَذْهَبْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে নিয়ে গিয়েছি) ৪. اَلِفِ مُفَاعَلَة দ্বারা , যথা مَاشَيْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদের সাথে চলেছি) ৫. اِسْتِفْعَال এর سِيْن দ্বারা , যথা- اِسْتَخْرَجْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদ কে বের করেছি) ৬. فعلِ لازم অন্য فعل متعدى এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার দ্বারা ,যথা- رَحُبَ এটা প্রশস্ত হওয়া অর্থে, তবে وَسَّعَ এর অর্থ বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে প্রশস্ত করা।

গ. فعلِ مُتَعَدِّى কখনো কখনো تائے تفعُّل বা نُوْنِ اِنْفِعال যুক্ত হলে لازم হয়ে যায়। যেমন - قَطَعَ কর্তন করল, আর اِنْقَطَعَ ও تَقَطَّعَ কর্তিত হল।

قوله وَاِلٰى مَفْعُوْلَيْنِ ঃ অথবা দু' মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হবে, এটা দু' ধরনের ১. মাফউলটি হয়ত প্রথম মাফউলের مغائر (ভিন্ন বস্তু) হবে, যেমন اَعْطٰى زَيْدٌ عَمْرًوا دِرْهَمًا এখানে دِرْهَمًا আর عَمْرو ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। ২. অথবা একই বস্তু বা সত্তা বিষয়ক হবে। যেমন–علمت زيدا فاضلا এখানে فاضلا দ্বিতীয় মাফউলটি زَيْدًا প্রথম মাফউলের مِصْدَاق (উদ্দেশ্য) হতে مُغَائِرْ (ভিন্ন) সেখানে এক মাউফলকে বিলোপ করা জায়েয। কিন্তু উভয় মাফউলের مِصْدَاق ভিন্ন হলে একটি কে বিলোপ করা জায়েয নেই। যেমন عَلِمْتُ ও তৎসংশ্লিষ্ট افعالِ قُلُوْب এর ক্ষেত্রে, তবে উভয় مفعول কে একত্রে বিলোপ করা জায়েয।

قوله وَمِنْهُ اَرٰى الخ ঃ অর্থাৎ তিন মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ এর অন্তর্গত হল اَرٰى - اَنْبَاءَ ইত্যাদি মোট ৭টি ফে'ল।

وَهٰذِهِ السَّبْعَةُ مَفْعُوْلُهَا الْاَوَّلُ مَعَ الْاٰخِيْرَيْنِ كَمَفْعُوْلَيْ اَعْطَيْتُ فِيْ جَوَازِ الْاِقْتِصَارِ عَلٰى اَحَدِهِمَا تَقُوْلُ اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا وَالثَّانِيْ مَعَ الثَّالِثِ كَمَفْعُوْلَيْ عَلِمْتُ فِيْ عَدَمِ جَوَازِ الْاِقْتِصَارِ عَلٰى اَحَدِهِمَا فَلَاتَقُوْلُ اَعْلَمْتُ زَيْدًا خَيْرَ النَّاسِ بَلْ تَقُوْلُ اَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًوا خَيْرَ النَّاسِ ـ

فَصْلٌ ـ اَفْعَالُ الْقُلُوْبِ عَلِمْتُ وَظَنَنْتُ وَحَسِبْتُ وَخِلْتُ وَرَاَيْتُ وَوَجَدْتُّ وَزَعَمْتُ وَهِيَ اَفْعَالٌ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ نَحْوُ عَلِمْتُ زَيْدًا عَالِمًا

অনুবাদ ॥ অত্র সাতটি فعل এর প্রথম মাফউলের সাথে শেষ দু'টো মাফউলের অবস্থা اَعْطَيْتُ এর অনরূপ তথা দু'মাফউলের একটির উপর সংক্ষিপ্ত করা বৈধ। যেমন– তুমি বলতে পার– اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউলটি عَلِمْتُ এর দু মাফউলের অনুরূপ তথা দু'টোর কোন একটিতে সংক্ষেপকরণ অবৈধ। তাই তুমি এরূপ বলতে পারবে না– اَعْلَمْتُ زَيْدًا خَيْرَ النَّاسِ - বরং বলবে اَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًوا خَيْرَ النَّاسِ (আমি যায়েদকে এ মর্মে অবহিত করছি যে, আমর সর্বোত্তম ব্যক্তি।)

পরিচ্ছেদ - ৭ ঃ اَفْعَالِ قُلُوْبُ

زَعَمْتُ ও عَلِمْتُ، ظَنَنْتُ، حَسِبْتُ، خِلْتُ، رَاَيْتُ، وَجَدْتُّ হল (৭টি ফে'ল) اَفْعَالِ قُلُوْب এগুলো এমন কতকগুলো ফে'ল যা মুবতাদা ও খবরের পূর্বে বসে উভয়কে মাফউল হিসেবে যবর দেয়। যেমন– عَلِمْتُ زَيْدًا عَالِمًا -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উল্লেখ্য যে, তিন মাফউলের প্রতি متعدى ফে'লগুলোর মধ্যে اَعْلَمَ ও اَرٰى হল মূল। কারণ উভয়টির শুরুতে হামযাযুক্ত হওয়ার পূর্বে দু মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ ছিল। হামযাযুক্ত হওয়ায় আরো একটি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অন্যগুলো মৌলিকভাবে তিন মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ ক্ষেত্রে নয়। বরং اَعْلَمْتُ এর অর্থে আসায় তার সাথে মিলিত হয়েছে। এ কারণে مُتَعَدِّىْ হওয়ার ক্ষেত্রে اَعْلَمْتُ এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং এ গুলোর প্রথম মাফউলকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউল ছাড়াও উল্লেখ করা যায়।

قوله اَلثَّانِيْ مَعَ الثَّالِثِ الخ ঃ সুতরাং উভয়টির কোন একটি কে ভিন্নভাবে বিলোপ করা জায়েয নেই। তবে একত্রে উভয়টিকে বিলোপ করা জায়েয। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ দুটি মাফউল علمت এরই ২য় মাফউল।

قوله اَفْعَالُ الْقُلُوْب ঃ قَلْبٌ এর বহুবচন قُلُوْبٌ -এ সব فعل গুলোর অর্থ ধারণা ও বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট আর قلب (অন্তর) এর সাথেই এর সম্পর্ক এ কারণে এ নাম রাখা হয়েছে। عَلِمْتُ، رَاَيْتُ ও وَجَدْتُّ আসে يقين বা নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্য, আর ظَنَنْتُ، حَسِبْتُ ও خِلْتُ আসে কেবল ধারণা বুঝানোর জন্য। কিন্তু زَعَمْتُ টি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। افعالِ قلوب কে اَفْعَالِ يَقِيْنٍ وَشَكٍّ ও বলা হয়।

★ **ফায়েদা ঃ** ক. افعالِ قُلُوْب এর اَحْكَام বা বিধান সাতটি ফে'লের সাথে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ব্যবহাররীতি মোতাবেক। عَقْل বা যুক্তিভিত্তিক নয়। কারণ عَزَمْتُ، اِعْتَقَدْتُّ، اَيْقَنْتُ ইত্যাদি قلب ও فعل এর সাথে সম্পর্ক রাখে। তথাপি সেগুলো উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সাধারণ ফে'ল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

وَاعْلَمْ أَنَّ لِهٰذِهِ الْأَفْعَالِ خَوَاصَّ مِنْهَا أَنْ لَّاتَقْتَصِرَ عَلٰى أَحَدِ مَفْعُوْلَيْهَا بِخِلَافِ بَابِ أَعْطَيْتُ فَلَاتَقُوْلُ عَلِمْتُ زَيْدًا وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ إِذَا تَوَسَّطَتْ نَحْوُ زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ أَوْتَاَخَّرَتْ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ وَمِنْهَا أَنَّهَا تُعَلَّقُ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْإِسْتِفْهَامِ نَحْوُ عَلِمْتُ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو وَقَبْلَ النَّفْيِ نَحْوُ عَلِمْتُ مَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَقَبْلَ لَامِ الْإِبْتِدَاءِ نَحْوُ عَلِمْتُ لَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ -

অনুবাদ ॥ জেনে রেখো যে, অত্র ফে'লসমূহের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

(১) এগুলোর এক মাফউলের উপর সংক্ষিপ্ত করা যায় না; কিন্তু بَابِ أَعْطَيْتُ এর বিপরীত, অতএব عَلِمْتُ زَيْدًا বলতে পারবে না।

(২) তন্মধ্য হতে আরেকটি হল এগুলো বাক্যের মধ্যে কিংবা শেষে আসলে عمل বাতিল করা জায়েয। যেমন– زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ এবং زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ -

(৩) আরেকটি বৈশিষ্ট হল عمل বাতিল হওয়া জায়েয (ক) যখন إِسْتِفْهَام এর পূর্বে হবে, যেমন– عَلِمْتُ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو (খ) نفى -এর পূর্বে হবে, যেমন– عَلِمْتُ مَازَيْدٌ فِي الدَّارِ (গ) لام اِبْتِدَاء -এর পূর্বে হবে, যেমন– عَلِمْتُ لَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ أَنَّ الخ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ র. افعال قلوب এর ৪টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন। ১. দু মাফউলের কোন এক মাফউল কে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা জায়েয না হওয়া। কারণ এগুলো مبتدا ও خبر এর পূর্বে আসে। আর مبتدا ও خبر একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে উভয়টিকে একত্রে বিলোপ করা জায়েয। যেমন– يَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ এখানে মূলত زَعَمْتُمُوْهُمْ إِيَّاهُمْ ছিল।

২. উভয় মাফউলের মাঝে فاصله (ব্যবধান) আসলে তখন أَفْعَالِ قُلُوب এর আমল না দেয়া জায়েয। কারণ এক্ষেত্রে মাফউল দুটির একটি مبتدا ও অপরটি خبر হওয়ার কারণে ভিন্নবাক্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর افعال قلوب বাক্যের মাঝে বা শেষে হলে আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে যায়। অতএব উভয় ক্ষেত্রে এগুলোর আমল বাতিল করা জায়েয। তখন এসব ফে'ল মাসদারের অর্থে হয়ে ظرف হবে। যেমন– زَيْدٌ فِيْ ظَنِّيْ قَائِمٌ ও زَيْدٌ قَائِمٌ فِيْ ظَنِّيْ তবে আমল দেওয়াও জায়েয। কারণ فعل হিসেবে তার মধ্যে আমলের ক্ষমতা কিছুটা হলেও বিদ্যমান আছে।

৩. حرف استفهام - حرف نفى বা لام ابتداء এর পূর্বে افعال قلوب আসলে শাব্দিক দিক দিয়ে তার আমল বাতিল হয়ে যায়। তবে অর্থগতভাবে তার আমল ঠিক থাকে। কারণ এ তিনোটি জিনিস صَدَارَتِ كَلام (বাক্যের শুরু) চায়। আর فعل এর আমল দিলে এগুলো চাহিদা (صَدارتِ كلام) নষ্ট হয় হয়ে তখন فعل এর معمول হয়ে বাক্যের মাঝে পড়ে যায়। তবে অর্থের দিকদিয়ে এগুলো فعل এর মাফউল হিসেবে منصوب হয়।

وَمِنْهَا أَنَّهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ نَحْوُ عَلِمْتُنِي مُنْطَلِقًا وَظَنَنْتُكَ فَاضِلًا وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَنَنْتُ بِمَعْنَى اِتَّهَمْتُ وَعَلِمْتُ بِمَعْنَى عَرَفْتُ وَرَأَيْتُ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ وَوَجَدْتُ بِمَعْنَى أَصَبْتُ الضَّالَّةَ فَتَنْصِبُ مَفْعُولًا وَاحِدًا فَقَطْ فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ ـ

فَصْلٌ ـ اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ هِيَ أَفْعَالٌ وُضِعَتْ لِتَقْرِيرِ الْفَاعِلِ عَلٰى صِفَةٍ غَيْرِ صِفَةِ مَصْدَرِهَا وَهِيَ كَانَ وَصَارَ وَظَلَّ وَبَاتَ اِلٰى اٰخِرِهَا تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ لِاِفَادَةِ نِسْبَتِهَا حُكْمَ مَعْنَاهَا فَتَرْفَعُ الْأَوَّلَ وَتَنْصِبُ الثَّانِيَ فَتَقُولُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا وَكَانَ عَلٰى ثَلٰثَةِ أَقْسَامٍ نَاقِصَةٌ وَهِيَ تَدُلُّ عَلٰى ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا فِي الْمَاضِي اِمَّا دَائِمًا نَحْوُ كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَوْ مُنْقَطِعًا نَحْوُ كَانَ زَيْدٌ شَابًّا

অনুবাদ ॥ (৪) তন্মধ্যে আরেকটি হল এর মধ্যে একইই বস্তু হতে ফায়েল ও মাফউলের ضمير হতে পারে, যেমন– عَلِمْتُنِي مُنْطَلِقًا ، ظَنَنْتُكَ فَاضِلًا

জেনে রেখ যে, ظَنَنْتُ কখনো اِتَّهَمْتُ -এর অর্থ দেয়। এমনিভাবে عَلِمْتُ টা عَرَفْتُ অর্থে رَأَيْتُ টা اَبْصَرْتُ অর্থে, وَجَدْتُ শব্দটি اَصَبْتُ الضَّالَّةَ অর্থে (আমি হারানো বস্তু পেয়েছি।) এ সময় এগুলো শুধু একটি মাফউলকে যবর দেয়। তখন তা افعال القلوب এর অন্তর্গত হবে না।

পরিচ্ছেদ - ৮ ঃ اَفْعَال نَاقِصَة (অসমাপিকা ক্রিয়া)

افعال ناقصة -এর সংজ্ঞা ঃ افعال ناقصة এমন কতিপয় فعل কে বলে যেগুলো فاعل কে স্বীয় مصدر বা ধাতুগত গুণ ব্যতীত অন্য কোন গুণে গুণান্বিত করার জন্য গঠিত। উক্ত ক্রিয়াগুলো হচ্ছে– كَانَ - صَارَ - ظَلَّ - بَاتَ الخ এগুলো جملهٔ اسمية এর শুরুতে আসে। এগুলোর অর্থের হুকুম কে তার সম্পর্কের উপকার সাধনের জন্য অর্থাৎ এগুলোর হুকুম ও আছর খবরকে প্রদান করে।। এগুলো প্রথমটিকে পেশ এবং দ্বিতীয়টিকে যবর দেয়, যেমন বলতে পার– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا

كَانَ এর প্রকারভেদ ঃ كَانَ তিন প্রকার– (১) نَاقِصَة এটা ঐ كَانَ যা অতীতকালের সংবাদ সাব্যস্ত করা বুঝায়। এটা স্থায়ী ভিত্তিতে হতে পারে। যেমন– كان زيد شابا (যায়েদ যুবক ছিল)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ৪. قوله يَجُوزُ اَنْ يَكُوْنَ الخ ঃ অর্থাৎ افعال قُلُوبْ এর ৪র্থ বৈশিষ্ট্য হল এগুলোর ফায়েল ও প্রথম মাফউল একইই বস্তু বুঝানোর জন্য ضمير متصل হওয়া জায়েয। অর্থাৎ শুধু متكلم ، مخاطب বা غائب এর জন্য হওয়া। যেমন–عَلِمْتُنِيْ مُنْطَلِقًا এর মধ্যে ت ফায়েল ও نى প্রথম মাফউল উভয়টি ضمير متصل মুতাকাল্লিমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে ظَنَنْتُكَ فَاضِلًا এর মধ্যে تَ ফায়েল ও كَ প্রথম মাফউল একইই ব্যক্তি (مخاطب) কে বুঝাচ্ছে। অথচ সাধারণ ফে'লের মধ্যে এমনটি শুদ্ধ নয়। যেমন ضربتنى প্রভৃতি। বরং এ ক্ষেত্রে মাঝে فاصله আনতে হবে। যেমন– ضَرَبْتُ نَفْسِيْ

★ কারণ ঃ افعال قلوب এর মধ্যে প্রকৃত মাফউল হল দ্বিতীয়টি, আর প্রথমটি তার ভূমিকা স্বরূপ আসে। একারণে একইই বস্তুর যমীর হলে প্রকৃত পক্ষে ফায়েল ও মাফউল এক হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয় না। অপরদিকে সাধারণ ফে'লের মধ্যে উভয়টি এক হয়ে যায়। একারণে فاصلة আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

وَتَامَّةٌ بِمَعْنٰى ثَبَتَ وَحَصَلَ نَحْوُ كَانَ الْقِتَالُ اَىْ حَصَلَ الْقِتَالُ وَزَائِدَةٌ لَا يَتَغَيَّرُ بِاِسْقَاطِهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: جِيَادُ ابْنَىْ اَبِىْ بَكْرٍ تَسَامٰى * عَلٰى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَابِ، اَىْ عَلَى الْمُسَوَّمَةِ وَصَارَ لِلْاِنْتِقَالِ نَحْوُ صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا وَاَصْبَحَ وَاَمْسٰى وَاَضْحٰى تَدُلُّ عَلٰى اِقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِتِلْكَ الْاَوْقَاتِ نَحْوُ اَصْبَحَ زَيْدٌ ذَاكِرًا اَىْ كَانَ ذَاكِرًا فِىْ وَقْتِ الصُّبْحِ وَبِمَعْنٰى صَارَ نَحْوُ اَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا وَتَامَّةٌ بِمَعْنٰى دَخَلَ فِى الصَّبَاحِ وَالضُّحٰى وَالْمَسَاءِ ـ وَظَلَّ وَبَاتَ يَدُلَّانِ عَلٰى اِقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِوَقْتَيْهِمَا نَحْوُ ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا وَ بِمَعْنٰى صَارَ

অনুবাদ ॥ (২) تَامَّة এটা ঐ كَانَ যা ثَبَتَ (প্রতিষ্ঠিত থাকা) ও حَصَلَ (অর্জন করা)-এর অর্থ বুঝায়। যথা- كَانَ الْقِتَالُ অর্থাৎ حَصَلَ الْقِتَالُ (যুদ্ধ হয়েছে)।

(৩) زَائِدَة এটা ঐ كَانَ কে বলে যার বিলুপ্তির ফলে বাক্যের মধ্যে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। যেমন- কবির ভাষায়- جِيَادُ ابْنَىْ اَبِىْ بَكْرٍ تَسَامٰى + عَلٰى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَابِ অর্থাৎ "আমার পুত্র আবূ বকরের উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো আরবের উত্তম হওয়ার চিহ্নে চিহ্নিত ঘোড়ার চেয়েও শ্রেষ্ঠ"। এখানে عَلٰى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ অর্থাৎ عَلَى الْمُسَوَّمَةِ - আর صَارَ পরিবর্তন হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ ধনী হলো) পক্ষান্তরে اَمْسٰى - اَصْبَحَ - اَضْحٰى শব্দত্রয় সংশ্লিষ্ট সময়ের সাথে বাক্যের অর্থকে মিলিতকরণ বুঝায়। যথা- اَصْبَحَ زَيْدٌ ذَاكِرًا (যায়েদ যিকিররত অবস্থায় প্রভাত করেছে) অর্থাৎ প্রাতঃকালে যায়েদ যিকিরকারী ছিল। আর এটা صَارَ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন- اَصْبَحَ زيد غنيا (যায়েদ ধনী হয়ে গেল।) এ শব্দগুলো تام বা পূর্ণাঙ্গ অর্থও বুঝায়। তখন অর্থ হবে دَخَلَ فِى الصَّبَاحِ وَ الضُّحٰى وَالْمَسَاءِ (ভোরে বা দুপুরে বা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলো।) ظَلَّ ও بَاتَ শব্দদ্বয় এতদুভয়ের সময়ের সাথে বাক্যের বিষয়বস্তুর সংযুক্তকরণ বুঝায়। যথা- ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا (অর্থাৎ যায়েদ দিনের বেলায় লেখক হলো) এবং কখনও صَارَ অর্থেও প্রয়োগ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ الخ ঃ অর্থাৎ افعالِ قُلُوبُ এর কোন কোনটি ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন সেগুলো সাধারণ ফে'লের মত এক মাফউলের প্রতি متعدى হয় এবং فعل قلب থাকেনা।

قوله جِيَادُ ابْنَىْ اَبِىْ بَكْرٍ الخ ঃ অত্র শে'র থেকে كَانَ কে বিলোপ করলে অর্থের কোন পরিবর্তন হয়না। সুতরাং বুঝা গেল এখানে كَانَ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। শে'রের অর্থ-আমার পুত্র আবু বকরের ঘোড়াগুলো চিহ্নিত আরবী ঘোড়ার উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

قوله صَارَ لِلْاِنْتِقَالِ الخ ঃ অর্থাৎ صَارَ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বা এক حَقِيْقَتْ (প্রকৃতি) থেকে অন্য حَقِيْقَتْ এ পরিণত হওয়া বুঝায়। যেমন- صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا যায়েদ ধনী হয়ে গেছে ও صَارَ الطِّيْنُ خَزْفًا (মাটি চাড়ায় পরিণত হয়েছে। কখনো বা এক স্থান হতে অন্যস্থানে বা এক সত্বা হতে অন্য সত্বায় পরিবর্তন হওয়া বুঝায়। এ সময় এটি اِلٰى দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়। যেমন- صَارَ زَيْدٌ مِنْ قَرْيَةٍ اِلٰى قَرْيَةٍ (اَىْ اِنْتَقَلَ)

قوله وَظَلَّ وَبَاتَ الخ ঃ এ দুটি বাক্যের বিষয়বস্তুকে নিজ নিজ সময় তথা দিনে বা রাতে সম্পন্ন হওয়া বুঝায়। তবে উভয়টি صار অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- ظَلَّ زَيْدٌ غَنِيًّا ও بَاتَ زَيْدٌ فَقِيْرًا (যায়েদ ধনী হয়ে গেছে, যায়েদ দরিদ্র হয়েগেছে।)

وَمَازَالَ وَمَافَتِئَ وَمَابَرِحَ وَمَاانْفَكَّ تَدُلُّ عَلَى اِسْتِمْرَارِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا مُذْ قَبِلَهُ نَحْوُ مَازَالَ زَيْدٌ اَمِيْرًا وَ يَلْزَمُهَا حَرْفُ النَّفْيِ وَمَادَامَ يَدُلُّ عَلَى تَوْقِيْتِ اَمْرٍ بِمُدَّةِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا نَحْوُ اَقُوْمُ مَادَامَ الْاَمِيْرُ جَالِسًا وَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ حَالًا وَقِيْلَ مُطْلَقًا وَقَدْعَرَفْتَ بَقِيَّةَ اَحْكَامِهَا فِى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ فَلَا نُعِيْدُهَا ـ

অনুবাদ ॥ আর مَازَالَ - مَافَتِئَ - مَابَرِحَ ও مَاانْفَكَّ শব্দ চতুষ্টয়ের খবর তার فاعل এর সাথে পূর্ব হতে সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে অব্যাহত থাকা বুঝায়। যেমন– مَازَالَ زَيْدٌ اَمِيْرًا অর্থাৎ যায়েদ সর্বদা নেতা রয়েছে। এ সব শব্দের সাথে حرفِ نَفِى বা নাবোধক অব্যয় হওয়া আবশ্যক। আর مَادَامَ শব্দটি তার খবরকে فاعل -এর জন্য কোন ব্যাপারে সময় নির্দিষ্ট করা বুঝায়। যথা– اَقُوْمُ مَادَامُ الْاَمِيْرُ جَالِسًا অর্থাৎ আমীর যতক্ষণ বসে থাকবে আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। আর لَيْسَ শব্দটি তাৎক্ষণিকভাবে বাক্যের অর্থকে নেতিবাচক করা বুঝায়। কারো মতে সাধারণভাবে নেতিবাচক বুঝায়। এর অবশিষ্ট বিধানাবলী প্রথম অধ্যায়ে অবগত হয়েছ, সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাই না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مُذْ قَبِلَهُ الخ ঃ অর্থাৎ যে সময় থেকে ফায়েল খবরকে কবুল বা গ্রহণ করবে তখন থেকে তা সার্বক্ষণিক থাকা বুঝায়, স্বাভাবিক (مطلق) ভাবে নয়। যেমন– مَازَالَ زَيْدٌ اَمِيْرًا অর্থাৎ যখন থেকে যায়েদ اِمَارَتْ বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে তখন থেকে কোন সময়ের জন্য তার নেতৃত্ব হাত ছাড়া হয়নি। مُذْ قَبِلَهُ এর ة যমীরটি خبر এর দিকে এবং قبل এর যমীরে মুস্তাতিরটি ফায়েলের দিকে ফিরেছে।

قوله وَيَلْزَمُهَا حَرْفِ النَّفْيِ ঃ অর্থাৎ مَازَالَ ইত্যাদি দ্বারা اِسْتِمْرَارُ (সার্বক্ষণিকতা) এর অর্থের জন্য حرفِ نَفى যুক্ত হওয়া আবশ্যক। কারণ মূল ফে'লটিই নফী বুঝায়। সুতরাং আরেকটি حرفِ نفى যুক্ত হলে দু' نفى মিলে اِثْبَاتْ এর ফায়েদা দিবে।

ফায়েদা ঃ مَايَزَالُ টি زَالَ يَزَالُ বাবে سَمِعَ (দূরীভূত হওয়া) থেকে গৃহীত, زَالَ يَزُوْلُ থেকে নয়। কারণ এটি تَامَّةٌ– এভাবে مَافَتِئَ فَتِئَ বাবে سَمِعَ হতে অর্থ– বিনষ্ট হওয়া এবং مَابَرِحَ ـ بَرَاحٌ মাসদার হতে অর্থ– বিনষ্ট হওয়া। مَاانْفَكَّ ـ اِنْفِكَاكٌ (اِنْفِعَال) হতে অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। পরিভাষায় এসবগুলো সর্বদা থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قوله مَادَامَ الخ ঃ এর মধ্যে مَا টি مَصْدرية আর মাসদারের মধ্যে যেরূপ مُدَّتْ (কাল ও সময়) উহ্য থাকে এখানে ও তদরূপ উহ্য থাকে। যেমন– اَقُوْمُ مُدَّةَ دَوَامِ جُلُوْسِ زَيْدٍ

قوله لَيْسَ ঃ জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহবীগণের মতে বর্তমানকালে বাক্যের অর্থকে নেতিবাচক বুঝায়। তবে কারো কারো মতে, শুধু বর্তমান নয় বরং যেকোন কালে হতে পারে।

قَوْلُهُ بَقِيَّةَ اَحْكَامِهَا الخ ঃ যেমন اسم এর উপর خبر টি مقدّم হওয়া বা خبر টি فعل এর উপর مقدم হওয়া প্রভৃতি।

فَصْلٌ - اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ هِيَ اَفْعَالٌ وُضِعَتْ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى دُنُوِّ الْخَبَرِ لِفَاعِلِهَا وَهِيَ ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ : اَلْاَوَّلُ لِلرَّجَاءِ وَهُوَ عَسٰى وَهُوَ فِعْلٌ جَامِدٌ لَا يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ غَيْرُ الْمَاضِيْ وَهُوَ فِي الْعَمَلِ مِثْلُ كَادَ اِلَّا اَنَّ خَبَرَهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعَ اَنْ نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَقُوْمَ وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الْخَبَرِ عَلٰى اِسْمِهِ نَحْوُ عَسٰى اَنْ يَقُوْمَ زَيْدٌ وَقَدْ يُحْذَفُ اَنْ نَحْوُ عَسٰى زَيْدٌ يَقُوْمُ وَالثَّانِيْ لِلْحُصُوْلِ وَهُوَ كَادَ وَخَبَرُهُ مُضَارِعٌ دُوْنَ اَنْ نَحْوُ كَادَ زَيْدٌ يَقُوْمُ وَقَدْ تَدْخُلُ اَنْ نَحْوُ كَادَ زَيْدٌ اَنْ يَقُوْمَ وَالثَّالِثُ لِلْاَخْذِ وَالشُّرُوْعِ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ طَفِقَ وَجَعَلَ وَكَرَبَ وَاَخَذَ وَاِسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ كَادَ نَحْوُ طَفِقَ زَيْدٌ يَكْتُبُ وَاَوْشَكَ وَاِسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ عَسٰى وَكَادَ -

فَصْلٌ - فِعْلَا التَّعَجُّبِ مَا وُضِعَ لِاِنْشَاءِ التَّعَجُّبِ وَلَهُ صِيْغَتَانِ مَا اَفْعَلَهُ نَحْوُ مَا اَحْسَنَ زَيْدًا اَيْ اَيُّ شَيْءٍ اَحْسَنَ زَيْدًا وَفِيْ اَحْسَنَ ضَمِيْرٌ وَهُوَ فَاعِلُهُ وَاَفْعِلْ بِهِ

পরিচ্ছেদ - ৯ ঃ اَفْعَالِ مُقَارَبَة (নৈকট্যজ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ)

অনুবাদ ॥ اَفْعَال مُقَارَبَة এর সংজ্ঞা ঃ اَفْعَالِ مُقَارَبَة এমন কতিপয় فعل যা খবরকে তার فاعل এর নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ বুঝানোর জন্য গঠিত হয়েছে।

প্রকারভেদ ঃ اَفْعَالِ مُقَارَبَة তিন প্রকার। প্রথম প্রকার- رَجَاء বা আকাঙ্ক্ষাসূচক। আর তা হল عَسٰى এটা فعل جَامِد বা অরূপান্তরীয় ক্রিয়া। এ থেকে ماضى ছাড়া কোন فعل ব্যবহৃত হয় না। عَسٰى শব্দটি كَادَ এর ন্যায় আমল করে, তবে এর খবরটি اَنْ সহকারে مضارع হয়। যথা- عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَقُوْمَ (অচিরেই যায়েদ দণ্ডায়মান হবে)। এর ইসমের উপর খবরকে مُقَدَّمْ করা বৈধ। যেমন- عَسٰى اَنْ يَقُوْمَ زيد - কখনো اَنْ কে বিলুপ্ত করা হয়। যথা- عَسٰى زَيْدٌ يَقُوْمُ -

দ্বিতীয় প্রকার- حصول বা অর্জনসূচক। এ অর্থে হল كَادَ -এর খবর اَنْ ব্যতিরেকে مضارع হয়। যথা- كَادَ زَيْدٌ يَقُوْمُ অবশ্য কখনো اَنْ প্রবিষ্টও হয়। যথা- كَادَ زَيْدٌ اَنْ يَقُوْمَ (যায়েদ দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হলো)।

তৃতীয় প্রকার- কাজ শুরু করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে হল طَفِقَ - جَعَلَ - كَرَبَ ও اَخَذَ এগুলোর ব্যবহার كَادَ এর ন্যায়। যেমন- طَفِقَ زَيْدٌ يَكْتُبُ (যায়েদ লিখতে শুরু করলো)। আর اَوْشَكَ-এর ব্যবহার عَسٰى ও كَادَ -এর অনুরূপ।

পরিচ্ছেদ - ১০ ঃ فِعْلَا التَّعَجُّبِ (বিস্ময়জ্ঞাপক ক্রিয়াদ্বয়)

فعل تَعَجُّب হল যা বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। এর দু'টি صيغة রয়েছে- (১) مَا اَفْعَلَهُ যথা- مَا اَحْسَنَ زَيْدٌ অর্থাৎ কোন্ বস্তু যায়েদকে সুন্দর করেছে। اَحْسَنَ -এর মধ্যে একটি সর্বনাম আছে সেটি তার فاعل বা কর্তা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مُقَارَبَةٌ ঃ قُرْبٌ ধাতু হতে বাবে مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার, অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, এ সকল ফে'ল তার اسم কে خبر এর নিকটবর্তী কালে সম্পন্ন হওয়া বুঝায় বিধায় এ নাম রাখা হয়েছে।

افعالِ مُقَارَبَة - افعال نَاقِصَة এর ন্যায় اسم কে رفع ও خبر কে نصب দেয়।

তবে এগুলোর خبر সাধারণত أَنْ সহ مضارع এর ছীগা হয়, আবার ان ছাড়াও আসে।

قوله وَهِيَ ثَلٰثَةُ اَقْسَامُ الخ ঃ افعال مُقَارَبَة তিন প্রকার। (১) لِلرَّجَاءِ অর্থাৎ ফায়েল কর্তৃক خبر সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নয় বরং আশাব্যাঞ্জক বুঝায়। যেমন- عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ (শিঘ্রই যায়েদ বের হবে।)

قوله وَهُوَ فِعْلٌ جَامِدٌ الخ ঃ অর্থাৎ সাধারণ ফে'লের ন্যায় এর مضارع - امر ইত্যাদি گردان (রূপান্তর) হয়না। কেবল ماضى এর গরদান হয়। তাও মাত্র واحد مذكر غائب - واحد مؤنث غائب এবং حاضر এর ছয় ছীগা ও واحد متكلم মোট ৯টি ছীগা ব্যবহৃত হয়।

قوله مِثْلُ كَادَ الخ ঃ অর্থাৎ كَادَ এর ন্যায় اسم কে رفع দেয় এবং এর خبرটি مضارع এর ছীগা হয় তবে পার্থক্য এই যে, এর খবর أَنْ বিহীন হয় আর عَسٰى এর খবর أَنْ সহ হয়।

ফায়েদা ঃ অধিকাংশ নাহুভীগণের মতে افعالِ مُقَارَبَة এর খবরটি محلا منصوب হয়। কিছু সংখ্যকের মতে খবর (فعل مضارع) টি ফায়েল হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়। আর إسم টি মূলত فعلِ مضارع এর ফায়েল হিসেবে مرفوع হয়

قوله وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الخ ঃ এ সময় عَسٰى ফে'লটি تَامَّةٌ তথা খবরবিহীন হবে। কেননা তখন اسم টি فعل مضارع এর ফায়েল হবে এবং مضارع টি মাসদারের অর্থে হয়ে فعل مقارب এর اسم হবে।

قوله اَلثَّانِىْ لِلْحُصُوْلِ الخ (২) ঃ অর্থাৎ فعلِ مُقَارِبٌ টি ফায়েল কতৃক খবর সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে নিকটবর্তী হওয়া বুঝায়।

قوله اَلثَّالِثُ لِلْاَخْذِ الخ (৩) ঃ অর্থাৎ فعل টি ফায়েল কর্তৃক খবর শুরু করে দেয়া বুঝায়।

قوله وَاسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ ঃ অর্থাৎ كَادَ এর ন্যায় কখনো خبر চায়। যেমন اَوْشَكَ زَيْدٌ يَقُوْمُ কখনো চায়না। যেমন- اَوْ يَشَكَ اَنْ يَقُوْمَ زَيْدٌ

قوله فِعْلَا التَّعَجُّبِ الخ ঃ تعجب বাবে تفعل-এর মাসদার। অর্থ আশ্চার্যান্বিত হওয়া, অবাক হওয়া। পরিভাষায়- اِنْفِعَالُ النَّفْسِ عِنْدَ اِدْرَاكِ مَاخَفِيَ سَبَبُهُ তথা গুপ্ত কারণ বিশিষ্ট্য কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ কালে অন্তরে যে প্রভাব সৃষ্টি হয় তাকে تعجب বলে। আর যে فعل বিস্ময় প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে গঠিত তাকে فعل تعجب বলে।

فعل تعجب-এর ওযন দুইটি। এ কারণে فِعْلَا التَّعَجُّبِ বলা হয়েছে।

قوله مَااَفْعَلَهُ الخ ঃ প্রথম ওযন مَااَ فْعَلَهُ (ثلاثى مُجَرَّد-এর اسم تفضيل واحد مذكر ও শুরুতে ما যুক্ত।) এর মধ্যে مَا -এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

(১) ইমাম فَرَّاء رح এর মতে مَا টি اِسْتِفْهَامِية اَيُّ شَيْءٍ অর্থে مبتدا আর اَحْسَنَ হল فعلِ ماضى -এর মধ্যে هُوَ যমীর উহ্য রয়েছে এটি তার ফায়েল ও زَيْدًا হল مفعول به মিলে خبر শাব্দিক অর্থ হল- কিসে যায়েদকে সৌন্দর্যবান করল। (মুসান্নিফ (রঃ) এমতটি গ্রহণ করেছেন।

(২) سيبويه رح এর মতে مَا মুবতাদা, এটি نكره شَيْئٌ অর্থে। এর تنوين টি تَعْظِيْمِي তথা عَظِيْمٌ অর্থে এ হিসেবে تخصيص হওয়ায় شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর ন্যায় হয়ে মুবতাদা হয়েছে।

(৩) اَخْفَش رح এর মতে مَا টি موصوله - اَحْسَنَ زَيْدًا এর صِلَةٌ মিলে মুবতাদা আর شَيْئٌ عَظِيْمٌ খবর উহ্য রয়েছে।

نَحْوُ اَحْسِنْ بِزَيْدٍ وَلَا يُبْنَيَانِ اِلَّا مِمَّا يُبْنٰى مِنْهُ اَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ وَيُتَوَصَّلُ فِى الْمُمْتَنَعِ بِمِثْلِ مَا اَشَدَّ اِسْتِخْرَاجًا فِى الْاَوَّلِ وَاَشْدِدْ بِاِسْتِخْرَاجِهٖ فِى الثَّانِى كَمَا عَرَفْتَ فِىْ اِسْمِ التَّفْضِيْلِ وَلَايَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْهِمَا بِتَقْدِيْمٍ وَلَاتَاخِيْرٍ وَلَا فَصْلٍ وَالْمَازِنِى اَجَازَ الْفَصْلَ بِالظَّرْفِ نَحْوُ مَا اَحْسَنَ الْيَوْمَ زَيْدًا ـ

অনুবাদ ॥ (২) অন্যটি হল اَفْعِلْ بِهٖ যথা– اَحْسِنْ بِزَيْدٍ – এ সীগাহ দু'টো কেবল ঐ সকল শব্দ হতে গঠিত হয় যা থেকে اسم تفضيل গঠিত হয়। আর যেক্ষেত্রে (اسم تفضيل) গঠন নিষিদ্ধ সে ক্ষেত্রে প্রথমটির ক্ষেত্রে مَا اَشَدَّ اِسْتِخْرَاجًا এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে اَشْدِدْ بِاِسْتِخْرَاجِه এর অনুরূপ সহায়তা নেয়া হয় যেমনটা তুমি ইতিপূর্বে اسم تفضيل -এর ক্ষেত্রে অবগত হয়েছ। আর এ ক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে (مقدّم বা موخر এবং বিচ্ছিন্নকরণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। অবশ্য ইমাম মাযনী ظرف এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন– مَا اَحْسَنَ الْيَوْمَ زَيْدًا (যায়েদ আজকে কতইনা সুন্দর)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ (খ) قوله اَفْعِلْ بِهٖ ঃ এটি فِعْلِ تَعَجُّبْ এর দ্বিতীয় ওযন। এর মধ্যে ও মতভেদ রয়েছে–(১) سيبويه رح এর মতে باب افعال এর امر এর ছীগাহ, ماضى এর অর্থে, এটা ب হরফে জার সহ ব্যবহৃত হয়। আর হামযাটি صَيْرُوْرَتْ এর জন্য। যেমন اَحْسِنْ بِزَيْدٍ অর্থ হল– صَارَ زَيْدٌ ذَا حُسْنٍ এ সময় اَحْسِنْ টি حَسُنَ এর অর্থে ও বলা যায়।

(২) اخفش رح এর মতে اَحْسِنْ আমরের ছীগা اَنْتَ যমীর ফায়েল, আর بِزَيْدٌএর ب টি متعدي বুঝানোর জন্য। আর زَيْدٌ হল مفعول به– এটা ঐ সময় হবে যখন احسن টি لازم তখন ثبوت حسن (সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়া) থেকে গৃহীত হবে। তখন হামযাটি صَيْرُوْرَتْ এর জন্য হবে। অর্থ হবে صَيِّرْهُ ذَاحُسْنٍ (তাকে সৌন্দর্য্যবান বানাও) পরিভাষায়– সে কতইনা সুন্দর।

قوله وَلَا يُبْنَيَانِ اِلَّا الخ ঃ فِعْلِ تَعَجُّبْ গঠিত হয় ঐ সকল শব্দ থেকে যা থেকে افعل تفضيل গঠিত হয়, সুতরাং বুঝা গেল যে, ثلاثى مجرد এর যে সব শব্দ زِيَادَةٌ ও نُقْصَانٌ (কম-বেশী হওয়া) বুঝায় এবং যার মধ্যে لَوْنٌ وَعُيُبٌ (রং-দোষ) এর অর্থ না থাকে তা থেকে فعل تعجب গঠিত হয়। ব্যাখ্যায় زيادة ونقصان উল্লেখের দ্বারা ما امات زيدا বের হয়ে গেল। কারণ মৃত্যু কম বেশী হয় না। উল্লেখ্য যে, افعل تعجبটি মাফউলের জন্য شاذ (বিরল) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَا اَشْتَهٰى الطَّعَامُ কি মজাদার খাদ্য! ইত্যাদি।

قوله يُتَوَصَّلُ فِى الْمُمْتَنَعِ ঃ নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে فعل تعجب এর প্রয়োজন হলে আধিক্যবোধক শব্দ (تفضيل বা امر) গঠন করে কাংখিত বাবের মাসদার বা রং দোষ বোধক শব্দের শুরুতে যোগ করতে হয়। যেমন–

مَا اَشَدَّ بَيَاضًا ـ مَا اَشَدَّ اِسْتِخْرَاجًا ইত্যাদি।

قوله وَلَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ الخ অর্থাৎ فعل تعجّب এর ছীগা দুটির মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মূল অবস্থা ও অবস্থান থেকে কোনরূপ পরিবর্তন করা জায়েয নয়। যেমন– উভয় ফে'লের مفعول به বা جار مجرور কে مقدم করা, عامل ও معمول এর মাঝে কোন فاصله নিয়ে আসা ইত্যাদি। সুতরাং مَا فِى الدَّارِ زَيْدًا مَا اَحْسَنَ বা اَحْسِنْ اَلْيَوْمَ بِزَيْدٍ বলা শুদ্ধ হবে না।

এভাবে এগুলোর থেকে অন্য কোন ছীগা বা গরদানও হবে না। কারণ এদুটি ওযনকে انشاء تعجب এর জন্য নির্দিষ্ট করায় امثال (দৃষ্টান্ত) এর ন্যায় হয়ে গেছে। তবে ইমাম মাযনী (রঃ) কেবল ظرف দ্বারা فاصله আনাকে জায়েয রেখেছেন। সুতরাং তার মতে, مَا اَحْسَنَ الْيَوْمَ زَيْدًا বলা শুদ্ধ।

فَصْلٌ ـ اَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مَا وُضِعَ لِإِنْشَاءِ مَدْحٍ اَوْ ذَمٍّ اَمَّا لِلْمَدْحِ فَلَهُ فِعْلَانِ نِعْمَ وَفَاعِلُهُ اِسْمٌ مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ نَحْوُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ اَوْ مُضَافٌ اِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ نَحْوُ نِعْمَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ وَقَدْ يَكُوْنُ فَاعِلُهُ مُضْمَرًا وَ يَجِبُ تَمْيِيْزُهُ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوْبَةٍ نَحْوُ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ اَوْ بِمَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالٰى "فَنِعِمَّا هِيَ" اَيْ نِعْمَ شَيْئًا هِيَ وَزَيْدٌ يُسَمَّى الْمَخْصُوْصَ بِالْمَدْحِ وَحَبَّذَا نَحْوُ حَبَّذَا زَيْدٌ، حَبَّ فِعْلُ الْمَدْحِ وَفَاعِلُهُ ذَا وَالْمَخْصُوْصُ بِالْمَدْحِ زَيْدٌ وَيَجُوْزُ اَنْ يَقَعَ قَبْلَ مَخْصُوْصٍ اَوْ بَعْدَهُ تَمْيِيْزٌ نَحْوُ حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا اَوْحَالٌ نَحْوُ حَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا، وَاَمَّا الذَّمُّ فَلَهُ فِعْلَانِ اَيْضًا بِئْسَ نَحْوُ بِئْسَ الرَّجُلُ عَمْرٌو وَبِئْسَ غُلَامُ الرَّجُلِ عَمْرٌو وَبِئْسَ رَجُلًا عَمْرٌو وَسَاءَ نَحْوُ سَاءَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَسَاءَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ وَسَاءَ رَجُلًا زَيْدٌ وَسَاءَ مِثْلُ بِئْسَ فِيْ سَائِرِ الْاَقْسَامِ ـ

পরিচ্ছেদ - ১১ ঃ اَفْعَالِ مَدْح وَذَمّ (প্রশংসা ও নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়া)

অনুবাদ ॥ اَفْعَالِ مَدْح وَذَمّ (প্রশংসা ও নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়া) বলতে ঐ সকল ক্রিয়াসমূহকে বুঝায়, যা প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ কল্পে গঠিত হয়েছে। প্রশংসাজ্ঞাপনের জন্য দু'টি فعل প্রথমটি نعم তার ফায়েল (ক) مُعَرَّفْ بِاللَّامْ হয়। যথা- نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ কতইনা ভাল লোক) অথবা (খ) مُعَرَّفْ بِا لَّامْ-এর দিকে মুযাফ হবে। যথা- نِعْمَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ (লোকটির দাস যায়েদ কতইনা ভাল) (গ) আবার কখনও তার ফায়েল সর্বনাম হয়, তবে তখন نكرهُ مَنْصُوْبَة দ্বারা তার تميز নেয়া আবশ্যক। যথা- نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ (লোক হিসেবে যায়েদ কতইনা ভাল)। অথবা ما দ্বারা تميز নেয়া আবশ্যক। যেমন- আল্লাহর বাণী فَنِعِمَّا هِيَ অর্থাৎ نِعْمَ شَيْئًا هِيَ - زَيْدٌ শব্দকে مَخْصُوْص بِالْمَدْح নামে নামকরণ করা হয়।

প্রশংসা জ্ঞাপনের দ্বিতীয় فعل হচ্ছে حَبَّذَا - যেমন- حَبَّذَا زَيْدٌ (যায়েদ কতইনা ভাল) فعل হল حَبَّ এবং فاعل হল ذَا - زَيْد হল مَخْصُوص بِالْمَدْح ,مخصوص এর পূর্বে বা পরে تميز আনা জায়েয। যথা- حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ ও حَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا -অনুরূপভাবে حال আনা ও জায়েয। যথা- حَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ (আরোহী যায়েদ কতইনা ভাল) এবং حَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا -

ذم বা নিন্দাজ্ঞাপনের জন্যও দু'টি فعل আসে। প্রথমটি بِئْسَ যথা- بِئْسَ الرَّجُلُ عَمْرٌو (আমর কতইনা খারাপ লোক) بِئْسَ غُلَامُ الرَّجُلِ عَمْرٌو (লোকটির দাস আমর কতইনা খারাপ) ও بِئْسَ رَجُلًا عَمْرٌو (লোক হিসেবে আমর কতইনা খারাপ)। দ্বিতীয়টি হল- سَاءَ যেমন- سَاءَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ কতইনা খারাপ লোক) سَاءَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ (লোকটির দাস যায়েদ কতইনা খারাপ।) سَاءَ رَجُلًا زَيْدٌ (লোক হিসেবে যায়েদ কতইনা খারাপ।) উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে سَاءَ এর বিধান بِئْسَ এর ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله مَا وُضِعَ الخ : এখানে وُضِعَ এর هُوَ যমীরটি مَا এর দিকে ফিরেছে বিধায় مذكر আনা হয়েছে। وضع এর قيد দ্বারা مَدَحْتُ زَيْدًا ، ذَمَمْتُ زَيْدًا এ জাতীয় শব্দ বের হয়ে গেছে। কারণ এগুলো দ্বারা إِخْبَارِ مَدْح وَذَمّ তথা নিন্দা বা প্রশংসার খবর দেয়া হয় মাত্র, নতুন আঙ্গিকে প্রশংসা বা নিন্দার বুঝায় না।

فعلِ مَدح হল দুইটি نِعْمَ ও حَبَّذَا - نِعْمَ মূলত سَمِعَ-نَعِمَ এর ওযনে ছিল।

مدح এর জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলো فعل جامِد পরিণত হয়েছে।

فعل مدح এর ফায়েল ৩ ধরনের হতে পারে। যথা : (১) الف لام দ্বারা معرفه হবে (২) الف لام দ্বারা معرفه এর দিকে মুযাফ হবে, (৩) অথবা যমীর হবে। এ সময় اسم نكره বা ما দ্বারা তার تميز আনা জরুরি। (উদাহরণ উপরে লক্ষ কর।)

مَخصوص بِالْمَدح এর জন্য শর্ত হল- (১) فاعلْ مدح এর সাথে বচন ও লিঙ্গের দিক দিয়ে মিল থাকা। যেমন- نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ـ نِعْمَ الرَّجُلَانِ زَيْدَانِ ـ نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ - نِعْمَتِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ

قوله وَحَبَّذَا الخ : حَبَّذَا এটি দ্বিতীয় فعل مدح -মূল فعل হল حَبَّ আর ذَا হল তার ফায়েল, এটি কখনো اِسْمِ ذَا إشارة ছাড়া ব্যবহৃত হয়না বিধায় একত্রে حَبَّذَا বলা হয়। এর ফায়েলের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন হয় না চাই مخصوص بِالْمَدح যাই হোক না কেন, যেমন- حَبَّذَا زَيْدٌ ـ حَبَّذَا الزَّيْدَانِ ـ حَبَّذَا هِنْدٌ প্রভৃতি। এর মধ্যে ذَا দ্বারা مَا فِى الذِّهْن উদ্দেশ্য।

قوله وَيَجُوزُ اَنْ يَقَعَ الخ : مَخْصُوص بِالْمَدْح এর আগে বা পরে (১) تميز আসতে পারে (২) বা حال আসতে পারে। আর এ সময় উক্ত تميز বা حال টি مَخْصُوصْ بِالْمَدح এর সাথে বচন ও লিঙ্গের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যশীল হওয়া জরুরী।

قوله وَاَمَّا الذَّمّ الخ : بِئْسَ মূলত سَمِعَ এর ওযনে بَئِسَ ছিল- ذَمّ এর -
উভয়টি فعل এর ফায়েল نِعْمَ এর ফায়েলের ন্যায় পূর্বোক্ত তিনো ধরনের হতে পারে। (কিতাবে লক্ষ কর।)

التمرين (অনুশীলনী)

১। فعل مضارع এর اعراب এর বিধান বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২। কয় স্থানে فعل مضارع মানসূব হয় উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩। কয়স্থানে ان উহ্য থেকে فعل مضارعকে নসব দেয় উদাহরণসহ লিখ।

৪। কয় স্থানে فعل مضارع জযম বিশিষ্ট হয়? বিস্তারিত লিখ।

৫। فعل لازم ومتعدى এর সংজ্ঞা ও নাম করণের কারণ লিখে فعل لازم কে متعدى বানানোর নিয়মগুলো লিখ।

৬। افعال قلوب এর পরিচয় ও আমল বিস্তারিত লিখ।

৭। افعال ناقصة কাকে বলে? উহা কি আমল করে? এবং كان কত প্রকার কি কি? উদাহরণসহ লিখ এবং নিম্নের শে'রটির অর্থ ও উল্লেখের কারণ লিখ- جِيَادُ اَبْنِىْ اَبِىْ بَكْرٍ تَسَامٰى + عَلٰى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَابِ

৮। افعال مقاربه এর সংজ্ঞা এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৯। فعل تعجب কাকে বলে? এর শব্দ কয়টি ও কি কি? এবং নাহু শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে ما শব্দটি নিয়ে মতভেদ কি লিখ।

১০। افعال مدح কয়টি ও কি কি? এগুলোর ফায়েল ও مخصوص এর ব্যবহারবিধি কি উদাহরণসহ লিখ।

اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ فِى الْحُرُوْفِ

وَقَدْ مَضٰى تَعْرِيْفُهٗ وَاَقْسَامُهٗ سَبْعَةَ عَشَرَ: حُرُوْفُ الْجَرِّ وَحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ وَحُرُوْفُ الْعَطْفِ وَحُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ وَحُرُوْفُ النِّدَاءِ وَحُرُوْفُ الْاِيْجَابِ وَحُرُوْفُ الزِّيَادَةِ وَحَرْفَا التَّفْسِيْرِ وَحُرُوْفُ الْمَصْدَرِ وَحُرُوْفُ التَّحْضِيْضِ وَحَرْفُ التَّوَقُّعِ وَحَرْفَا الْاِسْتِفْهَامِ وَحُرُوْفُ الشَّرْطِ وَحَرْفُ الرَّدْعِ وَتَاءُ التَّانِيْثِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِيْنُ وَنُوْنُ التَّاكِيْدِ ـ

فَصْلٌ ـ حُرُوْفُ الْجَرِّ حُرُوفٌ وُضِعَتْ لِاِفْضَاءِ الْفِعْلِ اَوْ شِبْهِهٖ اَوْ مَعْنَى الْفِعْلِ اِلٰى مَاتَلِيْهِ نَحْوَ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَاَنَا مَارٌّ بِزَيْدٍ وَهٰذَا فِى الدَّارِ اَبُوْكَ اَىْ اُشِيْرُ اِلَيْهِ فِيْهَا

তৃতীয় অধ্যায় ঃ حُرُوْف প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ইতিপূর্বে حَرْف -এর সংজ্ঞা আলোচিত হয়েছে। حَرْف ১৭ প্রকার– ১. حُروفُ الْجَرِّ ২. حُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ ৩. حُرُوْفُ الْعَطْفِ ৪. حُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ ৫. حُرُوْفُ النِّدَاءِ ৬. حُرُوْفُ الْاِيْجَابِ ৭. حُروفُ الزِّيَادَةِ ৮. حروفُ التَّفْسِيْرِ ৯. حروفُ الْمَصْدَرِ ১০. حروفُ التَّحْضِيْضِ ১১. حروفُ التَّوَقُّعِ ১২. حروفُ الْاِسْتِفْهَامِ ১৩. حروفُ الشَّرْطِ ১৪. حروفُ الرَّدْعِ ১৫. تَاءُ تَانِيْثٍ سَاكِنَةٍ ১৬. تنوين ও ১৭. نُوْنِ تاكيد ثَقِيْلَة ও خَفِيْفَة –

পরিচ্ছেদ- ১ ঃ حروفِ جَرّ

حروفِ جَرّ এর সংজ্ঞা ঃ حروف جر এমন হরফকে বলে যা فِعل, شِبْهِ فعل, مَعْنٰى فِعل, কে তার পরবর্তী শব্দের সাথে সংযুক্ত করার জন্য গঠন করা হয়েছে। যথা– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ বা اَنَا مَارٌّ بِزَيْدٍ ও هٰذَا فِى الدَّارِ اَبُوْكَ অর্থাৎ اُشِيْرُ اِلَيْهِ فِيْهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুসান্নিফ (রঃ) اسم ও فعل এর আলোচনা শেষে حرف এর আলোচনা শুরু করেছেন– وَقَدْ مَضٰى الخ এর واو টি اِسْتِئْنَافِيَة – مَضٰى تَعْرِيْفُهٗ ـ جملهٗ فعليهٗ خبريه ؛ যমীরটি حروف এর মধ্যে حرف এর প্রতি ফিরেছে। এখানে فِى الْمُقَدِّمَةِ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ভূমিকার মধ্যে حرف এর সংজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে। এরপর اَقْسَامُهٗ মুবতাদা আর سَبْعَةَ عَشَرَ হল খবর বা مُبْدَل مِنْه-

حروفِ مُشَبَّهَة কেই مرفوع ও منصوب টি مجرور এর উপর مُقَدَّمٌ হওয়ার কারণে মুসান্নিফ (রঃ)-এর জন্য সর্বাগ্রে আনা উচিত ছিল। তথাপি حروفِ جر কে আগে আনার কারণ সম্ভবত এটা হতে পারে যে, (১) আমলের ক্ষেত্রে এটি আসল সে হিসেবে, (২) অথবা অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে হতে পারে।

اَلْجَرُّ অর্থ টানা, আকর্ষণ করা। فعل বা معنىٰ فعل কে مجرور সাথে মিলিয়ে দেয় বিধায় এ নাম রাখা হয়েছে। حروف جر এর অপর নাম حروفِ اضافت কেননা এগুলো فعل ـ شبه فعل বা معنئ فعل কে مجرور এর সাথে মিলিয়ে দেয়। مجرور টি اسم صريح (প্রকাশ্য اسم) বা اسم تاويلى (তাবীল কৃত اسم) ও হতে পারে। যেমন- اسم- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ও بِرُحْبِهَا অর্থে এটি مَصْدَرِية টি مَا এর بِمَا رَحُبَتْ এখানে وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ সুতরাং

قولهٗ لِاِفْضَاءِ الخ ঃ এখানে لِاِفْضَاءِ بِفِعْلٍ বলা উচিত ছিল, কারণ اِفْضَاء অর্থ وُصُوْل তথা পৌছানো। আর بِ দ্বারা مُتَعَدِّى হলে অর্থ হবে اِيْصَال তথা পৌছিয়ে দেয়া।

قوله نَحْوُمَرَرْتُ الخ ঃ প্রথমটি مَرَرْتُ ফে'লের অর্থ (مُرُوْر) কে زيد এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। اَنَا مَارٌّ بِزَيْدٍ এটি এখানে شبه فعل ـ مار এর অর্থকে زيد এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছে, আর هٰذَا فِى الدَّارِ اَبُوْكَ এর اسم اشاره، هٰذَا টি شِبه ফে'লের অর্থে এ হিসেবে معنىٰ فعل কে دَارٌ এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছে।

وَهِيَ تِسْعَةُ حُرُفٍ "مِنْ" وَهِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَعَلَامَتُهُ اَنْ يَصِحَّ فِيْ مُقَابَلَتِهِ اِلٰى لِلْاِنْتِهَاءِ كَمَا تَقُوْلُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَ لِلتَّبْيِيْنِ وَعَلَامَتُهُ اَنْ يَصِحَّ وَضْعُ اللَّفْظِ اَلَّذِيْ مَكَانَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ" وَالِلتَّبْعِيْضِ وَعَلَامَتُهُ اَنْ يَصِحَّ وَضْعُ لَفْظِ بَعْضٍ مَكَانَهُ نَحْوُ اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَزَائِدَةٌ وَعَلَامَتُهُ اَنْ لَّا يَخْتَلَّ الْمَعْنٰى بِاِسْقَاطِهَا نَحْوُ مَاجَائَنِيْ مِنْ اَحَدٍ وَلَاتُزَادُ مِنْ فِي الْكَلَامِ الْمُوْجَبِ خِلَافًا لِلْكُوْفِيِّيْنَ وَاَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ وَشِبْهُهُ فَمُتَاَوَّلٌ ـ

অনুবাদ ॥ সংখ্যা ঃ حُروفِ جَرّ ১৯টি (১) مِن (যা নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়)। ১. اِبْتِدَاءِ الْغَايَة বা উদ্দেশ্যের সূচনা অর্থে, এর আলামত হল এর বিপরীতে শেষ সীমাজ্ঞাপক اِلٰى ব্যবহার করা শুদ্ধ হওয়া। যেমন– سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ (২) تَبْيِيْن (স্পষ্ট করে বর্ণনা)-এর জন্য। এর আলামত হল তার স্থলে اَلَّذِيْ শব্দ ব্যবহার করা শুদ্ধ হওয়া। যেমন, আল্লাহর বাণী– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (৩) تَبْعِيْض বা অংশবিশেষ বুঝাবার জন্য। এর চিহ্ন হলো مِنْ-এর স্থলে بَعْض শব্দের প্রয়োগ শুদ্ধ হওয়া। যথা– اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ-

(৪) زَائِدَة বা অতিরিক্ত হিসেবে। এর আলামত হল, তাকে বিলুপ্ত করলেও অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটা। যথা– مَاجَائَنِيْ مِنْ اَحَدٍ (আমার নিকট কেউ আসে নি)। كَلَامِ مُوْجَب বা হাঁবোধক বাক্যে مِنْ অতিরিক্ত হয় না। তবে কূফীদের অভিমত এর বিপরীত, পক্ষান্তরে আরবীভাষীদের কথায় قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ ও এ জাতীর কথায় তাবীল করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مِنْ الخ ঃ مِنْ যেহেতু اِبْتِدَاء তথা শুরু বুঝায় এ কারণে এর দ্বারা শুরু করাই শ্রেয়। এটি ৪ অর্থে আসে। (১) قوله اَلْغَايَة الخ ঃ যে জিনিসের اِنْتِهَاء (সীমা) আছে কেবল তারই শুরু বুঝায়। সুতরাং اُمور اَبَدِيَّة তথা যেসব বস্তু অসীম তার শুরু বুঝায় না। যার শুরু বুঝাবে এটি তার পূর্বে আসবে। চাই তা স্থান হোক বা সময়। উল্লেখ্য যে, غَايَتْ অর্থ দূরত্ব (مَسَافَتْ) না নিয়ে বরং সীমা (نِهَايَة) অর্থ গ্রহণ করা উত্তম, কারণ দূরত্ব অর্থ নিলে ظرف زمان (কাল) এর অর্থের ক্ষেত্রে এটি مَجَازِيْ হবে।

(১) قوله وَعَلَامَتُهُ اَنْ يَصِحَّ ঃ অর্থাৎ مِنْ টা শুরু বুঝানোর আলামত হল তার পরে اِلٰى বা اِلٰى এর অর্থবোধক শব্দ আসা শুদ্ধ হওয়া। যেমন– .... سِرْتُ مِنَ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এখানে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ অর্থ হল– اَلْتَجِئُ اِلَيْهِ

قوله وَلَا تُزَادُ مِنْ الخ ঃ مِنْ অতিরিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে ঃ (১) বিসরিয়্যীনের মতে كَلَام مُوْجَب (যার মধ্যে نفى - نهى ও استفهام না থাকে) এর মধ্যে অতিরিক্ত হয়না, (২) কূফীগণের মতে غير موجب - এর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে অতিরিক্ত হয়। যেমন– قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ এর মধ্যে كَلَام مُوْجَب হওয়া সত্ত্বে مِنْ অতিরিক্ত হয়েছে। মুসান্নিফ (রঃ) বসরীগণের মত গ্রহণ করে এর উত্তর দেন যে, এখানে مِنْ টি زائده নয় বরং بَعْضُ مَطَرٍ - تَبْعِيْضِيَّة অর্থে অথবা تَبْيِيْن এর জন্য।

مِنْ আরো কতিপয় অর্থে আসে। যেমন– (১) فِيْ অর্থেও। যেমন– اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ তথা مِنْ بدل (৩), في يوم الجمعة এর অর্থে, (২) بَاء অর্থে যেমন– يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ - بِطَرْفٍ خَفِيٍّ অর্থে, (৩) بدل অর্থে। যেমন– اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ টি بَدْلَ الْاٰخِرَةِ অর্থে, (৪) عَلٰى অর্থে। যেমন– نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ অর্থে, (৫) قسم এর জন্য যেমন– مِنْ رَّبِّيْ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (৭) فَصْل এর জন্য যখন عَلَى الْقَوْمِ বিপরীতমুখী দুটি শব্দের শেষেরটির পূর্বে আসবে। যেমন– وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

وَ"اِلٰى" وَهِىَ لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ كَمَا مَرَّ وَبِمَعْنٰى مَعَ قَلِيْلًا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ" وَ "حَتّٰى" وَهِىَ مِثْلُ اِلٰى نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتّٰى الصَّبَاحِ وَبِمَعْنٰى مَعَ كَثِيْرًا نَحْوُ قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ وَلَاتَدْخُلُ اِلَّا عَلَى الظَّاهِرِ فَلَايُقَالُ حَتَّاهُ خِلَافًا لِلْمُبَرِّدِ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: فَلَاوَاللّٰهِ لَايَبْقٰى اُنَاسٌ * فَتًى حَتَّاكَ يَاابْنَ اَبِىْ زِيَادٍ، شَاذٌّ ـ

অনুবাদ ॥ (২) اِلٰى -এটা উদ্দেশ্যের শেষ সীমা বুঝায়; যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আবার কোন কোন সময় مَعَ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা– আল্লাহর বাণী– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ (তোমরা মুখমণ্ডল ও কনুইসহকারে তোমদের হাত ধৌত কর।) (৩) حَتّٰى এর ব্যবহার اِلٰى এর অনুরূপ। যেমন– نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ (আমি গত রাতে ভোর পর্যন্ত নিদ্রা গিয়েছিলাম।) حَتّٰى অধিকাংশ ক্ষেত্রে مع অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ (হাজী সাহেব পদাতিকদের সাথে আগমন করেছেন)। আর حَتّٰى অব্যয়টি প্রকাশ্য ইসম ব্যতীত প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং حَتَّاهُ বলা যাবে না। পক্ষান্তরে مبرد رح ভিন্নমত পোষণ করেন। আর কবির কবিতা– فَلَا وَاللّٰهِ لَا يَبْقٰى اُنَاسٌ * فَتًى حَتَّاكَ يَا ابْنَ اَبِىْ زِيَادٍ (আল্লাহর শপথ! ওহে আবূ যিয়াদের পুত্র; কোন লোক, যুবক এমনকি তুমিও (পৃথিবীতে) অবশিষ্ট থাকবে না।) এর মধ্যে حَتّٰى এর পরে ك যমীরের ব্যবহারটি شاذ বা বিরল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اِلٰى لِاِنْتِهَاءِ الخ ঃ এটা مَكَان এর ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন– سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ বা زمان এর ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন– اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

ফায়েদা ঃ (ক) اِلٰى এর مَابَعْد (পরবর্তী অংশ) مَاقَبْل (পূর্ববর্তী অংশ) এর মধ্যে দাখিল থাকা না থাকার ব্যাপারে ৪ ধরণের উক্তি রয়েছে। যথা–

(১) দাখিল থাকে, তবে কোথাও দাখিল না থাকলে তা مَجَاز ধর্তব্য হবে। (২) দাখিল থাকেনা, তবে কোথাও থাকলে তা مجاز গণ্য হবে। (৩) اِلٰى টি উভয় অর্থে مُشْتَرك (৪) اِلٰى এর مابعد যদি ماقبل এর সমজাতীয় (এক جنس এর) হয় তাহলে مَابَعْد টা ما قبل এর হুকুমে দাখিল থাকবে, নইলে দাখিল থাকবে না। যেমন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ এখানে مِرْفَقٌ (কনুই) يَدٌ (হাত)-এর মধ্যে আগে থেকেই দাখিল সে হিসেবে اِلٰى আসার পরেও দাখিল থাকবে। আর اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ এর মধ্যে لَيْل (রাত) صِيَام (রোযা) এর সমজাতীয় বস্তু না বিধায় রাত রোযার বিধানে দাখিল থাকবেনা।

(খ) اِلٰى কখনো فِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থে।

قوله وَبِمَعْنٰى مَعَ كَثِيْرًا ঃ এর দ্বারা বুঝা গেল যে, حَتّٰى টা اِلٰى অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা الى ও حَتّٰى এর মাঝে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত বুঝায়। কেননা حتى টা বেশীর ভাগ مع অর্থে ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয় পার্থক্য হল জমহুরের মতে حتى টা اسم ظاهر এর উপর দাখিল হয়, কোথাও যমীরের পূর্বে আসলে তা شاذ (বিরল) সুতরাং তা নিয়ম বহির্ভূত গণ্য হবে। তবে امام مبرد এ পার্থক্য স্বীকার করেন না, বরং উভয়টি নিয়মতান্ত্রিক বলেন, কারণ حتى এর পরে যমীর এসেছে।

قوله فَلَا وَاللّٰهِ الخ ঃ এ শে'র مبرد এর মতের দলিল। মুসান্নিফ (রঃ) জমহুরের পক্ষ থেকে তার উত্তর দান করেছেন যে, এটি شاذ (বিরল ঘটনা) فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ শে'রে فلا এর لا টি واو ـ زائده টি قَسْمِيه ـ اُنَاسٌ ـ نَاسٌ এর বহুঃ মানুষ, فتى (যুবক) এর عطف হল اناس এর উপর, حرف عطف উহ্য রয়েছে। অথবা এটি اناس থেকে بدل ـ زِيَادُ ابْنُ اَبِىْ بَكْرٍ যেহেতু তার যৌবনের উপর গর্বিত ছিল এজন্য বিশেষভাবে তাকে بدل দ্বারা দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

وَ"فِيْ"وَهِيَ لِلظَّرْفِيَّةِ نَحْوُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَالْمَاءُ فِي الْكُوْزِ وَبِمَعْنَى عَلٰى قَلِيْلًا نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ" ـ وَالْبَاءُ وَهِيَ لِلْاِلْصَاقِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ اَيْ اِلْتَصَقَ مُرُوْرِيْ بِمَوْضِعٍ يَقْرُبُ مِنْهُ زَيْدٌ وَلِلْاِسْتِعَانَةِ نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّعْلِيْلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ" وَلِلْمُصَاحَبَةِ كَخَرَجَ زَيْدٌ بِعَشِيْرَتِهٖ وَلِلْمُقَابَلَةِ كَبِعْتُ هٰذَا بِذَاكَ وَلِلتَّعْدِيَةِ كَذَهَبْتُ بِزَيْدٍ وَلِلظَّرْفِيَّةِ كَجَلَسْتُ بِالْمَسْجِدِ

অনুবাদ ॥ (৪) فِيْ – এটি ظرف বা আধার অর্থে প্রয়োগ হয়, যেমন– زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَالْمَاءُ فِي الْكُوْزِ (যায়েদ ঘরে ও পানি জগে রয়েছে।) فِيْ খুব কমই عَلٰى অর্থে আসে। যথা– আল্লাহর বাণী– وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ (অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে খেজুর শাখার উপর চড়াব (শূলী দেব। (৫) بَاءٌ – এটা (১) اِلْصَاقٌ বা মিলিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের নিকট দিয়ে চলেছি) অর্থাৎ আমার অতিক্রম এমন স্থান দিয়ে হয়েছে যার নিকটে যায়েদ রয়েছে। (২) اِسْتِعَانَةٌ বা সাহায্য নেয়ার জন্য। যথা– كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি)। (৩) تَعْلِيْلٌ বা কারণ দর্শানোর জন্য। যেমন– আল্লাহর বাণী– اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ (তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য বানানোর কারণে নিজেদের উপর অবিচার করেছো।) (৪) مُصَاحَبَةٌ বা সঙ্গ বুঝাবার জন্য। যেমন– خَرَجَ زَيْدٌ بِعَشِيْرَتِهٖ (যায়েদ তার গোত্রের সাথে বের হয়েছে।) (৫) مُقَابَلَةٌ বা বিনিময় অর্থে। যথা– بِعْتُ هٰذَا بِذَاكَ (আমি এটা ওটার বিনিময়ে বিক্রয় করেছি। (৬) تَعْدِيَةٌ বা ক্রিয়াকে সকর্মক বানানোর জন্য। যেমন– ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদকে নিয়ে গিয়েছি।) (৭) ظرف বা আধার অর্থে। যথা– جَلَسْتُ بِالْمَسْجِدِ (আমি মসজিদের মধ্যে বসেছি)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فِيْ لِلظَّرْفِيَّةِ ঃ ظرف অর্থ পাত্র, زمان বা مكان এবং حقيقى বা مجازى সবসময় হতে পারে। যেমন– فِي الدَّارِ ، فِي السَّنَةِ ـ (مجاز) اَلنَّجَاتُ فِي الصِّدْقِ

فِيْ টা مُقَابَلَة বুঝানোর জন্যও আসে। যথা ঃ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ

قوله اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ الخ ঃ اِلْصَاقٌ অর্থ মিলান, অর্থাৎ بْ টি কোন বস্তুকে مجرور এর সাথে মিলানোর অর্থে আসে। চাই তা حَقِيْقَةً হোক বা مَجَازًا যেমন– بِهٖ دَاءٌ সে রোগাক্রান্ত বা مَجَازًا যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি।) এখানে অতিক্রমটা যায়েদের নিকটবর্তী জায়গার সাথে মিলিত হয়েছে।

قوله لِلْاِسْتِعَانَةِ ঃ اِسْتِعَانَتٌ অর্থ طَلَبُ عَوْنٍ (সাহায্য কামনা বা সাহায্য গ্রহণ।) অর্থাৎ مجرور টা পূর্বের ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যন্ত্র বা মাধ্যম হবে। যেমন– كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (কলমের সাহায্য লিখেছি।)

قوله لِلْمُصَاحَبَةِ ঃ بْ টি সঙ্গে বুঝানোর অর্থ দেয় যেখানে ب এর স্থলে مع বসান শুদ্ধ হবে। যেমন– بِعَشِيْرَةٍ এর ب এর স্থলে مع রাখলে অর্থ ঠিক থাকে।

قوله وَلِلْمُقَابَلَةِ যেমন– بِعْتُ هٰذَا بِذَاكَ (এইটি ঐটির বিনিময় বিক্রি করলাম।)

قوله لِلتَّعْدِيَةِ ঃ লাযেমকে মুতাআদী বানানোর জন্য। যথা– ذَهَبْتُ অর্থ গেলাম, আর ب আসায় অর্থ হল– নিয়ে গেলাম।

وَزَائِدَةٌ قِيَاسًا فِىْ خَبَرِ النَّفْيِ نَحْوُ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَفِى الْاِسْتِفْهَامِ نَحْوُ هَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَسَمَاعًا فِى الْمَرْفُوْعِ نَحْوُ بِحَسْبِكَ زَيْدٌ اَىْ حَسْبُكَ زَيْدٌ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا اَىْ كَفَى اللّٰهُ وَفِى الْمَنْصُوْبِ نَحْوُ اَلْقٰى بِيَدِهٖ اَىْ اَلْقٰى يَدَهٗ ـ وَاللَّامُ وَهِىَ لِلْاِخْتِصَاصِ نَحْوُ اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ وَالْمَالُ لِزَيْدٍ وَلِلتَّعْلِيْلِ كَضَرَبْتُهٗ لِلتَّادِيْبِ وَزَائِدَةٌ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "رَدِفَ لَكُمْ" اَىْ رَدِفَكُمْ وَبِمَعْنٰى عَنْ اِذَا اسْتُعْمِلَ مَعَ الْقَوْلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُوْنَا اِلَيْهِ" وَفِيْهِ نَظَرٌ ـ

অনুবাদ ॥ (৮) نَفْى এর খবরে কিয়াসের ভিত্তিতে زائدة হিসেবে باء ব্যবহৃত হয়। যথা- مَازَيْدٌ بِقَائِمٍ (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)। (৯) اِسْتِفهام প্রশ্নবোধক বাক্যেও। যথা- هَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ (যায়েদ কি দণ্ডায়মান?) (১০) مرفوع এর স্থানেও سَمَاعِى হিসেবে যথা- بِحَسْبِكَ زَيْدٌ অর্থাৎ حسبك زيد (তোমার জন্য যায়েদ যথেষ্ট), كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا অর্থাৎ كَفَى اللّٰهُ (আল্লাহই যথেষ্ট।) (১১) কখনো منصوب এর স্থলেও অতিরিক্ত হয় যথা- اَلْقٰى بِيَدِهٖ অর্থাৎ اَلْقٰى يَدَهٗ - (৬) لام-এটা বিভিন্ন অর্থে আসে (১) اِخْتِصَاص বা নির্দিষ্ট করার জন্য। যথা- اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ (জিনপোষ ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট), اَلْمَالُ لِزَيْدٍ (২) تعليل বা কারণ বুঝানোর জন্য, যেমন- ضَرَبْتُهٗ لِلتَّادِيْبِ (আমি তাকে আদব শিক্ষাদানের জন্য প্রহার করেছি।) (৩) زَائِدَة বা অতিরিক্ত হিসেবে। যথা- আল্লাহর বাণী- رَدِفَ لَكُمْ অর্থাৎ رَدِفَكُمْ (সে তোমার পশ্চাতে।) (৪) قول এর সাথে ব্যবহৃত হলে عَنْ অর্থে আসে। যেমন- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ (কাফেররা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলল, যদি তা মঙ্গলজনক হতো, তবে তারা আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতো না।) এক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَهِىَ زَائِدَةٌ قِيَاسًا ঃ قِيَاسًا শব্দটি فعل محذوف এর مفعول مطلق মূলত مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ ছিল, অথবা উহ্য يَكُوْنُ এর خبر অর্থাৎ تِلْكَ الزِّيَادَةُ يَكُوْنُ قِيَاسًا অথবা قِسْنَاهَا قِيَاسًا খাফিদ মূলত عَرَفْنَا زِيَادَةَ الْبَاءِ بِالْقِيَاسِ ছিল। এভাবে সামনে سَمَاعًا এর মধ্যেও তিন ধরনের হতে পারে।

قوله وَسَمَاعًا فِى الْمَرْفُوْعِ ঃ অর্থাৎ اسم مرفوع এর পূর্বে ب অতিরিক্ত হওয়াটা শ্রবন নির্ভর (সর্বক্ষেত্রে এমন হয় না) اسم مرفوع টি (১) মুবতাদা হতে পারে। যেমন- بِحَسْبِكَ زَيْدٌ - حَسْبُكَ زَيْدٌ অর্থে (২) বা খবর হতে পারে, যেমন- حَسْبُكَ بِزَيْدٍ (৩) ফায়েল হতে পারে। যেমন- كَفٰى بِاللّٰهِ

اسم منصوب এর পূর্বেও با অতিরিক্ত হতে পারে। اَلْقٰى بِيَدِهٖ এর মধ্যে يد হল মাফউল হিসেবে منصوب -এখানে ب টি অতিরিক্ত।

ب হরফে জারটি কিতাবে বর্ণিত ৮ অর্থ ছাড়া আরো ৭ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-(৯) اِسْتِعْلَاء (উপর) এর অর্থে যেমন- لَاُصَلِّبَنَّكُمْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ এর ب টি عَلٰى অর্থে (১০) مُجَاوَزَةٌ (অতিক্রম) যথা ঃ فَاسْئَلْ بِهٖ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا (১১) اِسْتِعْطَاف (দয়া প্রকাশ) যথা ঃ اِرْحَمْ بِزَيْدٍ (১২) تَبْعِيْض (আংশিক) যথা ঃ خَبِيْرًا (১৩) بدل (পরিবর্তে) যথা ঃ بَاعَ الْاِيْمَانَ بِالْكُفْرِ (১৪) قسم (শপথ) যথা ঃ بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (১৫) اَلْمُقَرَّبُوْنَ إِلٰى অর্থে যথা ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

قوله وَاللَّامُ لِلْاِخْتِصَاصِ ঃ لام সর্বমোট ১৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়, মুসান্নিফ (র.) তন্মধ্য হতে ৫টি উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ (১) اِخْتِصَاص (২) تعليل (৩) زائده (৪) عَنْ (৫) قسميه (উদাহরণ কিতাবে দেখ)

وَبِمَعْنَى الْوَاوِ فِي الْقَسَمِ لِلتَّعَجُّبِ كَقَوْلِ الْهُزَلِيِّ شِعْرٌ: لِلّٰهِ يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ ذُوحَيَدٍ * بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ وَالْآسُ وَ "رُبَّ" وَهِيَ لِلتَّقْلِيلِ كَمَا أَنَّ كَمِ الْخَبَرِيَّةَ لِلتَّكْثِيرِ وَتَسْتَحِقُّ صَدْرَ الْكَلَامِ وَلَا تَدْخُلُ اِلَّا عَلٰى نَكِرَةٍ مَوْصُوفَةٍ نَحْوُ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِيتُهُ أَوْمُضْمَرٍ مُبْهَمٍ مُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَبَدًا مُمَيَّزٍ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ نَحْوُ رُبَّهُ رَجُلًا وَرُبَّهُ رَجُلَيْنِ وَرُبَّهُ رِجَالًا وَرُبَّهُ امْرَأَةً كَذٰلِكَ -

---

অনুবাদ॥ (৬) واو -এর অর্থে বিস্ময়কর বিষয়ে শপথ করার জন্য। যথা– কবি হুযালীর কবিতা– لِلّٰهِ يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ ذُوحَيَدٍ * بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ وَالْآسُ– (আল্লাহর শপথ! কালচক্রে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এমনকি উঁচু পাহাড়ের মধ্যে বসবাসকারী গ্রন্থিযুক্ত শিংধারী পশুও অবশিষ্ট থাকবে না, যে পাহাড়ের মধ্যে ইয়াসমীন ও রায়হান বৃক্ষ আছে।) (৭) رُبَّ- এটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়– ১. تَقْلِيل বা অল্প বুঝাবার অর্থে, যেভাবে كَمِ خَبْرِية টি আধিক্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। تقليل বা অল্প বুঝাবার জন্যে رُبَّ টি বাক্যের শুরুতে এবং نَكِرَةُ مَوْصُوفَه -এর উপর ব্যবহৃত হয়। যেমন– رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِيتُهُ (আমি অল্প কিছু সদয় ব্যক্তির সাক্ষাত পেয়েছি।) অথবা যমীরের উপর ব্যবহৃত হয় যা সর্বদাই একবচন ও পুংলিঙ্গ হয় এবং কোন نَكِرَةُ مَنْصُوبَة তার تميز হয়। যেমন– رُبَّهُ رَجُلًا - رُبَّهُ رَجُلَيْنِ এবং رُبَّهُ رِجَالًا ও رُبَّهُ امْرَأَةً ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله لِلّٰهِ يَبْقَى الخ ঃ এটা لام قَسَمِية এর উদাহরণ। এ لام টি أُقْسِمُ ফে'লের সাথে متعلق - يَبْقَى এর পূর্বে لَائے نَفِي উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মূলে لَايَبْقَى ছিল। على এরপরে مرور মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ দিন অতিক্রমে حيد – حيدة এর বহুঃ পাহাড়ী খাসীর শিং এর গ্রন্থি مُشْمَخِرٌّ - مُطْمَئِنٌّ এর ওযনে اسم فاعل বাবে اِفْعِلَال থেকে অর্থ সুউচ্চ পর্বত, ب টি فِيْ অর্থে।

يَبْقَى এর সাথে متعلق - ظِبْيَانٌ সুগন্ধি ঘাস বিশেষ যাকে বুনো ইয়াসীমান বলা হয়। اس রায়হান বৃক্ষ।

শে'রের অর্থ– আল্লাহর শপথ! কালের পরিক্রমায় পর্বতের সুউচ্চ চূড়ায় ও কোন গ্রন্থি বিশিষ্ট বন্য খাসীও টিকে থাকবেনা যা যায়্যান ঘাস ও আস বৃক্ষের নীচে নিরাপদে বিচরণ করে।

বস্তুতঃ শে'রটিতে পার্থিব বিপর্যয় বা প্রাকৃতিক নিয়ম যথা মৃত্যু অনিবার্য হওয়া থেকে কেউ মুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে শপথ করে বলা হচ্ছে, এশে'র দ্বারা মূল উদ্দেশ্য لام টি قسم অর্থে পেশ করা।

لام এর অবশিষ্ট ৯টি অর্থ হল–(৬) بعد (পরে) যথা ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ তথা بَعْدَ دُلُوكِ (৭) عَلٰى তথা وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ঃ যথা অর্থে عَلٰى (৮) قَبْلَ لَيْلَةٍ তথা كَتَبْتُ مُقَابِلَتِي لِلَيْلَةٍ ঃ যথা অর্থে قبل (৯) الْجَبِينِ فِيْ অর্থে যথা ঃ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ তথা فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ (১০) مِنْ অর্থে যথা ঃ وَنَحْنُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلُ তথা وَنَحْنُ مِنْكُمْ (১১) اِلَى অর্থে যথা ঃ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى তথা اِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (১২) عِنْدَ অর্থে যথা ঃ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ তথা عِنْدَ أَوَّلِ الْحَشْرِ (১৩) صَيْرُوْرَة (পরিণত হওয়া) যথা ঃ خُلِقَ الْإِنْسَانُ لِلْأَبَدِ একে لام عَاقِبَتْ ওবলা হয়। (১৪) اِسْتِحْقَاقُ (অধিকার) যথা ঃ قُلْ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ (১৫) مَعَ যথা ঃ শের فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكٌ + يَطُولُ اجْتِمَاعٌ لَمْ نَبِتْ مَعًا جَمِيعًا অর্থে مَعَ طُولٍ -

قوله وَرُبَّ لِلتَّقْلِيلِ ঃ رُبَّ শব্দের ব্যবহারের ব্যাপারে নাহুবীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে– اخفش رح এর মতে এটি اسم -আর জমহুরের মতে এটি حرف جار -

وَعِنْدَ الْكُوفِيِّيْنَ يَجِبُ الْمُطَابَقَةُ نَحْوُ رُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ وَرُبَّهُمْ رِجَالًا وَرُبَّهَا إِمْرَأَةً وَقَدْتَلْحَقُهَا مَا الْكَافَّةُ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ نَحْوُ رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ وَرُبَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلَابُدَّ لَهَا مِنْ فِعْلٍ مَاضٍ لِأَنَّ رُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ الْمُحَقَّقِ وَهُوَ لَايَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ -

وَيُحْذَفُ ذٰلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا كَقَوْلِكَ رُبَّ رَجُلٍ أَكْرَمَنِيْ فِيْ جَوَابِ مَنْ قَالَ هَلْ لَقِيْتَ مَنْ أَكْرَمَكَ أَيْ رُبَّ رَجُلٍ أَكْرَمَنِيْ لَقِيْتُهُ فَأَكْرَمَنِيْ صِفَةُ الرَّجُلِ وَلَقِيْتُهُ فِعْلُهُ وَهُوَ مَحْذُوْفٌ

অনুবাদ ॥ অপর দিকে কূফার নাহভীদের মতে যমীর বচন ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে পরবর্তী نكرة منصوبة টির অনুরূপ হওয়া ওয়াজিব। যেমন- رُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ এবং رُبَّهَا إِمْرَآةً - আর কখনও কখনও رُبَّ এর সাথে مَاءِ كَافَّة যুক্ত হয়। جملهٔ فعليه ও جُملهٔ اسمية উভয় প্রকার বাক্যে رُبَّ এর সাথে مَاءِ كَافَّة যুক্ত হয়। যেমন- رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ এবং رُبَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ - رُبَّ এর জন্য فعل مَاضِى আবশ্যক। কেননা এটি تَقْلِيْل مُحَقَّق তথা নিশ্চিতভাবে স্বল্প পরিমাণ বুঝায় যা অতীতকালের ক্রিয়া ছাড়া (প্রকাশ) হতে পারে না। কাজেই رُبَّ হরফটি جملهٔ فعلية এর উপর প্রবিষ্ট হলে- তাতে فعل টি অবশ্যই অতীতকালের হতে হবে।

আর উক্ত فعل প্রায়ই উহ্য থাকে। যেমন- কোন প্রশ্নকারী বলল, هَلْ لَقِيْتَ مَنْ أَكْرَمَكَ (তুমি কি এমন কোন লোকের সাথে সাক্ষাত করেছ? যে তোমাকে সম্মান করেছে) তার জবাবে তুমি বললে رُبَّ رَجُلٍ أَكْرَمَنِىْ (কম সংখ্যক লোকই আমাকে সম্মান করেছে) এখানে لَقِيْتُهُ অতীতকালীন ক্রিয়াটি উহ্য রয়েছে। কাজেই উত্তরটির প্রকৃতরূপ হবে رُبَّ رَجُلٍ أَكْرَمَنِىْ لَقِيْتُهُ এখানে أَكْرَمَنِىْ বাক্যটি رَجُلٌ এর صِفَتٌ এবং لَقِيْتُهُ তার فعل যা উহ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ رُبَّ এর ব্যবহার ঃ (ক) رُبَّ সাধারণত إِنْشَاءِ تَقْلِيْل তথা তার পরবর্তী অংশটি বিরলভাবে সংঘটিত হওয়া বুঝায় এবং বাক্যের শুরুতে نَكِرَة এর পূর্বে আসে। কারণ تقليل বুঝানোর জন্য نَكِرَة ই যথেষ্ট, مَعْرِفَه এর প্রয়োজন পড়েনা। তবে এর জন্য صفت আনবার প্রয়োজন হয়। যাতে এটি اخص (খাছ) হয় আর أَخَصّ টা সাধারণত أَقَلّ (বিরল) হয়।

(খ) رُبَّ টি مذكرغائب এর ضمير এর পূর্বে আসে। জমহুরের মতে تميز একবচন, বহুবচন বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ যাই হোক এ যমীরটি সর্বদা مفرد ومذكر হবে। যেমন- رُبَّهُ رَجُلًا - ربه رجلين ইত্যাদি তবে কূফীগণের মতে ضمير ও تميز এর মধ্যে (تَطَابُق) জরুরী। যেমন- رُبَّهُ رَجُلًا، رُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ ইত্যাদি।

(গ) رُبَّ এর সাথে مَاكَافَّهْ যুক্ত হয়, তখন তা فعل - اسم সবকিছুর শুরুতে আসে।

(ঘ) رُبَّ কে কখনো مُخَفَّفْ তথা بْ এর তাশদীদ বিলোপ করে শুধু যবরসহ পড়া হয়। যথা ঃ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ ইত্যাদি।

وَ وَاوُ رُبَّ وَهِيَ الْوَاوُ الَّتِيْ تُبْتَدَأُ بِهَا فِيْ أَوَّلِ الْكَلَامِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسٌ * إِلَّا الْيَعَافِيْرُ وَإِلَّا الْعِيْسُ وَ وَاوُ الْقَسَمِ وَهِيَ تَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ نَحْوُ وَاللّٰهِ وَالرَّحْمٰنِ لَأَضْرِبَنَّ، فَلَا يُقَالُ وَكَ وَتَاءُ الْقَسَمِ وَهِيَ تَخْتَصُّ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ فَلَا يُقَالُ تَالرَّحْمٰنِ وَقَوْلُهُمْ تَرَبِّ الْكَعْبَةِ شَاذٌّ وَبَاءُ الْقَسَمِ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الظَّاهِرِ وَالْمُضْمَرِ نَحْوُ بِاللّٰهِ وَبِالرَّحْمٰنِ وَبِكَ وَلَابُدَّ لِلْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ وَهِيَ جُمْلَةٌ تُسَمّٰى الْمُقْسَمَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ مُوْجِبَةً يَجِبُ دُخُوْلُ اللَّامِ فِي الْاِسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ نَحْوُ وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ وَ وَاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَاِنَّ فِي الْاِسْمِيَّةِ نَحْوُ وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ

অনুবাদ ॥ (৮) وَاوُ رُبَّ যা বাক্যের শুরুতে এসে رُبَّ এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, কবির গাঁথা– وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسٌ * إِلَّا الْيَعَافِيْرُ وَإِلَّا الْعِيْسُ (আমি এমন কিছু শহর ভ্রমণ করেছি যেখানে সাদা উট ও মেটে রঙ্গের হরিণ ছাড়া কোন বন্ধু নেই।)

(৯) وَاو قَسَم-এর ব্যবহার اسم ظاهر এর সাথে নির্দিষ্ট। যেমন– وَاللّٰهِ وَالرَّحْمٰنِ لَأَضْرِبَنَّ কাজেই এটি ইসমে যাহের ব্যতীত কোন ضمير এর সাথে ব্যবহৃত হয় না। অতএব, وك বা وه ইত্যাদি বলা যাবে না।

(১০) تاء قسم-এর ব্যবহার الله শব্দের সাথে নির্দিষ্ট। কাজেই تَالرَّحْمٰنِ বলা যাবে না; আর আরবদের মাঝে تَرَبِّ الْكَعْبَةِ বলার প্রচলনটি একান্ত বিরল।

(১১) بَاءِ قَسَم – এটি اسم ظاهر ও যমীর উভয় প্রকার শব্দের উপরই আসে। যেমন– بِاللّٰهِ بِالرَّحْمٰنِ এবং بِكَ – আর قسم বা শপথের বাক্যের জন্য জবাব অপরিহার্য; এটি একটি جملة হয় যাকে مقسم عليها বলা হয়ে থাকে। যদি জবাবটা ইতিবাচক বাক্য হয় এবং যদি তা جملهٔ اسمية বা جملهٔ فعلية হয় তবে উক্ত جملة বা বাক্যের উপর لام তাকীদ প্রবিষ্ট হয়। যেমন– اسمية-তে وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ এবং فعلية-তে وَاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا – আর جواب قسم টি যদি جملهٔ اسمية হয়, তবে তার উপর ان ও প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন– وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ –

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله واو رب الخ ঃ অর্থাৎ رب এর অর্থ প্রদানকারী واو, উল্লেখ্য যে, (ক) এটি ও বাক্যের শুরুতে আসে। (খ) যা اسم ظاهر নকরা ও موصوف হয় তার পূর্বে আসে, (গ) এর متعلق ও فعل ماضى হয়। (ঘ) এর পরবর্তী فعل টি বেশির ভাগ উহ্য থাকে। (ঙ) **শে'র এর ব্যাখ্যা ঃ** وَبَلْدَةٍ এর واو টি واو رُبَّ) এটি موضع (লক্ষণীয়) اِسْتِشْهَادُ জর مجرور মিলে وطيت উহ্য ফে'লের সাথে متعلق যা এর পূর্ববর্তী শে'রে উল্লেখ রয়েছে। أَنِيْسٌ বন্ধু, يَعَافِيرُ - يَعْفُوْرٌ এর বহুঃ মেটে হরিণ, أَعْيَسُ - عِيْسٌ এর বহুঃ সাদা-লাল মিশ্রিত রঙের উট।

অর্থ ঃ আমি এমন খুব কম শহরেই বিচরণ করেছি, মেটে হরিণ ও পাখরা উট ছাড়া সেখানে কোন বন্ধু পায়নি।

قوله لابد للقسم الخ ঃ جواب قسم এর কয়েকটি ছুরত হতে পারে। যথা ঃ

(ক) جواب قسم টি موجبه (হাঁবাচক) হলে তার শুরুতে لام تاكيد আনা জরুরী। চাই جمله টি اسمية হোক বা فعلية অর্থাৎ لام تاكيد টি اسميه ও فعليه উভয় ক্ষেত্রে আসতে পারে।

(খ) جواب قسم এর শুরুতে ان আসার জন্য جملة اسمية হওয়া জরুরী।

(গ) جواب قسم টি منفى হলে শুরুতে ما বা لا আনা জরুরী।

ফায়েদা ঃ جواب قسم এর শুরুতে لام تاكيد - ان বা ما বা لا এ ৪টির কোন একটি আনা জরুরী যাতে قسم ও جواب قسم উভয়ের মাঝে গুরুত্বের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য থাকে। এবং একে অপরের সাথে رَبْط বা যোগসূত্র কায়েম হয়। কেননা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন বাক্য হওয়ার দিক দিয়ে مُسْتَقِل (স্বয়ং সম্পূর্ণ)।

وَاِنْ كَانَتْ مُنْفِيَّةً وَجَبَ دُخُوْلُ مَا وَلَا نَحْوُ وَاللّٰهِ مَازَيْدٌ بِقَائِمٍ وَ وَاللّٰهِ لَايَقُوْمُ زَيْدٌ ـ وَاعْلَمْ اَنَّهٗ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِ لِزَوَالِ اللَّبْسِ كَقَوْلِهٖ تعَالٰى "تَاللّٰهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ" اَىْ لَاتَفْتَؤُ وَقَدْيُحْذَفُ جَوَابُ الْقَسَمِ اِنْ تَقَدَّمَ مَايَدُلُّ عَلَيْهِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللّٰهِ اَوْ تَوَسَّطَ الْقَسَمُ نَحْوُ زَيْدٌ وَاللّٰهِ قَائِمٌ وَ "عَنْ" لِلْمُجَاوَزَةِ نَحْوُ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ اِلَى الصَّيْدِ وَ "عَلٰى" لِلْاِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَقَدْ يَكُوْنُ عَنْ وَعَلٰى اِسْمَيْنِ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا مِنْ كَمَا تَقُوْلُ جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَنَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَرَسِ وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ نَحْوُ زَيْدٌ كَعَمْرٍو

অনুবাদ ॥ যদি جواب قسم টি جملهٔ منفية হয়, তবে তার উপর না-বোধক ما কিংবা لا আনা ওয়াজিব। যেমন– جملهٔ فعليه এবং وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ -এর উদাহরণ– جملهٔ اسميهٔ منفية -এর উদাহরণ– وَاللّٰهِ لَايَقُوْمُ زَيْدٌ জেনে রাখ যে, সংশয় দূর হয়ে যাবার কারণে جواب قسم থেকে কখনো কখনো حرف نفى কে حذف করে দেয়া হয়। যেমন– আল্লাহ তাআলার বাণী– تَاللّٰهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ অর্থাৎ لَاتَفْتَؤُ - جواب قسم এর অর্থ প্রকাশক কোন শব্দ বা বাক্য যদি পূর্বে উল্লেখ থাকে তবে قسم এর পর جواب قسم উহ্য রাখা হয়। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللّٰهِ অথবা যদি قسم মধ্যখানে আসে তখনও جواب قسم কে উহ্য রাখা হয়। যেমন– زَيْدٌ وَاللّٰهِ قَائِمٌ

(১২) عَنْ –এটি অতিক্রম করার অর্থ দেয়। যেমন– رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ اِلَى الصَّيْدِ (আমি ধনুক থেকে শিকারের দিকে তীর নিক্ষেপ করেছি।)

(১৩) عَلٰى - এটি اِسْتِعْلَاء তথা উপর হওয়া বুঝায়। যেমন– زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ (যায়েদ ছাদের উপর আছে।) عَنْ এবং عَلٰى – اسم হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যখন এ দু'টির উপর مِنْ আসে। যেমন, বলা হয়ে থাকে جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ এবং نَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَرَسِ (আমি তার ডানদিকে বসেছি এবং আমি ঘোড়ার উপর থেকে অবতরণ করেছি।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَاعْلَمْ اَنَّهٗ الخ ঃ অর্থাৎ কখনো منفى ও مثبت এর মাঝে اِلْتِبَاس (মিশে যাওয়া) এর ভয় না থাকলে جواب قسم থেকে حرف نفى কে বিলোপ করা হয়। যেমন– تَاللّٰهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ এর মধ্যে মূলত لَا تَفْتَؤُ ছিল। কেননা مضارع مثبت যদি جوابِ قسم হয় তখন তার শুরুতে لام تاكيد আসা জরুরী। সুতরাং এখানে لام না আসার দ্বারা বুঝা গেল যে, এটি مثبت নয় বরং منفى অর্থাৎ لا উহ্য আছে।

قوله قَدْ يَكُوْنُ عَنْ وَعَلٰى اِسْمَيْنِ الخ ঃ عَنْ ও عَلٰى এর উপর مِنْ আসাই এ দুটি اسم হওয়ার আলামত। এ সময় عَنْ টি جَانِب এবং عَلٰى টি فَوْق অর্থে ব্যবহৃত হয়।

وَزَائِدَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" وَقَدْ تَكُونُ إِسْمًا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ-ع
يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرْدِ الْمُنْهَمِّ وَ "مُذْ" وَ "مُنْذُ" لِلزَّمَانِ اما للابتداء فى الماضى كما
تَقُولُ فِيْ شَعْبَانَ مَارَأَيْتُهُ مُذْ رَجَبَ اَوْ لِلظَّرْفِيَّةِ فِى الْحَاضِرِ نَحْوُ مَارَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرِنَا
وَمُنْذُ يَوْمِنَا اَىْ فِيْ شَهْرِنَا وَفِيْ يَوْمِنَا وَ "خَلَا" وَ "عَدَا" وَ "حَاشَا" لِلْاِسْتِثْنَاءِ نَحْوُ
جَائَنِي الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٍ وَحَاشَا عَمْرٍو وَعَدَا بَكْرٍ ـ

অনুবাদ ॥ (১৪) كَافُ -এটি تَشْبِيْه বা উপমা বুঝায়। যেমন– زَيْدٌ كَعَمْرٍو (যায়েদ আমরের মত) কখনো زائدة হয়। যেমন– আল্লাহর বাণী لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - আবার কখনো اسم হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আরব কবির গাঁথা يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرْدِ الْمُنْهَمِّ - সেসব স্ত্রীলোকগণ বিগলিত বরফতুল্য দাঁত দ্বারা হাঁসে।)

(১৫ – ১৬) مُذْ ও مُنْذُ হরফ দু'টি কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অতীত কালে কোন কিছুর সূচনার বুঝায়। যেমন– শা'বান মাসে তোমরা বল مَارَأَيْتُهُ مُذْ رَجَبَ (আমি রজব থেকে তাকে দেখি নি) বর্তমানকালে ظرفية অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

مَارَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرِنَا وَ مُنْذُ يَوْمِنَا অর্থাৎ فِىْ شَهْرِنَا এবং فِىْ يَوْمِنَا ও

(১৭, ১৮ ও ১৯) خَلَا - عَدَا ও حَاشَا -এ তিনটি إِسْتِثْنَاء বা পৃথকীকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٍ ও جَاءَنِى الْقَوْمُ عَدَا زَيْدٍ এবং جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ (যায়েদ ছাড়া কওমের সবাই আমার নিকট এসেছে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ ঃ تَشْبِيْه অর্থ তুলনা করা বা সাদৃশ্য দেয়া, تَشْبِيْه এর জন্য ৪টি জিনিস জরুরী। যথা ঃ (১) مُشَبَّهْ (২) مُشَبَّهْ بِهِ (৩) وَجْهِ شِبْه (৪) حَرْفِ تَشْبِيْه যেমন– زَيْدٌ كَالْاَسَدِ এর মধ্যে زَيْدٌ হল مُشَبَّهْ ـ اَلْاَسَدُ হল مُشَبَّهْ بِهِ ـ قُوَّتْ বা বাহাদুরী হল وَجْهِ شِبه আর كَاف হল حَرْفِ تَشْبِيْه-

قوله يَضْحَكْنَ عَنْ الخ ঃ كاف টি اسم হওয়ার উদাহরণ, এখানে عَنْ ও كاف দুটি حرفِ جر একত্রে এসেছে যা নাজায়েয বা অশুদ্ধ। বস্তুতঃ كاف টি এখানে حرفى নয় বরং اِسْمِى ـ مِثْل এর অর্থে ব্যবহৃত মূলতঃ يَضْحَكْنَ عَنْ اَسْنَانٍ مِثْلِ الْبَرْدِ الذَّائِبِ অর্থ শিলা, مُنْهَمّ অর্থ বিগলিত।

অর্থ ঃ তারা (প্রেমিকারা) বিগলিত শিলার ন্যায় স্বচ্ছ-শুভ্র নির্মল দন্তরাজি দ্বারা হাসে।

قوله مُذْ وَمُنْذُ الخ ঃ এগুলো اسم ও হয় حرف ও হয়। اسم হলে তা ظرف হিসেবে কখনো اَوَّلِ مُدَّتْ (সময়ের শুরু) কখনো جَمِيْعِ مُدَّتْ (পূর্ণ সময়) বুঝায়। আর حرف হলে তা ماضى এর পূর্বে আসলে اِبْتِدَاء বুঝায় অর্থাৎ অতীতকালে فعل এর শুরু হওয়া বুঝায়। অথবা বর্তমান কালে তা শুধু ظرفيت তথা ফে'লের পূর্ণকালটি বর্তমান কাল হওয়া বুঝায়। সারকথা হল এটা فِىْ এর মত অর্থ দিবে। যেমন– مُنْذُ يَوْمِنَا অর্থ হবে فِىْ يَوْمِنَا ـ

فَصْلٌ ـ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ سِتَّةٌ اِنَّ وَاَنَّ وَكَاَنَّ وَلٰكِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ هٰذِهِ الْحُرُوْفُ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ تَنْصِبُ الْاِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ كَمَا عَرَفْتَ نَحْوُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَقَدْ يَلْحَقُ مَا الْكَافَّةُ فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ وَحِيْنَئِذٍ تَدْخُلُ عَلَى الْاَفْعَالِ تَقُوْلُ اِنَّمَا قَامَ زَيْدٌ وَاعْلَمْ اَنَّ اِنَّ الْمَكْسُوْرَةَ الْهَمْزَةِ لَاتُغَيِّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ بَلْ تُؤَكِّدُهَا وَاَنَّ الْمَفْتُوْحَةَ الْهَمْزَةِ مَعَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْاِسْمِ وَالْخَبَرِ فِيْ حُكْمِ الْمُفْرَدِ وَلِذٰلِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ اِذَا كَانَ فِيْ اِبْتِدَاءِ الْكَلَامِ نَحْوُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَبَعْدَ الْقَوْلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ" وَبَعْدَ الْمَوْصُوْلِ نَحْوُ مَارَاَيْتُ الَّذِيْ اِنَّهٗ فِي الْمَسَاجِدِ ـ وَاِذَا كَانَ فِيْ خَبَرِهَا اللَّامُ نَحْوُ اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا نَحْوُ بَلَغَنِيْ اَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَحَيْثُ يَقَعُ مَفْعُوْلًا نَحْوُ كَرِهْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ وَحَيْثُ يَقَعُ مُبْتَدَاً نَحْوُ عِنْدِيْ اَنَّكَ قَائِمٌ وَحَيْثُ يَقَعُ مُضَافًا اِلَيْهِ نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ طُوْلِ اَنَّ بَكْرًا قَائِمٌ وَحَيْثُ يَقَعُ مَجْرُوْرًا نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ اَنَّ بَكْرًا قَائِمٌ وَبَعْدَ لَوْ نَحْوُ لَوْ اَنَّكَ عِنْدَنَا لَاَكْرَمْتُكَ وَبَعْدَ لَوْلَا نَحْوُ لَوْلَا اَنَّهٗ حَاضِرٌ لَغَابَ زَيْدٌ

পরিচ্ছেদ - ২ঃ حُرُوْفِ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ (ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অব্যয়)

অনুবাদ ॥ حُرُوْفِ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ বা ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হরফ ছয়টি, যথা– اِنَّ - اَنَّ -كَاَنَّ - لَيْتَ - لٰكِنَّ এবং لَعَلَّ -এ সমস্ত হরফ جملة اسمية এর উপর এসে اسم কে نصب এবং خبر কে رفع দেয়, যা ইতিপূর্বেও জানা হয়েছে, যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ -কখনো কখনো এ حروفِ مُشَبَّهَة بِالْفِعْل -এর সাথে مَاءِ كَافَّةٌ প্রবিষ্ট হয়ে তাকে তার عمل থেকে বিরত রাখে এবং সে অবস্থায় حرف مشبهة بالفعل গুলো فعل এর উপর প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– اِنَّمَا قَامَ زَيْدٌ-

জ্ঞাতব্য ঃ হামযায় জের যুক্ত اِنَّ, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে না; বরং উক্ত অর্থকে আরও দৃঢ় করে। আর হামযায়ে যবর যুক্ত اَنَّ তার পরবর্তী اسم ও خبر মিলে (বাক্যকে) مفرد এর অর্থে পরিণত করে। এ কারণে তাতে كَسْرَة ওয়াজিব। ১. যখন তা বাক্যের শুরুতে আসবে। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ২. قَوْل এর পরে আসবে। যেমন– আল্লাহর বাণী يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ ৩. اسم موصول এর পরে আসবে। যেমন– مَا رَاَيْتُ الَّذِىْ اِنَّهٗ فِى الْمَسَاجِدِ

৪. اِنَّ এর خبر এর উপর لام تاكيد আসলেও তাতে كسرة ওয়াজিব। আর اَنَّ এর উপর যবর ওয়াজিব– ১. যেখানে তা فاعل হবে। যেমন– بَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ২. যেখানে مفعول হলে। যেমন– كَرِهْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ এবং ৩. যেখানে مبتدا হবে। যেমন– عِنْدِىْ اَنَّكَ قَائِمٌ ৪. যেখানে مضاف اليه হয় সেখানেও فتح। যেমন– عَجِبْتُ مِنْ اَنَّ بَكْرًا قَائِمٌ ৬. لَوْ এর পরে এলে। যেমন– لَوْ اَنَّكَ عِنْدَنَا لَاَكْرَمْتُكَ ৭. لَوْلَا এর পরে এলে। যেমন– لَوْلَا اَنَّهٗ حَاضِرٌ لَغَابَ زَيْدٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قَوْلُهُ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ الخ ঃ অর্থাৎ ফে'লের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ অব্যয়। এগুলো تعداد حُرُوف ـ سَكَنَات ও حَرَكَات এবং আমল ও মবনী হওয়ার দিক দিয়ে ফে'লের সাথে সামঞ্জস্য রাখে বিধায় এ নাম রাখা হয়েছে। منصوبات এর মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ চলে গেছে।

قولهُ وَاِنَّ الْمَكْسُوْرَةَ الْهمزةِ الخ ঃ এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) اِنَّ ও اَنَّ এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ (১) اِنَّ তার পরবর্তী বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করে না বরং আরো দৃঢ় করে। কিন্তু اَنَّ তার পরবর্তী বাক্যকে مُفْرَدْ এর হুকুমে পরিণত করে তাকে পূর্বের বাক্যের সাথে গ্রথিত করে।

قولهُ ولِذٰلِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ الخ ঃ اِنَّ যেহেতু বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করেনা। এ কারণে বাক্যের শুরুতে اِنَّ مَكْسُوْرْ হয়। কেননা শুরুটা বাক্য হওয়ার স্থান, مفرد হওয়ার স্থান নয়। এভাবে مَقُوْلَهُ ـ صِلَه ـ جُمْلَه ইত্যাদি হয় বিধায় এ সবের শুরুতে اِنْ আসলে তা مكسور হয়। خبر এর শুরুতে لام আসলে তা বাক্যের তাকীদ বুঝায় একারণে সেখানেও مكسور হয়।

ফায়েদা ঃ মোট ১৯টি স্থানে اِنَّ টি مَكْسُوْر হয়। মুসান্নিফ (র.) কেবল ৪টি উল্লেখ করেছেন। যথা–(১) বাক্যের শুরুতে (২) موصول এর পরে, (৩) قَوْل এর পরে, (৪) اِنَّ এর খবর لام যুক্ত হলে। বাকীগুলো এই (৫) جوابِ قسم এর শুরুতে যথা– وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ (৬) نِدَاء এর পরে। যথা– يَابُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ (৭) اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ – حرف تشبيه এর পরে। যথা– (৮) مَرِضَ زَيْدٌ حَتّٰى اِنَّهُ لَايَرْجُوْنَه حَتّٰى اِبْتِدَائِيَه এর পরে। যথা– اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ (৯) كَلَّا اِبْتِدَائِيَةَ এর পরে। যথা– كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى (১০) مُبْتَدا এর এরপরে। যথা ঃ زَيْدٌ اِنَّهُ قَائِمٌ (১১) حرفِ تصديق এর পরে। যথা– نَعَمْ اِنَّهُ فَاضِلٌ (১২) وَاوِ حَالِيَة এর পরে। যথা ঃ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (১৩) دُعَا এর মধ্যে। যথা ঃ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا (১৪) كُلَّمَا এর পরে (১৫) امر এর পরে (১৬) نهى এর পরে (১৭) اِذَا এর পরে, (১৮) حَيْثُ এর পরে (১৯) ثُمَّ এর পরে। নিম্নের শে'রগুলোতে اِنَّ মাকছুর হওয়ার কয়েকটি স্থান উল্লেখ করা হল ঃ

(۱) اِنَّ رامكسور خوانى چند جا + بعدِ قَوْل وبعدِ قَسَم وابْتِدَاء

(۲) چوں درآيد درخبرش لام نيز + اِنَّ را مكسور خوانى اى عزيز

(۳) بعدِ مَوْصُوْل ونِدَاء اے دلبرا + بعدِ حَتّٰى ہم جرش ائےمبتدا

(٤) بعدِ تَصْدِيْق وتَنْبِيْه وحَالْ داں + نظمِ جامى ياد گيرى اے جواں ـ

قولهُ ويُجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ الخ ঃ اَنَّ মোট ১২ স্থানে مَفْتُوْحْ হয়। তন্মধ্য হতে ৭টি মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন, বাকী ৫টি হল– (৮) مَنْ شَرْطِيَه এরপরে। যথা– مَنْ اِنَّكَ قَائِمٌ (৯) عِلْم এরপরে। যথা– عَلِمْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ (১০) ظَنَّ এরপরে। যথা– وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ (১১) وَاوِعَاطِفَةْ এরপরে। যথা– (১২) ظَنَّ এর অর্থে ব্যবহৃত قَوْل এর পরে।

اَنَّ মাফতুহ হওয়ার ৫টি প্রসিদ্ধ স্থান শে'রের আকারে লেখা হল–

(۱) اَنَّ رادر پنج جامفتوح خواں + بعدِ ظَنّ وبعدِ عِلْم ودرمياں

(۲) بعدِ لَوْلَا بعدِ لَوْ تحقيق داں + اَنَّ رامفتوح خوانى آئٌ جَوَاں ـ

ফায়েদা ঃ নিম্নের ৫টি স্থানে اِنَّ ও اَنَّ উভয় পড়া জায়েয। (১) اِذَا مُفَاجَاتِيَة এরপরে। যথা– خَرَجْتُ فَاِذَا اَنَّ (২) فائِ جَزَائِيَة এরপরে। যথা– مَنْ يُكْرِمُنِى فَاِنِّىْ اُكْرِمُهُ (৩) اَمَّا এরপরে, যথা– اَمَّا اِنَّهُ لَوْلَا الْاَسَدُ قَائِمٌ (৫) لَاجَرَمَ اِنَّ الْعَدْلَ يَرْفَعُ قَدْرَ الْحُكَّامِ এর পরে যথা– (৪) لَاجُرْم الدَّيْنُ لَحُرِمَتْ مَعَالِمُ التَّمَدُّنِ سبب (কারণ) বর্ণনার ক্ষেত্রে। যথা– اِحْذَرِ الْكَسْلَ اِنَّهُ عِلَّةُ الْحِرْمَانِ

وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلٰى اِسْمِ اِنَّ الْمَكْسُوْرَةِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِاِعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَاللَّفْظِ مِثْلُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو وَعَمْرًوا وَاعْلَمْ اَنَّ اِنَّ الْمَكْسُوْرَةَ يَجُوْزُ دُخُوْلُ اللَّامِ عَلٰى خَبَرِهَا وَقَدْ تُخَفَّفُ فَيَلْزَمُهَا۔ اللَّامُ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَاِنْ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" وَحِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ اِلْغَاؤُهَا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَاِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ" وَيَجُوْزُ دُخُوْلُهَا عَلٰى الْاَفْعَالِ الدَّاخِلَةِ عَلٰى الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبَرِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ" وَ "اِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ" وَكَذٰلِكَ اَنَّ الْمَفْتُوْحَةُ قَدْ تُخَفَّفُ فَحِيْنَئِذٍ يَجِبُ اِعْمَالُهَا فِىْ ضَمِيْرِ شَاْنٍ مُقَدَّرٍ فَتَدْخُلُ عَلٰى الْجُمْلَةِ اِسْمِيَّةً كَانَتْ نَحْوُ بَلَغَنِىْ اَنْ زَيْدٌ قَائِمٌ اَوْفِعْلِيَّةً نَحْوُ بَلَغَنِىْ اَنْ قَدْ قَامَ زَيْدٌ وَيَجِبُ دُخُوْلُ السِّيْنِ اَوْسَوْفَ اَوْ قَدْ اَوْ حَرْفِ النَّفْيِ عَلٰى الْفِعْلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى" وَالضَّمِيْرُ الْمُسْتَتِرُ اِسْمُ اَنْ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُهٗ

অনুবাদ ॥ আর كَسْرَةٌ যুক্ত اِنَّ-এর اسم-এর উপর مَحَلّ ও শব্দ অনুসারে رفع ও نصب সহকারে আত্‌ফ করা জায়েয। যেমন- اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَ عَمْرٌو وَعَمْرًوا -জেনে রাখ যে, كسرة যুক্ত ان এর خبر এর উপর لام প্রবিষ্ট হওয়া জায়েয। কখনো কখনো اِنَّ কে مُخَفَّفْ করা হয়। তখন তার خبر এর উপরে لام প্রবিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ - (اِنَّ مُخَفَّفَةٌ) এমন সব ফে'লের পূর্বে আসতে পারে, যা مبتدا বা خبر এর পূর্বে আসে। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ এবং وَاِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ -

এভাবে اَنَّ مَفْتُوحَةٌ কে কখনও কখনও مُخَفَّفَةٌ করা হয়। তখন তা উহ্য ضمير شَاْنٌ এর মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে আমল করে এবং جُمْلَة এর উপর প্রবেশ করে, চাই جملهٔ اسمية হোক, যেমন بَلَغَنِىْ اَنْ زَيْدٌ قَائِمٌ অথবা جملهٔ فعلية হোক। যেমন- بَلَغَنِىْ اَنْ قَدْ قَامَ زَيْدٌ - فعل জملهٔ فعلية হলে فعل এর উপর سِيْن বা سَوْف বা قَدْ অথবা حرفِ نفي প্রবিষ্ট হওয়া ওয়াজিব, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى এরূপ অবস্থায় উহ্য ضمير টি হবে ان এর اسم আর جملة টি হবে তার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ফায়েদা ঃ اِنَّ কে مكسور বা مفتوح পড়ার ব্যাপারে কায়েদা এই যে, اِنَّ পরে যেখানে تَاوِيل করে مفرد বানানোর সুযোগ নেই সেখানে اِنَّ টা مكسور হবে। আর সুযোগ থাকলে اَنَّ টা مفتوح হবে। আর যেখানে مفرد ও বানান যায়, আবার جملة ও রাখা যায় সেখানে যেকোনটি সিদ্ধ।

قوله يَجُوْزُ دُخُوْلُ اللَّامِ الخ যথা- اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ কেননা لَامِ اِبْتِدَائِيَّةٌ বাক্যের অর্থকে দৃঢ় করে। আর اِنَّ مكسورة তার اسم ও خبر মিলে বাক্য হয়। কিন্তু اَنَّ مفتوحة এরূপ হয় না। বরং তা مفرد পরিণত করে। اَنَّ এর হামযাটি ، দ্বারা পরিবর্তন হলে তার শুরুতে لَامِ اِبْتِدَائِيَّه আসে। যথা- لَهِنَّكَ زَيْدٌ -

قوله وَقَدْ تُخَفَّفُ الخ ঃ تَخْفِيْف অর্থ সহজ করা, তাশদীদ দূর করার দ্বারা শব্দটি পড়তে সহজ হয়। এ জন্য تَخْفِيْف কৃত শব্দটি إِنْ نَافِيَةٌ এর সাথে মিশে যায় বিধায় পার্থক্যের জন্য إِنْ مُخَفَّفَةٌ এর খবরের উপর لَامِ تَاكِيْد যুক্ত হয়। চাই إِنْ টি আমল করুক বা না করুক। যেমন- إِنْ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

قوله يَجُوْزُ اِلْغَائُهَا ঃ إِنْ مُخَفَّفَةٌ এর আমল বাতিল করা জায়েয। সুতরাং এর আমল না দেয়াই বেশি প্রচলিত। যেমন- আয়াত إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ এর মধ্যে إِنْ কোন আমল করেনি।

<u>আমল বাতিলের কারণ ঃ</u> تخفيف এর ছুরতে فعل এর সাথে পূর্ণ مُشَابَهَتْ (সামঞ্জস্য) বিদ্যমান থাকেনা। কেননা এতে حركت দূরীভূত হয়ে যায় ও হরফ কম হয়ে যায়।

قوله وَيَجُوْزُ دُخُوْلُهَا الخ ঃ এর عطف হল يَجُوْزُ اِلْغَائُهَا এর উপর। অর্থাৎ إِنْ - مُخَفَّفَةٌ হলে তখন مبتداء - خبر এর পূর্বে যেসব ফে'ল আসে যেমন- افعالِ ناقصه - افعال قلوب ইত্যাদির উপর দাখিল হওয়া জায়েয। যেমন- وَإِنْ كُنْتَ مِنَ الخ

<u>কারণ ঃ</u> إِنْ ইত্যাদি মূলত মুবতাদা খবরের পূর্বেই আসে। تخفيف এর কারণে তাঁর এ অবস্থা দূরীভূত হওয়ায় কমপক্ষে মুবতাদা-খবরের পূর্বে যেসব ফে'ল আসে তার পূর্বে আসা এ জন্য জায়েয রাখা হয়েছে যাতে যতটুকু সম্ভব মূলের সাথে সম্পর্ক বাকী থাকে। অবশ্য এ সময় এর জন্য لام تاكيد জরুরী। (যেমন- আয়াতদ্বয়ে দ্রষ্টব্য।)

قوله وَكَذَالِكَ اَنَّ الْمَفْتُوْحَةَ ঃ এ সময় ضمير شَانْ উহ্য মানার কারণ এই যে, مكسوره এর তুলনায় مفتوحة এর ফে'লের সাথে সামঞ্জস্য বেশী। আর مكسوره টি গদ্যের মধ্যে مخفف হয়েও আমল করে। অথচ اَنِ مُخَفَّفَةٌ গদ্যের মধ্যে আমল করেনা। একারণে ضمير شان উহ্য মানা হয় যাতে اَضْعَفْ (দুর্বল) এর উপর اقوى (সবল) এর প্রাধান্য না হয়ে যায়। কেননা এক্ষেত্রে اِنْ مخففة সব সময় আমল করবে। অথচ اَنِ مُخَفَّفَة কখনো করবে, কখনো করবে না।

قوله فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الخ ঃ اَنِ مُخَفَّفَةٌ যেহেতু تخفيف এরপর সব সময় ضمير شان এর মধ্যে আমল করে এ কারণে تخفيف এরপরে সাধারণভাবে সকল বাক্যের শুরুতে আসতে পারে চাই اسميه হোক বা فعليه-

قوله وَيَجِبُ دُخُوْلُ السِّيْنِ ঃ اَنِ مُخَفَّفَة টি রূপান্তরশীল ফে'লের শুরুতে আসলে তার পূর্বে قَدْ، سَوْفَ، سِيْن বা حرفِ نفى আসা জরুরী। যাতে اَنِ مُخَفَّفَة ও اَنْ مَصْدَرِية এর মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। কেননা اَنْ مُصْدَرِية এর পরে এগুলোর কোনটি আসেনা। যেমন- (১) عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضَى (২) اَنْ سَوْفَ يَاْتِيْ (৩) كُلُّ مَا قُدِّرَ اَوَ لَا يَرَوْنَ اَنْ لَا يَرْجِعُ (৪) وَاعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ (৫) سَيَعْلَمُ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ اِلَيْهِمْ ইত্যাদি।

قوله وَالضَّمِيْرُ الْمُسْتَتِرُ الخ ঃ এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) اَنِ مَفْتُوْحة مُخَفَّفة এর তারকীব বর্ণনা করছেন। যে, ضمير شان টি اَنْ এর اسم হবে। আর পরবর্তী বাক্য হবে তার খবর।

উল্লেখ্য যে, افعالِ غير مُتصرِّفه এর শুরুতে اَنْ مفتوحة مخففة আসলে তার শুরুতে سَوْفَ - سِيْن ইত্যাদি আসা জরুরী নয়। যেমন- اَنْ عَسَى اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ - এবং اَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى

وَ "كَاَنَّ" لِلتَّشْبِيْهِ نَحْوُ كَاَنَّ زَيْدَنِ الْاَسَدُ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيْهِ وَاِنَّ الْمَكْسُوْرَةِ وَاِنَّمَا فُتِحَتْ لِتَقَدُّمِ الْكَافِ عَلَيْهَا تَقْدِيْرُهُ اِنَّ زَيْدًا كَالْاَسَدِ وَقَدْ تُخَفَّفُ فَتُلْغٰى نَحْوُ كَاَنْ زَيْدٌ اَسَدٌ وَ لٰكِنَّ "لِلْاِسْتِدْرَاكِ وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فِى الْمَعْنٰى نَحْوُ مَاجَائَنِى الْقَوْمُ لٰكِنَّ عَمْرًوا جَاءَ وَغَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ وَيَجُوْزُ مَعَهَا الْوَاوُ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَلٰكِنَّ عَمْرًوا قَاعِدٌ وَقَدْ تُخَفَّفُ فَتُلْغٰى نَحْوُ مَشٰى زَيْدٌ لٰكِنْ بَكْرٌ قَاعِدٌ عِنْدَنَا وَ"لَيْتَ" لِلتَّمَنِّىْ نَحْوُ لَيْتَ هِنْدًا عِنْدَنَا وَاَجَازَ الْفَرَّاءُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا بِمَعْنٰى اَتَمَنّٰى وَ"لَعَلَّ" لِلتَّرَجِّىْ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: اُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ * لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا ـ وَشَذَّ الْجَرُّ بِهَا نَحْوُ لَعَلَّ زَيْدٌ قَائِمٌ وَفِىْ لَعَلَّ لُغَاتٌ عَلَّ وَعَنَّ وَاَنَّ وَلَاَنَّ وَلَعَنَّ وَعِنْدَ الْمُبَرِّدِ اَصْلُهُ عَلَّ زِيْدَ فِيْهِ اللَّامُ وَالْبَوَاقِىْ فَرْعٌ عَلَيْهِ ـ

<u>অনুবাদ</u> ॥ كَاَنَّ হরফটি تشبيه এর জন্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন- كَاَنَّ زَيْدَنِ الْاَسَدُ এটি كَافِ تَشْبِيْه এবং اِنَّ مَكْسُوْرَة-এর যুক্তরূপ। তবে كاف হরফটি مُقَدَّمٌ হওয়ার কারণে হামযাতে كَسْرَة এর স্থলে فتح হয়েছে। এর প্রকৃতরূপ হল اِنَّ زَيْدًا كَالْاَسَدِ - কখনো مُخَفَّفْ করা হয়ে থাকে তখন তা مُلْغٰى তথা আমল বাতিল হয়ে যায়। যেমন- كَاَنْ زَيْدٌ اَسَدٌ - لٰكِنَّ তার পূর্ববর্তী কথায় সৃষ্ট সন্দেহকে দূরীভূত করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পরস্পর বিপরীতার্থক দু'টি বাক্যের মধ্যে আসে। যেমন- غَابَ زَيْدٌ لٰكِنَّ بَكْرًا حَاضِرٌ - مَاجَائَنِى الْقَوْمُ لٰكِنَّ عَمْرًوا جَاءَ - حاضر এবং لٰكِنَّ এর সাথে واو ব্যবহৃত হওয়া জায়েয। যেমন- قَامَ زَيْدٌ وَلٰكِنَّ عَمْرًوا قَاعِدٌ কখনো لٰكِنَّ হরফটি مُخَفَّفْ হয়ে থাকে, তখন তার আমল বাতিল হয়ে যায়। যেমন- مَشٰى زَيْدٌ لٰكِنْ بَكْرٌ قَاعِدٌ

لَيْتَ টি আকাঙ্খা প্রকাশের জন্যে আসে। যেমন- لَيْتَ هِنْدًا عِنْدَنَا ইমাম فَرَّاء لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا -এর মধ্যে لَيْتَ হরফটিকে اَتَمَنّٰى অর্থে ব্যবহার জায়েয বলেছেন।

لَعَلَّ হরফটি আশা প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির কথায়-

اُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَ لَسْتُ - مِنْهُمْ * لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا (আমি সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসি; কিন্তু আমি তাদের অন্তর্গত নই। আশা করি হয়ত আল্লাহ আমাকে সৎকর্ম প্রদান করবেন)। لَعَلَّ হরফটি দ্বারা جر এর আমল হওয়া খুবই বিরল। যেমন- لَعَلَّ زَيْدٌ قَائِمٌ - لعل এর কয়েক প্রকার ব্যবহার রীতি রয়েছে। যথা- عَلَّ - عَنَّ - اَنَّ - لَاَنَّ এবং لَعَنَّ - مُبَرِّدْ رح এর মতে لَعَلَّ মূলে ছিল عَلَّ-এর উপর একটি لام বৃদ্ধি করে لَعَلَّ করা হয়েছে। অন্যান্য সব ব্যবহার রীতি তারই শাখা-প্রশাখা।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ঃ قوله كَاَنَّ لِلتَّشْبِيْهِ ঃ এটা اِنْشَاءِ تَشْبِيْه (নিজের থেকে تَشْبِيْه অবতারণা) এর জন্য আসে। কখনো সন্দেহ বুঝায়। যেমন- كَاَنَّكَ تَمْشِىْ (মনে হয় তুমি হাঁটছিলে।)

قوله وَاِنَّمَا فُتِحَتْ الخ ঃ এটা একটা سُؤَالِ مُقَدَّرْ (উহ্য প্রশ্ন) এর উত্তর। প্রশ্নটি এই যে, كَاَنَّ যেহেতু এক হরফ নয়, বরং كاف تشبيه ও اَنَّ مُفْتُوحَه দ্বারা মুরাক্কব, সুতরাং হামযাটি مفتوح না হয়ে বরং مكسور হওয়া উচিত ছিল। এর উত্তর এই যে كَاَنَّ মূলত হরফে জার اَنَّ এর উপর مُقدّم হয়েছে। কেমন যেন এটি جَارّة হওয়ার হুকুম বহির্ভূত হয়ে গেছে। আর حرف جر এর পরে যা আসে তা مفرد হয় সে হিসেবে ان মাফতূহ হয়েছে।

মোটকথা, বাহ্যিক দিকের প্রতি লক্ষ্য করে مفتوح হয়েছে। যদিও অর্থের দিক দিয়ে مكسور রয়েছে। যেমন- كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ মূলতঃ اِنَّ زَيْدًا كَالْاَسَدِ ছিল। انشاء تشبيه এর উদ্দেশ্যে كَاَنَّ কে আগে আনা হয়েছে। যাতে শুরুতেই تشبيه বুঝে আসে। উল্লেখ্য যে, كَاَنَّ এর مُرَكَّبْ হওয়াটা امام خليل এর অভিমত, আর জমহুরের মতে এটা مستقل (পূর্ণ) একটি حرف -আর حرف এর মধ্যে مركب না হওয়াই মূল।

قوله وَلٰكِنَّ لِلْاِسْتِدْرَاكِ ঃ اِسْتِدْرَاكْ এর অর্থ জিজ্ঞাস কারা। পরিভাষায় পূর্বের বাক্যের দ্বারা যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা দূরীকরণ। (دَفْعُ التَّوَهُّمِ النَّاشِئُ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ) যেমন- কেউ বলল- جَاءَ زَيْدٌ (যায়েদ এসেছে) যায়েদের সাথে যেহেতু আমরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক সে হিসেবে শ্রোতা ধারণা করতে পারে- সম্ভবত যায়েদের সাথে আমরও এসেছে। এ সন্দেহে দূর করার জন্য বলা হয়- لٰكِنَّ عَمْرًا لَمْ يَجِئْنِى (আমর আসেনি)।

قوله وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ الخ ঃ যেহেতু لٰكِنَّ তার পূর্বের কথায় সৃষ্ট সন্দেহ দূর করে এ কারণে এটি ভিন্নমুখী দু'বাক্যের মাঝে আসে। বসরীগণের মতে এটি অভিন্ন এক শব্দ। আর কূফীগণের মতে, لا ও ان এবং মাঝে كاف زَائِدَه দ্বারা মুরাক্কাব, অর্থাৎ মূলত لَاكَاَنَّ ছিল। হামযার যের কাফকে দিয়ে হামযা ও নূনের মাঝে اجتماع سَاكِنَيْن হওয়ার কারণে হামযাকে বিলোপ করা হয়েছে।

قوله وَيَجُوْزُ مَعَهَا وَاوٌ ঃ যাতে لٰكِنَّ حرفِ مُشَبَّه ও لٰكِنَّ عاطفه এর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কেননা لٰكِنَّ عاطفة এর পূর্বে আরেক حرفِ عطف 'واو' আসে না। وَلٰكِنَّ এর واو টি হয়ত এক বাক্যের উপর আরেক বাক্যের আত্ফ বুঝায় অথবা اِعْتِرَاضِيه হয়।

قوله وَقَدْ تُخَفَّفُ ঃ لٰكِنَّ مُخَفَّفَه হলে فعل এর সাথে مُشَابَهَتْ কমে যাওয়ায় আমল বাতিল হয়ে যায়।

قوله وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّى الخ ঃ تَمَنِّى অর্থ কোন বস্তুকে ভাল জেনে তার কামনা করা। لَيْتَ টি اِنشاء تَمَنِّى এর জন্য আসে।

قوله وَاَجَازَ الْفَرَّاءُ ঃ امام فراء ـ لَيْتَ এর اسم ও خبر উভয় কে (اَتَمَنّٰى এর) মাফউল হিসেবে نصب পড়াকে জায়েয রাখেন। তাঁর মতে এটি اَتَمَنّٰى ফে'লের অর্থে। সুতরাং لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرًا বাক্যটি তাঁর মতে اَتَمَنّٰى زَيْدًا حَاضِرًا অর্থে।

قوله وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّى ঃ تَرَجِّى ـ رَجَاءٌ হতে বাবে تفعّل এর মাসদার। অর্থ আশান্বিত হওয়া। এটি আশ্চার্যান্বিত বস্তু হাসিলের সম্ভাবনা বুঝায়। যেমন- ...لَعَلَّ اللّٰهُ... - শে'রটি আবু হানীফা (রঃ) এর রচিত।

শে'রের অর্থ ঃ আমি নেককারদেরকে ভালবাসি। অথচ আমি তাঁদের অন্তর্গত নই, হতে পারে এ ওছিলায় আল্লাহ তাআলা আমাকেও নেক কর্ম দান করবেন।

لَيْتَ ও لَعَلَّ এর পার্থক্য ঃ (ক) لَيْتَ সম্ভাব্য অসম্ভাব্য উভয় প্রকার বস্তুর কামনার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর لعل কেবল সম্ভাব্য বস্তুর কামনার জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব يَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ (আহ! যৌবন ফিরে আসত) বলা শুদ্ধ কিন্তু لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ(সম্ভবত যৌবন ফিরে আসবে) বলা শুদ্ধ নয়।

فَصْلٌ ـ حُرُوْفُ الْعَطْفِ عَشَرَةٌ : اَلْوَاوُ وَالْفَاءُ وَثُمَّ وَحَتّٰى وَ اَوْ وَاَمَّا وَاَمْ وَلَا وَبَلْ وَلٰكِنَّ فَالْاَرْبَعَةُ الْاَوَّلُ لِلْجَمْعِ فَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ مُطْلَقًا نَحْوُ جَائَنِيْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو سَوَاءٌ كَانَ زَيْدٌ مُقَدَّمًا فِي الْمَجِيْءِ اَوْ عَمْرٌو وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيْبِ بِلَا مُهْلَةٍ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو اِذَا كَانَ زَيْدٌ مُتَقَدِّمًا وَعَمْرٌو مُتَاَخِّرًا بِلَا مُهْلَةٍ وَ"ثُمَّ" لِلتَّرْتِيْبِ بِمُهْلَةٍ نَحْوُ دَخَلَ زَيْدٌ ثُمَّ عَمْرٌو اِذَا كَانَ زَيْدٌ مُتَقَدِّمًا وَبَيْنَهُمَا مُهْلَةٌ وَ"حَتّٰى" كَثُمَّ فِي التَّرْتِيْبِ وَالْمُهْلَةِ اِلَّا اَنَّ مُهْلَتَهَا اَقَلُّ مِنْ مُهْلَةِ ثُمَّ وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْطُوْفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ وَهِيَ تُفِيْدُ قُوَّةً فِي الْمَعْطُوْفِ نَحْوُ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَنْبِيَاءُ اَوْضُعْفًا نَحْوُ قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ

পরিচ্ছেদ - ৩ ঃ حُروفِ عُطَف

অনুবাদ ॥ عطف-এর হরফ দশটি- وَاو - فَاء - ثُمَّ - حَتّٰى - اَوْ - اَمَّا - اَمْ - لَا - بَلْ এবং لٰكِنْ প্রথম চারটি সংযোগ সাধনের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

★ واو হরফটি مُطْلَقًا একত্রিকরণের জন্যে আসে। যেমন- جَائَنِيْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو এ মধ্যে আগমণের ক্ষেত্রে যায়েদের বা আমরের অগ্রণী হওয়ার বিষয়টি বরাবর। فاء টি বিলম্বহীন তারতীব (ক্রমধারা) বুঝাবার জন্যে আসে। যেমন- قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو - বাক্যটি তখন বলা হয়, যখন বিরামহীনভাবে যায়েদ পূর্বে এবং আমর পরে আগমন করে ।

★ ثُمَّ বিরামযুক্ত তারতীব বা ক্রমধারা বুঝাবার জন্যে আসে। যেমন- دَخَلَ زَيْدٌ ثُمَّ عَمْرٌو কথাটি তখন বলা হয়, যখন যায়েদ আগে ও উভয়ের মাঝে বিলম্ব থাকে।

★ حَتّٰى হরফটি ثُمَّ -এর ন্যায় তারতীব (ক্রমধারা) এবং مُهْلَة (বিলম্বে)র অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে পার্থক্য এই যে, حَتّٰى এর বিলম্ব ثُمَّ এর বিলম্ব অপেক্ষা কম এবং তার معطوفটি معطوف عليه -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া শর্ত। আর তা معطوف এর মধ্যে হয়ত শক্তি সৃষ্টি করবে। যেমন- مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَنْبِيَاءُ (মানুষ মরণশীল এমনকি নবীগণ পর্যন্ত), বা معطوف এর মধ্যে দূর্বলতা বুঝাবে, যেমন- قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ (হাজীগণ এসে গেছেন এমনকি পদাতিকগণও)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله حُروفُ الْعُطْفِ ঃ عُطْف অর্থ ঝুকান, আকৃষ্ট হওয়া, গ্রথিত করা। পরিভাষায় নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে কোন শব্দ বা বাক্যকে পূর্বের কথার সাথে গ্রথিত করাকে عطف বলে। حرف عطف মোট ১০টি। যথা ঃ কবির ভাষায়- دس حروفِ عَطْف بيس مشهور يَعْنِى وَاووفَاء + ثُمَّ حَتّٰى اَوْ وَاَمَّا بَلْ ولَاكِنْ ولَا

قوله لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ ঃ অর্থাৎ واو কেবল পূর্বের হুকুমে শামিল থাকা বুঝায়, ক্রমধারা বা সঙ্গ লক্ষ্য থাকে না।

قوله وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ الخ ঃ অর্থাৎ حَتّٰى عَاطِفَه এর ক্ষেত্রে معطوف টা معطوف عليه এর মধ্যে দাখিল থাকা শর্ত। কেননা এটি غاية (সীমা) বুঝানোর জন্য আসে। উল্লেখ্য যে, নাহবীগণের ঐক্যমতে حَتّٰى عَاطِفَه এর ক্ষেত্রে معطوف টি معطوف عليه এর মধ্যে নিশ্চিত দাখিল থাকে। এ কারণে نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى معطوف টি الصباح এর মধ্যে الصباح টি مجرور হয়। شيخ رضى رح এর মতে حتى عاطفه এর معطوف টি معطوف عليه এর جزء হয়। বা معطوف عليه এর অর্থ জ্ঞাপক শব্দের جزء হয়। যেমন- مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَنْبِيَاء -এর মধ্যে اَنْبِيَاء ـ نَاسٌ এর মধ্যে দাখিল বা তার جزء حَقِيْقِى এবং معطوف টি معطوف عليه থেকে শক্তিশালী।

"أَوْ" وَ"إِمَّا" وَ"أَمْ" ثَلْثَتُهَا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا لَابِعَيْنِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَوْ اِمْرَأَةٍ وَإِمَّا اِنَّمَا تَكُوْنُ حَرْفَ الْعَطْفِ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا إِمَّا أُخْرَى نَحْوُ الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ وَيَجُوْزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِمَّاعَلَى أَوْ نَحْوُ زَيْدٌ إِمَّا كَاتِبٌ أَوْ أُمِّيٌّ - وَأَمْ عَلَى قِسْمَيْنِ : مُتَّصِلَةٌ وَهِيَ مَايُسْأَلُ بِهَا عَنْ تَعْيِيْنِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَالسَّائِلُ بِهَا يَعْلَمُ ثُبُوتَ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا بِخِلَافِ أَوْ وَإِمَّا فَإِنَّ السَّائِلَ بِهِمَا لَايَعْلَمُ ثُبُوتَ أَحَدِهِمَا اَصْلًا وَتُسْتَعْمَلُ بِثَلْثَةِ شَرَائِطَ : اَلْأَوَّلُ أَنْ يَقَعَ قَبْلَهَا هَمْزَةٌ نَحْوُ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو وَالثَّانِيْ أَنْ يَلِيَهَا لَفْظُ مِثْلُ مَايَلِي الْهَمْزَةَ أَعْنِيْ اِنْ كَانَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ اِسْمٌ فَكَذٰلِكَ بَعْدَ أَمْ كَمَا مَرَّ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ فِعْلٌ فَكَذٰلِكَ بَعْدَهَا نَحْوُ أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ قَعَدَ فَلَايُقَالُ أَرَأَيْتَ زَيْدًا أَمْ عَمْرًوا

অনুবাদ ॥ ★ أَوْ - إِمَّا ও أَمْ-এ তিনটি হরফ দু'টি জিনিসের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে যেকোন একটি বিষয়ে হুকুম প্রদানের জন্যে গঠিত। যেমন- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَوْ اِمْرَأَةٍ - আর إِمَّا শব্দটি তখনই حرف عطف হবে যখন তার আগে আরেকটা اما আসবে। যেমন- اَلْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ

আর إِمَّا শব্দটি أَوْ এর উপর مقدم হওয়াও জায়েয। যেমন- زَيْدٌ إِمَّا كَاتِبٌ أَوْ أُمِّيٌّ - أَمْ দু'প্রকার। (১) مُتَّصِلَةٌ ও (২) مُنْقَطِعَةٌ - **সংজ্ঞা ও ব্যবহার ঃ** أم مُتَّصِلَةٌ বলে যদ্বারা দু'টি জিনিসের যেকোন একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্যে প্রশ্ন করা হয়। أم দ্বারা প্রশ্নকারী অনির্দিষ্টভাবে দুয়ের যেকোন একটির সম্পর্কে অবগত থাকে أَوْ ও إِمَّا এর বিপরীত। কেননা এ দু'টি শব্দ দ্বারা প্রশ্নকারী বিষয় দু'টির যে কোনটির অস্তিত্ব সম্পর্কে আদতেই কিছু জানে না। أَمْ শব্দটি তিনটি শর্তে ব্যবহৃত হয়। ক. তার পূর্বে همزة আসা, যেমন- أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو খ. أَمْ এর পর সেরূপ শব্দ আসা যেরূপ همزة এর পর আসে। অর্থাৎ যদি همزة -এর পর اسم আসে তবে أَمْ এর পরেও সেরূপ اسم আসবে। যেমন- ইতিপূর্বের উহা চলে গেছে- (أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو)। আর যদি همزة এর পর কোন فعل থাকে তবে أم এর পরও অনুরূপ فعل আসবে। যেমন- أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ قَعَدَ কাজেই أَرَأَيْتَ زَيْدًا أَمْ عَمْرًوا বলা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَإِمَّا اِنَّمَا تَكُوْنُ الخ ঃ سيبويه رح এর মতে إِمَّا মূলত إِنْ + مَا ছিল। জমহুরের মতে এটি مفرد বা একক শব্দ। এর পূর্বে আরেকটি اما থাকলে حرف عطف গণ্য হবে। যেমন- اَلْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ তবে ইমাম আবু আলী ফারেসী (রঃ) এর মতে এটি حرف عطف নয়, কারণ (১) حرف عطف তার معطوف عليه এর পূর্বে আসেনা, (২) দ্বিতীয়ত معطوف এর পূর্বে যে اما আসে তার শুরুতে واو عاطفه আসে। সুতরাং একত্রে দুটি حرف عطف হতে পারে না। তবে জমহুর এটাকে عطف এর সাথে সাথে সন্দেহ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় একে عطف হিসেবেই গণ্য করেন।

قوله وَأَمْ عَلٰى قِسْمَيْنِ الخ ঃ মুসান্নিফ (রঃ) এখান থেকে أم এর বর্ণনা শুরু করছেন। যাতে أو ও اما এবং أم এর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। أَمْ দু'প্রকার ঃ متصله ও منقطعة ঃ (১) أم متصلة দ্বারা অনির্দিষ্ট দুটি বস্তু বা বিষয়ের কোন একটি নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়। আর প্রশ্নকারী নিশ্চিত জানে যে, দুটির কোন একটি অবশ্যম্ভাবী হবে। অথচ أَوْ ও إِمَّا এর মধ্যে প্রশ্নকারীর এমন কোন জ্ঞান থাকেনা। সুতরাং পার্থক্য সুস্পষ্ট।

قوله مِثْلُ مَايَلِي الخ ঃ অর্থাৎ হামযার পরে اسم হলে أم এর পরেও اسم হবে। যেমন- أَزَيْدٌ এর মধ্যে আর হামযার পরে ফে'ল হলে أم এর পরেও ফে'ল হবে। যেমন- أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ قَعَدَ ইত্যাদি।

قوله فَلَا يُقَالُ الخ ঃ কেননা হামযার পরে রয়েছে ফে'ল আর أم এর পরে রয়েছে اسم-

وَالثَّالِثُ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُ الْاَمْرَيْنِ الْمُسْتَوِيَيْنِ مُحَقَّقًا وَاِنَّمَا يَكُوْنُ الْاِسْتِفْهَامُ عَنِ التَّعْيِيْنِ فَلِذٰلِكَ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ جَوَابُ اَمْ بِالتَّعْيِيْنِ دُوْنَ نَعَمْ اَوْ لَا فَاِذَا قِيْلَ اَ زَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو فَجَوَابُهُ بِتَعْيِيْنِ اَحَدِهِمَا وَاَمَّا اِذَا سُئِلَ بِاَوْ وَاَمَّا فَجَوَابُهُ نَعَمْ اَوْلَا وَمُنْقَطِعَةٌ وَهِيَ مَاتَكُوْنُ بِمَعْنٰى بَلْ مَعَ الْهَمْزَةِ كَمَا رَاَيْتَ شَبْحًا مِّنْ بَعِيْدٍ قُلْتَ اِنَّهَا لَاِبِلٌ عَلٰى سَبِيْلِ الْقَطْعِ ثُمَّ حَصَلَ لَكَ شَكٌّ اِنَّهَا شَاةٌ فَقُلْتَ اَمْ هِيَ شَاةٌ تَقْصُدُ الْاِعْرَاضَ عَنِ الْاِخْبَارِ الْاَوَّلِ وَالْاِسْتِيْنَافُ بِسُؤَالٍ اٰخَرَ مَعْنَاهُ بَلْ اَهِيَ شَاةٌ ـ

وَاعْلَمْ اَنَّ اَمِ الْمُنْقَطِعَةَ لَاتُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِي الْخَبَرِ كَمَا مَرَّ وَفِي الْاِسْتِفْهَامِ نَحْوُ اَعِنْدَكَ زَيْدٌ اَمْ عَمْرٌو وَسَاَلْتَ اَوَّلًا عَنْ حُصُوْلِ زَيْدٍ ثُمَّ اَضْرَبْتَ عَنِ السُّؤَالِ الْاَوَّلِ وَاَخَذْتَ فِي السُّؤَالِ عَنْ حُصُوْلِ عَمْرٍو وَ"لَا" وَ "بَلْ" وَ "لٰكِنْ" جَمِيْعُهَا لِثُبُوْتِ الْحُكْمِ لِاَحَدِ الْاَمْرَيْنِ مُعَيَّنًا

অনুবাদ॥ গ. বরাবর দু'টি বিষয়ের যেকোন একটি নির্দিষ্ট হতে হবে এবং استفهام হবে শুধু নির্দিষ্ট করার জন্যে। এ কারণে اَمْ এর জবাব نَعَمْ এবং لَا দ্বারা হয়। নির্দিষ্টভাবে হওয়া আবশ্যক। অতএব যখন বলা হয় اَ زَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو তখন তার জবাব দু'য়ের যেকোন একটিকে নির্দিষ্টকরার দ্বারাই হবে; কিন্তু اَوْ এবং اِمَّا দ্বারা প্রশ্ন করা হলে نَعَمْ বা لَا দ্বারা তার জবাব হতে হবে।

اَمْ مُنْقَطِعَةٌ ঐটি اَمْ যা همزة সহকারে بَلْ এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন তুমি দূর হতে কোন আকৃতি দেখে নিশ্চিৎরূপে বল যে, اِنَّهَا لَاِبِلٌ অতঃপর তোমার সন্দেহ হয় যে, তা একটি ছাগল, তখন তুমি বল اَمْ هِيَ شَاةٌ আর এ দ্বারা তোমার প্রথম খবর থেকে ফিরে নতুনভাবে অপর একটি প্রশ্নের অবতারণা করা উদ্দেশ্য হয়, যার অর্থ হবে بَلْ هِيَ شَاةٌ -

জেনে রাখ যে, اَمْ مُنْقَطِعَةٌ কেবলমাত্র খবরের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন পূর্বে চলে গেছে এবং استفهام -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اَ عِنْدَكَ زَيْدٌ اَمْ عَمْرٌو তুমি এখানে প্রথমতঃ যায়েদের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, অতঃপর প্রথম প্রশ্ন থেকে ফিরে আমরের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। আর لَا - بَلْ ও لٰكِنَّ এ সবগুলোই দু'টি জিনিসের যেকোন একটির জন্যে নির্দিষ্ট করে হুকুম নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله فَلِذٰلِكَ يَجِبُ الخ ঃ অর্থাৎ হামযা ও اَمْ দ্বারা যেহেতু দুটির কোন একটি নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য হয় এজন্য نَعَمْ حرفِ تصديق বা لَا حرفِ نفي দ্বারা উত্তর দেয়া সহীহ নয়। বরং নির্দিষ্ট একটি দ্বারা উত্তর দিতে হবে।

أَمَّا لَا فَلِنَفْيِ مَا وَجَبَ لِلْأَوَّلِ عَنِ الثَّانِي نَحْوُ جَائَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌو وَبَلْ لِلْإِضْرَابِ عَنِ الْأَوَّلِ وَالْإِثْبَاتِ لِلثَّانِي نَحْوُ جَائَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو وَمَعْنَاهُ بَلْ جَائَنِي عَمْرٌو وَمَا جَاءَ بَكْرٌ بَلْ خَالِدٌ مَعْنَاهُ بَلْ مَاجَاءَ خَالِدٌ وَلٰكِنَّ لِلْاِسْتِدْرَاكِ وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ قَبْلَهَا نَحْوُمَا جَائَنِي زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرٌو جَاءَ أَوْ بَعْدَهَا نَحْوُ قَامَ بَكْرٌ لٰكِنَّ خَالِدٌ لَمْ يَقُمْ ـ

অনুবাদ॥ তবে لَا প্রথমটির জন্যে যা ওয়াজিব হয়েছে তাকে দ্বিতীয়টি থেকে نفى করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَائَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌو –

★ بَلْ প্রথম বিষয়টি থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্বিতীয়টির জন্যে হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَائَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو এর অর্থ بَلْ جَائَنِي عَمْرٌو এবং وَمَا جَائَنِي بَكْرٌ بَلْ خَالِدٌ এর অর্থ بَلْ مَاجَاءَ خَالِدٌ –

★ لكن সন্দেহ নিরসনের জন্যে ব্যবহৃত হয় এবং তার পূর্বে نفى থাকা আবশ্যক। যেমন– مَاجَائَنِي زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرٌو অথবা তার পরে نفى থাকতে হবে। যেমন– قَامَ بَكْرٌ لٰكِنَّ خَالِدٌ لَمْ يَقُمْ –

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله أَمَّا لَا فَلِنَفْيِ مَا وَجَبَ الخ ঃ অর্থাৎ لَا টি معطوف عليه এর জন্য যে حكم স্বীকৃত معطوف থেকে তা نفى করা বুঝায়। যেমন– جَائَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌو (আমার নিকট যায়েদ এসেছে আমর নয়) এখানে যায়েদের জন্য আসাকে স্বীকার করে আমর থেকে তা নফী করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, (ক) لائے عاطفه দ্বারা কেবল হাঁ বাচক বাক্যের نفى করা হয়। সুতরাং مَاجَائَنِي زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو বলা শুদ্ধ হবে না।

(খ) لائے عاطفه এর সাথে তার আমিলকে প্রকাশ করা উচিত নয়। যেমন– جَاءَ زَيْدٌ وَلَا جَاءَ عَمْرٌو যাতে دعا এর সাথে মিশে না যায়।

(গ) لَا দ্বারা اسم এর উপর عطف করা হয়। فعل مضارع এর উপর عطف এর দ্বারা বিরল।

(ঘ) غير শব্দের পর تاكيد نفى এর জন্য لَا ব্যবহৃত হয়। যেমন– غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

قوله وَبَلْ لِلْإِضْرَابِ الخ ঃ إِضْرَابٌ অর্থ إِعْرَاضٌ তথা পূর্বের কথা থেকে ফিরে আসা। حرف عطف بَلْ টি معطوف عليه এর হুকুম থেকে ফিরে معطوف এর জন্য হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আসে বাক্যটি চাই مثبت হোক বা منفى। আর معطوف عليه টি তখন مَسْكُوْتٌ عَنْهُ এর পর্যায় থাকে। উক্ত ব্যাপারে নীরব থাকা হয়। যেমন– جَائَنِي خَالِدٌ بَلْ عَمْرٌو আমার নিকট খালেদ এসেছে, বরং আমর এসেছে। مثبت এর উদাহরণ। এখানে খালেদ এসছে কিনা সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য বুঝায় না। مَاجَاءَ بَكْرٌ بَلْ خَالِدٌ এটি منفى এর উদাহরণ।

قوله وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ ঃ لٰكِنَّ এর আগে বা পরে نفى থাকা আবশ্যক। কেননা এটি معطوف عليه ও معطوف এর মধ্যে مُغَايَرَتْ (ভিন্নতা) বুঝায়। مفرد এর উপর مفرد এর عطف হলে এর পূর্বে حرف نفى থাকা আবশ্যক। যেমন– وَمَا قَامَ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرٌو (أَىْ قَامَ عَمْرٌو) আর جمله এর উপর جمله এর عطف হলে আগে-পরে যেকোন জায়গায় نفى আসতে পারে। نفى এর পরে এটি তার পরবর্তী বাক্যের اثبات বুঝায়। যেমন– مَا جَائَنِي زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرٌو جَاءَ আর اثبات এর পরে نفى থাকলে পরবর্তী অংশের نفى বুঝায়। যথা ঃ قَامَ بَكْرٌ لٰكِنَّ خَالِدٌ لَمْ يَقُمْ এর মধ্যে خالد এর দাঁড়ানো কে نفى করা হচ্ছে।

فَصْلٌ ـ حُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ ثَلٰثَةٌ اَلَا وَاَمَا وَهَا وُضِعَتْ لِتَنْبِيْهِ الْمُخَاطَبِ لِئَلَّا يَفُوْتَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْكَلَامِ فَاَلَا" وَ"اَمَا" لَايَدْخُلَانِ اِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ اِسْمِيَّةً كَانَتْ نَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ" وَقَوْلُ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: اَمَا وَالَّذِىْ اَبْكٰى وَاَضْحَكَ وَالَّذِىْ * اَمَاتَ وَاَحْيٰى وَالَّذِىْ اَمْرُهُ الْاَمْرُ، اَوْفِعْلِيَّةٌ نَحْوُ اَمَا لَاتَفْعَلْ وَاَلَا لَاتَضْرِبْ وَالثَّالِثُ "هَا" تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ اِسْمِيَّةً نَحْوُ هَا زَيْدٌ قَائِمٌ اَوْ فِعْلِيَّةٌ نَحْوُ هَا اِفْعَلْ كَذَا وَالْمُفْرَدِ نَحْوُ هٰذَا وَهٰؤُلَاءِ ـ

فَصْلٌ ـ حُرُوْفُ النِّدَاءِ خَمْسَةٌ : يَا وَاَيَا وَهَيَا وَاَىْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ فَاَىْ وَالْهَمْزَةُ لِلْقَرِيْبِ وَ"اَيَا" وَ "هَيَا" لِلْبَعِيْدِ وَ"يَا" لَهُمَا وَلِلْمُتَوَسِّطِ وَقَدْ مَرَّ اَحْكَامُ الْمُنَادٰى ـ

পরিচ্ছেদ-৪ ঃ حروفِ تَنْبِيْهَ

অনুবাদ ॥ حروفِ تَنْبِيْه তিনটি اَلَا - اَمَا ও هَا -এ হরফগুলো গঠন করা হয়েছে উপস্থিত সম্বোধিত ব্যক্তিকে সতর্ক বা সাবধান করার জন্যে, যেন বাক্যের কোন কিছুই তার নিকট বিলুপ্ত না হয়। সুতরাং ١لا এবং اَمَا কেবলমাত্র جملة এর উপরই প্রবিষ্ট হয়। হয়ত جملة টি اسمية হবে, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী– اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ এবং কবির গাঁথা ঃ

اَمَا وَالَّذِىْ اَبْكٰى وَ اَضْحَكَ وَالَّذِىْ + اَمَاتَ وَ اَحْيٰى وَالَّذِىْ اَمْرُهُ الْاَمْرُ (সতর্ক হও, কসম সেই সত্ত্বার যিনি কাঁদান এবং হাসান এবং যিনি মৃত্যুদান করেন ও জীবন দিয়ে থাকেন এবং যার হুকুমই (সর্বোপরি) হুকুম। অথবা جملة টি فعلية হবে, যেমন– اَمَا لَا تَفْعَلْ এবং اَلَا لَا تَضْرِبْ - আর তৃতীয় হরফে তাম্বীহটি হল هَا – এটি جملہ اسمية এর পূর্বে আসে, যেমন– هَا زَيْدٌ قَائِمٌ এবং مفرد শব্দের পূর্বেও আসে। যেমন– هٰذَا এবং هٰؤُلَاءِ -

পরিচ্ছেদ- ৫ ঃ حروف نِداء

حروفِ نِداء পাঁচটি يَا - اَيَا - هَيَا - اَىْ এবং همزهٔ مفتوحة তন্মধ্যে اَىْ এবং همزة নিকটবর্তী সম্বোধনের জন্যে, اَيَا ও هَيَا দূরবর্তী সম্বোধনের জন্যে। আর يا উভয়টি ও মধ্যবর্তী সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়। مُنَادٰىএর বিধান পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله حروفُ التَّنْبِيْه ঃ تنبيه বাবে تفعيل এর মাসদার। অর্থ সতর্ক করা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

قوله اَمَا وَالَّذِىْ اَبْكٰى الخ ঃ এটি جملةُ اسميه এর উপর حروفِ تنبيه اَمَا ব্যবহারের উদাহরণ।

অর্থ ঃ সতর্ক হও! ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি কাঁদান ও হাসান ও যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যুদেন এবং যার হুকুমই সর্বোপরি হুকুম। এখানে–اَلَّذِىْ তার পরবর্তী صِلہ মিলে বাক্য হয়েছে।

فَصْلٌ - حُرُوْفُ الْاِيْجَابِ سِتَّةٌ نَعَمْ وَبَلٰى وَاَجَلْ وَجَيْرِ وَاِنَّ وَاَىْ اَمَّا "نَعَمْ" فَلِتَقْرِيْرِ كَلَامٍ سَابِقٍ مُثْبَتًا كَانَ اَوْ مَنْفِيًّا نَحْوُ اَجَاءَ زَيْدٌ قُلْتَ نَعَمْ وَاَمَا جَاءَ زَيْدٌ قُلْتَ نَعَمْ وَ"بَلٰى" تَخْتَصُّ بِاِيْجَابِ مَانُفِىَ اِسْتِفْهَامًا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى" اَوْ خَبَرًا كَمَا يُقَالُ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ قُلْتَ بَلٰى اَىْ قَدْ قَامَ وَ"اَىْ" لِلْاِثْبَاتِ بَعْدَ الْاِسْتِفْهَامِ وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ كَمَا اِذَا قِيْلَ هَلْ كَانَ كَذَا قُلْتَ اِىْ وَاللّٰهِ وَ "اَجَلْ" وَ"جَيْرِ" وَ"اِنَّ" لِتَصْدِيْقِ الْخَبَرِ كَمَا اِذَا قِيْلَ جَاءَ زَيْدٌ قُلْتَ اَجَلْ اَوْ جَيْرِ اَوْ اِنَّ اَىْ اُصَدِّقُكَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ -

---

পরিচ্ছেদ- ৬ ঃ حُروفِ اِيْجَاب

অনুবাদ ॥ حروفِ اِيْجَاب বা হাঁ-বোধক অব্যয় ছয়টি- نَعَمْ - بَلٰى - اَجَلْ - جَيْرِ - اِنَّ এবং اَىْ ★ نَعَمْ পূর্ববর্তী বাক্য প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে ব্যবহৃত হয় চাই হাঁ-সূচক হোক, যেমন- اَجَاءَ زَيْدٌ । তুমি বললে نَعَمْ অথবা না-বোধক হোক, যেমন- اَمَاجَاءَ زَيْدٌ । -এর উত্তরেও তুমি বলে থাক نَعَمْ-

★ بلى হরফটি খাছ হল ঐ বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে যাকে استفهام এর ভঙ্গিতে অস্বীকার করা হয়, যেমন-আল্লাহ তাআলার বাণী- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى অথবা খবরের মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়। যেমন বলা হয়- لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ তখন তুমি বললে بَلٰى অর্থাৎ হ্যাঁ, সে দণ্ডায়মান হয়েছে।

★ اَىْ প্রশ্নের পরে اثبات এর জন্যে ব্যবহৃত হয়। এর জন্যে قسم আবশ্যক। যেমন- যেমন বলা হয় هَلْ كَانَ كَذَا তখন তুমি উত্তর দাও اِىْ وَاللّٰهِ (হ্যাঁ, কসম আল্লাহর)।

★ اَجَلْ - جَيْرِ এবং اِنَّ শব্দগুলো خبر কে تصديق (সত্যায়ন) করার জন্যে আসে। যেমন- যখন বলা হয়- جَاءَ زَيْدٌ তখন তুমি উত্তর দাও اَجَلْ বা جَيْرِ বা اِنَّ অর্থাৎ اُصَدِّقُكَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ (আমি তোমাকে এ সংবাদে সত্যবাদী মনে করি)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْاِيْجَابُ ঃ اِيْجَابٌ অর্থ সমর্থন করা, প্রস্তাব কবুল করা, চাই হাঁ বাচকের সমর্থন হোক না বাচকের। حرفِ اِيجاب ছয়টির মধ্যে نَعَمْ টি পূর্বের কথার স্বীকৃতি বা সমর্থন বুঝায় চাই কথাটি مُثْبَتْ হোক বা منفى বা استفهام। যেমন- اَجَاءَ زَيْدٌ (যায়েদ কি এসেছে?) উত্তরে نَعَمْ হ্যাঁ! এসেছে। اَمَا جَاءَ زَيْدٌ যায়েদ কি আসেনি? উত্তরে نَعَمْ (হ্যাঁ আসেনি)।

উল্লেখ্য যে, نَعَمْ এরপরে পূর্বের ন্যায় বাক্য উহ্য থাকে। যেমন- نَعَمْ مَاجَاءَ زَيْدٌ ইত্যাদি।

قوله وَبَلٰى تَخْتَصُّ الخ ঃ অর্থাৎ بَلٰى শব্দটি পূর্বের منفى এর اثبات এর জন্য তথা নফী এর পরে আসে। এবং পূর্বের না বাচককে প্রত্যাখ্যান করে বরং তার ইতিবাচক বুঝায়। যেমন- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের রব নই? উত্তরে بَلٰى হ্যাঁ! আপনি আমাদের রব।

قوله اَوْ خَبَرًا ঃ অর্থাৎ সংবাদ প্রদান সূত্রে যেটাকে নফীরূপে প্রকাশ করা হয়েছে তার اثبات বুঝায়। যেমন- لَمْ يَقُمْ...

قوله وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ ঃ استفهام এর পরে اِثْبَاتُ বুঝানোর জন্য আসে اِىْ- আর এর জন্য পরে اَللّٰهِ . رَبِّ বা عُمْرِ এর যেকোন টি দ্বারা قسم থাকা জরুরী। যেমন- هَلْ كَانَ كَذَا উত্তরে اِىْ وَاللّٰهِ - اِىْ وَرَبِّىْ - اِىْ لَعُمْرِىْ

فَصْلٌ - حُرُوْفُ الزِّيَادَةِ سَبْعَةٌ : اِنْ وَاَنْ وَمَا وَلَا وَمِنْ وَالْبَاءُ وَاللَّامُ فَاِنْ تُزَادُ مَعَ مَا النَّافِيَةِ نَحْوُ مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَعَ مَا اَلْمَصْدَرِيَّةِ نَحْوُ اِنْتَظِرْ مَا اِنْ يَّجْلِسُ الْاَمِيْرُ وَمَعَ لَمَّا نَحْوُ لَمَّا اِنْ جَلَسْتَ جَلَسْتُ وَ"اَنْ" تُزَادُ مَعَ لَمَّا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ" وَبَيْنَ لَوْ وَالْقَسَمِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهَا نَحْوُ وَاللّٰهِ اَنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ وَ "مَا" تُزَادُ مَعَ اِذَا وَمَتٰى وَاَىٌّ وَاَنّٰى وَاَيْنَ وَاِنْ شَرْطِيَّاتٍ كَمَا تَقُوْلُ اِذَا مَاصُمْتَ صُمْتُ وَكَذَا الْبَوَاقِيْ وَبَعْدَ بَعْضِ حروفِ الجرِّ نحوُ قولهٗ تعالٰى "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ ،وَعَمَّا قَلِيْلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ، وَمِمَّا خَطِيْئَتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا" وَ زيدٌ صَدِيقِيْ كما اَنَّ عمرًوا اَخِيْ -

---

পরিচ্ছেদ - ৭ : حروف زيادة

অনুবাদ ॥ حُرُوفِ زيادة সাতটি - اِنْ - اَنْ - مَا - لاَ - مِنْ - بَاء - لاَمْ এবং اِنْ শব্দটি مَاءِ نَافِيَة এর সাথে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। যেমন- مَا اِنْ زيدٌ قائم এবং مَاءِ مَصْدَرِيَّة এর সাথেও অতিরিক্ত হয়। যেমন- اِنْتَظِرْ مَا اِنْ يَجْلِسُ الْاَمِيْرُ (আমীরের বসে থাকা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর) আর لَمَّا এর সাথেও অতিরিক্ত হয়ে থাকে। যেমন- لَمَّا اِنْ جَلَسْتَ جَلَسْتُ - (যখন তুমি বস আমি বসব।)

★ اَنْ শব্দটি لَمَّا এর সাথে অতিরিক্ত হয়, যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ (যখন সুসংবাদদাতা আসল) এবং لَوْ ও তার অগ্রে আসা قسم এর মধ্যেও اَنْ অতিরিক্ত হয়। যেমন- والله اَنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ ★ مَا শব্দটি শর্তের অর্থ প্রকাশক اِذَا - مَتٰى، اَىٌّ، اَنّٰى، اَيْنَ এবং اِنْ এর সাথে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। যেমন- তুমি বলে থাক اِذَامَا صُمْتَ صُمْتُ (যখন তুমি রোযা রাখবে আমি তখন রোযা রাখব) এবং অবশিষ্ট উদাহরণগুলোও অনুরূপ। حرف جر এর পরেও ما অতিরিক্ত হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ (আল্লাহর অপার অনুগ্রহে) এবং عَمَّا قَلِيْلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ (অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।) এবং مِمَّا خَطِيْئَتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا (তাদের অন্যায়ের দরুনই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, পরন্ত তাদেরকে দোযখে প্রবিষ্ট করা হয়েছে।) এবং زَيْدٌ صَدِيْقِىْ كَمَا اَنَّ عَمْرُوا اَخِىْ (যায়েদ আমার বন্ধু যেমন আমর আমার ভাই)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ حروفِ زيادة দ্বারা ঐ সকল حرف উদ্দেশ্য যাকে বাক্য থেকে বিলুপ্ত করলে বাক্যের অর্থে কোন পরিবর্তন হয়না। বস্তুত প্রকৃতার্থে এগুলো অতিরিক্ত কোন অব্যয় নয় এবং সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় ও নয় বরং স্থান বিশেষ এর ব্যবহার জরুরী ও বটে।

حروف زائده এর উপকারীতা ঃ (ক) বাক্যের শ্রীবৃদ্ধি করে, (খ) তাকীদ বা দৃঢ়তার ফায়েদা দেয়, (গ) কবিতার ওযন বা শাব্দিক মিল রক্ষা করে। অতিরিক্ত দ্বারা সব জায়গায় এগুলো অতিরিক্ত হয় এ উদ্দেশ্য নয়। বরং কোথাও অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে এগুলো থেকেই ব্যবহার করা উদ্দেশ্য।

قوله فَاِنْ تُزَادُ مَعَ مَا الخ ঃ এখানে فاء টি تفسيريه -اِنْ তিন স্থানে অতিরিক্ত হয় ঃ

(১) ماے نافيه এর পরে, এ সময় নফীর তাকীদ বুঝায় এবং اسم ও فعل উভয়ের পরে আসে। اسم এরপরে উদাহরণ যেমন- مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ - فعل এর পরে। যেমন- حَسَّانْ رض এর কবিতায় ঃ

ما ان مدحت محمدا بمقالتى + ولكن مدحت مقالتى بمحمد (আমার কবিতার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা করা হয়নি, বস্তুত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমেই আমার কবিতা প্রশংসার যোগ্য হয়েছে।)

(২) ماے مصدريه এর পরে। যেমন- ما ان يجلس الامير (৩) لما এর পরে। যেমন- لَمَّا اِنْ جَلَسْتَ جَلَسْتُ

قوله وَكَذَا الْبَوَاقِىْ ঃ যেমন- مَتٰى تَخْرُجْ اَخْرُجْ، اَيَّامَا تَدْعُوْ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى এবং اَيْنَمَا تَجْلِسْ اَجْلِسْ

وَ "لَا" تُزَادُ مَعَ الْوَاوِ بَعْدَ النَّفْيِ نَحْوُ مَا جَائَنِيْ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو وَبَعْدَ اَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى مَامَنَعَكَ اَنْ لَّاتَسْجُدَ" وَقَبْلَ الْقَسَمِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "لَااُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ" بِمَعْنٰى اُقْسِمُ وَاَمَّا مِنْ وَالْبَاءُ وَاللَّامُ فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِيْ حُرُوْفِ الْجَرِّ فَلَا نُعِيْدُهَا ـ

فَصْلٌ ـ حَرْفَا التَّفْسِيْرِ اَيْ وَاَنْ فَاَيْ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ" اَيْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ كَاَنَّكَ تُفَسِّرُهٗ اَهْلَ الْقَرْيَةِ وَ "اَنْ" اِنَّمَا يُفَسَّرُ بِهَا فِعْلٌ بِمَعْنَى الْقَوْلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى" وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يَّاِبْرَاهِيْمُ " فَلَايُقَالُ قُلْتُ لَهٗ اَنِ اكْتُبْ اِذْ هُوَ لَفْظُ الْقَوْلِ لَامَعْنَاهُ ـ فَصْلٌ ـ حُرُوْفُ الْمَصْدَرِ ثَلٰثَةٌ مَا وَاَنْ وَاَنَّ فَالْاُوْلَيَانِ لِلْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ" اَيْ بِرُحْبِهَا

অনুবাদ ॥ ★ لَا শব্দটি نفى এর পর واو এর সাথে অতিরিক্ত হয়। যেমন- مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو এবং اَنْ مَصْدَرِيَة এর পরেও অতিরিক্ত হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- مَا مَنَعَكَ اَنْ لَّا تَسْجُدَ এবং قسم এর আগেও অতিরিক্ত হয়, যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ অর্থাৎ اُقْسِمُ আর مِنْ - بَاء এবং لَامْ এর আলোচনা حروفِ جار এর অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই আমরা তার পুনরুল্লেখ করছি না।

পরিচ্ছেদ-৮ : حروفِ تفسير

حروفِ تفسير দুইটি ؛ যথা- اَيْ এবং اَنْ - اَيْ এর উদাহরণ, যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ اَيْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ এখানে তুমি যেন اَهْلَ الْقَرْيَةِ কে اَيْ এর দ্বারা তাফসীর পেশ করলে। হরফ اَنْ দ্বারা قَوْل এর অর্থবহ فعل এর তাফসীর করা হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ কাজেই قُلْتُ لَهٗ اَنِ اكْتُبْ বলা যাবে না, যেহেতু তা قول এর শাব্দিক রূপমাত্র, তার অর্থ নয়। حروف مصدر ৩টি, যথা- مَا - اَنْ এবং اَنَّ — প্রথম দু'টি (اَنْ এবং مَا) جملهٔ فعلية এর জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ অর্থাৎ بِرُحْبِهَا اَيْ وَسْعَتِهَا (ভূপৃষ্ঠ প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বে তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে গেল)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله وَلَا تُزَادُ مَعَ الْوَاوِ الخ : অর্থাৎ لَا ঐ واو এর পরে অতিরিক্ত হয় যা نفى এরপরে আসে। চাই نفى টি প্রকাশ্য হোক যেমন- مَا جَائَنِيْ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو বা অর্থগত হোক যেমন- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ এর মধ্যে غير নফীর অর্থ বুঝায়।

قوله حُرُوْفُ الْمَصْدَرِ : অর্থাৎ مَا ـ اَنْ ـ اَنَّ এ তিনটি حرف ফে'লের পূর্বে এসে ফে'লকে মাসদারের অর্থে পরিণত করে।

وَقَوْلُ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: يَسُرُّ الْمَرْءَ مَاذَهَبَ اللَّيَالِيْ * وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا ، وَ "اَنْ" نَحْوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوا "اَىْ قَوْلُهُمْ وَ"اَنَّ" لِلْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ نَحْوَ عَلِمْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ اَىْ قِيَامُكَ ـ

فَصْلٌ ـ حُرُوْفُ التَّحْضِيْضِ اَرْبَعَةٌ : هَلَّا وَاَلَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا ، لَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ وَمَعْنَاهَا حَضٌّ عَلَى الْفِعْلِ اِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ نَحْوُ هَلَّا تَاْكُلُ وَلَوْمَا اِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِىْ نَحْوُ هَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا وَحِيْنَئِذٍ لَاتَكُوْنُ تَحْضِيْضًا اِلَّابِاعْتِبَارِ مَا فَاتَ وَلَا تَدْخُلُ اِلَّا عَلَى الْفِعْلِ كَمَا مَرَّ

পরিচ্ছেদ- ৯ : حروف مَصْدَرْ

অনুবাদ॥ এবং কবির ভাষায় يَسُرُّالْمَرْأَ مَاذَهَبَ اللَّيَالِيْ - وَكَانَ ذِهَابُهُنَّ لَهٗ ذَهَابًا (রাত্রিসমূহের অতিক্রম হওয়াতে মানুষ আনন্দিত হয় অথচ রাতে অতিক্রান্ত হওয়া বস্তুত তারই অতিক্রান্ত হওয়া) ان এর উদাহরণ, যথা– আল্লাহর বাণী– فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا (তার স্বজাতির পক্ষে এ বলা ছাড়া কোন উত্তর ছিলনা ...) اَيْ قَوْلُهُمْ

★ ان হরফটি جملةُ اسمية-এর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন– عَلِمْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ অর্থাৎ قِيَامُكَ -

পরিচ্ছেদ - ১০ : حُروفِ تَحْضِيض

حروفِ تحضيض ৪টি। যথা– هَلَّا - اَلَّا - لَوْلَا ও لَوْمَا-এ হরফগুলো বাক্যের শুরুতে আসে এবং مضارع এর উপর প্রবিষ্ট হলে فعل টির ব্যাপারে উৎসাহদান করার অর্থ হয় যেমন– هَلَّا تَاكُلُ – আর ماضى এর উপর প্রবিষ্ট হলে لَوْم বা তিরস্কারের অর্থ দেয়, যেমন– هَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا (যায়েদকে মারলে না কেন? এ সময়ে অতীত বিষয় অনুসারেই تحضيض হবে। এগুলো فعل ছাড়া অন্য কিছুর উপর প্রবিষ্ট হয় না। উদাহরণ ইতিপূর্বে চলে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله يَسُرُّ الْمَرْءَ مَاذَهَبَ الخ : অত্র শে'রটি ماء مصدرية এর উদাহরণ। এখানে ذَهَبَ ফে'লের পূর্বে مَا আসায় এটি মাসদারে পরিণত হয়ে يَسُرُّ ফে'লের ফায়েল হয়েছে। يَسُرُّ বাবে نصر হতে আনন্দিত করা। مَرْءٌ মানুষ, এটা মাফউল।

শে'রের অর্থ : রাতের প্রস্থান মানুষকে আনন্দিত করে। অথচ রাতের প্রস্থান মূলত মানুষেরই প্রস্থান। অর্থাৎ ক্রমাগত একেক রাতের প্রস্থানের মাধ্যমে মানুষের জীবন অতিক্রান্ত হতে থাকে, এভাবে এক পর্যায়ে সে মৃত্যুবরণ করবে এবং আনন্দ ফূর্তি ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

قوله اَلتَّحْضِيْضُ : تحضيض বাবে تفعيل এর মাসদার, অর্থ উৎসাহিত করা, ভবিষ্যতে কোন ক্রিয়া সম্পাদনে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা, আর ماضى এর পূর্বে আসলে কোন কাজের ব্যাপারে কাউকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা বুঝায়। যেমন– هَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا (যায়েদকে মারলে কেন?)

قوله لَاتَدْخُلُ اِلَّا عَلَى الخ : কারণ উৎসাহ প্রদান বা তিরস্কারকরণ কোন فعل তথা কাজের ব্যাপারে হয়। অতএব এরপরে ফে'ল থাকা আবশ্যক, চাই তা প্রকাশ্য হোক (যেমন উপরে দ্রঃ) বা উহ্য। যেমন– هَلَّا زَيْدًا এরপূর্বে ضَرَبْتَ উহ্য রয়েছে।

وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا إِسْمٌ فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ كَمَا تَقُوْلُ لِمَنْ ضَرَبَ قَوْمًا هَلَّا زَيْدًا أَيْ هَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا وَجَمِيْعُهَا مُرَكَّبَةٌ جُزْؤُهَا الثَّانِيْ حَرْفُ النَّفْيِ وَالْأَوَّلُ حَرْفُ الشَّرْطِ أَوِ الْإِسْتِفْهَامِ أَوْ حَرْفُ الْمَصْدَرِ وَلِلَوْلَا مَعْنًى اٰخَرُ هُوَ إِمْتِنَاعُ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ لِوُجُوْدِ الْجُمْلَةِ الْأُوْلٰى نَحْوُ لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَحِيْنَئِذٍ تَحْتَاجُ إِلٰى جُمْلَتَيْنِ أُوْلٰهُمَا إِسْمِيَّةٌ أَبَدًا ـ فَصْلٌ ـ حَرْفُ التَّوَقُّعِ "قَدْ" وَهِيَ فِي الْمَاضِيْ لِتَقْرِيْبِ الْمَاضِيْ إِلَى الْحَالِ نَحْوُ قَدْ رَكِبَ الْأَمِيْرُ أَيْ قُبَيْلَ هٰذَا وَلِأَجْلِ ذٰلِكَ سُمِّيَتْ حَرْفُ التَّقْرِيْبِ أَيْضًا وَلِهٰذَا تَلْزَمُ الْمَاضِيْ لِيَصْلُحَ أَنْ يَقَعَ حَالًا

অনুবাদ॥ এগুলোর পরে اسم আসলে একটি فعل উহ্য রেখে تحضيض এর অর্থ হবে, যেমন কোন গোষ্ঠীর প্রহারকারীর ক্ষেত্রে বলে থাক- هَلَّا زَيْدًا অর্থাৎ هَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا -

এ সবগুলো হরফই مُرَكَّبٌ বা যুক্ত। এগুলোর দ্বিতীয় অংশ হল حرف نفى এবং প্রথম অংশ হয়ত حرف شرط শর্ত নতুবা حرف استفهام অথবা حرف مصدر -

لَوْلَا এর অন্য একটি অর্থ রয়েছে। তা হচ্ছে প্রথম বাক্যের অস্তিত্বের কারণে দ্বিতীয় বাক্যটি অস্তিত্বহীন হওয়া, যেমন- لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ (যদি আলী না থাকত তাহলে উমর ধ্বংস হয়ে যেত, তখন এটি দু'টি বাক্যের মুখাপেক্ষী হয়, প্রথমটি সর্বদাই اسمية হয়।

পরিচ্ছেদ-১১ ঃ حَرْفِ تَوَقُّعٌ

حَرْفِ تَوَقُّعٌ বা আশা বোধক অব্যয় হল قَدْ -এটা ماضى কে حال এর নিকটবর্তী করার জন্যে ماضى এর পূর্বে আসে, যেমন- قَدْ رَكِبَ الْأَمِيْرُ (এইমাত্র আমীর সওয়ার হয়েছেন)। আর এ কারণে এটাকে حرفِ تقريب ও বলা হয়। এর জন্য ماضى আবশ্যক যাতে তা حال হওয়ার যোগ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلتَّوَقُّعُ ঃ تَوَقُّعٌ বাবে تفعل এর মাসদার অর্থ, আশা, সম্ভাবনা। এ হরফ (قَدْ) দ্বারা যে খবরের বাস্তবায়নের সম্ভাবনা থাকে তার সংবাদ দেয়া হয় বিধায় একে حرف تَوَقُّعٌ বলে। এর অপর নাম حرفِ تقريب ও حرفِ تحقيق

قوله وَلِهٰذَا تَلْزَمُ الْمَاضِيْ ঃ যাতে ماضى এর মধ্যে حال পতিত হওয়ার যোগ্যতা সূচিত হয়। কেননা যে মাযী হাল হয় তা আমিলের কালের উপর مقدم হয়। যেমন- কেউ বলল- جَاءَنِيْ زَيْدٌ قَدْ رَكِبَ اَبُوْهُ (আমার নিকট যায়েদ এমতাবস্থায় এসেছে যে, তার পিতা সওয়ার হয়ে গেছে। এর মধ্যে رُكُوبِ اَبٌ টা مَجِيْئَتِ زيد এর আগে এসেছে। নাহবীগণ এর আমিলের কাল ভিন্নরূপ হওয়াকে নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। একারণে قَدْ কে মাযীর জন্য জরুরী স্থির করা হয়েছে। যাতে এটি ماضى কে حال এর নিকটবর্তী করতে পারে। এবং حال ও তার আমিলের কাল এক হয়ে যায়। কেননা যা কাউকে নিকটবর্তী করে দেয় তার এবং উক্ত বস্তুর হুকুম এক গণ্য হয়। এ কারণে যে মাযী قد যুক্ত হয় না তা হাল হতে পারেনা।

وَقَدْ تَجِئُ لِلتَّاكِيْدِ اِذَا كَانَ جَوَابًا لِمَنْ يَسْأَلُ هَلْ قَامَ زَيْدٌ تَقُوْلُ قَدْ قَامَ زَيْدٌ وَفِى الْمُضَارِعِ لِلتَّقْلِيْلِ نَحْوُ اِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ وَاِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَبْخَلُ وَقَدْ تَجِئُ لِلتَّحْقِيْقِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ" وَيَجُوْزُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ نَحْوُ قَدْ وَاللّٰهِ اَحْسَنْتَ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ بَعْدَ قَدْ عِنْدَ الْقَرِيْنَةِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: اَفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ اَنَّ رِكَابَنَا * لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَاَنْ قَدِنْ، اَىْ وَكَاَنْ قَدْ زَالَتْ ـ

অনুবাদ ॥ কখনো কখনো قَدْটা تاكيد এর জন্য আসে– যখন কোন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর হয়। যেমন– কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করল– هَلْ قَامَ زَيْدٌ তখন তুমি উত্তর দিবে قَدْ قَامَ زَيْدٌ -কম সংখ্যক বুঝাবার জন্যে مضارع এর উপর ব্যবহৃত হয়, যেমন– اِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ (মিথ্যুক কখনও কখনও সত্য বলে) ও اِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَبْخَلُ (দানশীল কখনও কখনও কৃপণতা করে থাকে।)

কখনও তা تحقيق এর জন্যও আসে, যেমন–আল্লাহ তাআলার বাণী– قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ (আল্লাহ অবশ্যই আলস্যহীনদেরকে জানেন।) উক্ত قد এবং তার فعل এর মধ্যে قسم দ্বারা বিভাজন জায়েয। যেমন– قَدْ وَاللّٰهِ اَحْسَنْتَ (আল্লাহর শপথ অবশ্যই তুমি ইহসান করেছো।) قرينة পাওয়া গেলে কখনো কখনো قَدْ এর পরে فعل উহ্য থাকে। যেমন– কবির ভাষায়–

اَفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ اَنَّ رِكَابَنَا * لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَاَنْ قَدِنْ اَىْ كَاَنْ قَدْ زَالَتْ (অর্থাৎ যাত্রা করার সময় নিকটবর্তী হয়েছে, তবে কেবল আমাদের উটগুলো সর্বদা আমাদের আসবাব পত্রের সাথে থাকবে– প্রকৃতপক্ষে তারা এস্থান ত্যাগ করেছে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله يَجُوْزُ الْفَصْلُ الخ ঃ অর্থাৎ قَدْ এবং তার ফে'লের মাঝে قسم দ্বারা فَاصِلَه আনা জায়েয, কারণ এটি قَدْ এর অর্থকে আরো দৃঢ় করে।

قوله وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ ঃ اَفِدَ التَّرَحُّلُ এটা نَابِغَهْ ذُبْيَانِىْ এর শে'র। اَفِدَ বাবে سَمِعَ এর ওযনে অর্থ قَرُبَ (নিটকবর্তী হল)। اَلتَّرَحُّلُ প্রস্থান, যাত্রা। এটি اَفِدَ এর ফায়েল غَيْرَ টা اِلَّا অর্থে, رِكَابْ সাওয়ারী উট, لَمَّا হল حرفِ نفى تَزُلْ ـ মূলত تَزُوْلُ ছিল। لَمَّا আসায় اجتماع ساكنين এর কারণে واو পড়ে গেছে। رَحْل ـ رِحَال এর বহুঃ অর্থ হাওদা, উটের পিঠের ছৈ বিশেষ। كَاَنْ ـ كَاَنَّ এর مُخَفَّفْ আর قَدْ এর তানভীনটি تَرَنُّمْ এর জন্য।

শে'রের অর্থ ঃ যাত্রার সময় সন্নিকট, তবে আমাদের বাহনগুলো সদা আমাদের হাওদা (বা মাল-আসবাব) এর সাথেই থাকে। (অর্থাৎ এখনো যাত্রা করেনি) তবে এখনই তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে (যাত্রা করবে)। এখানে كَاَنْ قَدْ এরপরে فعل উহ্য রয়েছে। تَزَلْ ফে'লটি এর قَرِيْنَه বহন করছে।

فَصْلٌ ـ حَرْفَا الْاِسْتِفْهَامِ اَلْهَمْزَةُ وَهَلْ لَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ وَتَدْخُلَانِ عَلَى الْجُمْلَةِ اِسْمِيَّةً كَانَتْ نَحْوُ أَزَيْدٌ قَائِمٌ أَوْفِعْلِيَّةً نَحْوُ هَلْ قَامَ زَيْدٌ وَدُخُوْلُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَّةِ اَكْثَرُ إِذِ الْاِسْتِفْهَامُ بِالْفِعْلِ أَوْلَى وَقَدْ تَدْخُلُ الْهَمْزَةُ فِيْ مُوَاضِعَ لَايَجُوْزُ دُخُوْلُ هَلْ فِيْهَا نَحْوُ أَ زَيْدًا ضَرَبْتَ وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوْكَ وَ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو وَ أَوَمَنْ كَانَ وَ أَفَمَنْ كَانَ وَأَثُمَّ إِذَا مَاوَقَعَ وَلَاتُسْتَعْمَلُ هَلْ فِيْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ وَهٰهُنَا بَحْثٌ ـ

পরিচ্ছেদ-১২ ঃ حروفِ إِسْتِفْهَام

অনুবাদ ॥ اِسْتِفْهَام এর হরফ ২টি। যথা– هَمْزَة এবং هَلْ –উভয়টির জন্যে বাক্যের শুরুর স্থান নির্ধারিত চাই বাক্যটি اِسْمِيَة হৌক, যেমন– أَ زَيْدٌ قَائِمٌ বা فِعْلِيَة যেমন– هَلْ قَامَ زَيْدٌ – যেহেতু فِعل এর দ্বারা প্রশ্ন করা উত্তম তাই فِعْلِيَة বাক্যের উপর বেশী আসে। আর هَمْزَة এমন স্থানে আসে যেখানে هَلْ আসা জায়েয নয়, যেমন–

أَزَيْدًا ضَرَبْتَ، أَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوْكَ، أَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو، أَوَمَنْ كَانَ، أَفَمَنْ كَانَ، أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ،
এ সমস্ত স্থানে هَلْ ব্যবহৃত হয় না। এখানে আরো বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله لَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ ঃ অর্থাৎ حرفِ إِسْتِفْهَام বাক্যের শুরুতে আসে, যাতে শুরুতেই বাক্যটির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বুঝে আসে যে, বক্তা কিছু জানতে চাচ্ছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ تَدْخُلُ الْهَمْزَةُ ঃ এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) هَلْ এর তুলনায় হামযার ব্যবহার বেশি হওয়ার আলোচনা করছেন। অর্থাৎ যেখানে هَلْ আসা নাজায়েয সেখানে হামযা আসতে পারে। আর তা মোট ৪ জায়গায়। (১) ফে'ল থাকা সত্ত্বে اسم এর উপর হামযা আসতে পারে। যথা– أَزَيْدًا ضَرَبْتَ (২) إِنْكَارِ فِعل (ক্রিয়া অস্বীকার) এর জন্য হামযা আসে কিন্তু هل আসতে পারে না। যথা– أَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ (তুমি যায়েদকে মারছ অথচ সে তোমার ভাই। অর্থাৎ মেরনা, তাকে মারা উচিত নয়) (৩) أَمْ مُتَّصِلَة এর সাথে হামযা আসতে পারে কিন্তু هل আসতে পারেনা। যথা ঃ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو (৪) حروف عطف এরপরে হামযা আসতে পারে কিন্তু هل আসতে পারেনা। যথা ঃ أَفَمَنْ كَانَ ـ أَوَمَنْ كَانَ ইত্যাদি।

هَلْ না আসার কারণ হল إِسْتِفْهَامْ এর ক্ষেত্রে মূল হল হামযা। সুতরাং মূলের মধ্যে যেসব জায়েয فرع বা শাখার মধ্যে তা সব জায়েয হতে পারেনা। বরং মূলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকেই।

قوله وَهٰهُنَا بَحْثٌ ঃ অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনা আছে যা সংক্ষিপ্তের লক্ষে পরিত্যাগ করা হল। উক্ত আলোচনা সম্ভবত এই যে– এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে هل ব্যবহার জায়েয কিন্তু হামযা ব্যবহার নাজায়েয। যথা ঃ (১) حرفِ عطف এর পূর্বে هل আসে, কিন্তু হামযা আসতে পারেনা। যেমন– فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (২) أَمْ এরপরে هل আসে, হামযা আসেনা। (৩) مثبت কে দৃঢ় করার জন্য هل আসে হামযা আসেনা। যথা ঃ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ (৪) هَلْ নফীর ফায়েদা দেয় এমন কি এরপরে إِثْبَات এর জন্য إِلَّا আনা জায়েয। যেমন– هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَان (৫) هل এর পরবর্তী মুবদাতার খবরের উপর نفى এর তাকীদের জন্য با আসে। যথা– هَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল– هل ও হামযার মাঝে عُمُوم خُصُوص مِنْ وَجْهٍ এর সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা ক্ষেত্র বিশেষ প্রত্যেকটি خاص আবার প্রত্যেকটি عام -

فَصْلٌ - حُرُوْفُ الشَّرْطِ اِنْ وَلَوْ وَاَمَّا لَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ اِسْمِيَّتَيْنِ كَانَتَا اَوْ فِعْلِيَّتَيْنِ اَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَاِنْ لِلْاِسْتِقْبَالِ وَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِيْ نَحْوُ اِنْ زُرْتَنِيْ اَكْرَمْتُكَ وَ"لَوْ" لِلْمَاضِيْ وَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ نَحْوُ لَوْ تَزُوْرُنِيْ اَكْرَمْتُكَ وَيَلْزَمُهَا الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ اَوْتَقْدِيْرًا نَحْوُ اِنْ اَنْتَ زَائِرِيْ فَاَنَا اُكْرِمُكَ -

وَاعْلَمْ اَنَّ "اِنْ" لَاتُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِي الْاُمُوْرِ الْمَشْكُوْكَةِ فَلَا يُقَالُ اٰتِيْكَ اِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ بَلْ يُقَالُ اٰتِيْكَ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ"لَوْ" تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْيِ الْجُمْلَةِ الْاُوْلَى كَقَوْلِهٖ تَعَالَى "لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا"

পরিচ্ছেদ-১৩ ঃ حروف شرط

অনুবাদ ॥ حروفِ شرط হল ৩টি। যথা- اِنْ ، لَوْ এবং اَمَّا এগুলোর জন্যে বাক্যের শুরুর স্থান নির্ধারিত। এগুলোর প্রত্যেকটিই দু'টি বাক্যের উপর প্রবিষ্ট হয়। বাক্য দু'টি اسمية হোক বা فعلية বা উভয় প্রকারই হোক। اِنْ আসে ভবিষ্যতকাল বুঝাবার জন্য, যদিও তা ماضى এর পূর্বে আসে, যেমন- اِنْ زُرْتَنِيْ اَكْرَمْتُكَ এবং لَوْ অতীতকাল বুঝাবার জন্যে আসে, যদিও তা مضارع এর পূর্বে আসে। যেমন- لَوْ تَزُوْرُنِيْ اَكْرَمْتُكَ উক্ত দু'টি হরফের সাথে কোন নির্দিষ্ট فعل আসা আবশ্যক শাব্দিকভাবে হোক। যেমন আলোচিত উদাহরণে তা দৃষ্ট হয়েছে। অথবা উহ্য হৌক। যেমন- اِنْ اَنْتَ زَائِرِيْ فَاَنَا اُكْرِمُكَ অর্থাৎ اِنْ كُنْتَ اَنْتَ زَائِرِيْ (যদি তুমি আমাকে দেখতে আস, তবে আমি তোমাকে সম্মান দেখাব।)

জ্ঞাতব্য ঃ اِنْ কেবলমাত্র সন্দেহজনক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাজেই اٰتِيْكَ اِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ বলা যাবে না; বরং اٰتِيْكَ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ বলতে হবে।

আর لَوْ হরফটি প্রথম বাক্যের نفى হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বাক্যেরও نفى বুঝায়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله لَهَاصَدْرُ الْكَلَامِ الخ ঃ যাতে বাক্যের সূচনাতেই শর্ত হওয়া বুঝে আসে।

قوله اِسْمِيَّتَيْنِ كَانَتَا اَوْ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপকতাটা তিনটি حرف شرط এর ক্ষেত্রে বলা ঠিক হয়নি। কেননা ان কখনো جمله اسميه এর উপর আসেনা। এটা সামনে وَيَلْزَمُهَا الْفِعْلُ তথা حروفِ شرط এর জন্য ফে'ল আবশ্যক এ ব্যাপকতার ও পরিপন্থী।

قوله وَاعْلَمْ اَنَّ اِنْ لَاتُسْتَعْمَلُ الخ ঃ اِنْ যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে আসে এ কারণে اٰتِيْكَ اِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ বলা শুদ্ধ হবে না। কারণ সূর্যোদয় হওয়া সন্দেহজনক নয় বরং নিশ্চিত।

قوله لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ ঃ অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকোন উপাস্য থাকত তাহলে অবশ্যই উভয়টি ধ্বংস হয়ে যেত। এখানে لَوْ এসে আসমান যমীন ধ্বংস না হওয়ায় আল্লাহ ছাড়া অন্যকোন উপাস্য না থাকা বুঝাচ্ছে।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ مَاضِيًا لفظًا نحو وَاللهِ إِنْ اتيتَنِي " لَأَكْرَمْتُكَ أَوْ مَعْنًى نَحْوُ وَاللّٰهِ إِنْ لَمْ تَأْتِنِي لَأَهْجُرْتُكَ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي اللَّفْظِ جَوَابًا لِلْقَسَمِ لَاجَزَاءً لِلشَّرْطِ فَلِذٰلِكَ وَجَبَ فِيهَا مَاوَجَبَ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ مِنَ اللَّامِ وَنَحْوِهَا كَمَا رَأَيْتَ فِي الْمِثَالَيْنِ أَمَّا إِنْ وَقَعَ الْقَسَمُ فِي وَسَطِ الْكَلَامِ جَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ الْقَسَمُ بِأَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ لَهُ نَحْوَ إِنْ أَتَيْتَنِي وَاللّٰهِ لَآتِيَنَّكَ وَجَازَ أَنْ يُلْغَى نَحْوُ إِنْ تَأْتِنِي وَاللّٰهِ آتِكَ - "وَأَمَّا" لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا نَحْوُ اَلنَّاسُ سَعِيدٌ وَشَقِيٌّ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَيَجِبُ فِي جَوَابِهَا الْفَاءُ وَأَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي

অনুবাদ ॥ বাক্যের শুরুতে قسم আসলে এবং তা শর্তের উপর অগ্রণী হলে তখন যে فعلটির উপর হরফে শর্ত প্রবিষ্ট হবে, তা لَفْظًا মাযীর ছীগা হওয়া ওয়াজিব। যেমন– وَاللّٰهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَأَكْرَمْتُكَ অথবা অর্থের দিক থেকে মাযী হতে হবে, যেমন– وَاللّٰهِ إِنْ لَمْ تَأْتِنِي لَأَهْجُرْتُكَ তখন দ্বিতীয় বাক্যটি শব্দগতভাবেই قسم এর জবাব হবে, শর্তের জাযা হবে না। এ কারণে তাতে (দ্বিতীয় বাক্যে) সেসব বিষয় ওয়াজিব, যা قسم এর জবাবের মধ্যে ওয়াজিব অর্থাৎ لام ইত্যাদি, যেমনটি উদাহরণ দু'টিতে দেখতে পেয়েছ; কিন্তু যদি قسم টি বাক্যের মাঝে হয় তবে قسم কেও শর্তের জবাব মনে করা জায়েয। যেমন– إِنْ أَتَيْتَنِي وَاللّٰهِ لَآتِيَنَّكَ এবং জবাবের মধ্যে আমল হওয়াও জায়েয। যেমন– إِنْ تَأْتِنِي وَاللّٰهِ آتِكَ -

★ আর اما হরফটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَلنَّاسُ سَعِيدٌ وَّ شَقِيٌّ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ – اما এর জবাবের মধ্যে فاء আসা ওয়াজিব এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله مَاضِيًا لَفْظِيًّا ঃ ফে'লটি মাযী হওয়া জরুরী এ জন্য যে, جواب قسم হওয়ার কারণে যখন جزاء এর মধ্যে حرف شرط এর আমল বাতিল হয়ে গেল তখন حرف شرط এর مدخول (তথা যার উপর দাখিল হয়) সেটিও মাযী হওয়া জরুরী হয়ে গেল। যাতে শর্তের মধ্যে ও আমল করতে না পারে। এবং আমল না করার দিক দিয়ে حرف قسم এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়।

قوله وحِينَئِذٍ تكونُ الجملةُ الخ ঃ অর্থাৎ যখন প্রথম বাক্যে قسم হবে এবং তা শর্তের আগে আসবে তখন দ্বিতীয় বাক্যটি কসম ও শর্তের মাঝে উল্লেখ থাকে শাব্দিক দিক দিয়ে সেটি جواب قسم হবে। কসম ও শর্ত উভয়ের جواب হবেনা। কেননা قسم এর جواب হওয়ার ক্ষেত্রে তা غير مَجزوم হওয়া এবং شرط এর جواب তথা جزاء হওয়ার কারণে مجزوم হওয়া সাব্যস্ত হয়। অথচ একই শব্দে তা সম্ভব নয়। তবে হ্যা! অর্থের দিক দিয়ে جواب شرط ও جواب قسم উভয়টি হওয়া সম্ভব।

قوله فَلِذَالِكَ وَجَبَ فِيهَا الخ ঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্য যেহেতু শাব্দিক দিক দিয়ে جزاء নয় বরং جواب قسم এ কারণে جواب قسم এর উপর যে সমস্ত জিনিস আসে এখানেও তা আসবে। যেমন– ان ـ لام ـ لا (হাঁ বাচক বাক্যে) ما (না বাচক বাক্যে) ইত্যাদি। যেমন– উপরে লক্ষ্য করছ।

قوله يَجِبُ فِي جَوابِهَا الفاءُ ا الخ ঃ অর্থাৎ اما এর جواب টি مُسَبَّبٌ হওয়া এবং তার উপর فا আনা ওয়াজিব। যাতে فا এবং سببيت মিলে اماটি শর্তের জন্য হওয়া বুঝায়। যেমন– فَفِي النَّارِ ও فَفِيُ الْجَنَّةِ এর মধ্যে فاء এসেছে। এখানে سعادت (সৌভাগ্য) বেহেশতে প্রবেশের سبب এভাবে شقاوت হল জাহান্নামে প্রবেশের سبب -

يَجِبُ اَنْ يُحْذَفَ فِعْلُهَا مَعَ اِنِ الشَّرْطِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ وَذٰلِكَ لِيَكُوْنَ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِهَا حُكْمُ الْاِسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَهَا نَحْوُ اَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ تَقْدِيْرُهُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ فَحُذِفَ الْفِعْلُ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُوْرُ وَاُقِيْمَ اَمَّا مَقَامَ مَهْمَا حَتّٰى بَقِيَ اَمَّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَلَمَّا لَمْ يُنَاسِبْ دُخُوْلُ حَرْفِ الشَّرْطِ عَلٰى فَاءِ الْجَزَاءِ نَقَلُوا الْفَاءَ اِلَى الْجُزْءِ الثَّانِيْ وَوَضَعُوا الْجُزْءَ الْاَوَّلَ بَيْنَ اَمَّا وَالْفَاءِ عِوَضًا عَنِ الْفِعْلِ الْمَحْذُوْفِ ثُمَّ ذٰلِكَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ اِنْ كَانَ صَالِحًا لِلْاِبْتِدَاءِ فَهُوَ مُبْتَدَأٌ كَمَا مَرَّ وَاِلَّا فَعَامِلُهُ مَا يَكُوْنُ بَعْدَ الْفَاءِ فَاَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ فَمُنْطَلِقٌ عَامِلٌ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ـ

অনুবাদ ॥ اِنْ এর সাথে তার فعل উহ্যও হয় তবে তার জন্যে একটা فعل আবশ্যক। আর এটা এ জন্য যে, যাতে তা এ বিষয়ে সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, তার উদ্দেশ্য হল এর পরে আসা اسم -এর হুকুমটি। যেমন– اَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ এর উহ্যরূপ হচ্ছে مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ এখানে فعل বিলুপ্ত হয়েছে এবং مجرور ও লোপ পেয়েছে, اَمَّا হরফটি مَهْمَا এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, ফলে اَمَّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ অবশিষ্ট রয়েছে।

আর যখন জাযা এর فاء এর উপর حرف شرط আসা অসঙ্গত তখন আরবগণ فاء কে (জাযার) দ্বিতীয় অংশের উপর স্থানান্তর করেছেন এবং (জাযার) প্রথম অংশকে বিলুপ্ত فعل এর পরিবর্তে اما এবং فاء এর মধ্যখানে রেখেছেন। প্রথম অংশটি যদি مبتدا এর যোগ্য হয়, তবে তা مبتدا হবে যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর সেটি مبتدا হওয়ার যোগ্য না হলে সেটিই তার عامل হবে যা فاء এর পরে আসবে। অতপর اَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ এর মধ্যে منطلق শব্দটি ظرفية এর ভিত্তিতে - يَوْمَ الْجُمُعَةِ এর আমিল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَيُجِبُ اَنْ يُحْذَفَ فِعْلُهَا ঃ اَمَّا এর পরে ফে'ল হযফ করা ওয়াজিব। যাতে বুঝা যায় যে, اما দ্বারা যে বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এর দ্বারা اما এর পরবর্তী اسم টি উদ্দেশ্য, ফে'ল উদ্দেশ্য নয়। যেমন– اَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ এটা মূলত مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ছিল। অর্থ যা কিছুই হোক যায়েদ চলমান। এরপর اما আসা সমীচীন নয় বিধায় فَاَمَّا زيدٌ না বলে বরং ف কে দ্বিতীয় جزء তথা منطلق এর উপর স্থানান্তর করা হয়েছে। যাতে حرف شرط (اما) ও فاے جزائیہ একত্র না হয়ে যায়।

قوله فَاَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ঃ এখানে يَوْمُ الْجُمُعَةِ টা مُنْطَلِقٌ শিবহে ফে'লের مفعول فيه বা ظرف হিসেবে منصوب হয়েছে।

فَصْلٌ - حُرُوفُ الرَّدْعِ "كَلَّا" وُضِعَتْ لِزَجْرِ الْمُتَكَلِّمِ وَرَدْعِهِ عَمَّا يَتَكَلَّمُ بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "وَاَمَّا اِذَا مَاابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْ اَهَانَنِ كَلَّا" اَىْ لَايَتَكَلَّمُ بِهٰذَا فَاِنَّهٗ لَيْسَ كَذٰلِكَ هٰذَا بَعْدَ الْخَبَرِ وَقَدْ تَجِئُ بَعْدَ الْاَمْرِ اَيْضًا كَمَا اِذَا قِيْلَ لَكَ اِضْرِبْ زَيْدًا فَقُلْتَ كَلَّا اَىْ لَااَفْعَلُ كَذَا قَطُّ وَقَدْ تَجِئُ بِمَعْنٰى حَقًّا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ" وَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ اِسْمًا يُبْنٰى لِكَوْنِهٖ مُشَابِهًا لِكَلَّا حَرْفًا وَقِيْلَ تَكُوْنُ حَرْفًا اِيْضًا بِمَعْنٰى اِنَّ لِتَحْقِيْقِ الْجُمْلَةِ نَحْوَ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى بِمَعْنٰى اِنَّ -

---

পরিচ্ছেদ-১৪ ঃ حروفِ رَدعٍ (ধমক বোধক অব্যয়)

অনুবাদ ॥ حروفِ ردع হল كَلَّا যা مُتَكَلِّمُ কে ধমক দেয়ার এবং তার বক্তব্য থেকে বিরত রাখার জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْ اَهَانَنِ كَلَّا অর্থাৎ لَا يَتَكَلَّمُ بِهٰذَا (এরূপ কথা বলবে না), যেহেতু তিনি এমন নন- এ অর্থে খবরের পরে আসে। আর কখনো কখনো امر এর পরেও এসে থাকে। যেমন- যখন তোমাকে বলা হয় اِضْرِبْ زَيْدًا তখন তুমি উত্তর দাও كَلَّا অর্থাৎ لَااَفْعَلُ هٰذَا قَطُّ (এটা আমি কখনো করব না)। আর কখনো حَقًّا এর অর্থেও আসে, যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ এ সময় এটা كَلَّا হরফের مُشَابِه হবার কারণে اسم مَبْنِى হয়। আরো বলা হয়েছে যে, জুমলার নিশ্চয়তার জন্যে اِنَّ এর অর্থে তা হরফও হয়ে থাকে। যেমন- كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى এখানে كَلَّا হরফটি اِنَّ অর্থে এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله الرَّدْعُ ঃ رَدْعٌ অর্থ ধমকান, বিরত রাখা। যে حرف দ্বারা বক্তাকে তার উপস্থিত বক্তব্য থেকে জোরদার ভাবে বিরত রাখা হয় তাকে حرف ردع বলে। ১. কোন খবরের পরে অসংগত কথা বলা থেকে বক্তাকে বিরত রাখার জন্য যথা ঃ فَيَقُوْلُ رَبِّىْ اَهَانَنِ كَلَّا মানুষ বিপদগ্রস্থ হলে সে বলে আমার রব আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। كلا (কখনো নয় এরূপ বলবেনা।) (২) امر এরপরে (আদেশ অমান্য কল্লে) যেমন- কেউ বলল اِضرب زيدًا (যায়েদকে মার) উত্তরে বলল كلا (কখনো নয়) (৩) تاكيد এর জন্য, যথা ঃ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অবশ্যই, অচিরেই জানতে পারবে।

قوله وحِيْنَئِذٍ تكونُ اسمًا الخ ঃ অর্থাৎ كلا শব্দটি তাকীদের অর্থে আসলে তখন حَقًّا এর অর্থে হয়ে اِسْمِى হবে। كَلَّا اِسْمِى দ্বারা ঐ বিষয়ে ধমক দেয়া হয় যা সে বলে। যাতে তার বিপরীতটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়ে যায়। আর এটা كلا حُرْفِى এর مشابه হওয়ায় مبنى হবে।

ইমাম কাসায়ী এর মতে حقا অর্থে كلا ও حرفى হয়। এটা ان এর ন্যায় বাক্যের তাকীদ হয়। যেমন- كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى এর মধ্যে كَلَّا - حَقًّا অর্থে হয়েছে।

فَصْلٌ - تَاءُ التَّانِيْثِ السَّاكِنَةِ تَلْحَقُ الْمَاضِيَ لِتَدُلَّ عَلٰى تَانِيْثِ مَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ نَحْوُ ضَرَبَتْ هِنْدٌ وَقَدْ عَرَفْتَ مَوَاضِعَ وُجُوبِ اِلْحَاقِهَا وَاِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا وَجَبَ تَحْرِيكُهَا بِالْكَسْرِ نحوُ قدْ قامتِ الصَّلٰوةُ لِاَنَّ السَّاكِنَ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ وحَرَكَتُهَا لا تُوْجِبُ رَدَّ مَاحُذِفَ لِاَجْلِ سُكُونِهَا فَلَايُقَالُ رَمَاتِ الْمَرْاَةُ لِاَنَّ حَرَكَتَهَا عَارِضِيَّةٌ وَاقِعَةٌ لِرفعِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَقولُهُمُ اَلْمَرْاَتَانِ رَمَاتَا ضَعِيفٌ وَاَمَّا الْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وجمعِ الْمذكرِ وجمعِ الْمؤنثِ فَضَعِيفٌ فَلَايُقَالُ قَامَا الزَّيدَانِ وَقَامُوا الزَّيدونَ وَقُمْنَ النِّسَاءُ وَبِتَقْدِيرِالْاِلْحَاقِ لاتكونُ الضَّمَائِرُ لِئَلَّايَلْزَمَ الْاِضمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ بَلْ عَلَامَاتٌ دَالَّةٌ عَلٰى احوالِ الْفاعِلِ كَتَاءِ التَّانِيثِ -

---

পরিচ্ছেদ - ১৫ : تاء تانيث ساكنة

অনুবাদ ॥ সাকিন যুক্ত تاء تانيث টি যার দিকে فعل কে সম্পর্ক করা হয়েছে তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাবার জন্য মাযীর সাথে যুক্ত হয়। যেমন– ضَرَبَتْ هِنْدٌ সংযুক্তি ওয়াজিব হওয়ার স্থানসমূহ ইতিপূর্বে জেনেছ। تاء এর সাথে পরবর্তী কোন ساكن মিলিত হলে এ تاء কে كسرة ওয়াজিব– যেহেতু ساكن অক্ষর কে حركت দিতে হলে كسرة দ্বারা দেয়া হয়। যেমন– قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এ حركة টি সে হরফের পুনরুল্লেখ ওয়াজিব করে না যা ساكن হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। কাজেই رَمَاتِ الْمَرْاَةُ বলা যাবে না, কেননা এ حركت অস্থায়ী যা দু'টি সাকিনের একত্রে মিলিত হওয়াকে বিদূরীত করার জন্য আনীত। কাজেই আরবদের কথা اَلْمَرْاَتَانِ رَمَاتَا একটি দুর্বল উক্তি। অপর পক্ষে (فاعل উল্লেখ থাকা সত্ত্বে) تثنية – جمع مذكر এবং جمع مؤنث এর আলামত যোগ করাও একটি দুর্বল কাজ। অতএব قَامَا الزَّيْدَانِ، قَامُوا الزَّيْدُوْنَ এবং قُمْنَ النِّسَاءُ বলা যাবে না। আর علامات সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো ضمير হবে না যাতে اِضْمَارُقَبْلَ الذِّكْرِ (اسم উল্লেখের আগেই ضمير আনয়ন) সাব্যস্ত না হয়; বরং তা تاء تانيث এর ন্যায় ফায়েলের অবস্থা নির্দেশক علامات গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله اَلسَّاكِنَةُ : قيد এর ساكنه দ্বারা تاءِ مُتَحَرِّكْ বের হয়ে গেল। কেননা এটি اسم এর সাথে খাছ। فعل এর আসল হল ساكن হওয়া। যদিও কারণ বশত কোথাও متحرك হয়ে যায়। যেমন– قَامَتَا এর ت মূলে ساكن ছিল। পরে الف যুক্ত হওয়ায় اِجْتِماعِ سَاكِنَيْنْ থেকে বাঁচার জন্য حركت দেয়া হয়েছে।

قوله مَوَاضِعَ اِلْحَاقِهَا : অর্থাৎ ফায়েলের আলোচনায় কোথায় ت উল্লেখ করা হবে, কোথায় হবেনা তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে– فَلا نُعِيْدُها

قوله تَحْرِيْكُهَا بِالْكَسْرِ الخ : কেননা ساكن এর ক্ষেত্রে একান্ত হরকত দিতে হলে كسره এর মাধ্যমে দেয়াই আসল। কারণ كسره এর ব্যবহার কম হওয়ায় এটি ساكن এর নিকটবর্তী।

قوله وَحَرَكَتُهَا لَاتُوْجِبُ الخ : এটা উহ্য প্রশ্নের জবাব যে, تاء تانيث ساكنه কে حركت দিলে যেসব হরফ اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়েছিল তা পুনরায় ফিরে আসা উচিৎ। যেমন– رمت মূলত رمات ছিল। উত্তর এই যে, এ হরকত যেহেতু اصلى নয় বরং عَارِضى কেবল মিলিয়ে পড়ার জন্য একারণে তা ধর্তব্য নয়।

قوله اَمَّا اِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ الخ : এটিও একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব যে, مونث বুঝাবার জন্য যেরূপ فعل ماضى এর শেষে تاء تانيث ساكنه যুক্ত হয় তদরূপ تثنية - جمع বুঝাবার জন্য ফায়েল اسم ظاهر হওয়া সত্ত্বে تثنيه বা جمع এর আলামত যুক্ত হওয়া উচিৎ। মুসান্নিফ (রঃ) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এতে ফায়েল مُكَرَّرْ (দ্বিরুক্ত) হয়ে যায় বিধায় এটা উচিৎ নয়, বা ضعيف - ★ উল্লেখ্য যে, মাযীর শুরুতে যে تائے متحركه (যথা ضَرَبَتْ) আসে এটা আলামত নয় বরং যমীর। একারণে এরপরে অন্যকোন ফায়েল (اسم ظاهر) আসেনা।

فَصْلٌ - اَلتَّنْوِيْنُ نُوْنٌ سَاكِنَةٌ تَتْبَعُ حَرْكَةَ اٰخِرِ الْكَلِمَةِ لَا لِتَاكِيْدِ الْفِعْلِ وَهِيَ خَمْسَةُ اَقْسَامٍ : اَلْاَوَّلُ لِلتَّمَكُّنِ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاِسْمَ مُتَمَكِّنٌ فِيْ مُقْتَضَى الْاِسْمِيَّةِ اَيْ اَنَّهُ مُنْصَرِفٌ نحوَ زيدٌ و رجلٌ والثانِيْ لِلتَّنْكِيرِ وَهُوَ مَا يدُلُّ على اَنَّ الاسمَ نكرةٌ نحو صَهٍ اىْ اُسْكُتْ سُكُوْتًا مَّا فِيْ وَقْتٍ مَّا وَاَمَّا صَهْ بِالسُّكون فمعناهُ اُسْكتِ السُّكوتَ اَلْاٰنَ وَالثالثُ لِلعِوَضِ وَهومَا يكونُ عِوَضًا عَنِ الْمُضافِ اِلَيْهِ نحوُ حِيْنَئِذٍ وَسَاعَتَئِذٍ وَيَوْمَئِذٍ اَىْ حِيْنَ اِذَا كَانَ كَذَا وَالرابِعُ لِلْمُقَابَلَةِ وَهو التنوينُ الَّذِىْ فِيْ جمعِ الْمؤنثِ السَّالِمِ نحوُ مسلماتٌ وهٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ تَخْتَصُّ بِالاسْمِ

পরিচ্ছেদ - ১৬ : تنوين

<u>অনুবাদ</u> ॥ تنوين মূলত একটি نون সাকিন, এটি كلمة এর শেষের حركة এর সাথে যুক্ত হয়, এটি فعل এর তাকীদের জন্য নয়। تنوين তা পাঁচ প্রকার। –

(১) প্রথম প্রকার تَمَكُّنْ এর জন্য আসে। এটি ঐ তানভীনকে বলে যা اسم হওয়ার চাহিদায় শব্দটি مُتَمَكِّنْ অর্থাৎ مُنْصَرِفْ হওয়া বুঝায়। যেমন– رَجُلٌ، زَيْدٌ –

(২) দ্বিতীয় প্রকার تنكير এর জন্যে আসে। এটি ঐ তানভীন যা اسم টির نكرة বা অনির্দিষ্ট হওয়া বুঝায়। যেমন– صَهْ অর্থাৎ اُسْكُتْ سُكُوتًا مَّا فِيْ وَقْتٍ مَّا (অর্থাৎ যে কোন সময়ে যে কোন প্রকার নীরবতা গ্রহণ করো); কিন্তু ساكن যুক্ত صه এর অর্থ হল اُسْكُتِ السُّكُوتَ اَلْاٰنَ (এখনই চুপ হও)।

(৩) তৃতীয় প্রকার عِوَضْ এর জন্যে আসে। আর তা হল এমন تنوين যা مضاف اليه এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– حِيْنَئِذٍ - سَاعَتَئِذٍ এবং يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ حِيْنَ اِذَا كَانَ كَذَا، سَاعَةَ اِذَا كَانَتْ كَذَا এবং يَوْمَ اِذَا كَانَ كَذَا –

(৪) চতুর্থ প্রকার مُقَابَلَة এর জন্য আসে। আর তা হচ্ছে সে تنوين যা جمع مؤنث سالم -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– مسلمات -এ চার প্রকার تنوين এর সাথে খাস।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> : قوله اَلتَّنْوِيْنُ : تنوين শব্দটি বাবে تفعيل এর মাসদার, অর্থ نُوْنٌ লেখা। نون এর অর্থ মাছ, দোওয়াত, বহুঃ نِيْنَانٌ-

পরিভাষায়– هُوَ نُوْنٌ سَاكِنَةٌ زَائِدَةٌ تَلْحَقُ اٰخِرَ الْاِسْمِ لَفْظًا لَاخَطًّا وَلَا وَقْفًا لِغَيْرِ تَوكِيْدٍ –

قوله تَتْبَعُ حَرْكَةَ الخ : যথা لَمْ يَكُنْ ও لَدُنْ ـ مِنْ ইত্যাদি। এর দ্বারা اسم বের হয়ে গেল। কারণ ইসমের শেষাক্ষর حركت এর تابع নয়। غير توكيد দ্বারা نون خفيفه বের হয়ে গেল।

قوله اَلْاَوَّلُ لِلتَّمَكُّنِ وَهُوَ الخ : অর্থাৎ تنوين تمكن এ বিষয়টি বুঝায় যে اسم টি متمكن হওয়ার বিষয়ে বদ্ধমূল, অর্থাৎ এ অবস্থায় কখনো মবনী বা غير منصرف হবে না। একে تنوين صرف ও বলা হয়।

কারো কারো মতে رجل ـ ثوب ইত্যাদির তানভীন টি تنكير এর জন্য একথাটি যুক্তি সংগত নয়। কারণ এগুলো দ্বারা কারো নাম রাখলে তা معرفه হয়ে যায় অথচ তখনো তানভীন বহাল থাকে।

قوله لِتَنْكِيْرِ الخ : অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার তানভীন হল تنوين تنكيرى যা اسم টি نكره (অনির্দিষ্ট) হওয়া বুঝায়। এটি اسم কে معرفه ও نكره হওয়ার মাঝে প্রভেদ করে। যেমন– صَهٍ (অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চুপ থাক)।

قوله لِلْمُقَابَلَةِ অর্থাৎ কোন শব্দের বিপরীতে আসে। যেমন–مسلماتٌ এর মধ্যে আলিফটি বহুবচনের আলামত স্বরূপ আসে। যেমন– مسلمون এর واو টি বহুবচনের আলামত। আর ت টি مؤنث এর আলামত। এখন مسلمون এর নূনের মোকাবেলায় আসার মত مسلمات এর মধ্যে تنوين বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় নেই।

وَالْخَامِسُ لِلتَّرَنُّمِ وهو الَّذِىْ يَلْحَقُ اٰخِرَ الْاَبْيَاتِ وَالْمَصَارِيعِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ شِعْرٌ: اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ * وَقُوْلِىْ اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ، وَكَقَوْلِهٖ ع يَا اَبَتَا عَلَّكَ اَوْ عَسَاكُنْ، وَقَدْ يُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ اِذَا كَانَ مَوْصُوفًا بِابْنٍ اَوْ اِبْنَةٍ مُضَافًا اِلٰى عَلَمٍ اٰخَرَ نحو جَائَنِىْ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو وَهِنْدُ ابْنَةُ بَكْرٍ -

فَصْلٌ - نُونُ التَّاكِيدِ وهِىَ وُضِعَتْ لِتَاكِيدِ الْاَمْرِ وَالْمُضَارِعِ اِذَا كَانَ فِيهِ طَلَبٌ وَهِىَ بِاِزَاءِ قَدْ لِتَاكِيدِ الْمَاضِىْ وَهِىَ عَلٰى ضَرْبَيْنِ خَفِيفَةٌ اَىْ سَاكِنَةٌ اَبَدًا نحو اِضْرِبَنْ

অনুবাদ॥ (৫) পঞ্চম প্রকার ترنم - এটি ঐ তানভীন যা, ছন্দ এবং পংক্তির শেষে আসে। যেমন কবির ভাষায়- اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ * وَقُوْلِىْ اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ এবং পংক্তি يَا اَبَتَا عَلَّكَ اَوْ عَسَاكُنْ - কখনো কখনো এ تنوين টি عَلَمْ থেকে বিলুপ্ত হয়, যখন عَلَمْ টি এমন اِبْنٌ ও اِبْنَةٌ এর موصوف হয় যে اِبْنٌ এবং اِبْنَةٌ অন্য কোন عَلَمْ এর প্রতি مضاف হয়, যেমন- جاءَنِى زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو - وَهِنْدُ ابْنَةُ بَكْرٍ

পরিচ্ছেদ - ১৭ : نون تاكيد

نون تاكيد ঐ নূনকে বলে যাকে امر ও مضارع এর তাকীদ এর জন্য গঠন করা হয়েছে। مضارع এর তাকীদ তখন বুঝায় যখন তাতে طلب পাওয়া যায়, মাযীতে قد এর মোকাবেলায় আসে। نون تاكيد দু'প্রকার- (১) خفيفة অর্থাৎ সর্বদা সাকিন, যেমন- اِضْرِبَنْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله لِلتَّرَنُّمِ الخ : ترنم অর্থ গান গাওয়া, পরিভাষায় পদ্য বা পংক্তির শেষে تنوين বৃদ্ধি করে ধ্বনিকে শ্রুতি মধুর করার জন্য যে তানভীন আসে তাকে تنوين ترنُّم বলে। যেমন- শে'র اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلَ الخ (অর্থ- হে ভৎর্সনাকারীনি! ভৎর্সনা, তিরস্কার কম কর। বরং আমি প্রেম নিবেদনে সহাচ্ছা হয়ে থাকলে বল যে, নিশ্চয়ই সে ঠিক করেছে। এ শে'রের উভয় পংক্তির শেষে যে তানভীন যুক্ত হয়েছে এটা স্বরকে মধুর করার জন্য মাত্র, এটাই এখানে দেখান উদ্দেশ্য।

قوله وَقَدْ يُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ : অর্থাৎ কোন علم (নাম) اِبن বা ابنة এর موصوف হলে (وجوبا) অবশ্যসম্ভাবীভাবে তার শেষের تنوين বিলুপ্ত হয়।

ফায়েদা : (ক) যদি اِبْنٌ বা اِبنةٌ - علم ছাড়া অন্যকোন শব্দের (১) সিফত হয়। যেমন- قَامَ رَجُلُ ابْنُ بَكْرٍ বা (২) সিফত না হয় যেমন زَيْدُ ابْنُ بَكْرٍ বা (৩) اِبْنٌ এর مضاف اليه যদি علم না হয় যেমন- قَامَ زَيْدُ ابْنُ اَخِىْ এ তিন ক্ষেত্রে তানভীন বিলুপ্ত হয়না।

(খ) উচ্চারণে যেখানে তানভীন বিলুপ্ত হয় লেখার ক্ষেত্রেও তা বিলুপ্ত হয়। (গ) তবে اِبْنَةٌ এর আলিফটি লেখার ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়না।

قوله وَهِىَ بِاِزَاءِ قَدْ : অর্থাৎ মাযীর মধ্যে তাকীদের জন্য যেরূপ قد আসে এর বিপরীতে আমর বা মুযারের মধ্যে আসে نون تاكيد তবে শর্ত হলে মুযারের মধ্যে তলবের অর্থ থাকতে হবে।

قوله اَىْ سَاكِنَةٌ الخ : কেননা নুনযুক্ত হলে তা মবনী হয়ে যায়। আর মবনীর মধ্যে আসল হল সুকূন। نون ثقيلة টি ও মবনী। তবে তাশদীদের জরুরতে শেষে সুকুন হওয়া সম্ভব নয়।

وَثقِيلَةٌ اَیْ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ اَبَدًا اِنْ لَّمْ يَكُنْ قَبْلَهَا اَلِفٌ نحوُ اِضْرِبَنَّ وَمَكْسُورَةٌ اِنْ كَانَ قَبْلَهَا اَلِفٌ نحوُ اِضرِبَانِّ وَاِضْرِبْنَانِّ وَتَدْخُلُ فِى الْاَمْرِ وَالنَّهْىِ وَالْاِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّىْ وَالْعَرْضِ جَوَازًا لِاَنَّ فِىْ كُلٍّ مِّنْهَا طَلَبًا نحوُ اِضْرِبَنَّ وَلَا تَضْرِبَنَّ وَهَلْ تَضْرِبَنَّ وَلَيْتَكَ تَضْرِبَنَّ وَاَلَا تَنْزِلَنَّ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا وقدْ تَدْخُلُ فِى الْقَسَمِ وُجوبًا لِوُقُوعِهٖ عَلٰى مَا يَكُونُ مَطْلُوبًا لِلْمُتَكَلِّمِ غَالِبًا فَاَرَادُوْا اَنْ لَّا يَكُونَ اٰخِرُ الْقَسَمِ خَالِيًا عَنْ مَعْنَى التَّاكِيدِ كَمَا لَا يَخْلُو اَوَّلُهُ مِنْهُ نحوُ وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا ـ

অনুবাদ॥ ২) ثَقِيْلَة অর্থাৎ সর্বদা مَفْتُوْح ও تَشْدِيْد যুক্ত যদি তার আগে কোন الف না থাকে। যেমন- اِضْرِبَنَّ - আর كسرة যুক্ত হবে যদি তার আগে কোন الف থাকে। যেমন- اِضْرِبَانِّ এবং - اِضْرِبْنَانِّ নুন তাকিদ টি امر - نهى - اِسْتِفْهَامُ - تَمَنِّىْ এবং عَرْض এর মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়, কেননা জায়েয হিসেবে এসবগুলোর মধ্যেই طلب এর অর্থ রয়েছে। যেমন-

اَلَا تَنْزِلَنَّ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا - لَيْتَكَ تَضْرِبَنَّ - هَلْ تَضْرِبَنَّ - وَلَاتَضْرِبَنَّ - اِضْرِبَنَّ

কখনো نون تاكيد ওয়াজিব হিসেবে قسم এর মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়, কারণ কসম অধিকাংশই متكلم এর কাঙ্খিত বস্তুর উপরই হয়ে থাকে। কাজেই নাহভীগণ চান যেন কসমের শেষাংশও তাকীদের অর্থ থেকে খালি না হয়, যেমনি তার প্রথম অংশ তা থেকে খালি হয়না। যেমন- وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا -

---

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله وَتَدْخُلُ فِى الْاَمْرِ الخ ঃ অর্থাৎ امر - نهى - استفهام - تمنى ও عرض সবগুলোর মধ্যে طلب বা কামনা থাকে বিধায় نون تاكيد আসতে পারে। نفى এর মধ্যে তুলনামূলক কামনা (তলব) কম থাকে বিধায় মুসান্নিফ (র.) نفى এর কথা উল্লেখ করেনি। তবে نفى তেও نون تاكيد আসতে পারে।

قوله وَتَدْخُلُ فِى الْقَسَمِ الخ ঃ অর্থাৎ قسم এর ফে'লে وُجُوْبًا - نون تاكيد যুক্ত হয়। কেননা সাধারণত যা বক্তা (متكلم) এর নিকট কাম্য থাকে উক্ত বিষয়ে قسم করা হয়ে থাকে। উপরন্তু جوابِ قسم ও তাকীদের محلّ (স্থল) গুরুত্বপূর্ণ হয় এজন্য নাহভীগণ قسم এর শেষটি তাকীদ বিহীন হওয়া পছন্দ করেন না। যেমন- وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا -

قوله وَزِيْدَتْ اَلِفٌ قَبْلَ النُّوْنِ الخ ঃ কেননা نون ثقيله মূলত দুটি নূন, আর جمع مؤنث এর নূন মিলে মোট তিন নূন একত্রে হয়ে যায়। আর একাধারে তিন নূন আসা অপছন্দনীয় বিধায় حرفِ زَوَائِدُ এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ হরফ আলিফকে মাঝে আনা হয়েছে।

قوله اِلْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ عَلٰى غَيْرِ حَدِّهٖ ঃ حرف مُشَدَّدْ এর পূর্বে আলিফ حرف مَدّ থাকাকে اِجْتِمَاعِ سَاكِنَيْنِ عَلٰى حَدِّهٖ বলে, এটা জায়েয। কারণ এটা সামান্য টেনে পড়লে উভয় হরফ উচ্চারণ করা সম্ভব। যেমন- دَابَّةٌ আর দু'সাকিনের মধ্যে প্রথমাক্ষর الف مَدَّة না হলে তাকে اجتماعِ ساكنين عَلٰى غيرِ حَدِّهٖ বলে। এটা নাজায়েয (অশুদ্ধ) কারণ তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

وَاعْلَمْ اَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّ مَاقَبْلَهَافِى جَمْعِ الْمُذَكَّرِ نَحْوَ اِضْرِبُنَّ لِيَدُلَّ عَلَى الْوَاوِ الْمَحْذُوْفَةِ وَكَسِرَ مَا قَبْلَهَا فِى الْمُخَاطَبَةِ نَحْوَ اِضْرِبِنَّ لِيَدُلَّ عَلَى الْيَاءِ الْمَحْذُوْفَةِ وَفُتِحَ مَاقَبْلَهَا فِىْ مَا عَدَاهُمَا اَمَّا فِى الْمُفْرَدِ فَلِاَنَّهُ لَوْضُمَّ لَالْتَبَسَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَلَوْكُسِرَ لَلَبِسَ بِالْمُخَاطَبَةِ وَاَمَّا فِى الْمُثَنّٰى وَجُمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَلِاَنَّ مَاقَبْلَهَا اَلِفٌ نَحْوُ اِضْرِبَانِّ وَاِضْرِبْنَانِّ وَزِيْدَتْ اَلِفٌ قَبْلَ النُّوْنِ فِىْ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِكَرَاهَةِ اِجْتِمَاعِ ثَلٰثِ نُوْنَاتٍ نُوْنُ الضَّمِيْرِ وَنُوْنَا التَّاكِيْدِ وَنُوْنُ الْخَفِيْفَةُ لَاتَدْخُلُ فِى التَّثْنِيَةِ اَصْلًا وَلَا فِى جمع الْمُؤَنَّثِ لِاَنَّهُ لَوْحُرِّكَتِّ النُّوْنُ لَمْ تَبْقَ خَفِيْفَةً فَلَمْ تَكُنْ عَلَى الْاَصْلِ وَاِنْ اَبْقَيْتَهَا سَاكِنَةً يَلْزَمُ اِلْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ عَلٰى غَيْرِحَدِّهٖ وَهُوَ غَيْرُحَسَنٍ ـ

অনুবাদ ॥ জেনে রাখ যে, جمع مذكر -এর মধ্যে نون تاكيد -এর পূর্বের অক্ষরে ضَمَّة হওয়া ওয়াজিব। যেমন– اِضْرِبُنَّ এটা এ জন্য যে তা বিলুপ্ত واو বুঝায়। আর مُخَاطَبَة তথা واحد مؤنّث حاضر -এর মধ্যে نون تاكيد -এর পূর্বের অক্ষরে كسرة হওয়া ওয়াজিব যাতে তা বিলুপ্ত ياء বুঝায়। আর এ দু'টি শব্দ ছাড়া অন্য সবের মধ্যে نون تاكيد এর পূর্বাক্ষরে فتح দেয়া ওয়াজিব। واحد গুলোতে এজন্য যে, যদি তাতে ضَمَّة দেয়া হয় তবে جمع مذكر এর সাথে মিশে যায়, আর যদি كسرة দেয়া হয় তবে مُخَاطَبَة তথা واحد مؤنث حاضر এর সাথে মিলে যায়। تثنية ও جمع مؤنث গুলোর মধ্যে যবর দিতে হয় এ কারণে যে, সেগুলোর মধ্যে نون تاكيد এর পূর্বাক্ষরটি হল الف যেমন– اِضْرِبَانِّ - اِضْرِبْنَانِّ - جمع مؤنث এর মধ্যে তিনটি نون এক স্থানে হওয়া অপসন্দনীয়তার কারণে نون تاكيد এর পূর্বে একটি الف বাড়াতে হবে– তিনটি, نون হল (১) نون ضمير এবং (২) তাকীদের দুটি نون -

نون خفيفة কখনো تثنية তে প্রবিষ্ট হয় না এবং جمع مؤنث এর মধ্যেও নয়। কেননা যদি তুমি نون خفيفة তে حركة দাও তবে তা আর خفيفة থাকে না। তা আসল অবস্থার উপর থাকে না। আর যদি ساكن রাখ তবে দু'টি ساكن একত্রে জমা হয়ে যায় যা অসুন্দর।

التمرين (অনুশীলনী)

১. حروف جاره কয়টি ও কি কি? এবং উহা কি আমল করে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

২. باء ও حتي কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? এবং নিচের শে'রটি কি লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে? বিস্তারিত লিখ।

فَلَاوَاللّٰهِ لَايَبْقٰى اُنَاسٌ * فَتًى حَتَّاكَ يَاابْنُ اَبِىْ زِيَادٌ

৩. حروف মোট কত প্রকার ও কি কি? حروف مشبهة بالفعل কয়টি এবং উহা কি আমল করে? বিস্তারিত লিখ।

৪. إن ও أن এর ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং উহার আমল কোন সময় বাতিল হয় বিস্তারিত লিখ।

৫. حروف عطف কয়টি ও কি কি? واو، فاء، ثم কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য কি? উদাহরণসহ লিখ।

৬. حروف تنبيه কয়টি ও কি কি? এবং উহা কি জন্যে গঠিত? উহার ব্যবহার বিধি উদাহরণসহ লিখ।

৭. حروف شرط কয়টি ও কি কি? উহার ব্যবহারের নিয়মাবলী উদাহরণসহ লিখ।

৮. تنوين কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ লিখ।

একনজরে হেদায়াতুন নাহু